ইসলাম ও বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে দেনমোহর ঃ একটি পর্যালোচনা

(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. ফিল ডিগ্রী অর্জনের জন্য উপস্থাপিত গবেষণা অভিসন্দর্ভ)

গবেষক
মোঃ গোলাম কিবরিয়া
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

তত্ত্বাবধায়ক
ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ
অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ফেব্রুয়ারী- ২০১০

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গ

জীবনে একবারের জন্যেও যে দাদাজী ও দাদীমনিকে দেখিনি সে মরহুম দাদা হোসাইন আলী মুন্সী ও মরহুমা দাদী হাজেরা বিবির রুহের মাগফিরাত

ও

আমার শ্রদ্ধাভাজন আব্বা ও আম্মা আলাহাজ্ব মাওলানা মোঃ আব্দুল জাব্বার চিশতী শাজলী ও আলহাজ্বাহ্ মরিয়ম আফিফার সুস্বাস্থ্য কামনায় উৎসর্গ করা হল।

448747

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধীনে মোঃ গোলাম কিবরিয়ার এম.ফিল ডিগ্রীর জন্যে উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ " ইসলাম ও বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে দেনমোহর ঃ একটি পর্যালোচনা" আমার তত্ত্বাবধানে রচিত হয়েছে। এটি তাঁর নিজের রচনা। অভিসন্দর্ভটি আমার জানামতে অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন প্রকার ডিগ্রীর জন্যে উপস্থাপিত হয়নি এবং এ অভিসন্দর্ভের কোন অংশ কোথাও প্রকাশিত হয়নি।

(ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ)
তত্ত্বাবধায়ক
অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইসলাম ও বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে দেনমোহর ঃ একটি পর্যালোচনা" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার গবেষণাকর্ম। আমার জানামতে এই শিরোনামে ইতঃপূর্বে অন্য কেউ গবেষণা করেননি। এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য এই অভিসন্দর্ভ কিংবা এর কোন অংশ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী বা প্রকাশনার জন্য উপস্থাপিত হয়নি।

মো: গোলাম কিবরিয়া

(মোঃ গোলাম কিবরিয়া)
এম.ফিল. গবেষক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
শিক্ষাবর্ষ ২০০৩-২০০৪
রেজিস্ট্রেশন নং ১৯৮

ঢাকা
ফেব্রুয়ারী-২০১০

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

الحمد لله وكفي وسلام علي عباده الذي نصطفي أما بعد !

নারীর অধিকারকে কেন্দ্র করে "ইসলাম ও বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে দেনমোহর ঃ একটি পর্যালোচনা" গবেষণাকর্মটি রচিত হয়েছে । ইসলাম মানবতার ধর্ম, তাই নারীকে সকল মানবিক অধিকার প্রদান করেছে। বৈবাহিক ক্ষেত্রে ইসলাম নারীকে যে দেনমোহরের অধিকার প্রদান করেছে সে অধিকার প্রসঙ্গে সর্বস্তরের মুসলিম নর ও নারীকে সচেতন করার মাধ্যমে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠাই এই গবেষণার উদ্দেশ্য। তাই এই গবেষণায় চেষ্টা করা হয়েছে দেনমোহরের মাধ্যমে নারী তাঁর কতটুকু অধিকার পেতে পারে। আর বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় নারীই বা তাঁর দেনমোহর কতটুকু পাচ্ছে এবং স্বামীগণ কতটুকু দেনমোহর পরিশোধ করছে। তাছাড়া দেনমোহর প্রদানের ব্যাপারে শরিয়তেরইবা বাধ্যবাদকতা কতটুকু, প্রচলিত আইনে এর গুরুত্ব কি। এ বিষয়গুলো নিয়ে গবেষণা করতে যারা আমাকে সহযোগিতা করেছেন তাঁদেরকে আমি শ্রদ্ধার সাথে স্বরণ করছি।

আমি সর্বপ্রথম কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদকে যিনি আমার গবেষণাকর্মের সঠিক তত্ত্বাবধান, তথ্য উপাত্ত সংগ্রহে সহযোগিতাদান, গবেষণার নিয়মনীতি সম্পর্কে দিকনির্দেশনা প্রদান, অভিসন্দর্ভ রচনায় পরামর্শদানসহ আমাকে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন।

আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার পরমশ্রদ্ধেয় আব্বা আলহাজ্ব মাওলানা আব্দুল জাব্বার চিশতী শাজলী ও আমার আম্মা আলহাজ্বাহ মরিয়ম আফিফাকে তাঁরা আমার এ গবেষণার ব্যাপারে অনেক উৎসাহিত করেছেন, যাদের অনুপ্রেরণায় আজ আমার এ পর্যন্ত আসা। গভীর শ্রদ্ধার সাথে আমার বড় ভাই আলহাজ্ব মাওলানা এমদাদুলাহ, আলহাজ্ব মাওলানা মোঃ কুতুবুদ্দীন ও ছোট ভাই আবু বকর সিদ্দিককে পাশাপাশি স্বরণ করছি মাওলানা ইমরান হোসাইনকে তাঁরা আমার এ গবেষণায় সর্বাত্তক সহযোগিতা করেছেন।

আমি আরো শ্রদ্ধার সাথে স্বরণ করি আমার শশুর আলহাজ্ব মাওলানা এ,কে,এম আব্দুর রশীদ আল মাদানীকে যিনি আমাকে গবেষণার ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছেন। এ কৃতজ্ঞতায় যাকে স্বরণ না করলেই নয় সে হচ্ছে আমার সহধর্মীনি তাহমিনা বিনতে রশীদকে তিনি আমার এ ব্যস্ততাকে নিজের ব্যস্ততা হিসেবে গ্রহণ করে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেছেন।

আরো কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার একমাত্র ভগ্নিপতি অধ্যাপক মাওলানা মাহমুদুল হাসান ও মাওলানা তৈয়্যবা খাতুনকে যারা বারবার আমার এ গবেষণার খোঁজখবর নিয়েছেন। রুহের মাগফিরাত কামনা করছি আমার মরহুম মামা আলহাজ্ব ফকির মাওলানা মোঃ লিয়াকত আলিকে যিনি আমাকে গবেষণায় অনেক সহযোগিতা করেছেন আজ তিনি দুনিয়াতে নেই।

আমি ধন্যবাদ জানাই আমার বন্ধুবান্ধব শুভাকাঙ্ক্ষী যারা আমাকে এ গবেষণায় উৎসাহ দিয়েছেন সহযোগিতা করেছেন সবাইকে।

পরিশেষে আবারও মহান আল্লাহ তা'য়ালার শুকরিয়া আদায় করছি যিনি আমাকে এ বিশাল কাজটি করার তৌফিক দিয়েছেন, দুরুদ ও সালাম প্রেরণ করছি বিশ্বমানবতার মুক্তির দুত হযরত মুহাম্মদ (স.) এর প্রতি যার নির্দেশনাই আমাদের মুক্তির একমাত্র পাথেয়। আল্লাহ তা'য়ালা যেন আমার এ শ্রমকে তাঁর দ্বীনের জন্য কবুল করেন আমিন! সুম্মা আমিন!!

মোঃ গোলাম কিবরিয়া

গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ সংক্ষেপ

আ.	:	আলাইহিস্‌সালাম
আল–কুরআন ৪ঃ৪	:	প্রথম সংখ্যাটি সূরা নং , দ্বিতীয় সংখ্যাটি আয়াত নং
খ.	:	খন্ড
খ্রী.	:	খ্রীস্টাব্দ
ড.	:	ডক্টর
ডা:	:	ডাক্তার
তা.বি	:	তারিখ বিহীন
পৃ.	:	পৃষ্ঠা নম্বর
র.	:	রাদিয়াল্লাহু আনহু
রহ.	:	রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
স.	:	সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
হি.	:	হিজরি

(বাংলা একাডেমি প্রণীত রীতি অনুসারে বিদেশী শব্দের বানানে হ্রস্বস্বর ব্যবহার করা হয়েছে)

Dhaka University Institutional Repository

ভুমিকা

ইসলাম আল্লাহ তা'য়ালার নিকট একমাত্র মনোনীত ধর্ম। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রাসূল (স.) এর আদেশ, নিষেধ গুলোকে যথাযথ মূল্যায়ন ও বাস্তবায়ন করা আবশ্যক। আল্লাহ তা'য়ালার প্রতিটি আদেশ এক একটি ফরজ বা অবশ্যকর্তব্য, অবশ্য পালনীয়, অলঙ্ঘনীয়। ঈমান, নামায, রোজা, হজ্ব, যাকাত, ইকামাতে দ্বীন, দাওয়াতে দ্বীন, আমর বিল মা'রুফ, নাহি আনিল মুনকার, বিদ্যার্জন, পিতা-মাতার সেবা, হালাল জীবিকা উপার্জন করা যেমন ফরজ তেমন স্ত্রীকে দেনমোহর দেয়াও ফরজ। মানব ইতিহাসের মত দেনমোহরের ইতিহাসও পুরাতন। বাবা আদম ও মা হাওয়া (আ.) কে সৃষ্টি করে যখন বেহেস্তের মধ্যে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁদের বিবাহ পড়ান তখন আল্লাহ পাক হযরত আদম (আ.) কে বললেন হে আদম! তুমি যতক্ষণ না তোমার স্ত্রীর দেনমোহর পরিশোধ করবে ততক্ষণ তুমি তোমার স্ত্রীর কাছে যেতে পারবে না। হযরত নুহ (আ.) হযরত শীশ (আ.) হযরত ইব্রাহিম (আ.) ইসমাইল (আ.) থেকে শুরু করে সকল নবী ও রাসুলগণের যামানায় দেনমোহরের প্রচলন ছিল।

শেষ নবী মুহাম্মদ (স.) এর উম্মতের জন্য আল্লাহ তা'য়ালা দেনমোহর ফরজ করেছেন।

কুরআন পাকে আল্লাহ তা'য়ালা ঘোষণা করেন :

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

অর্থ: তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের খুশিমনে দেনমোহর পরিশোধ কর।[১]

সূরা নিসার ২৪ নং আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন :

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

অর্থ: তাঁদের মধ্যে (স্ত্রীদের) যাদের তোমরা সম্ভোগ করেছ তাঁদের নির্ধারিত দেনমোহর অর্পণ কর"।[২]

আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন :

---

১ আল-কুরআন ৪ ঃ ৪

২ আল-কুরআন ৪ ঃ ২৪

Dhaka University Institutional Repository

وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

অর্থ: তোমরা ন্যায় সংঘতভাবে তাঁদের দেনমোহর পরিশোধ কর।[৩]

কুরআনে পাকে আরো ঘোষণা হয়েছে :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

অর্থ:তোমাদের জন্য হালাল সতীসাধবী মুসলমান নারী এবং তাঁদের সতী সাধবী নারী, যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তোমাদের পূর্বে, যখন তোমরা তাঁদেরকে দেনমোহর প্রদান কর তাঁদেরকে স্ত্রী করার জন্য, কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য কিংবা গুপ্তপ্রেমে (পরকিয়া) লিপ্ত হওয়ার জন্য নয়। যে ব্যক্তি বিশ্বাসের সাথে অবিশ্বাস করে তাঁর শ্রম বিফল যাবে। পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।[৪]

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'য়ালা নবী (স.) কে লক্ষ্য করে বলেন :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ

অর্থ: হে নবী ! যে সকল স্ত্রীদের আপনি দেনমোহর প্রদান করেছেন তাঁরাই কেবল আপনার জন্য হালাল অন্যরা নয়।[৫]

উপরোল্লেখিত পবিত্র কুরআনের আয়াত দ্বারা উপলব্দি করা যায় যে, দেনমোহর ফরজ।

দেনমোহর সম্পর্কে নবি করিম (স.) বলেন, হযরত মাইমুন আল-কুদরি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন রাসুল (স.) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন নারীকে কম বা বেশী দেনমোহরে বিবাহ করল আর

৩ আল-কুরআন ৪ ঃ ২৫
4 আল–কুরআন ৫ ঃ ৫
৫ আল–কুরআন ৩৩ ঃ ৫০

Dhaka University Institutional Repository

অন্তরে স্ত্রীকে দেনমোহর আদায় না করার ইচ্ছা পোষণ করল, কিয়ামতের দিন সে আল্লাহর দরবারে ব্যভিচারী হিসেবে উপস্থিত হবে।

হুজুর (স.) বলেন :

أَيُّمَا رَجُلٍ أَصْدَقَ امْرَأَةً صَدَاقًا وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُرِيدُ أَدَاءَهُ إِلَيْهَا فَغَرَّهَا بِاللَّهِ وَاسْتَحَلَّ فَرْجَهَا بِالْبَاطِلِ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَهُوَ زَانٍ

অর্থ: যদি কোন ব্যক্তি দেনমোহর নির্ধারণের মাধ্যমে কোন নারীকে বিয়ে করে, অথচ আল্লাহ তা'য়ালা ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জানেন যে, তাঁর অন্তরে স্ত্রীকে দেনমোহর আদায়ের বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই, তাহলে সে আল্লাহর নামে ঐ মহিলার সাথে প্রতারণা করল এবং অবৈধ ভাবে তাঁর লজ্জাস্থানের মালিক হল, এ কারণে সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে ব্যভিচারীরূপে উপস্থিত হবে।[৬]

রাসুল (স.) দেনমোহরের এত বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন যে, দেনমোহর অনাদায় কারীকে যিনাকারীর কাতারে শামিল করেছেন।

অন্যদিকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ এর ১৯৮৫ সনের ১৮ নং অধ্যাদেশ এর ৫ নং ধারায় 'গ' উপধারায় বলা হয়েছে যে, "দেনমোহর হল টাকা বা সম্পত্তি যা স্বামী স্ত্রীকে বিবাহের বিবেচনা হিসেবে পরিশোধ করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। বিচারপতি মাহমুদ দেনমোহরের সংজ্ঞা দিয়ে বলেছেন, বিবাহের পণ স্বরুপ যে অর্থ বা সম্পত্তি স্বামী স্ত্রীকে দেন বা দিতে অঙ্গীকার করেন, সে অর্থ বা সম্পত্তিকে ইসলামি আইনে 'দেনমোহর' বলে। বিবাহে দেনমোহর দিবার কথা না থাকলেও আইন স্ত্রীকে দেনমোহরের অধিকার দেন। স্ত্রীর প্রতি মর্যাদার প্রতিক স্বরুপ স্বামীর উপর ইসলামি আইন এই দায়িত্ব অর্পণ করেছে"।

হেদায়েতে বলা হয়েছে যে, দেনমোহর ইসলামি আইনে স্ত্রীর মর্যাদার প্রতীক। মুসলিম বিবাহ একটি চুক্তি , কাজেই পক্ষগণ যদি তাঁদের বিবাহের চুক্তি করার যোগ্য হয় , তবে আপোষ চুক্তির মাধ্যমে বিবাহের পূর্বে

[৬] আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ বিন হাম্বল, *মুসনাদে আহমাদ বিন হাম্বল*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা সৌদিআরব:১৪১২, খ. ৩৮, পৃ ৩৫৯ ; আহমদ বিন হুসাইন বিন আলী আলবায়হাকী, সুনানে কুবরা, মাউকাউ ইয়াসুব, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ. ৭, পৃ.২৪২ ; বাইহাকী, শুআবুল ঈমান: খ. ১২, পৃ. ২৬ ; সুলাইমান বিন আহমদ বিন আইয়ুব আততাবরানী, *মুজামুল কাবীর*, মুলফাতে উরুদে আলী মুলতাকা, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ. ৭ , পৃ. ২৫

Dhaka University Institutional Repository

বা বিবাহের সময় অথবা তৎপর তাঁর দেনমোহর ধার্য করতে পারে। এবং এ দেনমোহর যদি অনাদায় থাকে তবে স্ত্রী হাকিমের আদালতের মাধ্যমে মামলা করে তা আদায় করে নিতে পারবেন।
অতএব ইসলাম ও বাংলাদেশের আইনানুযায়ী দেনমোহরের যে গুরুত্ব তা সহজেই অনুধাবন করা যায়।

পবিত্র কুরআন, হাদিস ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আইনে দেনমোহরের এত বেশী গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও আমাদের প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় এর গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে না। অন্যদিকে দেনমোহর নারীর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির বিরাট মাধ্যম এবং মানবাধিকার সংশিষ্ট। কুরআন ও হাদিসের মাধ্যমে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, স্বামী স্ত্রীকে অর্থ বা সম্পত্তি প্রদান করবে। কুরআন, হাদিস ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আইনে কোথাও নেই যে, স্ত্রী স্বামীকে প্রদান করবে।

দেনমোহর যে বান্দার হক ফরজ তা ক'নের জানা আছে? ক'জনই বা এ দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছে? প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় তা যথাযথ মূল্যায়ন হচেছ না।

ইসলামের এ সুমহান বিধান সমাজে প্রচলন না থাকার কারণে আজ আমাদের দেশে যৌতুকের মত কলংক আজ মুসলিম সমাজে প্রবেশ করে হাজার হাজার সহজ সরল মুসলিম নারীকে ধ্বংস করছে। যৌতুক দিতে না পেরে স্ত্রী আত্বহত্যা করেছে, স্ত্রীকে হত্যা করা হয়েছে, নির্যাতন সহ্যকরতে না পেরে স্ত্রী অন্যায়ের পথ বেছে নিয়েছে এমন ঘটনা শুনা যায় অহরহ। দেনমোহর যে ফরজ স্ত্রীর পাওনা তা আজ অনেক মা-বোন জানেনও না। দেনমোহর নির্ধারণ করা হয় কেবল তালাকের প্রতিবন্ধক হিসেবে, রেওয়াজ হিসেবে ফরজ ইবাদত হিসেবে নয়। বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিবাহ অনুষ্ঠান পর্যবেক্ষণ করলে এমন অনেক বিবাহ সংঘঠিত হতে দেখা যায়, যেখানে দেনমোহরকে ব্যাখ্যা করে নিম্নোক্ত ভাবে ।

**দেনমোহর একটা ধরলেই হল, দেনমোহরের কোন প্রয়োজন নেই, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মিল মহব্বত হলেই চলবে। দেনমোহর দিবেই বা কে আবার নিবেই বা কে?

** সমাজে গর্ব অহংকারের জন্য এত বেশী দেনমোহর নির্ধারণ করা হয় যে, স্বামী তা পরিশোধ করতে পারবে কিনা সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয় না।

Dhaka University Institutional Repository

** দেনমোহর শুধু মাত্র কাবিন নামায়ই উল্লেখ থাকে, আদায় হয় না কোন দিন। শুধু মাত্র কনেকে শান্ত্বনা দেয়ার জন্যই অধিক হারে দেনমোহর নির্ধারণ করা হয়।

** অনেক ক্ষেত্রে আবার এরকম দেখা যায় যে, উপযুক্ততার চেয়ে অনেক কম দেনমোহর নির্ধারণ করা হয়। আর গর্বের সাথে বলে আমরা সাথে সাথে তা আদায় করে দিব। তখন দেনমোহর ধরা হয় পাঁচশত একটাকা, একশত একটাকা ইত্যাদি।

** মাঝে মাঝে আমাদের দেশে দেখা যায়, দেনমোহরের টাকা বা সম্পদ কনেকে না দিয়ে তাঁর অভিভাবক নিয়ে যায়।

** বিত্ত্বান বাবা তাঁর কনেকে বিবাহ দেয়ার জন্য গরীব শিক্ষিত স্মার্ট বর পছন্দ করে বিবাহ দেয়। সে ক্ষেত্রে দেনমোহর নির্ধারণ করা হয় ১০/১৫ লক্ষ টাকা, যা পরিশোধ করা বরের পক্ষে বাকি জীবনেও সম্ভব হয়ে উঠে না।

** দেনমোহরের মধ্যে ওয়াশীল–বাকির একটি প্রসঙ্গ আছে, সে ক্ষেত্রেও দেখাযায় আরো অনিয়ম। যেমন বিবাহের দিনই দেনমোহর পরিশোধ করতে হবে, না কি পরে পরিশোধ করলেও চলবে? বিবাহের দিন যে শাড়ী, কাপড়-চোপড়, কসমেটিক্স ইত্যাদি দেয়া হয় তা দেনমোহরের অর্ন্তভুক্ত হবে, কি না ? এ নিয়ে চিন্তাভাবনা করা হয় না। নানাহ সমাস্যা দেনমোহর নিয়ে। এ সকল সমাস্যা গুলো আল্লাহ তা'য়ালা ও রাসুল (স.) এর বিধান অনুযায়ী সমাধান করা প্রতিটি মুসলমানের একান্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য। কারণ আল্লাহ পাক পবিত্র কালামে হাকিমে বলেন :

"আমি জিন ও ইনসানকে সৃষ্টি করেছি কেবলমাত্র আমার ইবাদাত করার জন্য"[৭] । তাই প্রত্যেকটি মানুষের কর্তব্য হচ্ছে আল্লাহ তা'য়ালার ইবাদাত বন্দেগি করা। যেখানে যে অবস্থায় আল্লাহর যে আদেশ নিষেধ রয়েছে প্রত্যেকটি আদেশের বাস্তবায়ন করা ও নিষেধ থেকে বিরত থাকার নামই হচ্ছে ইবাদাত বা বন্দেগি।

---

[৭] আলকুরআন ৫১ ঃ ৫৬

Dhaka University Institutional Repository

পৃথিবী আগের মত মানুষের কাছে অজানা নয় বা বিশাল নয়। আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা বিশ্ব সমাজকে নিকটতম করেছে। বিশ্ব সমাজ ও সংস্থা গড়ে উঠেছে অনেক গুলো রাষ্ট্রের সমন্বয়ে। রাষ্ট্রের উৎপত্তি মানব সমাজ থেকে। আর সমাজের মূল উৎপত্তি হচেছ পরিবার। সভ্য পরিবারের সূচক স্বামী-স্ত্রী। পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্রের মূল ইউনিট। তার সূচনা হয় বিয়ে-শাদির মাধ্যমে। এ জন্যই বিয়ে-শাদি ও পরিবারের ইতিহাস মানবেতিহাসের মতই প্রাচীন। বাবা আদম ও মা হাওয়া (আ.) থেকেই এর যাত্রা। তাঁরাই প্রথম মানব-মানবী, স্বামী-স্ত্রী, তাঁরাই প্রথম পরিবার। তাঁরাই স্বামী-স্ত্রীর সূচনা করেছেন দেনমোহর আদায়ের মাধ্যমে। বিয়েতে দেনমোহর অপরিহার্য শর্ত। এ গুরুত্বপূর্ণ ফরজ নিয়ে আমাদের সমাজ জীবনে নানাঅজ্ঞতা বিরাজমান, আছে নানাহ কুসংস্কার। ফলে নারীরা হচ্ছে বঞ্চনার শিকার, যে নারী আমাদের সমাজের অর্ধেক কন্যা , জায়া, জননী সে তাঁদেরই বঞ্চনার পরিনতি বড় ভয়াবহ করুন ও নির্মম। একে অস্বীকার করার উপায় নেই। নারী সমাজ বঞ্চিত হলে মানবতাই বঞ্চিত হয়, মানবাধিকার লংঘন হয়, মানবতা অপমানিত হয়, ফলে পরিবারে ভাংগন, সমাজে অশান্তি আর রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলা অনিবার্য হয়ে উঠে। আজকের সমাজ ব্যবস্থাই এর বাস্তব প্রতিচ্ছবি। এর নিরাময় হতে পারে অজ্ঞতা দুরীকরণ, সংস্কার সাধন, শরিয়া আইনের বাস্তব প্রয়োগ ও অনুশীলনের মাধ্যমে।

আর এরজন্য প্রয়োজন হচ্ছে

** মুসলিম অধ্যুসিত বাংলাদেশের জনসাধারণকে দেনমোহরের সার্বিক বিধি-বিধান অবহিত করণ।

** নব দম্পত্তি বা বর কনেকে ইসলামে দেনমোহরের অপরিহার্যতা সম্পর্কে সতর্কীকরণ।

** ইসলামের ফরজ গুলোর একটি বিশেষ ফরজ হিসেবে দেনমোহরকে বিবেচনার জন্য মুসলিম উম্মাহকে উদ্বোদ্ধ করণ।

** বাংলাদেশের মুসলিম সমাজকে দেনমোহরের গুরুত্ব ও প্রকৃতি যথাযথ ভাবে অনুধাবনের সহায়তা প্রদান।

Dhaka University Institutional Repository

** ইসলামের দাবী অনুযায়ী বিবাহের প্রকৃত দেনমোহর ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠায় সরকারকে যথাযথ পরামর্শ দান।

** যৌতুকের ব্যাপারে নিরোৎসাহিত করণের মাধ্যমে দেনমোহরের প্রতি উৎসাহিত করণ।

** যৌতুকের অভিশাপ থেকে নারী সমাজকে মুক্ত করে নারীর প্রকৃত অধিকার সম্পর্কে অবহিত করণ।

** যৌতুকের হাত থেকে নারী সমাজকে মুক্ত করে যৌতুক সংশ্লিষ্ট তালাক ও নারী নির্যাতন রোধ করণ।

** দেনমোহর আদায় প্রথা চালু করে একাধিক বিবাহে পুরুষদেরকে নিরোৎসাহিত করণ।

** দেনমোহর যে বান্দার হক ফরজ ইবাদাত সে সম্পর্কে সর্বস্তরের জনগণকে অবহিত করণ।

** দেনমোহর এমন একটি ঋণ যা অনাদায়ে স্বামীর ইন্তেকাল হলে স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পদ হতে আদায় যোগ্য সে বিষয়টি জনগণকে অবহিত করণ।

** সর্বোপরী ইসলামের বিধান দেনমোহরের মধ্যে নারী পুরুষ উভয়েরই দুনিয়াতে শান্তি ও আখেরাতে মুক্তি বিষয়টি সকলকে অবহিত করণ।

নারীর এ অধিকার টুকু সমাজে প্রচলনের মাধ্যমে নারী জাতির উন্নয়নের জন্যই আমার এ গবেষণা।

তাই দেনমোহর ও তৎসংশ্লিষ্ট সকল বিষয়গুলো জেনে রাখা একান্ত প্রয়োজন বিধায় সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোও এ অভিসন্দর্ভে আলোচনা করা হয়েছে।

গবেষণার শুরুতেই **প্রথম অধ্যায়ে** আলোচনা করা হয়েছে "ইসলামে বিবাহ ব্যবস্থা" প্রসঙ্গে। এ অধ্যায়ে বিবাহের পরিচিতি. বিবাহের শর্ত, রোকন, হুকুম ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়টি সাজানো হয়েছে "দেনমোহরের পরিচিতি" নিয়ে। এতে স্থান পেয়েছে দেনমোহরের আভিধানিক, পারিভাষিক পরিচিতি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মুসলিম পারিবারিব আইনে দেনমোহর, দেনমোহর প্রসঙ্গে আল-কুরআন, আল-হাদীস, ইজমা ও কিয়াস।

তৃতীয় **অধ্যায়ে** আলোচনা করা হয়েছে "দেনমোহরের প্রকারভেদ" নিয়ে।

চতুর্থ অধ্যায়ের বিষয়বস্তু হল "যে সকল অবস্থায় দেনমোহর প্রদান করা আবশ্যক" । এতে আলোচনা করা হয়েছে সহিহ বিবাহ এবং ফাসিদ বিবাহে যে যে অবস্থায় দেনমোহর প্রদান করা বাধ্যতামূলক।

পঞ্চম অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে "যে যে অবস্থায় দেনমোহর আংশিক বা পূর্ণভাবে বঞ্চিত হয়" সেসব বিষয় নিয়ে। এতে থাকছে দেনমোহর, সহবাসের পূর্বে তালাক এবং পূর্ণ দেনমোহর থেকে বঞ্চিত হওয়া প্রসঙ্গে ও সহবাসের পূর্বে দেনমোহর এবং তালাক, সহবাসের পূর্বে তালাক দেয়া অবস্থায় মোহরে মুসাম্মা আদায় করার পদ্ধতি ইত্যাদি ।

ষষ্ট অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে "দেনমোহরের পরিমাণ ও মোহরে ফাতেমি" নিয়ে। এতে দেনমোহরের পরিমাণ, সর্বোচ্চ পরিমাণ, সর্বনিম্ন পরিমাণ, বাংলাদেশে দেনমোহরের প্রচলিত অবস্থা, দেনমোহরের হুকুম, মোহরে ফাতেমির পরিচয় এবং এর গুরত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়টিতে আলোচনা করা হয়েছে "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মুসলিম পারিবারিক আইনে দেনমোহর ও দেনমোহর সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যক্তির মতামত"।

অষ্টম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে "যৌতুক প্রসঙ্গে ইসলাম" নিয়ে। এ অধ্যায়ে যৌতুকের পরিচয়, প্রভাব, আদান-প্রদানের নমুনা, যৌতুকের কারণ এবং যৌতুক নিরুৎসাহিত করণের ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে।

নবম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে " ইসলাম ও বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে দেনমোহর"। এ অধ্যায়ে নারীর অধিকারের পরিচয়, নারীর অধিকার প্রসঙ্গে অন্যান্য ধর্ম, অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের প্রবাদ,

Dhaka University Institutional Repository

নারীর অধিকার প্রসঙ্গে ইসলাম, ইসলামে নারীর মৌলিক অধিকার, নারীর মানবিক মর্যাদা, নারীর ব্যক্তিস্বাধীনতা, ধর্মীয়স্বাধীনতা ও মর্যাদা, নারীর বিবাহ, শিক্ষা, চাকরি, ব্যক্তিগত সম্পদ রক্ষা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, উত্তরাধিকার, নারীর প্রকৃত কর্মক্ষেত্র, অর্থনৈতিক নিরাপত্তায় দেনমোহর, খোরপোষ, নারীর পারিবারিক অধিকার প্রসঙ্গে ইসলামের বিশেষ দর্শন, নারী প্রসঙ্গে ইসলামের নীতিমালা নিয়ে।

দশম অধ্যায়ে দেনমোহরের কিছু সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে। তারপর একটি উপসংহারের মাধ্যমে গবেষণার পরিসমাপ্তি ঘটেছে। সর্বশেষ গ্রন্থপঞ্জি উল্লেখ করা হয়েছে।

সর্বোপরী এ গবেষণার মাধ্যমে চেষ্টা করা হয়েছে যে, ইসলাম একজন নারীকে যে, মানবিয় মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে এবং দেনমোহরের মাধ্যমে নারীর অর্থনৈতিক স্বচ্ছতা আনার ব্যাপারে সহযোগিতা করেছে সে বিষয়টি পরিস্কার করার জন্য। যেন একজন নারী তাঁর প্রকৃত অধিকার টুকু বুঝে সে অধিকার টুকু নিয়ে সমাজে উপকৃত হয়। পাশাপাশি দেনমোহর যে আল্লাহ তা'য়ালার দেয়া একটি বিধান-ফরজ এবং বান্দার হক যা অনাদায়ে জাহান্নামে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সে ব্যাপারে প্রতিটি মুসলিমকে সচেতন করা। মুসলিম পুরুষগণ একটি আবশ্যক ইবাদত হিসেবে দেনমোহর প্রদান করে নিজেকে আল্লাহর প্রিয় পাত্র হওয়ার প্রচেষ্টায় ব্রতী হবেন এটাই কাম্য।

আল্লাহ পাক যেন আমার এ পরিশ্রমকে স্বার্থক করেন আমিন! সুম্মা আমিন!!

هذا ما عندي والعلم عندالله عليه توكلت واليه انيب و صلي الله علي نبينا محمد واله وسلم

মোঃ গোলাম কিবরিয়া

সূচীপত্র

উৎসর্গ ০১

প্রত্যয়ন পত্র ০২

ঘোষণা পত্র ০৩

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ০৪

শব্দ সংক্ষেপ ০৬

ভুমিকা ০৭

প্রথম অধ্যায়ঃ ইসলামে বিবাহ ব্যবস্থা ২৪

বিবাহের আভিধানিক পরিচয় ২৪

বিবাহের পারিভাষিক পরিচয় ২৬

যে সকল শব্দ দ্বারা বিবাহ সংগঠিত হয় ২৭

বিবাহের রুকন বা আবশ্যকীয় উপাদান ২৭

বিবাহের শর্ত বা আবশ্যকতা ২৮

বিবাহের সাধারণ শর্ত ২৮

বিবাহের বিশেষ শর্ত ২৮

বিবাহের হুকুম ২৯

বিবাহের গুরুত্ব ও ফজিলত সম্পর্কে কতিপয় হাদিস ২৯

বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হয়ে নফল ইবাদতে লিপ্ত হওয়া ৩৩

বিবাহের অপরিহার্য উপাদান সমূহ ৩৭

বিবাহের বয়স ৩৭

চুক্তির শর্ত ৩৮

প্রস্তাব ও গ্রহন বা সম্মতি ৩৮

সাক্ষীর উপস্থিতি ৩৮

একস্বামী গ্রহণ ৩৮

দেনমোহর ৩৯

নিষিদ্ধ আত্মীয় বর্হিভূত ৩৯

বিয়ে ও ব্যভিচারের মধ্যে পার্থক্য ৩৯

Dhaka University Institutional Repository

বিবাহ নিবন্ধীকরণ বা রেজিস্ট্রিকরণ	৪০
অনিয়মিত বা ফাসিদ বিবাহের কারণসমূহ	৪০
সাক্ষীর অনুপস্থিতিতে বিবাহ	৪০
স্ত্রীর সংখ্যা	৪০
মহিলার ইদ্দত চলাকালে বিবাহ	৪০
ধর্মের ভিন্নতা	৪০
বে-আইনী সংযোগ	৪১
স্বাধীন সম্মতি	৪১
সুস্থ মস্তিষ্ক	৪১
মৃত্যু রোগাক্রান্ত অবস্থা	৪১
বাতিল বিবাহের কারণ	৪১
বৈধ বা নিয়মিত বিবাহের ফলাফল	৪২
ফাসিদ বা অনিয়মিত বিবাহের ফলাফল	৪৩
বাতিল বিবাহের ফলাফল	৪৪
বিবাহ রেজিস্ট্রি না করার ফলাফল	৪৪
বিবাহ রেজিস্ট্রি না করার শাস্তি	৪৫
শাস্তির বিধান	৪৬
বিয়ে পরবর্তী ওলীমাহ	৪৬
ওলীমার দাওয়াত কবুল করা	৫০
ওলীমাতে যাদের দাওয়াত করা হবে	৫২
দেনমোহরের গুরুত্ব	৫২
বিয়ে শাদির রীতিনীতি	৫৫
নারী-পুরুষের সম্পর্ক এবং এ থেকে জন্মানো সন্তান সম্পর্কে জাহিলি যুগের প্রথা ও রীতি	৫৭
বিয়ের উদ্দেশ্যে কনে দেখা	৬০
কনে দেখায় সতর্কতা	৬৩
বিয়ের ব্যাপারে কনের সম্মতি ও অলি বা অভিভাবক এর স্থান	৬৬

Dhaka University Institutional Repository

বিবাহের ক্ষেত্রে অভিভাবকের স্থান	৬৯
বিয়ে গোপনে না হয়ে প্রকাশ্যে হওয়া আবশ্যক	৭১
বিয়ের জন্য সাক্ষী প্রয়োজন	৭১
বিয়ের খুতবা	৭৩
বিয়ের পর মোবারকবাদ ও দু'য়া	৭৪
বিয়ে যত সহজ ও হালকা হবে ততই বরকতময়	৭৬
ফাতেমি উপঢৌকন	৭৭
স্বামীর আনুগত্য করা ও পরামর্শ দান	৭৮
বিবাহ্ নিষিদ্ধ নারী	৮৩
বংশ সম্পর্ক	৮৩
দুগ্ধপানের সম্পর্ক	৮৪
বৈবাহিক সম্পর্ক	৮৬
স্থায়ীভাবে হারাম	৮৬
সাময়িক হারাম	৮৮
বংশ ও রক্ত সম্পর্ক জনিত কারণে	৮৮
বৈবাহিক ও দুগ্ধপানের কারণে	৮৯
কাফের ও আহলে কিতাবি মেয়ে	৮৯

দ্বিতীয় অধ্যায় : দেনমোহরের পরিচয়

দেনমোহরের পরিচয়	৯৫
আভিধানিক পরিচয়	৯৫
পারিভাষিক পরিচয়	৯৮
দেনমোহর প্রসঙ্গে আল-কুরআন	১০২
দেনমোহর হাদিস দ্বারা প্রমাণিত	১১৪
দেনমোহর ইজমা দ্বারা প্রমাণিত	১২২
দেনমোহর ওয়াজিব হওয়ার যৌক্তিকতা বা কিয়াস	১২৩

তৃতীয় অধ্যায় : দেনমোহরের প্রকারভেদ

মোহরে মুসাম্মার সংজ্ঞা ১২৪

মোহরে মিসাল এর সংজ্ঞা ১২৫

মোহরে মিসাল নির্ধারণ পদ্ধতি ১২৯

যে সকল অবস্থায় মোহরে মিসাল ওয়াজিব হয় ১৩৪

দেনমোহর আদায় করার নিয়ম ১৩৭

যেসকল জিনিষ দ্বারা দেনমোহর আদায় করা বৈধ ১৩৮

চতুর্থ অধ্যায় : যে সকল অবস্থায় দেনমোহর প্রদান করা আবশ্যক

যে সকল অবস্থায় দেনমোহর প্রদান করা আবশ্যক ১৪৪

প্রথমত ঃ সহিহ বিবাহে দেনমোহর ওয়াজিব ১৪৪

যে অবস্থায দেনমোহর প্রদান ফরজ ১৪৫

সহবাসের পর দেনমোহর আদায় করণ প্রসঙ্গে ১৪৫

মৃত্যুর পর দেনমোহর আদায় প্রসঙ্গ ১৪৯

প্রকৃত নির্জনতা ১৫০

নির্জনতায় দেনমোহরের আবশ্যকতা ১৫৩

নির্জনবাস ও সহবাস এর মাঝে সংমিশ্রিত অবস্থার হুকুম ১৬০

নির্জনতা ও সহবাসের স্থলবর্তী হওয়ার বিধান ১৬০

প্রাধান্য ১৬১

দ্বিতীয়ত ঃ ফাসেদ বিবাহে সহবাস ১৬১

বাসর রাত্রে দেনমোহর মাফ করলে তা গ্রহণযোগ্য নয় ১৬২

দেনমোহরের নিয়ত না করে
কোন কিছু দেয়া ১৬৩

বিবাহের সময় কসমেটিক্স প্রসঙ্গ ১৬৪

দেনমোহর ওয়াশিল ও বাকি প্রসঙ্গ ১৬৫

দেনমোহর আদায়ের নিয়ম ১৬৬

স্ত্রী মোহরানা মাফ করে পুনরায় দাবী করলে আদায় করতে হবে ১৬৭

স্বেচ্ছায় সরল মনে স্বামীকে কিছু দিলে দোষ নেই ১৬৭

অনাদায়ী মোহরানার যাকাত নেই ১৬৮

দেনমোহর যাকাতের পথে বাঁধা নয় ১৬৮

বিয়ের আগে খরচের জন্যস্বামী থেকে মোহরানার অংশ নেয়া প্রসঙ্গে ১৭০

দেনমোহর যদি বস্তু হয় মূল্য দ্বারা পরিশোধ প্রসঙ্গে ১৭০

নিজ সামর্থের বাইরে মোহরানা স্বীকার করা নিষিদ্ধ ১৭১

পঞ্চম অধ্যায় : যে যে অবস্থায় দেনমোহর আংশিক বা পূর্ণভাবে বঞ্চিত হয়

দেনমোহর, সহবাসের পূর্বে তালাক এবং পূর্ণ দেনমোহর থেকে বঞ্চিত হওয়া প্রসঙ্গে ১৭২

সহবাসের পূর্বে তালাক দেয়া অবস্থায় মোহরে মুসাম্মা আদায় করার পদ্ধতি ১৭২

বিবাহের সময় দেনমোহর নির্ধারিত না হওয়া স্ত্রীর সহবাসের পূর্বে তালাক অবস্থায় প্রাপ্য অংশ ১৭৩

বিবাহের পরে অথবা নির্ধারিত দেনমোহর বৃদ্ধিরপর সহবাসের পূর্বে তালাক দিলে আদায় করার বিধান ১৭৪

ষষ্ঠ অধ্যায় : দেনমোহরের পরিমাণ ও মোহরে ফাতেমি

দেনমোহরের পরিমাণ ১৭৭

দেনমোহরের সর্বোচ্চ পরিমাণ ১৭৭

মোহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ ১৮৪

বাংলাদেশে দেনমোহরের পরিমাণ ১৯৩

দেনমোহরের হুকুম ১৯৩

Dhaka University Institutional Repository

মোহরে ফাতেমির পরিচয় ১৯৮

মোহরে ফাতেমির পরিমাণ ১৯৮

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অন্যান্য কন্যা ও স্ত্রীদের দেনমোহর ২০১

মোহরে ফাতেমির গুরুত্ব ২০৩

২০৬

সপ্তম অধ্যায় : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মুসলিম পারিবারিক আইনে দেনমোহর ও ২০৯

দেনমোহর সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যক্তির মতামত

অষ্টম অধ্যায় : যৌতুক প্রসঙ্গে ইসলাম

যৌতুকের সজ্ঞা ২১৯

যৌতুকের প্রভাব ২১৯

বর্তমান সমাজে যৌতুক আদান-প্রদানের নমুনা ২২০

যৌতুক একটি সামাজিক আত্মঘাতী ব্যধি ২২৩

যৌতুক দেয়ার কারণ ২২৫

যৌতুক ভিক্ষার চেয়েও ঘৃণ্য ২২৬

যৌতুক ও উপহারের মধ্যে পার্থক্য ২২৭

হাদিয়া বা উপহার ২২৭

পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে যৌতুকের প্রভাব ২২৮

পরিবার পরিচালনা ও যৌতুক প্রথা ২৩১

যৌতুক মানবতা বিবর্জিত একটি সামাজিক প্রথা ২৩২

ঘাতক ব্যধি যৌতুকের কারণ ২৩৩

যৌতুক নিষিদ্ধকরণ আইন ২৩৭

Dhaka University Institutional Repository

নবম অধ্যায়

ইসলাম ও বর্তমান আর্থ–সামাজিক প্রেক্ষাপটে দেনমোহর

নারীর অধিকারের পরিচয়	২৪২
গাম্য, সমরূপতা	২৪৬
সমরূপ নয়, সাম্য	২৫৭
নারীর অধিকার প্রসঙ্গে অন্যান্য ধর্ম	২৫৮
ইউরোপে নারী অধিকারের ইতিহাস	২৫৮
হামুরাবির আইনে নারী	২৬০
প্রাচীন রোমান সমাজে নারী	২৬০
গ্রীসে নারীর অবস্থা	২৬২
ইহুদী সমাজে নারী	২৬৩
হিন্দু মতে নারী	২৬৪
খৃষ্ট সমাজে নারী	২৬৪
প্রাগৈসলামিক আরবে নারীর অবস্থা	২৬৫
প্রাচীন জাতি সমূহের প্রবাদে নারী	২৬৬
নারীর অধিকার প্রসঙ্গে ইসলাম	২৬৬
ইসলামে নারীর মৌলিক অধিকার	২৬৭
নারীর মানবিক মর্যাদা	২৬৯
ইসলামে নারীর ব্যক্তিস্বাধীনতা	২৭৫
নারীর ধর্মীয় অধিকার ও মর্যাদা	২৭৬
স্বামী নির্বাচনে নারীর অধিকার	২৮০
পুনরায় বিবাহের ক্ষেত্রে নারীর অধিকার	২৮৪
নারীর সদাচরণ পাবার অধিকার	২৯০
শিক্ষা ও জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চায় নারীর অধিকার	২৯৫
চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও বহির্জগতে নারী	২৯৮
নারীর ব্যক্তিগত সম্পদ রক্ষার অধিকার	৩০৪

নারীর অর্থনৈতিক মর্যাদা	৩০৭
নারীর উত্তরাধিকার প্রসঙ্গে	৩০৭
স্ত্রী পায় পুরুষের অর্ধেক' একটি প্রশ্ন ও তার জবাব	৩১১
নারীর প্রকৃত কর্মক্ষেত্র	৩১৪
আর্থিক ব্যাপারে নারীর পক্ষকে বিবেচনায় রাখা	৩১৮
নারীর অর্থনৈতিক নিরাপত্তায় দেনমোহর	৩২২
ইসলামে মোহরানার ব্যবস্থা তাঁর নিজস্ব ও স্বতন্ত্র	৩২৮
আজকের নারী কি দেনমোহর চায় না?	৩২৮
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মুসলিম পারিবারিক আইনে দেনমোহর	৩২৯
খোরপোষ বা ভরণ-পোষণ	৩৩১
দুধ পানে পারিশ্রমিক	৩৩৩
পারিবারিক অধিকার প্রসঙ্গে ইসলামের বিশেষ দর্শন	৩৩৩
নারী প্রসঙ্গে ইসলামের নীতিমালা	৩৩৫
মানবিকতায়	৩৪১
সামাজিকতায়	৩৪১
আইনের দৃষ্টিতে	৩৪১
দশম অধ্যায় : দেনমোহর বিষয়ে কতিপয় সুপারিশ	৩৪২
উপসংহার	৩৪৮
গ্রন্থপঞ্জি	৩৫০

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায় : ইসলামে বিবাহ প্রসঙ্গ

প্রথম অধ্যায় : ইসলামে বিবাহ প্রসঙ্গ

দেনমোহর সর্বসাধারণের জন্য ফরজ নয় বরং যারা বিবাহ করবে তাঁদের জন্য ফরজ। দেনমোহর ফরজ হচ্ছে বিবাহের অধীনে। যেখানে বিবাহ আছে সেখানে দেনমোহর আছে। যদিও দেনমোহর বিবাহের অধীনে একটি ফরজ তবুও এটি বান্দার হক বিধায় এর গুরুত্ব অত্যধিক। শরিয়তের হুকুমে বিবাহ একটি ইবাদত আর এতে দেনমোহর একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ। যেহেতু দেনমোহর নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে তাই এখানে বিবাহের পরিচয় ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ আলোচনা প্রয়োজন বিধায় নিম্নে বিবাহের পরিচয় ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী উপস্থাপন করা হল।

বিবাহের পরিচয়

বিবাহের পরিচয় দুইভাবে উপস্থাপন করা হবে যথা

০১.বিবাহের আভিধানিক পরিচয়

০২. বিবাহের পারিভাষিক পরিচয়

নিম্নে উভয়ের বিস্তারিত আলোচনা করা হল

০১.বিবাহের আভিধানিক পরিচয়

বিবাহ শব্দটি বাংলা এর আরবি প্রতি শব্দ হচ্ছে (النكاح) অভিধানে এর কয়েকটি অর্থ পাওয়া যায় যেমন :

نكاح আরবী শব্দটি **نكح** মাদ্দা হতে নির্গত, বাবে **ضرب - فتح** এর মাসদার। জিন্সে সহিহ, আভিধানিক অর্থ হচ্ছে

الضم	বা	মিলানো
الجمع	বা	একত্রিকরণ
الوطي	বা	সহবাস করা

Dhaka University Institutional Repository

العقد বা বন্ধন

الرشد বা ভাল মন্দ বিচারের জ্ঞান

ইমাম আবু হানিফার (রহ.) মতে الوطي বা সহবাস করা

ইমাম শাফেয়ি (রহ.) এর মতে العقد বা বন্ধন

ইমাম যাইলায়ি (রহ.) বলেন :

قَالَ صاحب كنز الدقائق رَحِمَهُ اللَّهُ هُوَ عَقْدٌ يَرِدُ عَلَى تَمَلُّكِ الْمُتْعَةِ قَصْدًا احْتَرَزَ بِقَوْلِهِ : قَصْدًا عَنْ عَقْدٍ تُمْلَكُ بِهِ الْمُتْعَةُ ضِمْنًا كَالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَنَحْوِهِمَا وَهُوَ مَجَازٌ لِلْعَقْدِ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ فِيهِ ضَمٌّ ، وَالنِّكَاحُ هُوَ الضَّمُّ حَقِيقَةً

قَالَ الشَّاعِرُ ضَمَمْتُ إِلَى صَدْرِي مُعَطَّرَ صَدْرِهَا

كَمَا نَكَحَتْ أُمُّ الْغُلَامِ صَبِيَّهَا

অর্থ: কানযুদ্দাকায়েক গ্রন্থকার বলেন, বিবাহ হচ্ছে এমন বন্ধন যার মাধ্যমে সেচ্ছায় স্ত্রীর যৌনাঙ্গ উপভোগ করার মালিকানা অর্জিত হয়। এ বন্ধনের মাধ্যমে বিনাফসি মিলকে মুতয়া অর্জিত হয় এবং বিক্রয় এবং দানের মত একটি মালিকানা চলে আসে। আর তা হচ্ছে একটি বন্ধন। কেননা বন্ধন হচ্ছে মিলানো, আর বিবাহের প্রকৃতি হচ্ছে মিলানো, দায়িত্বে আনা।

যেমন কবি বলেন :

"আমি আমার বুকের সাথে আমার স্ত্রীর সুগন্ধিযুক্ত বুকটি মিলিয়েছিলাম
যেমননি ভাবে মা তাঁর শিশুর বুকটি নিজের সাথে মিশিয়ে রাখে"। এখানে নিকাহ অর্থ করা হয়েছে মিলানো।[১] আল্লামা ইবনে হুমাম বলেন :

هُوَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْوَطْءِ وَالْعَقْدِ اشْتِرَاكًا لَفْظِيًّا ، وَقِيلَ حَقِيقَةٌ فِي الْعَقْدِ مَجَازٌ فِي الْوَطْءِ

অর্থ: নিকাহ শব্দটি সহবাস এবং বন্ধন দুই অর্থেই ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হয় হাকিকি অর্থ বন্ধন আর মাযাযি অর্থে সহবাস।[২]

---

[১] ফখরুদ্দীন উসমান বিন আলি যাইলায়ি, *তাবয়ীনিল হাকায়েক শরহে কানযুদ্দাকায়েক*, মাইকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব, ১৯৯৫, খ. ৫, পৃ ১৮৫

[২] কামালুদ্দীন মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহেদ ইবনে হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: খ.৬, পৃ. ২৬৪

Dhaka University Institutional Repository

০২. বিবাহের পারিভাষিক পরিচয়

আল্লামা ইবনে হুমাম বলেন :

وَهُوَ عَقْدٌ وُضِعَ لِتَمَلُّكِ الْمُتْعَةِ بِالْأُنْثٰى قَصْدًا

অর্থ: নিকাহ এমন বন্ধনকে বলে যার মাধ্যমে পুরুষ নারীর যৌনাঙ্গের মালিকানা অর্জন করে।[৩]

ইমাম যাইলায়ি (রহ.) বলেন :

هُوَ عَقْدٌ يَرِدُ عَلٰى مِلْكِ الْمُتْعَةِ قَصْدًا

অর্থ: বিবাহ হচ্ছে এমন বন্ধন যার মাধ্যমে সেচ্ছায় স্ত্রীর যৌনাঙ্গ উপভোগ করার মালিকানা অর্জিত হয়।[৪]

শরহে বেকায়ার গ্রন্থকার বলেন:

هو عقد موضوع لملك المتعة اي حل استمتاع الرجل من المرأة هو ربط أجزاء التصرف اي الايجاب والقبول شرعا

অর্থ: নিকাহ তথা বিবাহ এমন একটি বন্ধন যা "মিলকে মুতয়া" অর্থ্যাৎ পুরুষ নারী হতে উপকৃত হওয়া হালাল হওয়ার অধিকারের জন্য গঠিত হয়েছে। সুতরাং শরিয়তের পরিভাষায় "আকদ" হল স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার তথা প্রস্তাব ও গ্রহণের সংযোগ।[৫]

ইবনু আবেদিন বলেন :

هو عقد يفيد ملك المتعة اي حل استمتاع الرجل من امرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعي

অর্থ: এমন বন্ধনকে নিকাহ বা বিবাহ বলা হয় যার মাধ্যমে যৌনাঙ্গ উপভোগ করার অধিকার অর্জিত হয় অর্থ্যাৎ স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর যৌনাঙ্গ ব্যবহার করতে শরয়ি কোন বাঁধা নেই সেই বন্ধনকে বিবাহ বলে।[৬]

---

[৩] কামালুদ্দীন মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহেদ ইবনে হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, প্রাগুক্ত,খ. ৬, পৃ. ২৬৪

[৪] ফখরুদ্দীন উসমান বিন আলী যাইলায়ী, *তাবয়ীনিল হাকায়েক শরহে কানযুদ্দাকায়েক*, প্রাগুক্ত পৃ.১৮৫

[৫] শায়খ বুরহানুশ শরিয়াহ মাহমুদ, *আনওয়ারুদ্দেরায়া শরহে বেকায়া*, ইসলামিয়া কুতুবখানা, ৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা: জানুয়ারী ১৯৯৯, পৃ-১০৮

[৬] মুহাম্মদ আমিন ইবনে ওমর আলাউদ্দীন মুহাম্মদ ইবনু আবিদীন, *হাশিয়াতু রাদ্দিল মুখতার আলাদদুররিল মুখতার*, মাইকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ. ৭, পৃ ১৭৮

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামি শরিয়তে বিবাহ বন্ধন হচ্ছে পুরুষ কর্তৃক কোন মহিলাকে বিবাহ বন্ধনের উদ্দেশ্যে বিবাহের প্রস্তাব করলে স্বাক্ষীদের সম্মুখে স্ত্রী যদি সেই প্রস্তাব গ্রহন করে বা নারীর প্রস্তাব যদি পুরুষ কবুল করে তবে তাকে বিবাহ বলে।

যে সকল শব্দ দ্বারা বিবাহ সংগঠিত হয়

শরহে বেকায়াহ গ্রন্থকার বলেন :

النكاح هو ينعقد بايجاب و قبول لفظهما ماض كزوجت و تزوجت او ماض و مستقبل كزوجني فقال زوجت

অর্থ: বিবাহ ইজাব ও কুবুল দ্বারা সংগঠিত হবে । যাদের উভয়ের শব্দই অতীত কালের শব্দ হবে। যথা: আমি বিবাহ দিয়েছি, অপর পক্ষ বলল. আমি বিবাহ করেছি। কিংবা একটি শব্দ হবে অতীত কালের অপর শব্দটি হবে ভবিষ্যত কালের। যেমন এক ব্যক্তি বলল আমাকে বিবাহ দাও অপর ব্যক্তি বলল আমি বিবাহ দিয়েছি। এখানে একটা শব্দ উহ্য আছে আর তা হল আমার কাছে *তোমার কনে* বিবাহ দাও অথবা আমার নিকট *তোমার নিজেকে* বিবাহ দাও।[৭]

ঐ সকল শব্দ দ্বারা বিবাহ সংগঠিত হবে যে সকল শব্দ দ্বারা প্রস্তাব দেওয়া বা গ্রহন করা স্পষ্ট ভাবে বুঝে আসে।

বিবাহের রুকন বা আবশ্যকীয় উপাদান

বিবাহের রুকন দু'টি।

০১. ইজাব বা প্রস্তাব। বর বা কনের প্রথম উক্তি বা প্রস্তাবকে ইজাব বলে।

০২. কবুল বা গ্রহন। প্রথম উক্তি বা প্রস্তাব গ্রহন করাকে কবুল বলে।

বর ও কনের মধ্যে প্রথম উক্তিকে ইজাব ও প্রতিত্তোরকে কবুল বলে। ইজাব কবুল বর ও কনের সরাসরি হতে পারে আবার অভিভাবক বা উকিলের মাধ্যমেও হতে পারে।[৮] বর বা কনে যে কোন একজনের পক্ষ

[৭] শায়খ বুরহানুশ শরীয়াহ মাহমুদ, *আনওয়ারুদ্দেরায়া শরহে বেকায়া*, ইসলামিয়া কুতুবখানা, ৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা: জানুয়ারী১৯৯৯, পৃ-১১৩

[৮] মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ, *তুহফাতুল ফুকাহা*, মাইকাউল ইসলাম মদিনা, সৌদিআরর: খ.২, পৃ ১১৮ ; আবুবকর বিন মাসউদ বিন আহমাদ আলকাসানী আলাউদ্দীন, বাদায়ী উসসানায়ী ফি তারতীবিশ শরায়ী, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: ১৪১১, খ. ৫, পৃ. ৩১৪

Dhaka University Institutional Repository

হতে প্রস্তাব আসতে কোন আপত্তি নেই। অর্থ্যাৎ বরের পক্ষ থেকে ইজাব কনের পক্ষ থেকে কবুল অথবা বিপরীতও হতে পারে যেমন কনের পক্ষ থেকে ইজাব ও বরের পক্ষ থেকে কবুল ।

বিবাহের শর্ত বা আবশ্যকতা

বিবাহের শর্ত দুই ধরণের

ক. সাধারণ শর্ত

খ. বিশেষ শর্ত

বিবাহের সাধারণ শর্ত গুলো নিম্নরুপ

ক. স্বামী স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক এমন হবে যে, তাঁদের বৈবাহিক সম্পর্কে শরিয়তের কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'য়ালা যে সব নারী-পুরুষদের মাঝে বিবাহ বন্ধন নিষিদ্ধ করেছেন বর কনের মধ্যে পারস্পরিক সে সম্পর্ক থাকতে পারবে না। উভয়কে মুহার্‌রমাতের অর্ন্তভুক্ত হতে পারবে না গায়রে মুহার্‌রমাতের অর্ন্তভুক্ত হতে হবে।

খ. উভয়ের মধ্যে ধর্মের ভিন্নতা থাকতে পারবে না।

গ. আকেল ও বালেগ হওয়া

বিশেষ শর্ত

বিবাহের বিশেষ শর্তগুলো হচ্ছে

০১.বিবাহে অবশ্যই সাক্ষী রাখতে হবে যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন :

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ

যাইনুদ্দীন বিন ইবরাহীম বিন নাজিম আল মিসরী, *আলবাহরুররায়েক শরহে কানযুদ্দাকায়েক*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরবঃ ১৯৯৩, খ. ৭, পৃ. ৪৫৬ ; ৬১. শায়খুল ইসলাম বুরহান উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে আবু বকর আল-ফারগানী আল-মাগরীনানী, *আল হিদায়া*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা সৌদিআরবঃ তা.বি, খ. ৪, পৃ. ৩১৪ ; কামালুদ্দীন মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহিদ বিন হুমাম, *ফাতুহুল কাদীর*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরবঃ খ. ৬.পৃ ২৭৫; আবু বকর ইবনে আলী, *আল-জাওহারাতুন নায়্যিরাহ*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরবঃ তা.বি, খ. ৩, পৃ. ২৩২; আব্দুর রহমান ইবনে মুহাম্মাদ, শায়েখ নিজাম উদ্দীন, *ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরবঃ তা.বি. খ. ৬, পৃ.৪১৪ ; শায়খ বুরহানুশ শরীয়াহ মাহমুদ, *আনওয়ারুদ্দেরায়া শরহে বেকায়া*, ইসলামিয়া কুতুবখানা, ৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকাঃ জানুয়ারী১৯৯৯, পৃ-১১৩

Dhaka University Institutional Repository

مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ

অর্থ: তোমরা দুইজন পুরুষ সাক্ষী রাখবে আর যদি দুইজন পুরুষ সাক্ষী পাওয়া না যায় তবে একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলা সাক্ষী রাখবে। যেমন তোমাদের সুবিধা তেমনই রাখবে।[৯]

০২. দু'জন স্বাধীন পুরুষ বা একজন স্বাধীন পুরুষ ও দু'জন স্বাধীন নারীর সাক্ষী হওয়া।[১০] স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই ইসলাম ধর্মের অনুসারী হতে হবে যদিও আহলে কিতাবি মেয়েদের বিবাহ করার বৈধতা দেয়া হয়েছে। তবে আহলে কিতাবি ছেলের কাছে মেয়ে বিবাহ দেয়া জায়েয নাই।

০৩. উভয় পক্ষ পরস্পরের ইজাব কবুল শ্রবন করা।

বিবাহের হুকুম

বিবাহের হুকুম বর্ণনা করতে গিয়ে ফিকাহ শাস্ত্রের ইমামগণ বলেছেন যে, যদি বিবাহ না করার কারণে গুনাহে লিপ্ত হওয়ার দৃঢ় বিশ্বাস থাকে তাহলে এ ক্ষেত্রে বিবাহ করা ফরজ। যদি সমূহ সম্ভাবনা থাকে তাহলে বিবাহ করা ওয়াজিব। তবে উভয় ক্ষেত্রে শর্ত হল ভরণ-পোষনের সামর্থ্য থাকতে হবে। যদি বিবাহের পর স্ত্রীর উপর অবিচার ও অত্যাচারের পূর্ন সম্ভাবনা থাকে তাহলে বিবাহ করা হারাম। যদি সমূহ সম্ভাবনা থাকে তাহলে বিবাহ করা মাকরুহে তাহরিমা। যদি স্বাভাবিক অবস্থায় থাকার সম্ভাবনা থাকে তাহলে বিবাহ করা সুন্নাত।[১১]

বিবাহের গুরুত্ব ও ফযিলত সম্পর্কে কতিপয় হাদিস

আল্লাহর রাসূল (স.) বলেন :

---

[৯] আল-কুরআন ২ঃ ২৮২

[১০] শায়খ বুরহানুশ শরীয়াহ মাহমুদ, *আনওয়ারুদ্দেরায়া শরহে বেকায়া,* ইসলামিয়া কুতুবখানা, ৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা: জানুয়ারী১৯৯৯, পৃ-১১৩

[১১] ইউসুফ লুধয়ানুবী, *আপকে মাসায়েল আওর উনকা হাল,* , মাকতাবায়ে বায়্যিনাত, করাচী, পাকিস্তান: ১৯৯৪, খ. ৫, পৃ ২৮-২৯ ; আলাউদ্দীন হাসকাফী, *আদ-দুররুল মুখতার/*মাইকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ. ২, পৃ. ৬-৭ শায়েখ নিজাম উদ্দীন, *ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া,* মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব, খ.৬, পৃ. ৪১৪

Dhaka University Institutional Repository

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে যুবক সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যার বিবাহের সামর্থ্য আছে সে যেন অবশ্যই বিবাহ করে। কারণ বিবাহ দৃষ্টি অবনত ও লজ্জাস্থান হেফাযত করার জন্য অধিকতর কার্যকর । আর যার বিবাহ করার সক্ষমতা নেই সে যেন রোযা রাখে । কেননা রোজা তার জন্য যৌন উত্তেজনা সংবরণ স্বরূপ ।[১২]

হাদিস শরীফে এসেছে :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

---

[১২] মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল বুখারী, *সহীহ আল বুখারী*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরবঃ খ.১৫, পৃ.৪৯৬,৪৯৮; আবুল হোসাইন আসাকিরুদ্দীন মুসলিম বিন হাজ্জাজ, *সহীহু মুসলিম*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরবঃ তা.বি খ. ৭, পৃ. ১৭৩,১৭৪; মুহাম্মদ বিন ইসা বিন দেহাক বিন তিরমিযি, *সুনানুততিরমিযি*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরবঃ তা.বি, খ. ৪, পৃ. ২৫৫; আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াযিদ ইবনু মাজাহ, *সুনানে ইবনে মাজাহ*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরবঃ তা.বি, খ. ৩, পৃ. ৪৯ ; আবু জাফর আহমাদ বিন মুহাম্মদ বিন সালামাহ আততাহাভী, *শরহেময়া'নিল আছার*, মুয়াস্সাসাতুর রিসালাহ, মিশরঃ ১৪১৪, খ. ২, পৃ. ১২৪

আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ বিন হাম্বল, *মুসনাদে আহমাদ বিন হাম্বল*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা সৌদিআরবঃ১৪১২ খ. ৭, পৃ. ৪৪৬, খ.৮, পৃ. ৩৫৪,৩৬৫,৪৩৮,

কামালুদ্দীন মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহিদ বিন হুমাম, *ফাতুহুল কাদীর*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরবঃ তা.বি খ. ২, পৃ. ২০১ ; *নাসিরুদ্দীন আবু সা'দ আব্দুল্লাহ বিন উমর বিন মুহাম্মদ* আল বায়যাবী, *আনওয়ারুততানযীল অআসরারুততাভীল আল বায়যাবী*, মাউকাউত তাফসীর, মদিনা, সৌদিআরবঃ তা.বি খ. ১১ পৃ. ২০৮

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, পুরো দুরিয়াই ভোগের জন্য আর এ দুনিয়ায় ভোগের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হচ্ছে সতী সাধবী নারী।[১৩]

তিরমিযি শরীফে এসেছে :

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ

অর্থ: হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা অত্যাধিক পতিভক্তি ও অধিক সন্তান প্রসবকারিনী রমণীকে (বংশে) বিবাহ কর। কেননা কিয়ামতের দিন আমি আমার উম্মতের সংখ্যাধিক্য নিয়ে গর্ব করতে চাই।[১৪]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ نَرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلَ النِّكَاحِ

---

[১৩] আবুল হোসাইন আসাকিরুদ্দীন মুসলিম বিন হাজ্জাজ, *সহীহু মুসলিম*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি খ. ৭, পৃ. ১৭৩,১৭৪; মুহাম্মদ বিন ইসা বিন দেহাক বিন তিরমিযি, *সুনানুততিরমিযি*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ. ৪, পৃ. ২৫৫; আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াযিদ ইবনু মাজাহ, *সুনানে ইবনে মাজাহ*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ. ৩, পৃ. ৪৯ ; আবু জাফর আহমাদ বিন মুহাম্মদ বিন সালামাহ আততাহাভী, *শরহেময়া'নিল আছার*, মুয়াস্সাসাতুর রিসালাহ, মিশর: ১৪১৪, খ. ২, পৃ. ১২৪ আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ বিন হাম্বল, *মুসনাদে আহমাদ বিন হাম্বল*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা সৌদিআরব:১৪১২ খ. ৭, পৃ. ৪৪৬, খ.৮, পৃ. ৩৫৪,

[১৪] মুহাম্মদ বিন ইসা বিন দেহাক বিন তিরমিযি, *সুনানুততিরমিযি*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ. ৪, পৃ. ২৫৫; আবুল হোসাইন আসাকিরুদ্দীন মুসলিম বিন হাজ্জাজ, *সহীহু মুসলিম*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি খ. ৭, পৃ. ১৭৩,১৭৪; আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াযিদ ইবনু মাজাহ, *সুনানে ইবনে মাজাহ*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ. ৩, পৃ. ৪৯ ; আবু জাফর আহমাদ বিন মুহাম্মদ বিন সালামাহ আততাহাভী, *শরহে ময়া'নিল আছার*, মুয়াস্সাসাতুর রিসালাহ, মিশর: ১৪১৪, খ. ২, পৃ. ১২৪

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, দু' প্রণয়ীর মাঝে বিবাহের ন্যায় উত্তম প্রণয় বন্ধন তুমি আর কোথাও দেখতে পাবে না।[১৫]

হযরত আয়েশা (র.) বলেন :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

অর্থ: আম্মাজান হযরত আয়েশা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, বিবাহ করা আমার সুন্নাতের অর্ন্তভুক্ত, অতএব যে আমার সুন্নাত অনুযায়ী আমল করল না সে আমার উম্মতের অর্ন্তভুক্ত না।[১৬]

হাদিস শরিফে এসেছে :

عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج العبد فقد كمل نصف الدين ، ليتق الله في النصف الباقي

অর্থ: হযরত আনাস ইবনে মালেক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, বান্দা যখন বিবাহ করল তখন সে তাঁর অর্ধেক ঈমান পূর্ণ করল। আর অর্ধেক অর্জনের জন্য সে যেন তাক্ওয়া অবলম্বন করে।[১৭]

হাদিস শরিফে উল্লেখ রয়েছে :

---

[১৫] আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াযিদ ইবনে মাজাহ, *সুনানে ইবনে মাজাহ* , মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি খ.৫, পৃ ৪৪০, মুহাম্মদ বিন ইসা বিন দেহাক বিন তিরমিযি, *সুনানুততিরমিযি*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ. ৪, পৃ. ২৫৪; আবুল হোসাইন আসাকিরুদ্দীন মুসলিম বিন হাজ্জাজ, *সহীহু মুসলিম*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি খ. ৭, পৃ. ১৭৪; আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াযিদ ইবনু মাজাহ, *সুনানে ইবনে মাজাহ*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ. ৩, পৃ. ৫১

[১৬] আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াযিদ ইবনে মাজাহ, আল-মাকতাবাতুশ শামেলা, দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রকাশকাল ২০০৬, খ. ৫, পৃ ৪৯৩

[১৭] নাসিরুদ্দীন আবু সা'দ আব্দুল্লাহ বিন উমর বিন মুহাম্মদ আল বায়যাবী, *আল বায়যাবী*, মাউকাউত তাফসীর, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি খ. ১১ পৃ. ৪৬৫

Dhaka University Institutional Repository

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمْ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ

অর্থ: হযরত আবু হুরায়রা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তিন ব্যক্তিকে সাহায্য করা মহান আল্লাহ তা'য়ালা আবশ্যক মনে করেন। আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী। গোলাম, যে তাঁর মুক্তিপন আদায় করে দাসত্ব থেকে মুক্ত হতে চায়, এবং বিবাহকারী, যে আপন চরিত্র রক্ষা করতে চায়।[১৮]

হযরত আনাস ইবনে মালেক বলেন :

عَنْ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ طَاهِرًا مُطَهَّرًا فَلْيَتَزَوَّجْ الْحَرَائِرَ

অর্থ: হযরত আনাস ইবনে মালেক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি পাক-পবিত্র অবস্থায় আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হতে চায়, সে যেন স্বাধীনা নারী বিবাহ করে।[১৯]

বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হয়ে নফল ইবাদতে লিপ্ত হওয়া

হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত দু' একজন নবী রাসূল ব্যতীত সকল নবি রাসূলগণ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। তাঁরা সব সময় পূর্ণ সচেষ্ট থাকতেন যেন তাঁদের কাছ থেকে একেবারে সামান্য ভাল কাজও ছুটে না যায়, এবং বিন্দুমাত্র অহেতুক কোন কাজ

---

[১৮] মুহাম্মদ বিন ইসা বিন দেহাক বিন তিরমিযি, *সুনানুততিরমিযি*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ. ৬, পৃ. ২১৪; আবুল হোসাইন আসাকিরুদ্দীন মুসলিম বিন হাজ্জাজ, *সহীহ মুসলিম*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি খ. ৭, পৃ. ১৭৪; আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াযিদ ইবনু মাজাহ, *সুনানে ইবনে মাজাহ*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ. ২, পৃ. ৬৮

[১৯] আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াযিদ ইবনু মাজাহ, *সুনানে ইবনে মাজাহ*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ. ৫, পৃ. ৪৬২

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশ না পায়। যদি তাঁদের সামনে একসাথে দু'টি ভাল কাজ উপস্থিত হত তাহলে যেটি বেশি উত্তম সেটিকেই তাঁরা প্রাধান্য দিতেন। বিবাহের চেয়ে যদি নফল ইবাদত বেশি উত্তম হত তাহলে তাঁরা বিবাহ না করে পরিবারে ব্যয় হওয়া সময়টুকু নফল ইবাদতে লাগিয়ে দিতেন। অথচ তাঁরা তা করেননি বরং বিবাহ করে ঘরসংসার করেছেন। এর দ্বারা একথাই স্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হয় যে, নফল ইবাদতে লিপ্ত হওয়ার চেয়ে বিবাহ করা উত্তম।

বিবাহের ফজিলত অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করেছি যে, যে সকল যুবক আর্থিক ও শারীরিক ভাবে বিবাহের সামর্থ্যবান হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে বিবাহ করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ

অর্থ: হে যুবক সম্প্রদায়! তোমাদর মধ্যে যার বিবাহের সামর্থ্য আছে সে যেন অবশ্যই বিবাহ করে। কারণ বিবাহ দৃষ্টি অবনত রাখার এবং লজ্জাস্থান হেফাযত করার উত্তম মাধ্যম।[২০]

সামর্থ্য থাকা সত্বেও যে বিবাহ না করে তাঁর ব্যাপারে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন :

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

অর্থ: বিবাহ আমার সুন্নাতের অর্ন্তভুক্ত, অতএব যে সামর্থ্য থাকা সত্বেও আমার সুন্নাত অনুযায়ী আমল করল না সে আমার উম্মতের অর্ন্তভুক্ত নয়।[২১]

---

[২০] মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ. ৭, পৃ. ১৭৩ ; আবুল হোসাইন আসাকিরুদ্দীন মুসলিম বিন হাজ্জাজ, *সহীহু মুসলিম*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ. ৭, পৃ. ১৭৪; মুহাম্মদ বিন ইসা বিন দেহাক বিন তিরমিযি, *সুনানুততিরমিযি*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ. ৪, পৃ. ২৫৫ ; আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াযিদ ইবনু মাজাহ, *সুনানে ইবনে মাজাহ*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ. ৫, পৃ. ৪৩৮; আবু আব্দুর রহমান আহমদ বিন সুয়াইব ইবনে আলী আননাসায়ী. *সুনানে নাসায়ী*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: খ. ৭, পৃ. ৪২২; আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ বিন হাম্মল, *মুসনাদে আহমাদ বিন হাম্বল*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা সৌদিআরব:১৪১২, খ. ৭, পৃ. ৪৪৬; আবু জাফর আহমাদ বিন মুহাম্মদ বিন সালামাহ আততাহাভী, *শরহে মরা'নিল আছার*, মুয়াস্সাসাতুর রিসালাহ, মিশর: ১৪১৪

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আনাস (র.) হতে বর্ণিত আছে :

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا آكُلُ اللَّحْمَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ وَقَالَ بَعْضُهُمْ أَصُومُ فَلَا أُفْطِرُ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

অর্থ: হযরত আনাস ইবনে মালেক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল সাহাবি (র.)বসে গল্প করতেছিলেন, এমন সময় তাঁদের মধ্য হতে একজন বললেন, আমি কখনো বিবাহ করব না। অন্য একজন বললেন, আমি কখনো মাংস খাব না। কেহ বললেন, আমি কখনো রাত্রে ঘুমাব না। কেহ বললেন, আমি সবসময় রোযা রাখব কখনো আহার করব না। সাহাবায়ে কেরামের (র.) এ কথপোকথন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবগত হয়ে তিনি মহান আল্লাহর গুনকীর্তন ও প্রশংসা করে বললেন, ঐ সমস্ত লোকদের কি হয়েছে যারা এ জাতীয় ভ্রান্ত কথা বলছে? অথচ আমি নামাযও পড়ি আবার নিদ্রাও যাই, রোজা রাখি আবার আহারও করি এবং বিবাহও করি, অতএব যে আমার বিধান হতে মুখ ফিরিয়ে নিবে সে আমার উম্মতের অর্ন্তভুক্ত নয়।[২২]

আলোচ্য হাদিসে অনেকগুলো বিষয় গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করা হয়েছে । রাসুল (স.) বিবাহের প্রতি এত গুরুত্ব দিয়েছেন যে, বিবাহ না করলে আল্লাহর নবি (স.) উম্মত হিসেবে পরিচয় দিবেন না।

---

[২১] আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াযিদ ইবনু মাজাহ, *সুনানে ইবনে মাজাহ*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ. ৫, পৃ. ৪৯৩

[২২] আবুল হোসাইন আসাকিরুদ্দীন মুসলিম বিন হাজ্জাজ, *সহীহু মুসলিম*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ. ৭, পৃ. ১৭৫; আবু আব্দুর রহমান আহমদ বিন সুয়াইব ইবনে আলী আননাসায়ী. *সুনানে নাসায়ী*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: খ. ৩, পৃ. ২৬৪; আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ বিন হাম্মল, *মুসনাদে আহমাদ বিন হাম্বল*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা সৌদিআরব:১৪১২, খ. ২৮, পৃ. ৮২; আবু জাফর আহমাদ বিন মুহাম্মদ বিন সালামাহ আততাহাভী, *শরহেময়া'নিল আছার*, মুয়াস্সাসাতুর রিসালাহ, মিশর: ১৪১৪ নাসিরুদ্দীন আবু সা'দ আব্দুল্লাহ বিন উমর বিন মুহাম্মদ আল বায়যাবী, *আনওয়ারুততানযীল অআসরারুততাভীল আল বায়যাবী*, মাউকাউত তাফসীর, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ. ৭, পৃ. ৭৭

Dhaka University Institutional Repository

এক সাহাবী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট বিবাহ না করার অনুমতি চাইলে তিনি তা প্রত্যাক্ষান করে আল্লাহর নবী (স.) বলেন :

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا

অর্থ: হযরত সা'য়াদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উসমান ইবনে মাযউন (র.) এর বিবাহ না করার প্রস্তাব প্রত্যাক্ষান করেছেন। যদি তিনি তাঁকে অনুমতি দিতেন তাহলে আমার অবশ্যই খোজা[২৩] হতাম।[২৪]

উপরোক্ত আলোচনা হতে স্পষ্ট ভাবে বুঝা গেল যে, নফল ইবাদতে লিপ্ত হওয়ার চেয়ে বিবাহ করা উত্তম। এজন্য ফিকাহ শাস্ত্রের অধিকাংশ ইমামগন এ কথার উপর ঐক্যমত পোষণ করে বলেন :

النِّكَاحُ أَفْضَلُ مِنَ التَّخَلِّي لِعِبَادَةِ اللَّهِ فِي النَّوَافِلِ

অর্থ: আল্লাহ তা'য়ালার জন্য নফল ইবাদতের সময় বের করার চেয়ে বিবাহ করা উত্তম।[২৫]

---

[২৩] যৌন শক্তি উৎপত্তিস্থল কেটে ফেলাকে খোজা বলা হয়

[২৪] মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ. ১৬, পৃ. ১০ ; আবুল হোসাইন আসাকিরুদ্দীন মুসলিম বিন হাজ্জাজ, *সহীহু মুসলিম*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ. ৭, পৃ. ১৭৬, ১৭৭; মুহাম্মদ বিন ইসা বিন দেহাক বিন তিরমিযি, *সুনানুতিরমিযি*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ. ৪, পৃ. ২৫৮ ; আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াযিদ ইবনু মাজাহ, *সুনানে ইবনে মাজাহ*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ. ৫, পৃ. ৪৪২; আবু আব্দুর রহমান আহমদ বিন সুয়াইব ইবনে আলী আননাসায়ি. *সুনানে নাসায়ি*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: খ.১০, পৃ. ৩০৪; আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ বিন হাম্বল, *মুসনাদে আহমাদ বিন হাম্বল*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা সৌদিআরব:১৪১২, খ. ৪, পৃ. ১১৩;

[২৫] মুহাম্মদ বিন আহমাদ বিন আবি সাহল শামসুল আয়িম্মা সারখাসী, *আল মাবসুত*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: ১৯৯৯, খ.৫, পৃ. ৪৫২; যাইনুদ্দীন বিন ইবরাহীম বিন নাজিম আল মিসরী, *আলবাহরুররায়েক শরহে কানযুদ্দাকায়েক*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: ১৯৯৩, খ. ৫, খ. ১৮৫; কামালুদ্দীন মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহিদ বিন হুমাম, *ফাতুহুল কাদীর*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: খ. ৬, পৃ. ২৬০; আবু বকর বিন মাসউদ বিন আহমদ আলকাসানী আলাউদ্দীন, *বাদায়িউসসানায়ি*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ. ৫, পৃ. ৩১১

Dhaka University Institutional Repository

তবে যে ব্যক্তি সামগ্রীক ভাবে বিবাহের সামর্থ্যবান নয় মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকে সামর্থ্যবান হওয়ার আগ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলেছেন।

মহান আল্লাহ বলেন :

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

অর্থ: যারা বিবাহে সমর্থ নয়, তাঁরা যেন সংযম অবলম্বন করে যে পর্যন্ত না আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাঁদেরকে অভাবমুক্ত করে দেন।[২৬]

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংযম অবলম্বনের পন্থা এ ভাবে বলেছেন :

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

অর্থ: সামগ্রীক ভাবে যে ব্যক্তি বিবাহের সামর্থ্যের অধিকারী নয় সে যেন রোজা রাখে। কেননা রোজা তাঁর জন্য নিবীর্যকরণ স্বরূপ।[২৭]

বিবাহের অপরিহার্য উপাদান সমূহ

মুসলিম আইনের বিধান অনুযায়ী বৈধ বিবাহের ক্ষেত্রে যে সকল উপাদান অপরিহার্য তা নিম্নরূপ :

বিবাহের বয়স

---

[২৬] আল-কুরআন ২৪ : ৩৩

[২৭] মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ. ১৫, পৃ. ৪৯৬ ; আবুল হোসাইন আসাকিরুদ্দীন মুসলিম বিন হাজ্জাজ, *সহীহু মুসলিম*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ. ৭, পৃ. ১৭৩, ১৭৪; মুহাম্মদ বিন ইসা বিন দেহাক বিন তিরমিযি, *সুনানুততিরমিযি*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ. ৪, পৃ. ২৫৫ ; আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াযিদ ইবনু মাজাহ, *সুনানে ইবনে মাজাহ*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ. ৫, পৃ. ৪৩৮; আবু আব্দুর রহমান আহমদ বিন সুয়াইব ইবনে আলী আননাসায়ী. *সুনানে নাসায়ী*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: খ.৭, পৃ. ৪২২; আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ বিন হাম্বল, *মুসনাদে আহমাদ বিন হাম্বল*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা সৌদিআরব:১৪১২, খ. ৭, পৃ. ৪৪৬; আবু জাফর আহমাদ বিন মুহাম্মদ বিন সালামাহ আততাহাভী, *শরহেময়া'নিল আছার*, মুয়াস্সাসাতুর রিসালাহ, মিশর: ১৪১৪, খ. ১১, পৃ. ২০৮

Dhaka University Institutional Repository

বিবাহে উভয় পক্ষ অর্থাৎ বর ও কনে উভয়েই সাবালক হতে হবে। পূর্বে বিবাহের ক্ষেত্রে ১৫ বৎসর পূর্ণ হইলেই সাবালকত্ব অনুমিত হত। কিন্ত পরবর্তীতে ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অনুযায়ী পুরুষের ক্ষেত্রে ১৮ বৎসর ও নারীর ক্ষেত্রে ১৬ বৎসর পূর্ণ না হলে বিবাহযোগ্য হবে না। বর্তমানে পুরুষের ক্ষেত্রে ২১ বৎসর এবং নারীর ক্ষেত্রে ১৮ বৎসর পূর্ণ হতে হবে।

চুক্তির শর্ত

যেহেতু মুসলিম আইনের বিধান অনুযায়ী বিবাহ এক প্রকার চুক্তি। সেহেতু বিবাহের চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে বিবাহভুক্ত উভয় পক্ষকেই অর্থাৎ বর ও কনেকে সুস্থমস্তিষ্ক সম্পন্ন মুসলমান হতে হবে। শর্ত থাকে যে, বিকৃত মস্তিষ্ক সম্পন্ন ব্যক্তি ও নাবালকগদের পক্ষে তাঁদের নিজ নিজ অভিভাবকগণ বৈধভাবে বৈবাহিক চুক্তি সম্পাদন করতে পারবে। বর্তমান প্রচলিত আইন অনুযায়ী অভিভাবক নাবালকের বিবাহ সম্পন্ন করতে পারবে না।

প্রস্তাব ও গ্রহন বা সম্মতি

কোন বিবাহ বৈধরূপে সম্পন্ন হতে হলে উভয় পক্ষের একজন বা তাঁর পক্ষ হতে অন্য কারো দ্বারা প্রস্তাব উত্থাপন হওয়া এবং অপরজন বা তাঁর পক্ষ হতে অন্য কারো দ্বারা সে প্রস্তাব গ্রহন হওয়া অত্যাবশ্যক। প্রস্তাব ও গ্রহণ একই বৈঠকে সম্পন্ন হতে হবে। কোন বিবাহে বলপূর্বক বা প্রতারণা মূলকভাবে সম্মতি গ্রহণ করা হলে স্বীকার করে না নেয়া পর্যন্ত বিবাহটি অবৈধ হবে। প্রতারণা প্রকাশ পাওয়া মাত্র যে কোন এক পক্ষ তা আপত্তি প্রদান করতে পারবে।

সাক্ষীর উপস্থিতি

প্রস্তাব উত্থাপন ও গ্রহণ অবশ্যই দুইজন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলা সাক্ষীর উপস্থিতি ও শ্রুতিগোচরে হতে হবে এবং সেই সাক্ষীগণ অবশ্যই সুস্থমস্তিষ্ক সম্পন্ন মুসলমান হতে হবে।

একস্বামী গ্রহণ

একই সময় একজন মুসলমান মহিলার একাধিক স্বামী থাকা বৈধ নহে। যে মুসলমান মহিলার স্বামী জীবিত আছে এবং সে ঐ মহিলাকে তালাক দেয় নাই, কেহ তাঁকে বিবাহ করলে তা বাতিল হবে।

Dhaka University Institutional Repository

দেনমোহর

মুসলিম আইন অনুসারে স্ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শণস্বরূপ স্বামীর উপর যে দায় আরোপিত হয়েছে তাই মোহর। মুসলিম আইনে মোহর বিবাহের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। এই অপরিহার্যতা এইরূপ পর্যায়ের যে, বিবাহের সময় মোহর নির্ধারিত না হয়ে থাকলে সে ক্ষেত্রে মোহরে মিসাল বা সুনির্দিষ্ট নীতির ভিত্তিতে তা নির্ধারণ করতে হবে বলে আইনে ঘোষণা করা হয়েছে।

নিষিদ্ধ আত্মীয় বর্হিভূত

মুসলিম আইনের বিধান অনুযায়ী বিবাহের পক্ষদ্বয় অবশ্যই নিষিদ্ধ আত্মীয় বর্হিভূত হতে হবে। নিষিদ্ধ আত্মীয়ের মধ্যে বিবাহ অনুষ্ঠিত হলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে। নিষিদ্ধ আত্মীয় বলতে রক্তের সম্পর্ক জনিত, বৈবাহিক সম্পর্ক জনিত ও প্রতিপালন সম্পর্ক জনিত আত্মীয়দের বুঝায়, কুরআনে যাদের সাথে বিবাহ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

বিয়ে ও ব্যভিচারের পার্থক্য

নিয়্যত ছাড়া কোন আমল আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না তাই প্রত্যেক কাজেই নিয়ত করতে হয়। দেনমোহরের ক্ষেত্রেও একই কথা।

মোহরানা ধার্য্য করা আল্লাহ পাকের একটি নির্দেশ। যদি তা দেয়ার নিয়্যত করা না হয় তাহলে তা প্রতারণার শামিল। এ অবস্থায় তাঁকে দুটি গুনাহের সম্মুখীন হতে হচ্ছে :

ক. দেনমোহর না দেয়ার গুনাহ

খ. দেনমোহর দেয়ার নামে প্রতারণার গুনাহ

যেহেতু মোহরানা ছাড়া নারী সম্ভোগ ব্যভিচার যেহেতু এরূপ বিয়ে ব্যভিচারের শামিল সেহেতু এরুপ আচরণ থেকে আমাদেরকে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকতে হবে। উল্লেখিত হাদিস থেকে স্পষ্টভাবে এটাই বুঝা যাচ্ছে। হাদিস শরিফে বলা হয়েছে যদি দেনমোহর না দেয়া হয় সে আল্লাহর দরবারে যিনাকারী হিসেবে উপস্থিত হবে তাই বুঝা যায় দেনমোহর প্রদান করা হচ্ছে বিবাহ আর দেনমোহর না দেয়া হচ্ছে ব্যভিচার।[২৮]

---

[২৮] মাওলানা শাহ নজরুল ইসলাম, মহর, আলবালাগ কো অপারেটিব পাবলিকেশন্স, আরামবাগ, ঢাকা: ১৪২৮, পৃ ৪০

বিবাহ নিবন্ধিকরণ বা রেজিস্ট্রিকরণ

মুসলিম আইন অনুযায়ী ১৯৬১ সালে মুসলিম পারিবারিক আইনের বিধান মোতাবেক এবং ১৯৭৪ সালের মুসলিম বিবাহ ও তালাক রেজিস্ট্রিকরণ

আইন মোতাবেক প্রত্যেক বিবাহ অনুমোদিত নিকাহ রেজিস্ট্রার কর্তৃক রেজিস্ট্রি বা নিবন্ধনকৃত হতে হবে।[২৯]

অনিয়মিত বা ফাসিদ বিবাহের কারণসমূহ

যে সকল বিবাহ সম্পূর্ণরূপে বৈধ নয় বা বাতিলও নয় এমন প্রকৃতির বিবাহকে অনিয়মিত বা ফাসিদ বিবাহ বলে। ফাসিদ বিবাহের ত্রুটি গুলি অত্যন্ত কঠোর নয় বিধায় সংশোধনের মাধ্যমে তা বৈধ হিসেবে পরিগণিত হয়। নিম্নলিখিত কারণে মুসলিম আইন অনুসারে বিবাহ ফাসিদ হয়।

সাক্ষীর অনুপস্থিতিতে বিবাহ

সাক্ষীর অনুপস্থিতিতে কোন বিবাহ সম্পূর্ন হলে তা অনিয়মিত হবে।

স্ত্রীর সংখ্যা

একই সময় একজন মুসলমানের অনধিক চারজন স্ত্রী থাকতে পারবে। চারজন স্ত্রী বর্তমান থাকতে কেহ পঞ্চম বিবাহ করলে পঞ্চম বিবাহ অনিয়মিত বা ফাসিদ বিবাহ হবে।

মহিলার ইদ্দত চলাকালে বিবাহ

কোন মহিলার ইদ্দতকাল সম্পূর্ন হওয়ার পূর্বে কেহ তাঁকে বিবাহ করলে সে বিবাহ অনিয়মিত বা ফাসিদ হবে।

ধর্মের ভিন্নতা

ধর্মের পার্থক্যের কারণে বিবাহ বাতিল হয় না। অর্থাৎ ধর্মের পার্থক্যের কারণে বিবাহ হয় নিয়মিত অথবা অনিয়মিত হইবে। যেমন

---

[২৯] এস, এম হুমাউন কবির মিলন, ইসলামি পারিবারিক আইন, খিলগাও তিলপাপাড়া, ঢাকা প্রকাশ ২০০৬, পৃ- ১৬

Dhaka University Institutional Repository

(ক) **মুসলিম পুরুষ :** কোন মুসলমান পুরুষ একজন কিতাবি অর্থাৎ খৃষ্টান বা ইহুদি মহিলাকে বিবাহ করলে তা বৈধ হবে। তবে, কোন পৌত্তলিক অথবা অগ্নি উপাসক মহিলাকে বিবাহ করলে তা অনিয়মিত হবে। তাঁরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে বৈধ বিবাহে পরিণত হবে।

(খ) **মুসলিম মহিলা :** কোন মুসলমান মহিলা একজন অমুসলমান পুরুষকে সে কিতাবী অর্থাৎ খৃষ্টান বা ইহুদি অথবা অকিতাবি অর্থাৎ পৌত্তলিক অথবা অগ্নি উপাসক পুরুষকে বিবাহ করলে তা অনিয়মিত হবে। ঐ পুরুষ যদি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তবে তা বৈধ বিবাহে পরিণত হবে।

বে-আইনী সংযোগ

একজন মুসলমানের একই সময় এমন দুইজন স্ত্রী থাকতে পারবে না যাদের পরস্পরের মধ্যে রক্তের, বৈবাহিক বা প্রতিপালনের এইরূপ সম্পর্ক বিদ্যমান যে, ঐ দুই জনের একজন পুরুষ হলে তাঁরা পরস্পরকে আইনসম্মত ভাবে বিবাহ করতে পারত না। যেমন, দুইবোন, অথবা ফুফু-ভাতিজি, বা খালা-ভাগ্নী। বে-আইনী সংযোগের দরুন বিবাহ অনিয়মিত হবে।

স্বাধীন সম্মতি

বিবাহের পক্ষদ্বয়ের মধ্যে স্বাধীন সম্মতি ব্যতীত বিবাহ অনুষ্ঠিত হলে সে বিবাহ অনিয়মিত হবে।

সুস্থ মস্তিষ্ক

কোন ব্যক্তি মাতাল অবস্থায় অর্থাৎ অসুস্থ মস্তিষ্ক অবস্থায় বিবাহ করলে সেই বিবাহ অনিয়মিত হবে।

মৃত্যু রোগাক্রান্ত অবস্থা

কোন ব্যক্তি মৃত্যু রোগাক্রান্ত অবস্থায় বিবাহ করলে সে বিবাহ অনিয়মিত হবে।[৩০]

বাতিল বিবাহের কারণ

মুসলিম পারিবারিক আইন অনুযায়ী নিম্ন বর্ণিত কারণে বিবাহ বাতিল হয়ে থাকে

০১. নিষিদ্ধ পর্যায়ের রক্ত সম্পর্ক বিবাহ, যেমন ভাই-বোন।

[৩০] এস,এম হুমাউন কবির মিলন, *ইসলামি পারিবারিক আইন*, খিলগাও তিলপাপাড়া, ঢাকা: ২০০৬, পৃ. ১৭

Dhaka University Institutional Repository

০২.দুগ্ধ সম্পর্কের নিষিদ্ধ কোন আত্মীয় বিবাহ করলে।

০৩.বৈবাহিক সম্পর্ক জনিত কোন নিষিদ্ধ আত্মীয় বিবাহ করলে।

০৪.বিবাহিত স্ত্রীকে তালাক দিলে।

০৫.কোন স্ত্রীলোক তাঁর স্বামী থাকা অবস্থায় দ্বিতীয়বার বিবাহ করলে পরের বিবাহটি বাতিল হবে।

০৬.একজনের ঔরসে গর্ভবতী নারীকে গর্ভাবস্থায় অন্য কেহ বিবাহ করলে।

০৭.ব্যভিচারের ক্ষেত্রে, ব্যভিচারি ও ব্যভিচারিণীর পরস্পরের নিষিদ্ধ আত্মীয়দের সাথে বিবাহ বাতিল হবে।[৩১]

বৈধ বা নিয়মিত বিবাহের ফলাফল

মুসলিম পারিবারিক আইন অনুযায়ী একটি বৈধ বা নিয়মিত বিবাহের ফলাফল নিম্নরূপ :

০১.স্ত্রী তাঁর স্বামীর নিকট হতে দেনমোহর পাওয়ার অধিকার লাভ করে।

০২.স্ত্রী তাঁর স্বামীর নিকট হতে ভরণ-পোষন পাওয়ার অধিকার লাভ করে।

০৩.স্ত্রী তাঁর স্বামীর গৃহে বসবাসের অধিকার লাভ করে।

০৪.স্ত্রীর উপর স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ত ও অনুগত থাকার দায়িত্ব ন্যস্ত হয়।

০৫.স্বামীকে তাঁর (স্ত্রীর) সহিত দাম্পত্য মিলনের অধিকার দানের দায়িত্ব আরোপিত হয়।

---

[৩১] এস,এম হুমাউন কবির মিলন, *ইসলামি পারিবারিক আইন*, খিলগাও তিলপাপাড়া, ঢাকা: ২০০৬, পৃ. ১৭

০৬.স্বামীর মৃত্যু বা তালাক উভয় ক্ষেত্রে স্ত্রীর উপর ইদ্দত পালনের দায়িত্ব আরোপিত হয়।

০৭.ইহা ছাড়া বৈধ বিবাহের ফলে পরস্পরের নিষিদ্ধ আত্মীয়ের সহিত বিবাহের বারণ সৃষ্টি হয়।

০৮.স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরের মধ্যে সম্পত্তির উত্তরাধিকার সৃষ্টি হয়।

০৯.বৈধ বিবাহের ফলে সৃষ্ট সন্তান বৈধ হয়।[৩২]

ফাসিদ বা অনিয়মিত বিবাহের ফলাফল

মুসলিম পারিবারিক আইন অনুযায়ী একটি ফাসিদ বা অনিয়মিত বিবাহের ফলাফল নিম্নরূপ :

০১.ফাসিদ বিবাহের যে কোন পক্ষ যৌন সহবাসের পূর্বে বা পরে বিবাহ্ নাকচ করতে পারে। বিবাহ বিচ্ছেদের ইচ্ছা প্রকাশ করে, যেমন: আমি তোমাকে ত্যাগ করিলাম, এইরূপ ধরণের কোন কথা বলে যে কোন পক্ষ বিবাহ্ নাকচ করতে পারে। ফাসিদ বিবাহের পর যৌন সহবাস না হলে আইনত সে বিবাহের কোন ফল উদ্ভব হয় না।

০২.বিবাহোত্তর যৌন সহবাস হয়ে থাকলে নিম্নরূপ ফলাফল সৃষ্টি হয়। যেমন :

(ক) স্ত্রী তাঁর দেনমোহর পাওয়ার অধিকারিনী হবে, এবং যথাযথ বা সুনির্দিষ্ট মোহরের মধ্যে যেটি অপেক্ষকৃত কম, তাই পাবে।

(খ) স্ত্রী ইদ্দতকাল পালন করতে বাঁধ্য থাকবে, এবং তালাক বা স্বামীর মৃত্যু উভয় ক্ষেত্রেই ইদ্দতের মেয়াদ হবে তিন ঋতুস্রাব বা তিন মাস।

(গ) সন্তান বৈধ হবে।

(ঘ) ফাসিদ বিবাহের পর যৌন সহবাস হয়ে থাকলেও স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে না।[৩৩]

---

[৩২] এস,এম হুমাউন কবির মিলন, *ইসলামি পারিবারিক আইন*, খিলগাও তিলপাপাড়া, ঢাকা: ২০০৬, পৃ. ১৮

[৩৩] এস,এম হুমাউন কবির মিলন, *ইসলামি পারিবারিক আইন*, খিলগাও তিলপাপাড়া, ঢাকা: ২০০৬, পৃ. ১৮

Dhaka University Institutional Repository

বাতিল বিবাহের ফলাফল

বাতিল বিবাহ আদৌ কোন বিবাহ নয়। যদি এ ধরণের কোন বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় তাহলে মুসলিম পারিবারিক আইন অনুযায়ী ফলাফল নিম্নরুপ :

০১.সম্পাদিত বিবাহ চুক্তি সম্পূর্ণ বাতিল বলে গণ্য হবে।

০২.বাতিল বিবাহের ফলে সৃষ্ট সন্তান অবৈধ বা জারয বলে গণ্য হবে।

০৩.বাতিল বিবাহের ফলে সৃষ্ট সন্তান তাঁর পিতার সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার পায় না, তবে সুন্নী আইন অনুযায়ী জারয সন্তান মাতা বা মাতৃকূলীয় আত্মীয়দের উত্তরাধিকারী হবে।

০৪.এইরূপ বিবাহের ফলে স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পরের মধ্যে কোনরূপ দেওয়ানী অধিকার বা দায় দায়িত্ব সৃষ্টি হয় না।

তবে শর্ত থাকে যে, যদি স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই সৎবিশ্বাসে তাঁদের মধ্যে বিবাহের কোন প্রতিবন্ধকতা নেই বিবেচনা করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর যদি কোন প্রতিবন্ধকতা প্রকাশিত হয় , সেক্ষেত্রে বিবাহটি বাতিল হলেও তাঁদের সন্তান বৈধ বলে গণ্য হবে।[৩৪]

বিবাহ রেজিস্ট্রি না করার ফলাফল

১৯৬১ সালের পারিবারিক আইন অধ্যাদেশের ৫ ধারায় বিবাহ রেজিস্ট্রি সম্পর্কিত নিম্নোক্ত বিধান বর্ণিত হয়েছে :

০১. পারিবারিক আইন অনুসারে সম্পাদিত প্রত্যেক বিবাহ রেজিস্ট্রি করতে হবে।

০২. নিকাহ রেজিস্ট্রার ব্যতীত অপর কেহ বিবাহ সম্পাদন করলে উক্ত সম্পাদনকারী ব্যক্তি বিবাহটি রেজিস্ট্রি করার জন্য রেজিস্ট্রারকে বিবাহের বিষয়টি অবহিত করবে।

[৩৪] এস,এম হুমাউন কবির মিলন, *ইসলামি পারিবারিক আইন*, খিলগাও তিলপাপাড়া, ঢাকা: ২০০৬, পৃ. ১৮

Dhaka University Institutional Repository

০৩.বিবাহ রেজিস্ট্রেশন বিবাহ বন্ধনের একটি প্রকাশ্য সাক্ষ্য মাত্র।

০৪.বিবাহ রেজিস্ট্রেশন না করাইবার অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তির শাস্তি হতে পারে।

ইহাই ছিল ১৯৬১ সালের পারিবারিক আইন অধ্যাদেশে বিবাহ রেজিস্ট্রি করা বা না করা সম্পর্কিত বিধান। যদিও উক্ত অধ্যাদেশে বিবাহ রেজিস্ট্রি বাধ্যতামূলক করা হয়নি।

পরবর্তীতে ১৯৭৪ সালের মুসলিম বিবাহ ও তালাক রেজিস্ট্রেশন আইন (The Muslim Marriages and Divorccs (Registration) Act, 1974) দ্বারা উপরে বর্ণিত ১৯৬১ সালের পারিবারিক আইন অধ্যাদেশের ৫ ধারাকে রহিত করা হয়েছে এবং মুসলিম বিবাহকে রেজিস্ট্রিকরণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এ আইনের ৩ ধারায় বর্ণিত বিধান মোতাবেক অন্য যে কোন আইন, রেওয়াজ বা প্রথা যাই থাকুক না কেন, মুসলিম আইন অনুযায়ী সম্পন্ন প্রতিটি বিবাহ এ আইনের (১৯৭৪ সালের মুসলিম বিবাহ ও তালাক রেজিস্ট্রেশন আইন) বিধান অনুসারে রেজিস্ট্রি করতে হবে। একই আইনের ৫ ধারায় বিবাহ রেজিস্ট্রি না করার জন্য শাস্তির বিধান বর্ণিত হয়েছে।[৩৫]

বিবাহ রেজিস্ট্রি করার শাস্তি

১৯৭৪ সালের বিবাহ ও তালাক রেজিস্ট্রেশন আইনের ২০০৫ সালের সংশোধনী (The Muslim Marriages and Divorces Registration (Amendment) Act, 2005) সংশোধিত আইনের ৫ ধারায় বিবাহ নিবন্ধন না করার শাস্তি সম্পর্কে বিধান বর্ণিত হয়েছে; উক্ত ধারায় বলা হয়েছে যে :

নিকাহ রেজিস্ট্রারগণ কর্তৃক সম্পন্ন হয় নাই এমন বিবাহ সম্পর্কে তাঁদের নিকট প্রতিবেদন দিতে হবে।

নিকাহ রেজিস্ট্রার ব্যতীত বিবাহ সম্পন্ন হলে সেক্ষেত্রে প্রতিবেদন; নিকাহ রেজিস্ট্রার কর্তৃক সম্পন্ন হয়নাই এমন প্রতিটি বিবাহ এই আইন অনুসারে রেজিস্ট্রি করার জন্য যিনি বিবাহ সম্পন্ন করেছেন, তৎকর্তৃক নিকাহ রেজিস্ট্রারের নিকট বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার তারিখ হতে ৩০ দিনের মধ্যে প্রতিবেদন পেশ করতে হবে। [৫(২) ধারা]

---

[৩৫] এস এম হুমাউন করিব মিলন মিলন, *ইসলামি পারিবারিক আইন*, খিলগাও তিলপাপাড়া, ঢাকা:২০০৬, পৃ ২০

Dhaka University Institutional Repository

শাস্তির বিধান

উপরে বর্ণিত বিধান কোন ব্যক্তি লংঘন করলে সে অনধিক দুই বৎসর পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদন্ড বা অনধিক তিন হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা উভয় প্রকার দন্ডে দন্ডনীয় হবে। [৫(৪) ধারা][৩৬]

বিয়ে পরবর্তী ওলীমাহ্

নিজের পছন্দ অনুযায়ী কোন নারীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'য়ালার বিরাট অনুগ্রহ ও আত্মীক আনন্দের ব্যাপার। এজন্য আল্লাহ তা'য়ালার কৃতজ্ঞতা এবং নিজের আন্তরিক আনন্দের বহিঃপ্রকাশ ঘটুক এটাই বিয়ের দাবি। ওলীমাহ্ তারই বাস্তব রুপ। এতে বিয়েকারী পুরুষ ও তাঁর পরিবারস্থ লোকজনের পক্ষ থেকে শালীনতার সাথে একথা ঘোষিত হয়ে যায় যে, এ নয়া আত্মীয়তায় আমরা উৎকণ্ঠাহীন আনন্দিত। বস্তুত আমরা এটাকে আল্লাহ তা'য়ালার কৃতজ্ঞতা প্রকাশযোগ্য অনুগ্রহ মনে করি। এতে বিবাহিতা নারী ও তাঁর পরিবারস্থ লোকদের জন্য বিরাট আনন্দ ও আত্মতুষ্টির কারণ নিহিত রয়েছে। এরদ্বারা পারস্পরিক সম্পর্ক ও ভালবাসা বৃদ্ধি পায়। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় নির্দেশ ও কার্যাবলীর মাধ্যমে এ বিষয়ের বহিঃপ্রকাশ করেছেন।

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (র.) বিয়ে করার পর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ বললেন :

অর্থ: মহান আল্লাহ জাল্লাজালালুহু এ কাজে তোমাকে বরকত দিন। এখন তুমি একটি বকরি দিয়ে হলেও ওলীমার ব্যবস্থা কর।[৩৭]

---

[৩৬] প্রাগুক্ত।

[৩৭] মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ. ১৬, পৃ. ১৩১ ; আবুল হোসাইন আসাকিরুদ্দীন মুসলিম বিন হাজ্জাজ, *সহীহু মুসলিম*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ. ৭, পৃ. ২৫৬,২৫৭ ; মুহাম্মদ বিন ইসা বিন দেহাক বিন তিরমিযি, *সুনানুততিরমিযি*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ. ৪, পৃ. ২৭৭ ; আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াযিদ ইবনু মাজাহ, *সুনানে ইবনে মাজাহ*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ. ৬, পৃ. ২৩; আবু আব্দুর রহমান আহমদ বিন সুয়াইব ইবনে আলী আননাসায়ি. *সুনানে নাসায়ী*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: খ.১১, পৃ. ৬; আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ বিন হাম্মল, *মুসনাদে আহমাদ বিন হাম্বল*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা সৌদিআরব:১৪১২, খ. ২৬, পৃ. ৪৩৮

Dhaka University Institutional Repository

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে যখন হযরত যায়নাব বিনতে জাহাশ (র.) কে বিয়ে করলেন, তখন তিনি একটি বকরি জবাই করে ওলীমার ব্যবস্থা করেছিলেন।

সে সম্পর্কে হযরত আনাস (র.) বলেন :

أَوْلَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَنَى بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَأَشْبَعَ النَّاسَ خُبْزًا وَلَحْمًا

অর্থ: রাসূলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হযরত যায়নাব বিনতে জাহাশ (র.) কে বিয়ে করে ঘর বাঁধলেন, তখন তিনি লোকদের রুটি ও গোশত খাইয়ে পরিতৃপ্ত করে দিয়েছিলেন।[৩৮]

তিনি যখন হযরত সফিয়া (র.) কে বিয়ে করেছিলেন, তখন খেজুর ও ছাতু দিয়ে এই ওলীমার ব্যবস্থা করেছিলেন।[৩৯]

অপর এক বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে :

أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ وَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ وَمَا كَانَ فِيهَا إِلَّا أَنْ أَمَرَ بِلَالًا بِالْأَنْطَاعِ فَبُسِطَتْ فَأَلْقَى عَلَيْهَا التَّمْرَ وَالْأَقِطَ وَالسَّمْنَ

অর্থ: হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সফিয়া (র.) এর সাথে ঘর বাঁধার সময় খায়বর ও মদিনার মাঝখানে একাধীক্রমে তিন রাত্রি পর্যন্ত অবস্থান করেছিলেন। তাঁর মধ্যে একদিন সঙ্গীয় সব সাহাবীদের ওলীমার দাওয়াত দিলেন। তথায় গোস্ত ও রুটির ব্যবস্থা ছিল না। তিনি হযরত বেলাল (র.)

---

[৩৮] মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল বুখারি, *সহিহুল বুখারি*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ. ১৪, পৃ. ৪৯৭ ; আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ বিন হাম্বল, *মুসনাদে আহমাদ বিন হাম্বল*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা সৌদিআরব:১৪১২, খ. ২৬, পৃ. ১৪৬ ; আবু আব্দুর রহমান আহমদ বিন সুয়াইব ইবনে আলী আননাসায়ী. *সুনানে নাসায়ী*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: খ.৬, পৃ. ৭৬;

[৩৯] সুলাইমান বিন আহমদ বিন আইয়ূব আততাবরানী, *মুজামুল কাবীর*, মুলফাতে উরুদে আলী মুলতাকা, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ.৫ , পৃ.৪৪৩ ; নাসিরুদ্দীন আবু সা'দ আব্দুল্লাহ বিন উমর বিন মুহাম্মদ আল বায়যাবী, *বায়যাবী*, মাউকাউত তাফসীর, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ. ১২, পৃ. ৫৮

Dhaka University Institutional Repository

কে চামড়ার মাদুর বিছানোর নির্দেশ দিলেন, মাদুর বিছানো হলে তাতে খেজুর, পনির ও মাখন ঢেলে দেয়া হল।[৪০]

হযরত আলি (র.) যখন হযরত ফাতিমা (র.) এর সাথে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন, তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন :

يَا عَلِيُّ إِنَّهُ لا بُدَّ لِلْعَرُوسِ مِنْ وَلِيمَةٍ

অর্থ: হে আলি! প্রত্যেক বিয়েতেই ওলীমা করা জরুরী[৪১]

হযরত আবু হুরায়রা (র.) ও হযরত ইবনে ওমর (র.) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে ওলীমা সম্পর্কে নিম্নোক্ত বানি উল্লেখ্য করেছেন :

الوليمة حق وسنة فمن دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله

অর্থ: ওলীমা বিবাহে আবশ্যক বিষয় এবং নবীর (স.) সুন্নাত। আর যে ব্যক্তি ওলীমার দাওয়াত পাওয়ার পর তাতে অংশ গ্রহণ করল না সে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলের (স.) নাফরমানি করল।[৪২]

তা ছাড়া ইমাম শাফেয়ি (রহ.) বলেন :

لا أَعْلَمُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ الْوَلِيمَةَ

অর্থ: হুজুর (স.) এর এমন বিবাহ সম্পর্কে আমার জানা নেই যাতে তিনি ওলীমা করেন নাই।[৪৩]

---

৪০ আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ বিন হাম্বল, *মুসনাদে আহমাদ বিন হাম্বল*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা সৌদিআরব:১৪১২, খ. ২৭, পৃ. ৩৩৩ ; মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ. ১৩, পৃ. ১১৩ ; আবু আব্দুর রহমান আহমদ বিন সুয়াইব ইবনে আলী আননাসায়ী. *সুনানে নাসায়ী*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: খ.১১, পৃ. ৪৮; নাসিরুদ্দীন আবু সা'দ আব্দুল্লাহ বিন উমর বিন মুহাম্মদ আল বায়যাবী, *বায়যাবী*, মাউকাউত তাফসীর, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ. ৭, পৃ. ৫৯

৪১ সুলাইমান বিন আহমদ বিন আইয়ূব আততাবরানী, *মুজামুল কাবীর*, মুলফাতে উরুদে আলী মুলতাকা, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ. ১ , পৃ. ৪৯৫

৪২ সুলাইমান বিন আহমদ বিন আইয়ূব আততাবরানী, *মুজামুল কাবীর*, মুলফাতে উরুদে আলী মুলতাকা, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ.৯ , পৃ. ১৪৮; নাসিরুদ্দীন আবু সা'দ আব্দুল্লাহ বিন উমর বিন মুহাম্মদ আল বায়যাবী, *বায়যাবী*, মাউকাউত তাফসীর, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ. ৭, পৃ. ২৬৫

৪৩ মুহাম্মদ বিন ইসমাইল আমীর, *সুবুলুস সালাম*, মাকতাবায়ে মোস্তফা আলবানী, মনিদা, সৌদিআরব: ১৯৬০,খ. ৫,পৃ. ৮৬

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত আলোচনা হতে ওলীমার গুরুত্ব সহজেই অনুধাবন করা যায়। তবে ওলীমার ধরণ কি হবে তাতে ব্যয় হবে কত বা কি পরিমাণ সে ব্যাপারে কোন নির্দেশনা দেয়া হয় নাই। তবে এ কথা দ্বিধাহীনভাবে বলা যায় ওলীমা হবে সামর্থ অনুযায়ী। এ প্রসঙ্গে ইমাম শাওকানি (রহ.) এ নিম্নোক্ত উক্তিতে কিছুটা ইঙ্গিত পাওয়া যায় :

إنّ الشَّاةَ أقلّ مَا يُجْزِي فِي الوَلِيمَةِ عَنْ المُوسِرِ

অর্থ: একজন সচল ব্যক্তির ওলীমার জন্য কমপক্ষে একটি বকরি হওয়াই যথেষ্ট।[৪৪]

আল্লামা কাযি ইয়ায (রহ.) এর বক্তব্য থেকে আমরা ওলীমা প্রসঙ্গে মোটামোটি একটি স্বচ্ছ ধারণা পাই :

أجْمَعُوا عَلَى أنَّهُ لَا حَدَّ لِأكْثَرَ مَا يُولَمُ بِهِ ، وَأمَّا أقَلُّهُ فَكَذَلِكَ ، وَمَهْمَا تَيَسَّرَ أجْزَأَ ، وَالمُسْتَحَبُّ أنَّهَا عَلَى قَدْرِ حَالِ الزَّوْجِ

অর্থ: ওলীমার সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন পরিমাণ সম্পর্কে সকল উলামায়ে কেরাম একমত পোষণ করেন যে, ওলীমার জন্য কম বা বেশী এমন নির্দিষ্ট কোন পরিমাণ নেই। যার যার সমর্থ অনুযায়ী তা করবে। তবে স্বামীর আর্থিক সঙ্গতি অনুযায়ী ওলীমা করতে হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।[৪৫]

আল্লামা ইবনে বাত্তাল (রহ.) বলেন:

وهي على قدر الإمكان الوجوب لإعلان النكاح

অর্থ: ওলীমার ব্যবস্থা স্বামীর সাধ্যানুযায়ী বিবাহের প্রচারের উদ্দেশ্য হওয়া আবশ্যক।[৪৬]

ওলীমার ব্যবস্থা শুধু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশের কারণেই করা হবে তা নয় বরং এর মধ্যে অনেক কল্যানও নিহিত রয়েছে। ওলীমার মাধ্যমে অনেক সুন্দর ও সহজ করে বিয়ের প্রচার হয়ে

---

[৪৪] মুহাম্মদ বিন আলী বিন মুহাম্মদ আশশাওকানী, *নাইলূল আওতার*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ.১০, পৃ. ১১৪

[৪৫] মুহাম্মদ বিন আলী বিন মুহাম্মদ আশশাওকানী, *নাইলূল আওতার*, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ.১১৪

[৪৬] আবু মুহাম্মদ মাহমুদ বিন আহমদ বিন মুসা আল আইনী, উমদাতুল কারী শরহে সহীহুল বুখারী, (আইনী) মুলতাফা উরুদে মান মুলতাকা আহলে হাদীস, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: ২০০৬, খ. ২৯ , পৃ. ৩৭৬

যায় এবং এর মাধ্যমে স্ত্রী ও তাঁর আত্নীয়-স্বজনের প্রতি সম্মান প্রর্দশন ও তাঁদের প্রতি শুভেচ্ছা ও সদাচরণ প্রকাশ করা হয়। কেননা নববধূকে উদ্দেশ্য করে স্বামী যদি অর্থ খরচ করে ও তাঁর জন্য যদি লোকদের একত্রিত করে, তবে তা প্রমাণ করে যে, স্বামীর নিকট তাঁর খুবই মর্যাদা রয়েছে এবং সে তাঁর স্বামীর নিকট রীতিমত সমহি করার যোগ্য। এর ফলে নববধূর মনেও জাগবে পরম পুলক, স্বামীর প্রতি অকৃত্রিম প্রেম-ভালবাসা। আর এর দরুন উভয় পক্ষের আত্নীয়-স্বজনের সাথেও পরম মাধুর্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠবে।

ওলীমার দাওয়াত কবুল করা চাই

ইসলামে বিয়ে উপলক্ষে ওলীমার গুরুত্ব এতখানি যে, আত্নীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবকে এ দাওয়াত কবুল না করার এখতিয়ার দেয়া হয়নি। বরং এ দাওয়াতে উপস্থিত হওয়ার ব্যাপারে শরিয়ত এত গুরুত্বারোপ করেছে যে, অনেকে এ দাওয়াতে উপস্থিত হওয়াকে ওয়াজিব বলেছেন।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

الوليمة حق وسنة فمن دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله

অর্থ: ওলীমাহ বিবাহে আবশ্যক বিষয় এবং নবির (স.) সুন্নাত। আর যে ব্যক্তি ওলীমার দাওয়াত পাওয়ার পর তাতে অংশ গ্রহণ করল না সে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলের (স.) নাফরমানি করল।[৪৭]

অপর এক বর্ণনায় বলেন :

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةِ عُرْسٍ فَلْيُجِبْ

অর্থ: তোমাদের কেউ যদি বিয়ের ওলীমায় নিমন্ত্রিত হয়, তবে সে যেন সে দাওয়াত কবুল করে।[৪৮]

এ প্রসঙ্গে রাসুল (স.) আরো বলেন :

---

[৪৭] সুলাইমান বিন আহমদ বিন আইয়ূব আততাবরানী, *মুজামুল কাবীর*, মুলফাতে উরুদে আলী মুলতাকা, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ.৯ , পৃ. ১৪৮; নাসিরুদ্দীন আবু সা'দ আব্দুল্লাহ বিন উমর বিন মুহাম্মদ আল বায়যাবী, *বায়যাবী*, মাউকাউত তাফসীর, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ. ৭, পৃ. ২৬৫

[৪৮] আবুল হোসাইন আসাকিরুদ্দীন মুসলিম বিন হাজ্জাজ, *সহীহু মুসলিম*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ. ৭, পৃ. ২৭৯ ; আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াযিদ ইবনু মাজাহ, *সুনানে ইবনে মাজাহ*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ. ৬, পৃ. ৩১; আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ বিন হাম্বল, *মুসনাদে আহমাদ বিন হাম্বল*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা সৌদিআরব:১৪১২, খ. ১০, পৃ. ৩৬ ; নাসিরুদ্দীন আবু সা'দ আব্দুল্লাহ বিন উমর বিন মুহাম্মদ আল বায়যাবী, *বায়যাবী*, মাউকাউত তাফসীর, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ. ৭, পৃ. ২৬১

Dhaka University Institutional Repository

إذَا دُعِيَ أحَدُكُمْ إلى الوَلِيمَةِ فَلْيَأتِهَا

অর্থ: তোমাদের কেউ ওলীমার দাওয়াতে নিমন্ত্রিত হলে সে যেন অবশ্যই তাতে উপস্থিত হয়।[৪৯]

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত হাদিসে বলা হয়েছে :

إذَا دُعِيَ أحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَإنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ وَإنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ

অর্থ: তোমাদের কেউ কোন দাওয়াতে নিমন্ত্রিত হলে তাঁর অবশ্যই সেখানে উপস্থিত হওয়া উচিত, অতঃপর সে যদি রোজাদার হয় তাহলে যেন দু'আ করে দেয় আর যদি রোজাদার না হয় তাহলে যেন খাবারে অংশগ্রহণ করে।[৫০]

হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত হাদিসে বলা হয়েছে :

أجِيبُوا هَذِهِ الدَّعْوَةَ إذَا دُعِيتُمْ لَهَا

অর্থ: ওলীমার দাওয়াতে যদি তোমরা নিমন্ত্রিত হও তবে অবশ্যই তাতে শরিক হবে।[৫১]

---

[৪৯] মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরবঃ তা.বি, খ. ১৬, পৃ. ১৬৩; আবুল হোসাইন আসাকিরুদ্দীন মুসলিম বিন হাজ্জাজ, *সহীহু মুসলিম*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরবঃ তা.বি, খ. ৭, পৃ. ২৭৭; আবু দাউদ সুলাইমান বিন আসয়াস, *সুনানে আবি দাউদ*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরবঃ তা.বি, খ.১০, পৃ. ১৭৬; আবুল ফজল যাইনুদ্দীন ইবরাহীম বিন ইরাকী, *আল-মুসতাখরাজ*, মাউকাউ ইয়াকুব, মদিনা, সৌদিআরবঃ তা.বি, খ.৮, পৃ. ৪৭৫

[৫০] আবুল হোসাইন আসাকিরুদ্দীন মুসলিম বিন হাজ্জাজ, *সহীহু মুসলিম*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরবঃ তা.বি, খ. ৭, পৃ. ২৭৭; আবু আব্দুর রহমান আহমদ বিন সুয়াইব ইবনে আলী আননাসায়ী. *সুনানে নাসায়ী*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরবঃতা. বি, খ. ২, পৃ.২৪৩; আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ বিন হাম্বল, *মুসনাদে আহমাদ বিন হাম্বল*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা সৌদিআরবঃ১৪১২, খ.২১, পৃ. ২২৪; আবুল ফজল যাইনুদ্দীন ইবরাহীম বিন ইরাকি, *আল-মুসতাখরাজ*, মাউকাউ ইয়াকুব, মদিনা, সৌদিআরবঃ তা.বি, খ.৮, পৃ. ৪৫৪; আবু দাউদ সুলাইমান বিন আসয়াস, *সুনানে আবি দাউদ*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরবঃ তা.বি, খ.১০, পৃ. ১৭৬

[৫১] মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরবঃ তা.বি, খ. ১৬, পৃ. ১২৭;
আবুল হোসাইন আসাকিরুদ্দীন মুসলিম বিন হাজ্জাজ, *সহীহু মুসলিম*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরবঃ তা.বি, খ. ৭, পৃ. ২৮৪; আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ বিন হাম্বল, *মুসনাদে আহমাদ বিন হাম্বল*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা সৌদিআরবঃ১৪১২, খ.১১, পৃ. ১৪৮

Dhaka University Institutional Repository

ওলীমাতে যাদের দাওয়াত করা হবে

ওলীমার দাওয়াতে কি ধরণের লোক দাওয়াত করা হবে এ নির্দেশনা রাসুল (স.) এর বানি থেকে পাওয়া যায় :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ

অর্থ: হযরত আবু হুরায়রা (র.) হতে বর্ণিত, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সে ওলীমার খাবার হচ্ছে সবচেয়ে নিকৃষ্টতম, যে ওলীমায় গরিবদের বাদ দিয়ে কেবল ধনীলোকদের দাওয়াত করা হয়।[৫২]

উপরোক্ত হাদিস থেকে একথা প্রমানিত হয় যে, ওলীমার দাওয়াতে বেছে বেছে কেবল ধনী লোকদেরই দাওয়াত দেয়া আর গরিব ফকিরদের দাওয়াত না দেয়া মহা অন্যায়। বরং কর্তব্য হচ্ছে গরিব-ধনী নির্বিশেষে যতদূর সম্ভব সব শ্রেনীর আত্মীয়-স্বজনকে নিমন্ত্রন করা। যেখানে কেবল মাত্র ধনী বন্ধু বা আত্মীয়দের দাওয়াত দেয়া হয় আর গরীবদের জন্য প্রবেশ নিষেধ করে দেয়া হয়, সেখানকার খাবারে আল্লাহর পক্ষ হতে রহমত বরকত হয় না। বরং সে খাবার হয়ে যায় নিকৃষ্টতম।

এজন্য যে, আল্লাহর নিকট তো ধনী-গরিবের মাঝে কোন পার্থক্য নেই কিন্তু ওলীমার দাওয়াতকারী ব্যক্তি বিয়ে করে কিংবা নিজের ছেলে বা মেয়ের বিয়ে দিয়ে আনন্দে মেতে গিয়ে ধনী-গরিবের মাঝে আকাশ ছোঁয়া পার্থক্য সৃষ্টি করেছে, যা সম্পূর্ণ বিবেকহীন, অনৈতিক ও শরিয়ত বিরোধী কাজ ।

দেনমোহরের গুরুত্ব

[৫২] মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ. ১৬, পৃ. ১৬৮;
আবুল হোসাইন আসাকিরুদ্দীন মুসলিম বিন হাজ্জাজ, *সহীহু মুসলিম*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ. ৭, পৃ. ২৮৯; আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ বিন হাম্বল, *মুসনাদে আহমাদ বিন হাম্বল*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা সৌদিআরব:১৪১২, খ.১৫, পৃ. ৩৪৬; আবু দাউদ সুলাইমান বিন আসয়াস, *সুনানে আবি দাউদ*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ.১০, পৃ. ১৮০; আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াযিদ ইবনু মাজাহ, *সুনানে ইবনে মাজাহ*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ. ৬, পৃ. ৩০; নাসিরুদ্দীন আবু সা'দ আব্দুল্লাহ বিন উমর বিন মুহাম্মদ আল বায়যাবী, *বায়যাবী*, মাউকাউত তাফসীর, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ.৭, পৃ.২৬২

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আয়েশা (র.) বলেন :

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النِّكَاحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ

إِلَى الرَّجُلِ وَلِيَّتَهُ أَوْ ابْنَتَهُ فَيُصْدِقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا وَنِكَاحٌ آخَرُ ...

অর্থ: আম্মাজান হযরত আয়েশা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, জাহেলি যুগে বিয়ের চারটি প্রথা চালু ছিল। তম্মধ্যে একটি প্রথা ছিল যা নীতিগতভাবে বর্তমান যুগেও প্রচলিত। এক পুরুষের পক্ষ থেকে অন্য পুরুষের নিকট তাঁর কন্যা কিংবা তাঁর প্রতিপালনাধীন মেয়ের জন্য বিয়ের প্রস্তাব দেয়া হত। এরপর সংগত মোহর নির্ধারণপূর্বক সে ঐ মেয়েকে সে পুরুষের সাথে বিবাহ দিত।[৫৩] জাহেলি যুগে আরো কয়েকটি প্রথা চালুছিল যা পরবর্তীতে আলোচনা করা হবে।

হযরত আয়েশা (র.) এর এ বর্ণনা থেকে জানা গেল যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নবুওয়াতের পূর্বে জাহিলি যুগে বিয়ের যে সম্মানজনক প্রথা আরববাসীদের মধ্যে চালু ছিল, তাতেও মোহর নির্ধারণ করা হত। ইসলামে জাহেলি যুগের অন্যান্য বিবাহ প্রথাকে বিলুপ্ত করে শুধু মাত্র এ প্রথাকে বহাল রাখা হয়েছে। দেনমোহর এ কথার প্রতীক যে, কোন মহিলাকে বিয়েকারী পুরুষ মহিলাটির প্রার্থী ও আকাঙ্ক্ষী এবং সে স্বীয় অবস্থা ও ক্ষমতা অনুযায়ী তাঁকে দেনমোহরের উপঢৌকন পেশ করছে, অথবা তা পরিশোধের দায়িত্ব নিজ জিম্মায় নিয়ে নিচ্ছে।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেনমোহরের কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ নির্ধারণ করেননি। কেননা, বিয়েকারীদের অবস্থা, তাঁদের প্রাচুর্য ও সামর্থ্য ভিন্ন রকম হয়ে থাকে। তবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন কন্যাগণের দেনমোহর পাঁচশত দিরহাম অথবা এর কাছাকাছি নির্ধারণ করেন। তাঁর অধিকাংশ পবিত্র স্ত্রীগনের মোহরও এরূপই ছিল। তবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে এবং তাঁর উপস্থিতিতে এ থেকে অনেক কম ও অনেক বেশী মোহরও নির্ধারণ করা হত। তখনকার লোকজন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র কন্যা ও স্ত্রীগণের মোহর অনুসরণ আবশ্যক বলে মনে করতেন না।

---

[৫৩] মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ. ১৬, পৃ. ৮৬

Dhaka University Institutional Repository

দেনমোহরের ব্যাপারে পবিত্র কুরআন ও হাদিসের নির্দেশাবলী থেকে এটাও জানা যায় যে, এটা নিছক কাল্পনিক ও পদ্ধতিগত ব্যাপার নয়। বরং এটি স্বামীর জন্য পরিশোধযোগ্য একটি অপরিহার্য বিষয়। তবে স্ত্রী যদি মোহর নিতে না চায় তাহলে সে ক্ষেত্রে মোহর আদায় করা বাধ্যতামূলক নয়।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ স্পষ্ট বলেছেন :

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

অর্থ: তোমরা স্ত্রীদেরকে তাঁদের দেনমোহর দিয়ে দাও খুশি মনে।[৫৪]

এ বিষয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কত গুরুত্বারুপ করেছেন এবং অনাদায়ে কি পরিমাণ কঠোর বাণী উচ্চারণ করেছেন তা নিম্নোক্ত হাদিস থেকে জানা যায় :

عَنْ صُهَيْبِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا رَجُلٍ أَصْدَقَ امْرَأَةً صَدَاقًا وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُرِيدُ أَدَاءَهُ إِلَيْهَا فَغَرَّهَا بِاللَّهِ وَاسْتَحَلَّ فَرْجَهَا بِالْبَاطِلِ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَهُوَ زَانٍ

অর্থ: হযরত সুহাইব ইবনে সিনান (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যদি কোন ব্যক্তি দেনমোহর নির্ধারণের মাধ্যমে কোন নারীকে বিয়ে করে, অথচ আল্লাহ তা'য়ালা ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জানেন যে, তাঁর অন্তরে স্ত্রীর মোহর আদায়ের বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই, তাহলে সে আল্লাহর নামে ঐ মহিলার সাথে প্রতারণা করল এবং অবৈধ ভাবে তাঁর লজ্জাস্থানের মালিক হল, এ কারণে সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে ব্যভিচারীরূপে উপস্থিত হবে।[৫৫]

হাদিস শরিফে এসেছে :

---

[৫৪] আল-কুরআন ৪ : ৪

[৫৫] আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ বিন হাম্বল, *মুসনাদে আহমাদ বিন হাম্বল*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা সৌদিআরব:১৪১২, খ.৩৮, পৃ. ৩৫৯; নাসিরুদ্দীন আবু সা'দ আব্দুল্লাহ বিন উমর বিন মুহাম্মদ আল বায়যাবী, *বায়যাবী*, মাউকাউত তাফসীর, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ.৭, পৃ.২৪২; সুলাইমান বিন আহমদ বিন আইয়ূব আততাবরানী, *মুজামুল কাবীর*, মুলফাতে উরুদে আলী মুলতাকা, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ.৭ , পৃ.২৫

Dhaka University Institutional Repository

عن ميمون الكردي ، عن أبيه قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: « أيما رجل تزوج امرأة بما قل من المهر أو كثر ليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها ، خدعها ، فمات ولم يؤد إليها حقها ، لقي الله يوم القيامة وهو زان »

অর্থ: হযরত মাইমুন কুরদি (র.) হতে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোন নারীকে কম অথবা বেশি মোহরে বিয়ে করল অথচ তাঁর অন্তরে স্ত্রীর মোহরের হক আদায়ের ইচ্ছা নেই, তাহলে সে তাঁর সাথে প্রতারণা করল। এখন যদি সে স্ত্রীর হক অনাদায়ী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তাহলে কিয়ামতের দিন সে ব্যভিচারীরূপে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে।[৫৬]

উপরোক্ত উভয় হাদিসের উদ্দেশ্য এই যে, মোহর আদায়ের ব্যাপারে শুরু থেকেই যে ব্যক্তির অন্তরে মন্দ চিন্তা রয়েছে যে সে মুখে মোহর আদায়ের কথা স্বীকার করল বটে তবে অন্তরে তাঁর চিন্তা সম্পূর্ণ উল্টো তাহলে কিয়ামতের দিন তাঁকে ব্যভিচারের অপরাধী সাব্যস্ত করা হবে। যারা কেবল মৌখিক ও পদ্ধতিগত বিষয় মনে করে অধিক হারে মোহর নির্ধারন করে তাঁদের জন্য উপরোক্ত উভয় হাদিস অত্যন্ত লক্ষণীয়।

বিয়ে শাদির রীতিনীতি

বিয়ের প্রথা বাবা আদম (আ.) ও মা হাওয়া (আ.) থেকে শুরু হয়েছে। এ বিবাহ কালের বিবর্তণে নানাহ রুপ ধারণ করেছে। কখনো বিবাহ হয়েছে দেনমোহর নির্ধারণ করে আবার কখানো দেনমোহর বিহীন আবার কখনো দেখা গেছে নানাহ আয়োজনে বিবাহ। আলোচ্যাংশে বিবাহ শাদির সামান্য কয়েকটি রীতিনীতি উস্থাপন করা হবে।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে জাহেলি যুগে আবরদের মধ্যে নারীপুরুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ও সন্তান সম্পর্কে কতক প্রথা ও রীতি চালু ছিল। সেগুলোর মধ্যে কোন কোনটি খুবই

---

[৫৬] সুলাইমান বিন আহমদ বিন আইয়ূব আততাবরানী, *মুজামুল আওসাত*, মুলফাতে উরুদে আলী মুলতাকা, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ. ৪, পৃ. ৩৮০ ; সুলাইমান বিন আহমদ বিন আইয়ূব আততাবরানী, *মুজামুসসাগীর*, মুলফাতে উরুদে আলী মুলতাকা, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ. ১, পৃ. ১১৪; আবু নুআইম ইস্পাহানী, *মা'য়ারিফুস সাহাবা*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ. ২১, পৃ. ২৫৪

Dhaka University Institutional Repository

অপবিত্র ও লজ্জাকর ছিল। একটি প্রথা সঠিক ও ভদ্রজনোচিত ছিল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে প্রথাটি সংশোধন করে সেটিকেই বহাল রাখেন। আর অন্যান্য সব প্রথা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করে সেগুলোকে শক্ত গুনাহ ও অন্যায় বলে সাব্যস্ত করেন।

তিনি স্বীয় বর্ণনা ও কার্যপ্রাণালী দ্বারা বিয়ের যে সাধারণ নিয়মনীতি নির্ধারণ করেছেন তা হল, পাত্রের পক্ষ থেকে পাত্রীর অভিভাবক ও পৃষ্ঠপোষকদের নিকট প্রস্তাব পাঠিয়ে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানানো হবে। যদি তিনি সম্পর্ক স্থাপনকে সুবিবেচনা ও উত্তম মনে করেন তবে, কনে প্রাপ্ত বয়স্কা হওয়ার প্রেক্ষিতে তাঁর ইচ্ছা অবগত হয়ে আর অপ্রাপ্ত বয়স্কা হওয়ার প্রেক্ষিতে অভিভাবক স্বীয় অপকট কল্যাণকামিত অনুযায়ী সম্মতি প্রদানপূর্বক বিয়ে সম্পন্ন করবেন। আর বাহ্যত এ পন্থাই মৌল স্বভাব ও জ্ঞান-বুদ্ধির সম্পূর্ণ অনুকূল।[৫৭]

যেহেতু বিয়ের মূল দায়িত্ব বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ নারীর উপর বর্তাবে এবং এটাই হবে চিরজীবনের জন্য তাঁর বন্ধন, এজন্য পাত্রীর মতামত আবশ্যক বলে স্থির করা হয়েছে। আর তাঁর নিজের প্রকৃত কর্তা তাঁকেই সাব্যস্ত করা হয়েছে। অভিভাবক ও পৃষ্ঠপোষকদের অধিকার নেই যে, তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কারো সাথে তাঁকে বিয়ে দেয়। সাথে সাথে নারীর নারীত্ব মর্যাদার প্রেক্ষিতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, বিষয়টি অভিভাবক ও পৃষ্ঠপোষকদের মাধ্যমে মিমাংসিত হবে। তাঁরা বিয়ে সম্পন্ন করবে। একথা নারীর মর্যাদার পরিপন্থী যেকারো স্ত্রী হওয়ার বিষয়ে সে নিজেই স্বয়ং সিদ্ধান্ত নেবে এবং নিজে উপস্থিত হয়ে নিজেকে যেকারো বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করবে। এছাড়া যেহেতু কোন মেয়ের বিয়ের কতক প্রভাব তাঁর বংশের ওপর বর্তায়, এজন্যও অভিভাবকগণ, গোত্রীয় মুরুব্বীগণ কে কতক ক্ষমতা দান করা হয়েছে। এটাও বাস্তব যে, সব বিষয় যদি পাত্রীর হাতে ছেড়ে দেয়া হয় আর অভিভাবকবৃন্দ সম্পর্কহীন হয়ে পড়েন তবে একথার প্রবল আশংকা রয়েছে যে, মহিলাটি প্রতারিত হবে এবং কারো ফাঁদে পড়ে স্বয়ং নিজের ব্যাপারে ভুল সিদ্ধান্ত নেবে। এসব কারণের ভিত্তিতে আবশ্যক নির্ধারণ করা হয়েছে যে, (বিশেষ ব্যতিক্রমী অবস্থা ছাড়া) বিয়ে অভিভাবকগণের মাধ্যমেই অনুষ্ঠিত হবে।

বিয়ের ধারাবাহিকতায় এটাও পথনির্দেশ করা হয়েছে যে, বিয়ে করতে ইচ্ছুক এমন নারীর সাথে পূর্ব থেকেই যদি দেখা-সাক্ষাত না থেকে থাকে তবে বিয়ের প্রস্তাব পাঠাবার পূর্বে সম্ভব হলে একনজর তাঁকে

৫৭ মাওলানা মনযুর নু'মানী, মা'য়ারিফুল হাদিস, সপ্তম খন্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ডিসেম্বর ২০০৩, পৃ-২২

Dhaka University Institutional Repository

দেখে নেবে, যেন পরে কোন প্রকার কলহ সৃষ্টি না হয়। নির্ভরযোগ্য নারীদের দেখা দ্বারাই এক পর্যায়ে এ উদ্দেশ্য পূর্ণ হতে পারে।

এ নির্দেশও দেয়া হয়েছে যে, যদি কোন নারীকে বিয়ের জন্য অন্য কোন পুরুষের পক্ষ থেকে প্রস্তাব দেয়া হয়, তবে তাঁর পক্ষ থেকে প্রস্তাব প্রত্যাহার না করা এবং আলোচনা ভেঙ্গে না দেয়া পর্যন্ত সে নারীর জন্য প্রস্তাব দেয়া হবে না। এর রহস্য সুস্পষ্ট।

বিয়ের ব্যাপারে এটাও জরুরী নির্ধারণ করা হয়েছে যে, তা গোপনে সম্পন্ন না হয়ে কতক লোকের উপস্থিতিতে প্রকাশ্যে সমাধান করতে হবে। এটা হবে বিয়ের উপস্থিত সাক্ষী। বস্তুত বিবাহ মসজিদে সম্পন্ন করাই উত্তম বলা হয়েছে। এভাবে বিয়ের অনুষ্ঠানে খুতবা পাঠ করা সুন্নত। স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীকে মোহর প্রদানও আবশ্যক সাব্যস্ত করা হয়েছে।[৫৮]

নারী-পুরুষের সম্পর্ক এবং এ থেকে জন্মানো সন্তান সম্পর্কে জাহেলি যুগের প্রথা ও রীতি

হাদিস শরিফে এসেছে :

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النِّكَاحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلِيَّتَهُ أَوْ ابْنَتَهُ فَيُصْدِقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا وَنِكَاحٌ آخَرُ كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ طَمْثِهَا أَرْسِلِي إِلَى فُلَانٍ فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ وَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا وَلَا يَمَسُّهَا أَبَدًا حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا إِذَا أَحَبَّ وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي نَجَابَةِ الْوَلَدِ فَكَانَ هَذَا النِّكَاحُ نِكَاحَ الِاسْتِبْضَاعِ وَنِكَاحٌ آخَرُ يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ مَا دُونَ الْعَشَرَةِ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ كُلُّهُمْ يُصِيبُهَا فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ وَمَرَّ عَلَيْهَا لَيَالٍ بَعْدَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا أَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَسْتَطِعْ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْ يَمْتَنِعَ حَتَّى يَجْتَمِعُوا عِنْدَهَا تَقُولُ لَهُمْ قَدْ عَرَفْتُمْ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِكُمْ وَقَدْ وَلَدْتُ فَهُوَ ابْنُكَ يَا فُلَانُ تُسَمِّي مَنْ أَحَبَّتْ بِاسْمِهِ فَيَلْحَقُ بِهِ وَلَدُهَا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْتَنِعَ بِهِ الرَّجُلُ وَنِكَاحُ الرَّابِعِ يَجْتَمِعُ النَّاسُ الْكَثِيرُ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ لَا تَمْتَنِعُ مِمَّنْ جَاءَهَا وَهُنَّ الْبَغَايَا كُنَّ

---

[৫৮] বিবাহ মসজিদে করার উদ্দেশ্য হচ্ছে বিবাহটি প্রচার করার জন্য , আর খোৎবা দেয়া হচ্ছে বরকতের জন্য দোয়া করা, দেনমোহর আল্লাহ কর্তৃক ফরজ আর তা হবে বর ও কনের সামর্থ অনুযায়ী আদায় করার জন্য। গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

يَنْصِبْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنَّ رَايَاتٍ تَكُونُ عَلَمًا فَمَنْ أَرَادَهُنَّ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ فَإِذَا حَمَلَتْ إِحْدَاهُنَّ وَوَضَعَتْ حَمْلَهَا جُمِعُوا لَهَا وَدَعَوْا لَهُمْ الْقَافَةَ ثُمَّ أَلْحَقُوا وَلَدَهَا بِالَّذِي يَرَوْنَ فَالْتَاطَ بِهِ وَدُعِيَ ابْنَهُ لَا يَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ فَلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ هَدَمَ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ إِلَّا نِكَاحَ النَّاسِ الْيَوْمَ

অর্থ: আম্মাজান হযরত আয়েশা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, জাহেলি যুগে বিয়ের (নারী-পুরুষের মেলা-মেশা এবং এ থেকে জন্মানো সন্তান সম্পর্কে) যে চারটি প্রথা চালু ছিল হাদিসটির আলোকে তা বর্ণনা করা হল :

বিবাহের প্রথা নং ১

এ প্রকার প্রথাটি বর্তমান যুগেও নীতিগত ভাবে প্রচলিত আছে । এক পুরুষের পক্ষ থেকে অন্য পুরুষের নিকট তাঁর কন্যা কিংবা তাঁর প্রতিপালনাধীন মেয়ের জন্য বিয়ের প্রস্তাব দেয়া হত। এরপর সংগত দেনমোহর নির্ধারণপূর্বক সে ঐ মেয়ের বিয়ে সেই পুরুষের সাথে দিত।

বিবাহের প্রথা নং ২

দ্বিতীয়রুপ প্রথাটি নিম্নরুপ ভাবে বর্ণনা করা যায়, কোন লোকের স্ত্রী যখন ঋতুস্রাব থেকে পবিত্র হত (এ সময় মহিলাদের মধ্যে গর্ভধারণের যোগ্যতা বেশি থাকে) তখন সে (কোন সুউচ্চ মর্যাদাবান ব্যক্তি সম্বন্ধে) আপন স্ত্রীকে বলে দিতে যে, তুমি তাঁকে ডেকে এনে তোমার জন্য নিয়োগ কর। (তাঁর সাথে সম্পর্ক স্থাপন কর এবং তাঁর দ্বারা গর্ভধারণের চেষ্টা কর) আর স্বামী আপন স্ত্রী থেকে বিরত থাকত যতদিন না নিয়োগী পুরুষ দ্বারা মহিলাটির গর্ভধারণ প্রকাশ পেত। এরপর যখন গর্ভপ্রকাশ পেত তখন তাঁর স্বামী অভিরুচি অনুযায়ী তাঁর সাথে সঙ্গম করত। উৎকর্ষশীল সন্তান লাভের অভিলাষেই এরূপ করত। এজন্য এ জাতীয় বিয়েকে ইসতিবদা[৫৯] বিয়ে বলা হত।

---

[৫৯] জাহিলি যুগে আরবের কোন কোন নিম্ন গোত্রে এই লজ্জাজনক প্রথা চালু ছিল। প্রথাটি এরূপ ছিল যে, নিম্ন শ্রেনীর কোন লোক আকঙ্খা করত যে, তার ছেলে অশ্বারোহী বীর হবে। অথবা গঠন সৌন্দর্য ও পরিমাপে ভিন্ন রকম হবে। তখন সে অনুরূপ গুনাবলী মন্ডিত ব্যক্তি সম্পর্কে আপন স্ত্রীকে বলত যে, তার সাথে তুমি সম্পর্ক স্থাপন কর, যেন তার দ্বারা গর্ভধারন করতে পার, ফলে অনুরূপ গুনাবলী নিয়ে তার দ্বারা ছেলে পয়দা হবে। আর উক্ত নিয়োগী ব্যক্তি দ্বারা

Dhaka University Institutional Repository

বিবাহের প্রথা নং ৩

তৃতীয় প্রথা এরূপ ছিল যে, কতক লোকের একটি দল (যাদের সংখ্যা দশের কম) একজন মহিলার নিকট গমন করত এবং তাঁদের প্রত্যেকেই তাঁর সাথে সঙ্গম করত (এসব হতো পারস্পরিক সম্মতিক্রমে) এরপর যদি সেই মহিলা গর্ভবতী হত এবং সন্তান ভূমিষ্ঠ হত তখন কয়েক দিন পর মহিলাটি সেসব লোকদের ডেকে পাঠাত (যারা তাঁর সাথে সঙ্গম করেছে) এখানে কারো উপস্থিত না হওয়ার সুযোগ ছিল না। এ কারণে সবাই উপস্থিত হত। তখন মহিলাটি বলত, যা কিছু হয়েছিল সে ব্যাপারে তোমরা অবগত আছ। আর তাঁরই ফল স্বরূপ আমার এ সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। অত:পর যাকে তাঁর পছন্দ হত তাঁকে ডেকে বলত হে অমুক! এ ছেলে তোমার। এরপর সে ছেলে তাঁরই মনে করা হত। আর সে ব্যক্তি অস্বীকার করতে পারত না।

বিবাহের প্রথা নং ৪

চতুর্থ প্রথা এরূপ ছিল যে, বহু লোক এক মহিলার সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করত। তাঁর নিকট গমন করতে বাঁধা ছিল না। তাঁরা দেহপসারিণী ছিল। তাঁরা নিজেদের গৃহদ্বারে নিশান গেঁথে রাখত। যে কেউ চাইত তাঁদের নিকট গমন করত। তাঁদের কেউ গর্ভধারণ এবং সন্তান প্রসব করলে তাঁর নিকট সে লোকগুলি সমবেত হত (যারা তাঁর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেছিল)। অতপর চেহারা লক্ষণবিদদের ডাকা হত। এরপর সে স্বীয় লক্ষণবিদ্যা দ্বারা যার বীর্য থেকে সন্তানকে মনে করত তাঁর ছেলে বলে স্থীর করে দিত। তাঁর ছেলে হিসেবে মেনে নেয়া হত এবং তাঁরই ছেলে বলা হত। আর মহিলাটি তা অস্বীকার করতে পারত না।

উম্মুল মু'মিনিন আম্মাজান হযরত আয়েশা (র.) জাহেলি যুগের এসব প্রথা বর্ণনা করার পর বলেন, এরপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সত্য ধর্ম নিয়ে প্রেরিত হলেন, তখন তিনি জাহেলি যুগের সে সব লজ্জাজনক প্রথা একেবারে বিলুপ্ত করে দেন। আর বর্তমানে প্রচলিত বিয়েকেই বাকি রাখেন।[৬০]

গর্ভসঞ্চার না হওয়া পর্যন্ত সে তার স্ত্রী থেকে পৃথক থকত। আরবী পরিভাষায় এটাকে "ইসতিবদা" বলা হয়। হিন্দু সম্প্রদায়ে নিয়োগ প্রথা চলে আসছে এবং এটাকে বৈধ ও সঠিক বলে মনে করা হয়। হাদিসে বর্ণিত প্রথাটি প্রায় অনুরূপই ছিল। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য *আর্য-সমাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী প্রণীত "সত্যার্থ প্রকাশ"* বইটি পাঠ করা যেতে পারে। মাওলানা মনযুর নু'মানী, মা'য়ারিফুল হাদিস, প্রাগুক্ত

[৬০] মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি

Dhaka University Institutional Repository

বিয়ের উদ্দেশ্যে কনে দেখা

ভালবাসা, মায়া-মমতা, আদর-আলহাদ, সুখ-শান্তি, যাতনায় শান্তি, অভাবে প্রশান্তি, বিপদে আশ্রয়স্থল খুজে পাওয়ার দুনিয়ায় সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে একজন চিরসঙ্গীনী স্ত্রী। যার কাছে এত সুখ পাওয়া যাবে সে ব্যক্তিটি কেমন হবে তা দেখে নেয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ, বিবেকের দাবী ইসলামেরও বিধান। তাইতো আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন :

فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

অর্থ: মেয়েদের মধ্য থেকে যাকে তোমাদের কাছে ভাল লাগে তাঁকে বিবাহ কর।[৬১]

ইমাম সুয়ূতি (রহ.) এ আয়াতের ভিত্তিতে দাবি করে বলেন :

إفيها إشارة إلى حل النظر قبل النكاح لأن الطيب إنما يعرف به

অর্থ: এ আয়াতে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে যে, বিয়ের পূর্বে কনেকে দেখে নেয়া সম্পূর্ণ বৈধ। কেননা কোন মেয়ে পছন্দ কিংবা ভাল হবে তা নিজের চোখে দেখেই আন্দাজ করা যেতে পারে।[৬২] তাইসিরে কারিমির রাহ্মানে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে :

مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ أي ما وقع عليهن اختياركم من ذوات الدين، والمال، والجمال، والحسب، والنسب، وغير ذلك من الصفات الداعية لنكاحهن، فاختاروا على نظركم، ومن أحسن ما يختار من ذلك صفة الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تَرِبَتْ يمينك"

وفي هذه الآية - أنه ينبغي للإنسان أن يختار قبل النكاح، بل وقد أباح له الشارع النظر إلى مَنْ يريد تزوجها ليكون على بصيرة من أمره.

অর্থ: যে মেয়েদের তোমাদের পছন্দ হয় তাঁদেরকে তোমরা বিবাহ কর। অর্থাৎ বিবাহের জন্য যে সকল গুনাবলী তোমাদেরকে আকৃষ্টি করে সে সকল গুনাবলীর মধ্যে দ্বীনদারী, সম্পদশালী, সৌন্দর্য, আভিজাত্য, বংশ ইত্যাদি তোমরা ভালভাবে যাচাই করে নিবে। তোমরা দেখে শুনে পছন্দ কর। তবে এর মধ্যে তাঁর পছন্দই উত্তম যে, দ্বীনদারীকে বেশী প্রধান্য দেয়। যেমনটি হুজুর (স.) বলেছেন, তোমরা মেয়েদেরকে পছন্দ কর চারটিগুন দেখে আর তা হচ্ছে : তাঁর সম্পদ, তাঁর সৌন্দর্য, তাঁর বংশ ও তাঁর দ্বীনদারী তবে

খ. ১৬, পৃ. ৮৬

[৬১] আল কুরআন ৪ : ৩

[৬২] আলুসি, *তাফসিরে রূহুল মাআনি*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব, খ.৩, পৃ. ৪১৮

Dhaka University Institutional Repository

দ্বীনদারীকে প্রাধান্য দিবে। যদি দ্বীনদারীকে প্রাধান্য দাও তবে তোমার হাত বরকতময় হবে আর যদি দ্বীনদারীকে ছোটকরে দেখ তবে তোমার বরকত হবেনা।

এ আয়াতেকারিমা দ্বারা এটাই প্রামাণিত হচ্ছে যে, বিবাহের পূর্বে কনেকে দেখে নিবে এবং শরিয়ত এ দেখাটাকে জায়েয করেছে যেন তাঁর এ দেখার মাধ্যমে ব্যক্তি সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণা হয়।[৬৩]

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ

অর্থ: তোমাদের কেউ যখন কোন মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দিবে তখন তাঁকে নিজ চোখে দেখে তাঁর গুণ ও বৈশিষ্ঠ সম্পর্কে ধারণা করে নিতে অবশ্যই চেষ্টা করবে, যেন তাঁকে ঠিক কোন আকর্ষণে বিয়ে করবে তা সে স্পষ্ট বুঝতে পারে।[৬৪]

এ হাদিসটির বর্ণনাকারী হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (র.) বলেন :

فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا وَتَزَوُّجِهَا فَتَزَوَّجْتُهَا

অর্থ: হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উক্ত কথা শুনে আমি একটি মেয়েকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিলাম। তারপর তাঁকে গোপনে দেখে নেয়ার জন্য আমি চেষ্টা চালাতে থাকি। শেষ পর্যন্ত আমি তাঁর মধ্যে এমন কিছু দেখতে পাই, যা আমাকে আকৃষ্ট ও উদ্বুদ্ধ করে তাঁকে বিয়ে করে স্ত্রী হিসেবে বরণ করে নিতে। অত:পর তাঁকে আমি আনুষ্ঠানিক ভাবে বিয়ে করি।[৬৫]

অপর এক হাদিসে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

إِذَا أَلْقَى اللَّهُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا

---

৬৩ আব্দুর রহামান বিন নাসের বিন সা'দি, *তাইছিরুল কারিমির রাহমান ফি তাফসিরি কালামিল মান্না*, মাকতাবাতুর রুশদ, সপ্তম সংস্করণ ২০০৭, রিয়াদ সৌদিআরব, পৃ-১৬৪

৬৪ আবু দাউদ সুলাইমান বিন আসয়াস, *সুনানে আবি দাউদ*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ. ৪, পৃ.৪৭৫

৬৫ আবু দাউদ সুলাইমান বিন আসয়াস, *সুনানে আবি দাউদ*, প্রাগুক্তহ

অর্থ: আল্লাহ্ তা'য়ালা যখন কোন লোকের অন্তরে কোন মহিলাকে বিয়ে করার বাসনা সৃষ্টি করেন তখন তাঁকে নিজ চোখে দেখে নেয়াতে কোন দোষ নেই।[৬৬]

এ হাদিস হতে স্পষ্ট জানা গেল যে, সভ্যতা ও শালীনতা সহকারে এবং শরিয়তের সীমার মধ্যে থেকে কনেকে বিয়ের পূর্বেই দেখে নেয়া উচিত। তাতে করে তাঁর ভাবী স্ত্রী সম্পর্কে মনের খুঁতখুঁতে ভাব ও সন্দেহ দূর হয়ে যাবে, থাকবে না কোন দ্বিধা-দ্বন্দের অবকাশ। শুধু তাই নয়, এর ফলে ভাবীবধূর প্রতি আকর্ষণ জাগবে এবং উক্ত স্ত্রীকে পেয়ে সে সুখী হতে পারবে।

হযরত মুগিরা ইবনে শুবাহ (র.) তাঁর নিজের বিয়ের প্রসঙ্গ রাসূলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে পেশ করলে তিনি তাঁকে নির্দেশ দিলেন যে :

اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا

অর্থ: তুমি যাও এবং কনেকে দেখে নাও। কেননা তাঁকে বিয়ের পূর্বে দেখে নিলে তা তোমাদের মাঝে স্থায়ী প্রেম-ভালবাসার সম্পর্ক সৃষ্টির অনুকূল হবে।[৬৭]

---

৬৬ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াযিদ ইবনু মাজাহ, *সুনানে ইবনে মাজাহ*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ. ৫, পৃ. ৪৬৫; আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ বিন হাম্বল, *মুসনাদে আহমাদ বিন হাম্বল*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা সৌদিআরব:১৪১২, খ. ৩২, পৃ. ৩২৬; আবুল ফজল যাইনুদ্দীন ইবরাহীম বিন ইরাকী, *আল-মুসতাখরাজ*, মাউকাউ ইয়াকুব, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ.৮ পৃ. ৩১২; আহমদ বিন হুসাইন বিন আলী *আলবায়হাকী*, *সুনানে কুবরা*, মাউকাউ ইয়াসুব, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ. ৭ , পৃ.৮৫; সুলাইমান বিন আহমদ বিন আইয়ূব আততাবরানী, *মুজামুল কাবীর*, মুলফাতে উরুদে আলী মুলতাকা, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ. ১৪, পৃ. ১১১, ১১২; সুলাইমান বিন আহমদ বিন আইয়ূব আততাবরানী, *মুজামুল আওসাত*, মুলফাতে উরুদে আলী মুলতাকা, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ. ২, পৃ. ২৬০; আবু নুআইম ইস্পাহানী, *মা'রিফাতুস সাহাবা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৫৪,১৫৫

৬৭ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াযিদ ইবনু মাজাহ, *সুনানে ইবনে মাজাহ*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ. ৫, পৃ. ৪৬৬; আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ বিন হাম্বল, *মুসনাদে আহমাদ বিন হাম্বল*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা সৌদিআরব:১৪১২, খ. ৩৭, পৃ. ১০৮; আহমদ বিন হুসাইন বিন আলী *আলবায়হাকী*, *সুনানে কুবরা*, মাউকাউ ইয়াসুব, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ. ৭ , পৃ. ৮৪,৮৫; সুলাইমান বিন আহমদ বিন আইয়ূব আততাবরানী, *মুজামুল কাবীর*, মুলফাতে উরুদে আলী মুলতাকা, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ. ১৫, পৃ. ৩৬৮,৩৬৯; আবুল ফজল যাইনুদ্দীন ইবরাহীম বিন ইরাকী, *আল-মুসতাখরাজ*, মাউকাউ ইয়াকুব, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ.৮ পৃ. ৩১২; আবুল

Dhaka University Institutional Repository

আমরা যদি কুরআন ও হাদিসের দিকে তাঁকাই তবে দেখব বিবাহের পূর্বে কনে দেখে নেয়ার ব্যাপারে নির্দেশনা রয়েছে । আল্লাহর রাসূল তা উৎসাহিত করেছেন। না দেখে বিবাহ করা আল্লাহর রাসুল অপছন্দ করতেন।

তবে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকতে হবে যে, এ দেখার মাধ্যমে যেন কোনরুপ অবৈধ উদ্দেশ্য না থাকে। আমাদের দেশে কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, কনের সার্বিক দিক বিবেচনায় না এনে বলে, চল মেয়েকে দেখে আসি এতে করে আন্তরিকতা না থাকার কারণে পছন্দ হয় না। তখন অবলা মেয়েদের প্রতি অপমানই করা হয়। আর এ অপমানের দরুন যারা দেখেন, যারা দেখান, যারা ইন্তেযাম করেন সকলেই গুনাহগার হয়ে থাকেন। একান্তভাবে বর এবং কনের সকল দিক বিবেচনায় আনার পরই কেবল বর ও কনে দেখার প্রসঙ্গ আসতে পারে অন্যথায় নয়। সে ক্ষেত্রে যদি পছন্দ না হয় তবে ভিন্ন কথা। বর্তমান প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় যারা ঘটকের ব্যবসা করেন তাঁদেরকে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকতে হবে তাঁদের মাধ্যমে যেন কোন মা-বোনকে অপমানিত হতে না হয়। সকলের মা-বোন আপনার কাছে আমানাত।

অতএব আমাদেরকে একথা মনে রাখতে হবে যে, আমরা কনে দেখার ক্ষেত্রে রাসূল (স.) এর সুন্নত আদায় করতেছি, কোন ক্রমেই যেন এ সুন্নতের খিলাফ না হয়। তাহলে কনে দেখার বরকত পাওয়া যাবে অন্যথায় নয়।

কনে দেখায় সতর্কতা

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা বুঝা যায় যে, বিবাহের পূর্বে কনে দেখা সুন্নাত। এ পর্যায়ে আলোচনা করা হবে বিবাহের পূর্বে কনে দেখার নিয়ম বা কতটুকু পর্যন্ত দেখা যায়? কে কে বিবাহের পূর্বে কনেকে দেখতে পারবে? কার দেখার অনুমতি রয়েছে? এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে ইনশা আল্লাহু তা'য়ালা। প্রথমেই আলোচনা করা হবে বিবাহের পূর্বে কনেকে দেখার অনুমতি কার রয়েছে? কে দেখতে পারবে?

হোসাইন আলী বিন উমর বিন আহমাদ বিন মাহদী আলবাগদাদী, *সুনানে দারি কুতনী*, মাউকায়ে ওয়ারাতুল আওকাফ আলমিশরিয়্যা, মিশর: তা.বি, খ.৮ , পৃ. ৩৯৪

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার দিকে তাকালে দেখা যাবে যে, কেউ যদি কোন মেয়েকে বিবাহের প্রস্তাব পাঠায় তাঁকে দেখার জন্য প্রস্তাবিত বর, তার ভাই, দুলাভাই, চাচাত ভাই, জেঠাত ভাই, ভগ্নিপতি, চাচা, জেঠা, খালু, ফুফা, বন্ধু-বান্ধবসহ সকলে মিলে কনেকে দেখতে যায়। হাসি-ঠাট্টা আমদ ফুর্তি শেষে সকলে মিলে একত্রে কনেকে দেখে, নানা রকম প্রশ্ন করে। খোপা খুলে চুল দেখে, কাপড় উঠিয়ে পায়ের গোছা দেখে, হাটিয়ে দেখে, একটু তেলাওয়াত শুনে, গান শুনে, একটু হাসিয়ে দেখে ইত্যাদি ইত্যাদি। এখন প্রশ্ন হল যাদের কথা উপরে আলোচনা করা হল তাঁদের সাথে কি ঐ প্রস্তাবিতা মেয়েটির দেখা করা জায়েয আছে না নেই?

জবাব হচ্ছে অবশ্যই নেই ! তাঁদের সাথে ঐ কনের দেখা করা জায়েয নেই। শুধুমাত্র প্রস্তাবিত বরকে অনুমোদন দেয়া হয়েছে ঐ কনেকে দেখার জন্য যেহেতু সে তাঁকে জীবন সঙ্গীনী করার ইচ্ছে করেছে সেহেতু যাকে জীবন সঙ্গীনী করবে তাঁকে দেখার অনুমোদন শরিয়ত প্রদান করেছে, সবাইকে না। হ্যাঁ বরের একান্ত আপনজন হিসেবে বরের বাবা, মা, বোন বা অন্য কোন শরিয়ত অনুমোদিত মহিলা দ্বারা সে কনের খোজ খবর ও তাঁকে দেখিয়ে নিতে পারে। মনে রাখবেন ! বরের আপন ভাই যদি বালেগ হয় তাঁকে দিয়েও কনে দেখানো জায়েয নেই। আমাদেরকে এ বিষয়টি গুরুত্বের সাথে মনে রাখতে হবে।

এক কথায় বলা যায়, প্রস্তাবিতা কনেকে দেখবে কেবলমাত্র প্রস্তাবিত পাত্র, তাঁর বাবা, মা, বোন বা অন্যকোন শরিয়ত অনুমোদিত মহিলা।[৬৮]

এবার আসা যাক কতটুকু পরিমাণে দেখা যাবে

এ প্রসঙ্গে অধিকাংশ মুহাদ্দিসগণের মতে মুখমন্ডল ও হস্তদ্বয় দেখা যেতে পারে এজন্য যে, মুখমন্ডল দেখলেই কনের রূপ-সৌন্দর্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব। আর হস্তদ্বয় গোটা শরীরের গঠন ও আকৃতি বুঝিয়ে দেয়। এ ব্যাপারে ইমাম আওযায়ি বলেন :

ينظر إلى مواضع اللحم

---

৬৮ শরিয়ত অনুমোদিত মহিলা এ জন্য বলা হয়েছে যে, যদি বর এমন কোন মহিলাকে সাথে নিয়ে যায় যার সাথে বরের দেখা করা জায়েজ নাই তাই বলা হয়েছে যে, এমন মহিলা নিতে হবে যাদেও সাথে বরের দেখা করতে বাধা নেই। গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ: তার মাংসপেশীসমূহ দেখা যাবে।[৬৯]

দাউদ জাহেরি বলেন :

ينظر إلى جميع بدنها إلا الستر

অর্থ: তাঁর সর্বশরীর দেখা যাবে সতরের দিকে লক্ষ রাখতে হবে।[৭০]

এভাবে বিষয়টি নিয়ে মনিষীদের মধ্যে মতবিরোধ হওয়ার কারণ হচ্ছে, কুরআন ও হাদিসে কেবল দেখার অনুমোদন পাওয়া যায় কিন্তু কি পরিমাণ দেখা যাবে তা পাওয়া যায় না তাই বিভিন্ন মনিষীগণ বিভিন্ন ভাবে তা রুপায়িত করেছেন। তবে এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে যতটুকু পরিমাণ দেখলে একজন ব্যক্তি সম্পর্কে সাধারণ ধারণা পাওয়া যায় ততটুকু পরিমাণে দেখার ব্যাপারে কোন আপত্তি নেই। তবে কোন ক্রমেই যেন শরিয়তের সীমালঙ্ঘন না হয় সে দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

উপরোক্ত আলোচনা হতে বুঝা গেল যে, বিয়ের পূর্বে কনে দেখা সম্পূর্ণ বিধিসম্মত এবং জায়েয। দেখার অনুমতি পেয়ে ইসলামের নির্দিষ্ট সীমা লঙ্ঘন করার কোন অধিকারই কারো থাকতে পারে না।

বিয়ের পূর্বে কনে দেখার অনুমতির সুযোগ নিয়ে কনের সাথে প্রেম চর্চা করা, নারী বন্ধু কিংবা পুরুষ বন্ধু সংগ্রহের অভিযান চালানো, আর দিনে রাতে ভাবী স্ত্রী কে নিয়ে যত্রতত্র নিরিবিলিতে ভ্রমন করে বেড়ানো ও যুবতী নারীর সঙ্গ সন্ধানে মেতে উঠা ইসলামে যে শুধু নিন্দনীয় তাই নয় নিতান্ত ব্যভিচারের পথ উন্মুক্ত করা ছাড়া আর কিছুই নয়। এটা হচ্ছে ইউরোপের আধুনিক বিজ্ঞান গঠিত বর্বর সমাজের ব্যভিচার প্রথা। ইউরোপীয় সভ্যতার দৃষ্টিতে বিয়ের পূর্বে শুধু কনে দেখাই হয় না, স্বামী-স্ত্রীর ন্যায় যৌন সম্পর্ক স্থাপন এবং প্রেমের আদান প্রদানও একান্তই জরুরী। বরং তা তাঁদের আধুনিক সভ্যতার একটা অংশও বটে। এসব না হলে বিয়ে হওয়ার কথাটা সেখানে অকল্পনীয়। এ না হলে নাকি বিবাহোত্তর দাম্পত্য জীবনও মধুময় হতে পারে না। পাশ্চাত্য সমাজের এ বিকৃতি যুবক-যুবতীদের কোন রসাতলে ভাসিয়ে নিচ্ছে তাঁর কল্পনাও লোমহর্ষণের সৃষ্টি করে।

---

[৬৯] সাইয়্যেদ সাবেক, *ফিকহুসসুন্নাহ*, দারুল ফাতাহ, মিশর: ১৯৯৯, খ.২, পৃ. ৩১৫

[৭০] সাইয়্যেদ সাবেক, *ফিকহুসসুন্নাহ*, দারুল ফাতাহ, মিশর: ১৯৯৯, খ.২, পৃ. ৩১৫

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে এ হচ্ছে সুস্পষ্ট ব্যভিচারের এক আধুনিকতম সংস্করণ। শুধু তাই নয়, বিয়ে পূর্বকালীন প্রেম ও যৌন মিলন মূল বিয়েকেই অনেক ক্ষেত্রে ব্যর্থ করে দেয়। বিবাহোত্তর মিলন হয় বাসি ফুলের ন্যায় গন্ধহীন কৌতুহলশূন্য। বস্তুত বিয়ে পূর্বকালীন প্রেম ও যৌন মিলন একটা মোহ একটা উদ্বেলিত আবেগের বিষক্রিয়া। বিয়ের কঠিন বাস্তবতা সে মোহ ও উচ্ছাসকে নিমিষে নিঃশেষ করে দেয়। তাই আমাদেরকে এ দুনিয়ার সুখ শান্তির জন্য অবশ্যই সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে। কোন ক্রমেই শরিয়তের সীমার বাইরে যাওয়ার সুযোগ নেই। যারাই তাঁদের মেয়েদেরকে শরিয়তের সীমার বাইরে ছেড়ে দিয়েছে তাঁদের অধিকাংশের ক্ষেত্রে দেখাগেছে যে, তাঁরা দাম্পত্য জীবনের সুখ শান্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছে। অশান্তির দাবানলে জ্বলেছে শেষ পর্যন্ত আত্নহত্যার মত অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাও শুনা যাচ্ছে । তাই বিবাহ-শাদি এবং কনে দেখা আয়োজনে সর্বক্ষেত্রে শরিয়তের বিধানের অনুসরণ করাই আমাদের বুদ্ধিমানের কাজ।

বিয়ের ব্যাপারে কনের সম্মতি ও অভিভাবকের স্থান

বিবাহ জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই এ ব্যাপারে সতর্কতার সাথে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। সাধারণত বিবাহ মানুষের উঠন্ত জীবনে করতে হয় বিধায় অনেক ক্ষেত্রে মানুষ এ সিদ্ধান্তে ভূলও করতে পারে । সে জন্য এ সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে অভিভাবকের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রয়েছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ভুমিকা এ ক্ষেত্রে অপরিসীম। আলোচ্যাংশে বিবাহের ক্ষেত্রে কনের সম্মতি এবং এ সম্মতিতে অভিভাবকের অবস্থান নিয়ে আলোচনা করা হবে। এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত হাদিসটি প্রনিধানযোগ্য :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا وَرُبَّمَا قَالَ وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا

অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সাইয়্যেবা'[৭১]র স্বীয় বিবাহের ক্ষেত্রে তাঁর অভিভাবক থেকে অধিক অধিকার রয়েছে এবং

---

[৭১] **(الأيم) العزب رجلا كان أو امرأة تزوج من قبل أو لم يتزوج وهي أيمة أيضا يقال تركوا النساء أيامى والأولاد يتامى**

আইয়েম অর্থ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ নয় এমন লোক, চাই তা পুরুষ হতে পারে আবার নারীও হতে পারে। ইতিপূর্বে বিবাহ হতেও পারে আবার বিবাহ নাও হতে পারে। সেখান থেকে আইয়িম্মা বলা হয়, যে নারী মেয়ে ও ছেলেদেরকে ইয়াতিম অবস্থায় রেখে চলে গেল।

Dhaka University Institutional Repository

কুমারি মেয়ের পিতা তাঁর সত্ত্বা সম্বন্ধে তাঁর সম্মতি গ্রহন করবে। আর তাঁর মৌনতাই হচ্ছে তাঁর সম্মতি। হাদিসের শেষ অংশটুকু এভাবেও বর্ণিত আছে চুপ থাকাই হচ্ছে স্বীকৃতি।[৭২]

এ প্রসঙ্গে নবী করিম (স.) এর আরো একটি হাদিস উল্লেখ করা যেতে পারে :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا كَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ

অর্থ: হযরত আবু হুরায়রা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, বিবাহিতা নারী (চাই তালাক প্রাপ্তা হউক বা বিধবা হউক) কে তাঁর অনুমতি ছাড়া বিয়ে করা যাবে না। আর কুমারি মেয়েকে তাঁর সম্মতি ছাড়া বিয়ে করা যাবে না। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাঁর সম্মতি কিরূপ? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে বললেন, প্রস্তাবিত বিবাহের ব্যাপারে তাঁর মতামত জানতে চাইলে সে চুপ থাকবে।[৭৩]

ইব্রাহীম মোস্তফা আহমদ যিয়াত হামেদ আব্দুল কাদের, আলমুজামুল অছিত, দারুদ দা'ওয়াহ, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ৩৫, খ.১, পৃ.৩৫

آمَ الرجلُ يَئِيمُ أَيْمَةً وإيمة، إذا ماتت امرأته. وتَأَيَّمَتِ المرأةُ، إذا لم تتزوج بعد موت زوجها.

যখন কোন পুরুষের স্ত্রী মারা যায় তখন তাকে আইয়িম্মু বলা হয় আর যখন কোন মহিলার স্বামী মারা যায় তখন তাঁকে আইয়িম্মু বলা হয় । যতক্ষন পর্যন্ত দ্বিতীয় বিবাহে আবদ্ধ না হয়।

আবু বকর মুহাম্মদ বিন হাসান, জামহারাল লুগাত, মাউকাউল অরাক্ব, মাকতাবাতুশশামেলা, দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রকাশ ২০০৬, খ.১, পৃ.৯২

[৭২] আবুল হোসাইন আসাকিরুদ্দীন মুসলিম বিন হাজ্জাজ, *সহীহু মুসলিম*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ.৭ , পৃ.২৪২; আবু দাউদ সুলাইমান বিন আসয়াস, *সুনানে আবি দাউদ*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ. ৫ , পৃ. ৪৯৪; আবু আব্দুর রহমান আহমদ বিন সুয়াইব ইবনে আলী আননাসায়ী. *সুনানে নাসায়ী*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ.১০ , পৃ. ৩৮৪; আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ বিন হাম্মল, *মুসনাদে আহমাদ বিন হাম্বল*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা সৌদিআরব:১৪১২, খ.৪ , পৃ. ৩৩১; সুলাইমান বিন আহমদ বিন আইয়ুব আততাবরানী, *মুজামুল কাবীর*, মুলফাতে উরুদে আলী মুলতাকা, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ.৯, পৃ. ১৮০

[৭৩] মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ. ১৬ , পৃ. ১০০ আবুল হোসাইন আসাকিরুদ্দীন মুসলিম বিন হাজ্জাজ, *সহীহু মুসলিম*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ.৭ , পৃ.২৩৯; আবু আব্দুর রহমান আহমদ বিন সুয়াইব ইবনে আলী আননাসায়ী. *সুনানে নাসায়ী*, মাউকাউল

Dhaka University Institutional Repository

(الْأَيِّم) এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, যে নারীর স্বামী নেই। অবিবাহিতা বিধবা অথবা তালাক প্রাপ্তা যাই হোক না কেন।[৭৪] তবে আলোচ্য হাদিসে এমন নারীকে বুঝানো হয়েছে যে বিয়ের পর স্বামীবাসের পর স্বামীহীনা হয়েছে। স্বামীর মৃত্যুজনিত কারণেই হোকা অথবা তালাক জনিত কারণেই হোক। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (র.) এর উপরোল্লেখিত হাদিসে এটাকেই (الثَّيِّبُ) বলা হয়েছে। এরূপ নারী সম্বন্ধে উভয় হাদিসে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে যে, তাঁর সিদ্ধান্ত ও সম্মতি অনুযায়ী তাঁকে বিয়ে দেয়া বা না দেয়ার জন্য । যে কোন উপায়ে হউক তাঁর সম্মতি বাধ্যতা মূলক কারণ আলোচ্য হাদিসে (حَتَّى تُسْتَأْمَرَ) যতক্ষণ পর্যন্ত না সে অনুমতি প্রদান করে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। অন্য দিকে (الْأَيِّم) দ্বারা এমন বালিকা বুঝানো হয়েছে, যে বুদ্ধিমতি ও প্রাপ্ত বয়স্কা বটে, তবে স্বামীবাসী নয়। তাঁর ব্যাপারে নির্দেশ করা হয়েছে যে, তাঁর বিয়েও তাঁর অনুমতি ছাড়া সম্পন্ন করা যাবে না। তবে এরূপ মেয়েদের লজ্জার কারণে যেহেতু মুখে বা ইঙ্গিতে অনুমতি প্রদান কঠিন হয়ে দাঁড়ায়, এজন্য অনুমতি তলবের পর তাঁদের চুপ থাকাকেই অনুমতি স্থির করা হয়েছে। এ উভয় হাদিস থেকে জানা গেল যে, কোন বুদ্ধিমতি ও প্রাপ্ত বয়স্কা নারীর বিয়ে, চাই সে স্বামী দর্শনকারী হোক অথবা কুমারি, তাঁর সম্মতি ও অনুমতি ছাড়া তাঁর বিয়ে সম্পন্ন করতে পারবে না। তবে যদি কোন মেয়ে কম বয়স্কা হয়, যে এখনো বিয়ের ব্যাপারে চিন্তা ভাবনার উপযুক্ত নয়, অথচ কোন উত্তম সম্পর্ক এসে পড়ে এবং স্বয়ং মেয়ের উপযোগিতা এরূপ যে, তাঁর বিয়ে সম্পন্ন করা হোক তখন অভিভাবক নিজের হিতকামী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিয়ে দিতে পারে।[৭৫]

ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরবঃ তা.বি, খ.১০ , পৃ. ৩৮৯; আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ বিন হাম্বল, *মুসনাদে আহমাদ বিন হাম্বল*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা সৌদিআরবঃ১৪১২, খ.১৯ , পৃ. ২৭৫; আহমদ বিন হুসাইন বিন আলী আলবায়হাকী, সুনানে কুবরা, মাউকাউ ইয়াসুব, মদিনা, সৌদিআরবঃ তা.বি, খ.৭ , পৃ. ১২২

আবু আব্দুর রহমান আহমদ বিন সুয়াইব ইবনে আলী আননাসায়ী. *সুনানে নাসায়ী সুনানে কুবরা*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরবঃ তা.বি, খ.৩ , পৃ. ৩৮১; আবুল ফজল যাইনুদ্দীন ইবরাহীম বিন ইরাকী, *আল-মুসতাখরাজ*, মাউকাউ ইয়াকুব, মদিনা, সৌদিআরবঃ তা.বি, খ.৯ পৃ. ১১

[৭৪] আবু মুহাম্মদ আব্দুর রহমান বিন মুহাম্মদ বিন ইদরিস আবু হাতেম, *তাফসীরে ইবনে আবি হাতেম*, মাকতাবায়ে মসজিদে নববী, মদিনা সৌদিআরবঃ তা.বি, খ.১৭ , পৃ. ২৩

[৭৫] বর্তমান ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ অনুযায়ী যে কোন ১৮ বৎসর বা তদোর্ধ বয়সী নারী তার বিবাহের ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীন তার বাবা মা তার বিয়েতে কোন প্রকার প্রভাব ফেলতে পারবে না।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (র.) স্বীয় কন্যা হযরত আয়েশা (র.) এর বিয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে কেবল নিজের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সম্পন্ন করেছিলেন, বিয়ের সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ৬-৭ বছর।

বিবাহের ক্ষেত্রে অভিভাবকের স্থান

বিবাহের ক্ষেত্রে অভিভাবকের স্থান প্রসঙ্গে রাসূল (স.) বলেন :

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

অর্থ: হযরত আবু মূসা আশআরি (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত বিবাহ বৈধ হবে না।[৭৬] ফাতহুল কাদির গ্রন্থকার বলেন :

وَيَنْعَقِدُ نِكَاحُ الْحُرَّةِ الْعَاقِلَةِ الْبَالِغَةِ بِرِضَاهَا وَإِنْ لَمْ يَعْقِدْ عَلَيْهَا وَلِيٌّ بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ .وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ إِلَّا بِوَلِيٍّ .

وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَنْعَقِدُ وُقُوفًا وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ لَا يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِعِبَارَةِ النِّسَاءِ أَصْلًا لِأَنَّ النِّكَاحَ يُرَادُ لِمَقَاصِدِهِ وَالتَّفْوِيضُ إِلَيْهِنَّ مُخِلٌّ بِهَا ، إِلَّا أَنَّ مُحَمَّدًا رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ : يَرْتَفِعُ الْخَلَلُ بِإِجَازَةِ الْوَلِيِّ .

---

[৭৬] আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ বিন হাম্মল, *মুসনাদে আহমাদ বিন হাম্বল*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা সৌদিআরব:১৪১২, খ.৪০ , পৃ. ২২৮; আহমদ বিন হুসাইন বিন আলী আলবায়হাকী, সুনানে কুবরা, মাউকাউ ইয়াসুব, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ.৭ , পৃ. ১০৮; মুহাম্মদ বিন ইসা বিন দেহাক বিন তিরমিযি, *সুনানুততিরমিযি*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ.৪ , পৃ. ২৮৭; আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াযিদ ইবনু মাজাহ, *সুনানে ইবনে মাজাহ*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ.৫ , পৃ. ৪৮৮; আবু দাউদ সুলাইমান বিন আসয়াস, *সুনানে আবি দাউদ*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ. ৫, পৃ. ৪৭৮ সুলাইমান বিন আহমদ বিন আইয়ূব আততাবরানী, *মুজামুল কাবীর*, মুলফাতে উরুদে আলী মুলতাকা, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ.২০ , পৃ. ১৭৩; *মুজামুল আওসাত* খ.২পৃ. ১৯১

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ: ইমাম আবু হানিফা ও জাহেরি রেওয়ায়েত অনুযায়ী আবু ইউসুফের মতে : নারী তাঁর অভিভাবকের[৭৭] অনুমোদন ব্যতীত যদি সে আকেলা বালেগা হয় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে সে বাকেরা হউক বা সাইয়্যেবা হউক।

ইমাম আবু ইউসুফ (র.) এর অন্য একটি মতে অভিভাবকের অনুমোদন ব্যতীত বিবাহ করা বৈধ নয়।

ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এর মতেঃ নারী যদি অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত বিবাহ করে তবে তা অভিভাবকের অনুমোদনের উপর নির্ভর করবে। সে ইচ্ছে করলে বিবাহ বন্ধনের বৈধতা দিতে পারবে আবার সে বিবাহ ভঙ্গও করতে পারবে।

ইমাম মালেক ও শাফেয়ি (রহ.) গণের মতে : অভিভাবকের অনুমোদন ব্যতীত নারীর বিবাহের বৈধতাই নেই। কেননা বিবাহ হয়ে থাকে বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। আর বিবাহের ভার তাঁদের উপর ন্যস্ত করলে সে উদ্দেশ্য সাধিত হবেনা।

ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) বলেন : ব্যাঘাত সৃষ্টির সম্ভাবনা অলি অনুমোদনের মাধ্যমে বিদুরীত হয়ে যাবে। আর জায়েয হওয়ার কারণ এই যে, স্ত্রী লোকটি সম্পূর্ণ তাঁর নিজ অধিকারের মধ্যে তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগ করেছে। যেহেতু সে এ ক্ষমতা প্রয়োগের যোগ্য, বিবেকবান ও ভালমন্দ পার্থক্য করার অধিকারী।[৭৮]

---

[৭৭] وَتَثْبُتُ الوِلَايَةُ بِأَسْبَابٍ أَرْبَعَةٍ : بِالْقَرَابَةِ ، وَالْمِلْكِ ، وَالْوَلَاءِ ، وَالْإِمَامَةِ

অভিভাবকত্ত সাবেত হয় চারভাবে : ০১. আত্বীয়তার মাধ্যমে ০২. মালিকানার মাধ্যমে (দাসদাসী) ০৩. জন্মগত ভাবে ও ০৪. ইমামাহ বা বাদশাহের মাধ্যমে। উপরোক্ত মাসয়ালার ক্ষেত্রে সকল প্রকার অভিভাবককেই বুঝানো হয়েছে। কামাল উদ্দীন মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহেদ বিন ইবনে হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব:তা.বি. খ.৬, পৃ৪৮৫

[৭৮] কামাল উদ্দীন মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহেদ বিন ইবনে হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব; তা.বি. খ.৬, পৃ.৪৮৫ ; বুরহান উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে আবু বকর আল ফারগানী, *আল হিদায়া*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, দ্বিতীয় খন্ড, ২০০০,পৃ.১৯

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত হাদিস ও ফিক্হবিদদের মাধ্যমে এটা স্পষ্ট বুঝা গেল যে, অভিভাবকের মাধ্যমেই বিয়ে হতে হবে অন্যথায় বিয়ে বৈধ হবে না কিন্তু যে সকল অবস্থায় মেয়েরা সাইয়্যেবা বা নিজে নিজের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষমতা রয়েছে সে ক্ষেত্রে নিজের বিয়ে নিজে করতে কোন আপত্তি নেই।

বিয়ে গোপনে না হয়ে প্রকাশ্যে হওয়া আবশ্যক

হুজুরপাক (স.) বলেন:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ

অর্থ: আম্মাজান হযরত আয়েশা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু ইরশাদ করেন, তোমরা এ বিবাহটি ঘোষণা করে মসজিদে সম্পন্ন কর।[৭৯]

উল্লেখিত হাদিসের দ্বারা বুঝা যায় যে, বিবাহ গোপনে না হয়ে প্রকাশ্যে হওয়া উত্তম কারণ বিবাহ চিরস্থায়ী বন্ধন। তাই তা প্রকাশ্যে সকলের জ্ঞাতসারে হওয়া চাই। আর সকলকে অবগতি ও বরকতের জন্য এটা মসজিদে হওয়াই সর্বোত্তম।

বিয়ের জন্য সাক্ষী প্রয়োজন

বিবাহের যে সকল অপরিহার্য শর্ত রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বিবাহের স্বাক্ষী। উপযুক্ত সাক্ষী ছাড়া বিবাহ বৈধ হবে না। আকাশ, বাতাস, চন্দ্র, সূর্য, গাছ, মাছ ইত্যাদিকে সাক্ষী রাখলে বিবাহ বৈধ হবে না। তাই উপযুক্ত সাক্ষী লাগবে তাইতো নবি (স.) বলেন
দুইজন উপযুক্ত পুরুষ সাক্ষীর উপস্থিতি ছাড়া কোন বিবাহ বৈধ হবে না। যদি দুইজন পুরুষ না পাওয়া যায় তবে একজন পুরুষ দুইজন উপযুক্ত মহিলা সাক্ষী অবশ্যই লাগবে। সাক্ষী ছাড়া বিবাহ গুনাহের কাজ ।

---

[৭৯] মুহাম্মদ বিন ইসা বিন দেহাক বিন তিরমিযি, *সুনানুততিরমিযি*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ.৪ , পৃ. ২৬৮; আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াযিদ ইবনু মাজাহ, *সুনানে ইবনে মাজাহ*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ. ৬, পৃ.৭ ; আহমদ বিন হুসাইন বিন আলী আলবায়হাকী, সুনানে কুবরা, মাউকাউ ইয়াসুব, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি,খ. ৭, পৃ. ২৯০

Dhaka University Institutional Repository

তাইতো নবি (স.) বলেন :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَغَايَا اللَّاتِي يُنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ

অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (র.) হতে বর্ণিত, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে মহিলা সাক্ষী ছাড়া নিজের বিয়ে নিজে করল সে ব্যভিচারিণী।[৮০]

ব্যভিচার আর সাক্ষী বিহীন বিবাহের মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য নেই। ব্যভিচার করলে যেমন পাপ হবে তেমন সাক্ষী বিহীন বিবাহ করলে তেমন পাপ হবে।

আজকাল আমাদের দেশে ভালবাসা, প্রেম-প্রিতির মাধ্যমে বিবাহের ঘটনা ঘটতে দেখা যায়। এর মধ্যে আবার কখন কখন এমনও শোনা যায় ভালবাসার এক পর্যায়ে গিয়ে আকাশকে সাক্ষী রেখে, বাতাসকে সাক্ষী রেখে, আল্লাহকে সাক্ষী রেখে, নবী করিম (স.) কে সাক্ষী রেখে নিজে নিজে বিবাহ করে ফেলে যা আদৌ গ্রহণ যোগ্য না। এ ধরণের বিবাহ কারীগণ ব্যভিচারীরুপে পরিগণিত হবে।

আমাদের দেশে এ ধরণের বিবাহ হয় সাধারণত দুইটি কারণে এক অধিক আবেগের কারণে অথবা মনের লুকানো কোন দুষ্টমি হাসিল করার জন্য। এ ব্যাপারে আমাদের সবাইকে সাবধান থাকতে হবে। অন্যদিকে বাংলাদেশের মুসলিম পারিবারিক আইনে বৈধ বিবাহের অনেকগুলি অপরিহার্য উপাদান বর্ণনা করা হয়েছে তন্মধ্যে চতুর্থ উপাদানে বলা হয়েছে সাক্ষীর উপস্থিতি। প্রস্তাব উত্থাপন ও গ্রহণ অবশ্যই দুইজন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলা সাক্ষীর উপস্থিতি ও শ্রুতিগোচরে হতে হবে এবং সে সাক্ষীগণ অবশ্যই সুস্থমস্তিষ্ক সম্পন্ন মুসলমান হতে হবে।[৮১]

---

[৮০] আহমদ বিন হুসাইন বিন আলী আলবায়হাকী, সুনানে কুবরা, মাউকাউ ইয়াসুব, মদিনা, সৌদিআরবঃ তা.বি, খ.৩ , পৃ.২৭৭; আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াযিদ ইবনু মাজাহ, *সুনানে ইবনে মাজাহ*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরবঃ তা.বি, খ.৫ , পৃ.২২ ; মুহাম্মদ বিন ইসা বিন দেহাক বিন তিরমিযি, *সুনানুততিরমিযি*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরবঃ তা.বি, খ. ৪, পৃ.২৯০; সুলাইমান বিন আহমদ বিন আইয়ুব আততাবরানী, *মুজামুল কাবীর*, মুলফাতে উরুদে আলী মুলতাকা, মদিনা, সৌদিআরবঃ তা.বি, খ.১০ , পৃ. ৩২৫, মুজামুল আওসাত, খ. ১০, পৃ. ২৩৩

[৮১] এস, এম হুমাউন করিব মিলন. ইসলামিক পারিবারিক আইন, খিলগাও তিলপাপাড়া, ঢাকাঃ ২০০৬ পৃ. ১৬

Dhaka University Institutional Repository

বিয়ের খুতবা

বিবাহের মধ্যে খুৎবা দেয়া সুন্নাত। নবি করিম (স.) প্রতিটি বিবাহে খুতবা দিয়েছেন নিম্নে বিবাহের খুৎবার নমুনা উপস্থাপন করা হল :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَةَ الْحَاجَةِ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا { اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا } { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ } { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا }

অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে (বিয়েসহ) সকল গুরুত্বপূর্ণ কাজে খুৎবা শিক্ষা দিয়েছেন এভাবে, সকল প্রশংসা আল্লাহর তা'য়ালার জন্যই প্রযোজ্য। আমরা আমাদের সকল প্রয়োজন ও বাসনায় তাঁরই সাহায্য প্রার্থনা করি। আর তাঁরই কাছে নিজেদের ত্রুটি ও গুনাহ সমূহের ক্ষমা চাই। স্বীয় আত্মার অনিষ্ট সমূহ থেকে আল্লাহরই কাছে আশ্রয় চাই।

মহান আল্লাহ যাকে হিদায়াত দান করেন তাঁকে কেউ প্রথভ্রষ্ট করতে পারে না। আর যার জন্য মহান আল্লাহ হিদায়াত বঞ্চিত হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তাঁকে কেউ হিদায়াত করতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নেই এবং আমি এও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও সত্য রাসূল।

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাঞ্চনা কর এবং সর্তক থাক জ্ঞাতি বন্ধন সম্পর্কে। আল্লাহ তোমাদের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় কর এবং তোমরা আত্মসমর্পণকারী না হয়ে কোন অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করবে না। হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। তাহলে তিনি তোমাদের কাজকে ত্রুটিমুক্ত করবেন

Dhaka University Institutional Repository

এবং তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করবেন। যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করে তাঁরা অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে।[৮২]

যে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপলক্ষ্যে আল্লাহর সমীপে একজন বান্দার স্বীয় দাসত্ব নিবেদন ও প্রভু ভক্তি প্রকাশের জন্য যা কিছু নিবেদন করা উচিৎ তার সবটুক খুৎবার প্রথম অংশে বর্ণিত হয়েছে। আর শেষ দিকে যে তিনটি আয়াত এসেছে তা যেকোন বান্দার হিদায়েতের জন্য পরিপূর্ণভাবে যথেষ্ট। খুৎবাটি বিয়ের আক্‌দের সময় পাঠ করা হয়ে থাকে, এ পবিত্র খুৎবাটি এখন বিয়ের অনুষ্ঠানে রেওয়াজ হিসেবে পাঠ করা হয়। অথচ এ খুৎবার অর্ন্তনিহিত শিক্ষা এত ব্যাপক ও গভীর যে এ বিষয়ে যদি কেউ সামান্যতম চিন্তা করে তাহলে শুধু বিয়ের উভয় পক্ষ নয় বরং এর মমার্থ সকলের জন্যই প্রয়োজন। কেউ যদি এ খুতবা অনুযায়ী আমলের চেষ্টা করে তাহলে তাঁর দুনিয়া ও আখিরাতে সর্বোত্তম সফলতা পাবার জন্য যথেষ্ঠ। আল্লাহ আমাদের তৌফিক দান করুন। আমিন!

বিয়ের পর মোবারকবাদ ও দু'য়া

দুনিয়ার বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠির মধ্যে বিয়ে-শাদি উপলক্ষ্যে মুবারকবাদ প্রদানের নানাহ প্রথা চালু আছে। এ উপলক্ষ্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় শিক্ষা ও কার্যপ্রণালী দ্বারা এ পদ্ধতি নির্ধারণ করেছেন যে, উভয়ের জন্য আল্লাহর কাছে পরিপূর্ণ কল্যানের দু'আ করা হবে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবাহের পর বর-কনেকে মুবারকবাদ করেছেন এমন অসংখ্য প্রমাণ হাদিস থেকে পাওয়া যায়। নিম্নে কয়েকটি উপস্থাপন করা হল :

হুজুর পাক (স.) বলেন :

---

[৮২] আবু আব্দুর রহমান আহমদ বিন সুয়াইব ইবনে আলি আননাসায়ি. *সুনানে নাসায়ি*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, , খ.৫ , পৃ. ২৫৭; আবু দাউদ সুলাইমান বিন আসয়াস, *সুনানে আবি দাউদ*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ.৬ , পৃ ১৫ ; আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ বিন হাম্বল, *মুসনাদে আহমাদ বিন হাম্বল*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা সৌদিআরব:১৪১২, খ. ৮, পৃ.৭১ ; আহমদ বিন হুসাইন বিন আলী আলবায়হাকী, সুনানে কুবরা, মাউকাউ ইয়াসুব, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ.৩ , পৃ.২১৪; সুলাইমান বিন আহমদ বিন আইয়ূব আততাবরানী, *মুজামুল কাবীর*, মুলফাতে উরুদে আলী মুলতাকা, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ. ৮, পৃ.৪২৮

Dhaka University Institutional Repository

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَّأَ الْإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي الْخَيْرِ

আবু হুরায়রা (র.) হতে বর্ণিত, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন বিবাহিত লোককে মোরকবাদ জানাতেন তখন বলতেন, আল্লাহ তোমাকে বরকত দান করুন এবং তোমাদের উভয়ের উপর বরকত নাযিল করুন এবং তোমাদের উভয়কে কল্যানের মধ্যে একত্রিত রাখুন।[৮৩]

হাদিস শরিফে এসেছে :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً أَوْ اشْتَرَى خَادِمًا فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ

অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (র.) হতে বর্ণিত, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন তোমাদের কোন ব্যক্তি কোন নারীকে বিয়ে করে অথবা সেবাকারী কোন দাস-দাসীকে ক্রয় করে তবে এ দু'আ করবে, হে আল্লাহ! এর মধ্যে যে কল্যাণ রয়েছে এবং আপনি তাঁর প্রকৃতিতে যে কল্যাণ রেখেছেন আমি আপনার কাছে তা চাই। এবং তাঁর অনিষ্ট হতে এবং যে অনিষ্ট তাঁর প্রকৃতিতে রেখেছেন তা থেকে মুক্তি চাই।[৮৪] তাই বিবাহের পর বর ও কনেকে মোবারকবাদ করা সুন্নাত।

---

[৮৩] মুহাম্মদ বিন ইসা বিন দেহাক বিন তিরমিযি, *সুনানুততিরমিযি*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ.৪, পৃ. ২৭১ ; আবু দাউদ সুলাইমান বিন আসয়াস, *সুনানে আবি দাউদ*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ.৬ , পৃ ২৯ ; আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ বিন হাম্বল, *মুসনাদে আহমাদ বিন হাম্বল*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা সৌদিআরব:১৪১২, খ.১৮ , পৃ. ১৪১; আহমদ বিন হুসাইন বিন আলী আলবায়হাকী, সুনানে কুবরা, মাউকাউ ইয়াসুব, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ.৭ , পৃ. ১৪৮

[৮৪] আবু দাউদ সুলাইমান বিন আসয়াস, *সুনানে আবি দাউদ*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ.৬ , পৃ ৬৪ ; আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াযিদ ইবনু মাজাহ, *সুনানে ইবনে মাজাহ*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ.৬ , পৃ. ৩৭ ; আহমদ বিন হুসাইন বিন আলী আলবায়হাকী, সুনানে কুবরা, মাউকাউ ইয়াসুব, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ.৭ , পৃ. ১৪৮

Dhaka University Institutional Repository

বিয়ে যত সহজ ও হালকা হবে ততই বরকতময়

বিবাহ হচ্ছে মানুষের জন্য একটি নবজীবনের সূচনা। আর এ নবজীবন পরিচালনা করতে অনেক নতুন নতুন প্রয়োজন এসে দেখা দেয় যার অনেকটাই তাঁকে অর্থের মাধ্যমে সামাল দিতে হয়। সে জন্য তাঁকে অনেক টাকা পয়সার দরকার হয়। বিবাহের শুরুতেই যদি অধিকহারে টাকা পয়সা খরচ করা হয় তবে বাকি প্রয়োজনগুলো সামাল দেয়া তাঁর জন্য কঠিন হয়ে পড়বে। তাই বিবাহের মধ্যে যত কম খরচ করাযায় ততই ভাল কিন্তু আমাদের দেশে দেখা যায় এর বিপরীত। বিবাহের মধ্যে ধুমধাম করে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হয় যা আদৌ কাম্য নয়। যেখানে তাঁর দশ টাকা লাগবে সেখানে দশগুন টাকা খরচ করা হয়। যেখানে নতুন সংসার গড়বে সেখানে টাকা যোগান দিতে তাঁকে হিমসিম খেতে হয় অথবা অপরের কাছে হাত পাততে হয় যা কোনদিন কাম্য ছিল না। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় আবার শশুর বাড়ীর দিকেও হাত বাড়াতে হয় যা লজ্জাস্কর ব্যাপার। অথচ বিবাহে খরচ করার ব্যাপারে রাসুল (স.) কত সুন্দর দিক নির্দেশনা দিয়েছেন দেখুন ।

হাদিস শরিফে এসেছে :

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً

অর্থ: আম্মাজান হযরত আয়েশা (র.) হতে বর্ণিত, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, নিশ্চয়ই ঐ বিবাহ সবচেয়ে বরকতময় যে বিবাহের খরচ সবচেয়ে কম।[৮৫]

যে বিবাহের মধ্যে খরচ যত কম হবে সে বিবাহের মধ্যে আল্লাহ বরকত তত বেশী দিবেন। তাই দেনমোহর এমন পরিমাণে নির্ধারণ করা উচিত যাতে করে সে দেনমোহর স্বামী সহজে পরিশোধ করতে পারে। স্বামীর উপর কোনরুপ বোঝা না হয়। আলোচ্য হাদিসের উদ্দেশ্য কেবল একটি তত্ত্ব বর্ণনা করা নয়, উম্মতকে পথ নির্দেশনা দেয়া যে, বিবাহের সার্বিক খরচ যদি কমখরচে অনাড়ম্বর হয় তবে তাঁদের বিবাহে আল্লাহ তা'য়ালার রহমত অনবরত আসতে থাকবে। তাঁদের দাম্পত্য কলহ থাকবে না, সংসারে অভাব থাকবে না, অশান্তি থাকবে না। তাঁদের সংসারে শুধু সুখের পায়রা বইতে থাকবে। বড়ই দুখের বিষয় আমাদের সমাজে আজ সামাজিক ও পারিবারিক বিশৃঙ্খলা ও অশান্তির মূল কারণ হচ্ছে হুজুর

[৮৫] আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ বিন হাম্মল, *মুসনাদে আহমাদ বিন হাম্বল*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা সৌদিআরব:১৪১২, খ.২০ , পৃ. ৪৪; আহমদ বিন হুসাইন বিন আলী আলবায়হাকী, সুনানে কুবরা, মাউকাউ ইয়াসুব, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ.১৪ , পৃ. ৮৪

Dhaka University Institutional Repository

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এ সকল গুরুত্বপূর্ণ ছোট ছোট দিকনির্দেশনা বাস্তবায়ন না করা। এ সকল বিষয়ের উপর আমল না করার কারণে আমরা মহান আল্লাহর পক্ষ হতে অসংখ্য কল্যাণ ও অনুগ্রহরাজি থেকে বঞ্চিত। মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশিত পথ অনুযায়ী চলার তাওফিক দান করুন। আমিন ॥

ফাতেমি উপঢৌকন

ছেলে-মেয়ের বিবাহ উপলক্ষ্যে মেয়ে পক্ষ থেকে উপঢৌকন দেয়ার প্রশ্নটিও ইসলামে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এ পর্যায়ে দুটি প্রশ্ন বিচার্য। একটি হচ্ছে ইসলামে উপঢৌকন এর রীতি প্রচলিত কিনা, আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে তার পরিমাণ কি হওয়া উচিত।

উপঢৌকন এর রেওয়াজ যে ইসলামে রয়েছে এবং শরিয়তে তা অসমর্থিতও নয়, তাতে কোন সন্দেহ নেই। হাদিস শরিফ থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ফাতেমা (র.) এর বিবাহে হযরত আলি (র.) উপঢৌকন হিসেবে কিছু সাংসারিক জিনিসপত্র দান করেছিলেন।

হাদিস শরিফে এসেছে :

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَهَّزَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ فِي خَمِيلٍ وَقِرْبَةٍ وَوِسَادَةِ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفُ الْإِذْخِرِ

অর্থ: হযরত আলি (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় কন্যা হযরত ফাতেমা (র.) কে উপঢৌকন হিসেবে একটি ডোরাকাটা চাদর, একটি পানির পাত্র এবং একটি চামড়ার তৈরী বালিশ দান করেছিলেন, যার মধ্যে সুগন্ধীযুক্ত ইযখির ঘাষ ভর্তি ছিল।[৮৬]

---

[৮৬] আবু আব্দুর রহমান আহমদ বিন সুয়াইব ইবনে আলি আননাসায়ি. *সুনানে নাসায়ি*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, , খ. ১১ , পৃ. ৫২ আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ বিন হাম্বল, *মুসনাদে আহমাদ বিন হাম্বল*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা সৌদিআরব:১৪১২, খ.২ , পৃ.১১৪ আবু আব্দুর রহমান আহমদ বিন সুয়াইব ইবনে আলী আননাসায়ী. *সুনানে নাসায়ী আসসুনানে কুবরা*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি,খ.৩ , পৃ. ৩৩৪
আহমদ বিন হুসাইন বিন আলী আলবায়হাকী, সুনানে কুবরা, মাউকাউ ইয়াসুব, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ.৩ , পৃ.১৭৫

Dhaka University Institutional Repository

বস্তুত কনের পিতা বা গার্জিয়ানের পক্ষ থেকে উপঢৌকন হিসেবে কিছু দেয়া তাঁদের কর্তব্য হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে। কেননা মেয়েকে বিয়ে দিলে সাময়িক ভাবে হঠাৎ করে সে পিতার ঘর সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং সম্পূর্ণ নতুন এক মানুষের সঙ্গে নিতান্তই অপরিচিত পরিবেশে এক নতুন ঘর-সংসার রচনা করতে শুরু করে। এসময় তাঁর সংসার গঠনে বহু রকমের জিনিসপত্রের প্রয়োজন দেখা দেয়া অবশ্যম্ভাবী। এ সময়টিকে একটি সংকটময় সময় বলতে হবে। কাজেই কন্যার পিতা যদি জরুরী কিছু জিনিসপত্র দিয়ে নিজ কন্যার সংসার গঠনে বাস্তবভাবে সাহায্য করে, তবে তা মেয়ের প্রতি কল্যানই শুধু হবে তা না, বরং পিতার এক কর্তব্যও পালিত হবে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসকল জিনিসপত্র হযরত ফাতেমা (র.) কে একারণেই দিয়েছিলেন। কেননা এসব প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি হযরত আলি (র.) এর ঘরে ছিল না। তাছাড় হযরত আলি (র.) ছিলেন রাসূল (স.) এর পালক পুত্রের মত। তাই হযরত আলি (র.) অভিভাবকও ছিলেন হুজুর (স.) । তাই উভয় দিক থেকে অভিভাবকের ভুমিকায় ছিলেন।

কিন্তু সে সঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে যে, উপঢৌকন যেমন পিতার অবস্থানুপাতে মধ্যম মানের ও মাঝামাঝি পর্যায়ের হওয়া উচিত, কোন বাড়াবাড়ির অবকাশ দেয়া উচিত নয়, তেমনি তা বিয়ের শর্ত হিসেবে দাবি করে নেয়ার ব্যাপারও নয়। বর্তমান সময় হিন্দু সমাজের ন্যায় মুসলিম সমাজেও দাবী ও শর্ত করে যৌতুক আদায়ের একটি মারাত্মক প্রচলন ব্যাপক ও প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। আজকের বিবাহেচ্ছু বা বিবাহপোযোগী যুবকদের মধ্যে যত বেশি সম্ভব যৌতুক আদায়ের একটি লজ্জাকর প্রবণতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। এর ফলে অনেক ঠিক করা বিয়েও শুধু যৌতুকের পরিমাণ নিয়ে দর কষাকষি হওয়ার কারণে ভেঙে যাচ্ছে। আর বহু বিবাহপোযুগী মেয়ের বিবাহ হতে পারছেনা শুধু এ কারণে যে, মেয়ের পিতা ছেলের বা ছেলে পক্ষের দাবি অনুযায়ী যৌতুক দেয়ার সামর্থ্য রাখে না। অনেক ছেলে জোর করে, মেয়ের সাথে খারাপ ব্যবহার করে, এমন কি অনেক সময় তালাকের ভয় দেখিয়েও যৌতুক আদায় করে। বাবার নিকট থেকে দাবি অনুযায়ী যৌতুক আনতে না পারার দরুন কত নব বিবাহিতাকে যে প্রাণ দিতে হয়েছে ও হচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই।

স্বামীর আনুগত্য করা ও পরামর্শ দান

Dhaka University Institutional Repository

সংসার ও দাম্পত্য জীবনকে সুখময় করার জন্য স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকতে হয়। দু'জন দু'জনার হয়ে সহযোগিতামূলক মনোভাব রাখতে হবে। পারস্পরিক সহযোগিতা ছাড়া পুরুষের একক প্রচেষ্টায় যেমন সংসারে সুখ-শান্তি নিশ্চিত হতে পারে না, ঠিক অনুরূপভাবে নারীর একক প্রচেষ্টায়ও তা সম্ভব নয়। কেননা, নারী ও পুরুষ পরস্পরের পরিপূরক এবং সম্পূরক। কেউ এককভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। নারী ছাড়া পুরুষ অপূর্নাঙ্গ আবার পুরুষ ছাড়াও নারী অপূর্নাঙ্গ। নারী-পুরুষ উভয়ই একে অণ্যের অনুপস্থিতিতে অসহায়ত্ব এবং একাকীত্ব অনুভব করে থাকে।

সংসার জীবনে অনেক প্রতিকূল পরিবেশ, পরিস্থিতি সামাল দিতে হয়। প্রতিকূলতা ও সংকটের মোকাবিলা করে এগিয়ে যেতে হয়। স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। কারো পথই সহজ নয়। এ পথে আছে বাঁধা প্রতিবন্ধকতা, আছে প্রতিকূলতা। অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে টিকে থাকতে হয়। জীবনের উপর দিয়ে অনেক ঝড় তুফান বয়ে যায়, কিন্তু তাতে ভেঙ্গে পড়লে চলবে না। অটল অবিচলভাবে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। পরিস্থিতির ধরণ বুঝে কখনো আপোষের নীতি গ্রহণ করতে হয় আবার কখনো আপোষহীনভাবে কঠোরতা অবলম্বন করতে হয়। পরিস্থিতিকে জয় করে যেতে হয়, পরিস্থিতির সামনে মাথা নত করা বা পরাজয় বরণ করাই ভীরুতা ও কাপুরুষতা।

স্বামী-স্ত্রী দু'জনের পথই কঠিন। বাইরে পুরুষকে কর্ম ব্যস্ততার মাঝে অনেক দুঃখ-কষ্ট, যাতনা ও গ্লানি সইতে হয়। বহুরকমের লোকের সাথে তাঁকে চলতে হয়। এদের সবাই একমতের নয় আবার সবার রুচিও এক নয়। সবার আচার-ব্যবহার ও চাল-চলন এক রূপ নয়। বিভিন্ন জাতের, বিভিন্ন স্বভাবের, বিভিন্ন রুচির মানুষের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে চলতে হয় পুরুষকে।

উপরোক্ত পরিস্থিতিতে যদি স্ত্রী স্বামীর সহায়ক শক্তি না হয়ে বৈরী চিন্তার হয় তাহলে স্বামীর কষ্টের সীমা থাকে না। এ সময় পরামর্শ এবং সহযোগিতামূলক মনোভাব নিয়ে স্ত্রী যদি এগিয়ে আসে তাহলে স্বামীর মনে শক্তি ও সাহসের সঞ্চার হয়। পক্ষান্তরে স্ত্রীর অসহযোগিতা এবং জ্বালাতন স্বামীর জীবন দুর্বিষহ করে তুলতে পারে। ঘরে বাইরে একযোগে সংগ্রাম শুরু হলে বেচারা স্বামী যত বড় বীর বাহাদুরই হোক না কেন তাঁর পরাজয় অবধারিত হয়ে পড়ে। এ ক্ষেত্রে স্ত্রীর উচিৎ স্বামীর পাশে দাঁড়ান। স্বামীর কাজে ও উদ্যোগে শক্তি ও সাহস যোগান। স্বামীকে পরামর্শ দেয়া, দুঃখে সান্ত্বনা দেয়া, নিরাশায় ও হতাশায় আশার বাণী শুনিয়ে সহযোগিতা করা স্ত্রীর পবিত্র কর্তব্য যেমনটি করেছিলেন হযরত খাদিজা (র.)।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম জিব্রাইল (আ.) কে দেখে রাসুল (স.) ভয় পেয়েছিলেন তখন হযরত খাদিজা (র.) রাসুল (স.) কে শান্ত্বনা দিয়েছিলেন যে, আল্লাহ তা'য়ালা আপনাকে অপমানিত করবেন না, কেননা আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখেন, অপারগের কাজে সাহায্য করেন, যে যতটুকু সহযোগিতা পাওনা তাঁকে সাহায্য করেন।

সে ঘটনাটি উল্লেখ করা হল:

فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْجُفُ فُؤَادُهُ فَدَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَ زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ فَقَالَ لِخَدِيجَةَ وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي فَقَالَتْ خَدِيجَةُ كَلَّا وَاللَّهِ مَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى ابْنَ عَمِّ خَدِيجَةَ وَكَانَ امْرَأً قَدْ تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِيَّ فَيَكْتُبُ مِنْ الْإِنْجِيلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكْتُبَ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ يَا ابْنَ عَمِّ اسْمَعْ مِنْ ابْنِ أَخِيكَ فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ يَا ابْنَ أَخِي مَاذَا تَرَى فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَرَ مَا رَأَى فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي نَزَّلَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا لَيْتَنِي أَكُونُ حَيًّا إِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَمُخْرِجِيَّ هُمْ قَالَ نَعَمْ ‌مْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ إِلَّا عُودِيَ وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرً

অর্থ: অতপর হযরত মুহাম্মদ (স.) যখন গারে হেরা থেকে কাঁপতে কাঁপতে ফেরত এসে খাদিজা বিনতে খোয়াইলাদ (র.) এর ঘরে প্রবেশ করে বললেন হে খাদিজা ! আমাকে চাদর দাও আমাকে চাদর দাও, অতপর রাসূল (স.) কে চাদরাবৃত করা হলে রাসুল (স.) থেকে ভীতি কিছুটা চলে গেল। অতপর রাসূল (স.) খাদিজা (র.) কে লক্ষ্য করে বললেন, আমি অনেক ভয় পেয়েছি, আমার ভয় হচ্ছে আমি হয়ত বাঁচব না।

Dhaka University Institutional Repository

রাসূল (স.) কে শান্ত্বনা দিতে গিয়ে হযরত খাদিজা (র.) বললেন, কখনো না !! কখনো না!! আল্লাহ আপনাকে লজ্জিত করবেন না। কারণ আপনি আত্মীয়তা সম্পর্কের ব্যাপারে খুব সচেতন, অপারগের বোঝা বহন করেন, অসহায়ের সহায়তা দান করেন, মেহমানদের মেহমানদারী করেন এবং যার যে হক তা আপনি পুরোপুরিভাবে আদায় করেন।

এরপরও আল্লাহর রাসূল (স.) কে আরো অধিক শান্ত্বনা দেয়ার জন্য খাদিজা (র.) এর চাচাত ভাই অরাকা বিন নাওফল বিন আসাদ বিন আব্দিল উজ্জার নিকট নিয়ে গেলেন। তিনি জাহেলি যুগের নাসারাদের একজন বড় পন্ডিত ছিলেন, তিনি ইবরানি ভাষায় বিভিন্ন কিতাবাদি লিখতেন। আল্লাহর ইচ্ছায় ইঞ্জিলকে ইবরানি ভাষায় অনুবাদ করেন। তিনি বার্ধক্যতার কারণে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।

খাদিজা (র.) তাঁকে বললেন, হে আমার চাচাত ভাই তোমার এ ভাইয়ের নিকট শুন সে কি বলে? ওরাকা বিন নাওফাল বললেন, ভাই! তোমার কি হয়েছে?
তারপর রাসূল (স.) গারে হেরার সকল ঘটনা খোলে বললেন, খবর শুনে ওরাকা বিন নাওফাল বললেন এ হচ্ছে ঐ সংবাদ বাহক যে মুসা (আ.) এর উপর নাযিল হত। হায় আফসোস ! যদি আমি ঐ সময় বেঁচে থাকতাম যখন তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁকে বের করে দিবে।
রাসূল (স.) বললেন আমাকে তাঁরা বের করে দিবে?

তিনি বললেন হ্যাঁ। তুমি যে সংবাদ নিয়ে এসেছ এমন একজন লোকও আসে নাই যাকে তাঁর কওমের লোকেরা বের করে দেয় নাই। আহ ! যদি আমি তোমার নবুয়তি সময় পেতাম তোমাকে আমি আমার সর্ব শক্তি দিয়ে সাহায্য করতাম।[৮৭]

পক্ষান্তরে স্বামী বিশ্বস্ততার সাথে পরিস্থিতি স্ত্রীকে জ্ঞাত করানো উচিত। সদা-সর্বদা একনায়কত্ব সুলভ ভাব দেখানো উচিত নয়। এতে ব্যক্তিত্ব প্রকাশের স্থলে হীনমন্যতা, একগুঁয়েমী ও গোঁড়ামি প্রকাশ পায়।

---

৮৭ মুহাম্মদ বিন ইসমাইল বুখারী, *সহীহ আলবুখারী*, নাশিরানি কুরআন মাজিদ ও ইসলামি কুতুব, দেওবন্দ, সাহারানপুর, ইন্ডিয়াঃ ১৯৮৫, খ. ১, পৃ.২

Dhaka University Institutional Repository

স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা এবং তাঁর পরামর্শকে গুরুত্বহীনভাবে উড়িয়ে না দিয়ে বিবেচনায় আনা স্বামীর একান্ত কর্তব্য।

সংসারে স্ত্রীর ব্যস্ততাও কম নয়। পরিবার ও ঘর-সংসারের যাবতীয় কাজ সমাধান করতে গিয়ে তাঁকেও অনেক প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়। নিজস্ব পরিচিত মহল ছেড়ে একটি অপরিচিত মহলে এসে তাঁকে থাকতে হয়। এতদিন যারা তাঁর পরম আপনজন ছিল, আপন পিতা-মাতা, ভাই-বোন, চাচা-চাচী, ফুফু, দাদা-দাদী, নানা-নানী, আত্মীয়-স্বজন সবাইকে ছেড়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি পরিবেশে এসে তাঁকে নতুন জীবন শুরু করতে হয়। যাদেরকে বর্তমানে সে আপন করে নিতে যাচ্ছে তাঁরা সবাই অচেনা, অজানা, অপরিচিত। তাঁরা সবাই তাঁর জন্য এতকাল পর ছিল। সে সংসারে তাঁর আপন বলতে কেউ নেই। এ সংসারে আছে স্বামী, শ্বশুড়-শাশুড়ি, দেবর, ননদসহ আশ পাশের আরও কত লোকজন। এদের সবার রুচি, প্রকৃতি, চিন্তা-চেতনা, স্বভাব, মেযায এক নয়। তাঁদের সবাইকে আপন করে নিতে হয়। তাঁদের মনতুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয়। অথচ সবাইকে খুশি রাখা অত সহজ নয়।

নারীর কতগুলো কঠিন সময় আছে, আছে কতগুলো কঠিন কাজ। তাঁদের জীবনে অপ্রীতিকর কিছু বিষয় থাকে, যা সচরাচর পুরুষের থাকে না। ঋতুকালীন সময়, গর্ভকালীন সময়, প্রসবকালীন সময়, স্তন্যদানকালীন ও সন্তান প্রতিপালনকালীন সময় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ সময় তাঁকে দূর্বল থাকতে হয়। তাঁরা অন্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। সাহায্য ও সহযোগিতার প্রয়োজন হয়। এ ধরণের অবস্থায় নারী বড় অসহায়ত্ব অনুভব করে। পেতে চায় একটু সহায়তা, একটু সহযোগিতা, একটু পরামর্শ। স্বামীর এ সময় কাছে থাকা বড় বেশি প্রয়োজন। তাঁদের সান্ত্বনাদান, পরামর্শদান, সহায়তাদান স্বামীর পবিত্র কর্তব্য।[৮৮]

বস্তুত স্বামী স্ত্রীর উপরোক্ত দায় দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের মাঝেই দাম্পত্য জীবনে সুখ-শান্তি বহুলাংশে নির্ভর করে। স্বামীর এসব দায়িত্ব পালনের মাঝেই স্ত্রীর অধিকার নিহিত আবার স্ত্রীর দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের মাঝেই স্বামীর অধিকার নিহিত আছে।

---

[৮৮] মাওলানা মুহাম্মদ জসীম উদ্দীন জিহাদী, ইসলামি সমাজে নারীর মর্যাদা, ইসলামিয়া কুতুবখানা, ৩২,বাংলাবাজার,ঢাকা: পৃ. ২০৪

Dhaka University Institutional Repository

স্ত্রীর উপরোক্ত দায়িত্বপালনের মাধ্যমে নিজ স্বামী সোহাগীনি এবং স্বামীর অনুগত প্রমাণ করতে পারে। আর তাঁর বিনিময়ে স্বামীর প্রকৃত প্রেম-ভালবাসা, আদর-যত্নের আশা করতে পারে। স্বামীর উপরে বর্ণিত তাঁর এসব দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে স্ত্রীর ভালবাসা, প্রেম ও আনুগত্য লাভের আশা করতে পারে।

বিবাহ্ নিষিদ্ধ নারী

মানব বংশের স্থিতি ও বৃদ্ধি এবং মনের স্বাভাবিক প্রশান্তি ও স্বস্তি একান্তভাবে নির্ভর করে স্ত্রী-পুরুষের যৌন মিলনের উপর। কুরআন মজিদ এ মিলনকে সমর্থন করেছে এবং তাকে জরুরী বলে ঘোষণা করেছে। এ মিলন স্পৃহাকে অস্বীকার করা, উপেক্ষা করা কিংবা নির্মূল করে দেয়া কুরআনের দৃষ্টিতে মানবতার প্রতি এক চ্যালেঞ্জ, এক অমার্জনীয় অপরাধ সন্দেহ নেই।

কিন্তু যৌন মিলন সংস্থাপনের ব্যাপারে ইসলাম নারী-পুরুষকে স্বাধীন, স্বেচ্ছাচারী ও বল্গাহারা করে ছেড়ে দেয়নি। বরং এজন্য জরুরী সীমা নির্দেশ করে দিয়েছে, প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রন আরোপ করেছে এবং নির্ধারিত করে দিয়েছে কতকটা বিধি-নিষেধ। কিছু কিছু নারী পুরুষের পারস্পরিক বিয়ে এজন্যই হারাম করে দিয়েছে ইসলাম। এ সীমা নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ বংশ, আত্মীয়তা সম্পর্কের দীর্ঘস্থায়ীত্ব ও পবিত্র, পারস্পরিক ঐক্য ও সহযোগিতা এবং সর্বোপরি নৈতিক চরিত্রসম্পন্ন ব্যক্তিদের সমন্বয়ে এক উন্নত ও পবিত্র সমাজ পরিবেশ গঠন করার জন্য একান্তই জরুরী।

নারী-পুরুষের যৌন মিলনের সম্ভ্রম ও পবিত্রতা রক্ষার জন্য সর্ব প্রথম শর্ত হচ্ছে বিয়ে। কিন্তু সেই বিয়েকেও যথেচ্ছা হতে দেয়া যায় না কোনক্রমেই। সমাজ-পরিবেশের পরিচ্ছন্নতা ও স্থিতির জন্য যেমন দরকার হচ্ছে নারী-পুরুষের পারস্পরিক যৌন মিলনের, তেমনি জরুরী হচ্ছে ইসলাম আরোপিত এই সীমা, বিধি-নিষেধ ও নিয়ন্ত্রণকে পূর্ণ মাত্রায় ও বাধ্যতামূলকভাবে রক্ষা করে চলা।

পবিত্র কুরআন যেসব মেয়ে-পুরুষের মাঝে বিয়ে সম্পর্ক স্থাপন হারাম করে দিয়েছে, তাঁর ভিত্তি হচ্ছে তিনটি :

বংশ সম্পর্ক

বংশ সম্পর্কের কারণে মা-বাপের দিক দিয়ে যেসব আত্মীয়তার উদ্ভব হয় তা মোটামুটি সাতটি :

Dhaka University Institutional Repository

মা, ঔরসজাত কন্যা, বোন, ফুফু, খালা, ভাইঝি, বোনঝি। যে কোন পুরুষের পক্ষেই তাঁর এ ধরণের আত্মীয়া মহিলাকে বিয়ে করা চিরদিনের তরে হারাম। আর এ হারামের কারণ হচ্ছে বংশ সম্পর্ক।

পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে এ সম্পর্কে স্পষ্ট বলা হয়েছে :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ

অর্থ: বিয়ে করা হারাম করে দেয়া হয়েছে তোমাদের প্রতি তোমাদের মা, তোমাদের কন্যা, তোমাদের বোন, তোমাদের ফুফু, তোমাদের খালা, তোমাদের ভাইয়ের কন্যা এবং তোমাদের বোনের কন্যা।[৮৯]

মা বলতে এখানে এমন সব মেয়েলোককে বুঝানো হয়েছে, যার সাথে প্রকৃত মা এবং বাবার দিক দিয়ে জন্ম ও রক্তের সম্পর্ক রয়েছে আর এ সম্পর্কের সূচনা হয় দাদি ও নানি থেকে। অতএব তাঁদের বিয়ে করাও হারাম।

কন্যা বলতে এমন সব মেয়েও বুঝাবে, যাদের সাথে স্বীয় ঔরসজাত কন্যা বা পুত্রের দিক দিয়ে সম্পর্ক রয়েছে। আর বোনের মধ্যে শামিল সেসব মেয়েও, যার সাথে বাপ কিংবা মা অথবা উভয়ের সমন্বয়ে বোনের সম্পর্ক রয়েছে। ফুফু বলতে এমন মেয়ে লোকও বোঝায়, যে বাবার কি অথবা বাবার মানে দাদার বোন। আর খালার মধ্যে এমন সব মেয়েলোকও শামিল, যার সাথে রক্তের সম্পর্ক রয়েছে মা কিংবা দাদার দিক দিয়ে। বোনঝি বলতে এমন সব মেয়েই বোঝায়, যাদের মায়ের সাথে রক্তের দিক দিয়ে বোনের সম্পর্ক হতে পারে। এ মোট সাত পর্যায়ের মেয়েলোক ও পুরুষ লোক পরস্পরের জন্য মুহাররাম। এদের পারস্পরিক বিয়ে হারাম।

দুগ্ধপানের সম্পর্ক

দুধ পানের সম্পর্কেও কিছু সংখ্যক মেয়ে-পুরুষের পারস্পরিক বিয়ে হারাম। ছেলে বা মেয়ে দুগ্ধপোষ্য অবস্থায় যদি অপর কোন মহিলার দুধ পান করে, তবে সে মহিলা হবে তাঁর দুধ মা, তাঁর স্বামী হবে এর দুধ বাপ। এ দুধ মা ও বাপের সাথে বিয়ে সম্পর্ক স্থাপন দুধ পানকারী পুরুষ বা নারীর জন্য হারাম, যেমন হারাম প্রকৃত মা বোনের সাথে বিয়ে।

---

[৮৯] আল-কুরআন ৪ : ২৩

Dhaka University Institutional Repository

অনুরূপভাবে দুধ বোনও হারাম। পবিত্র কুরআনে দুধ মা ও দুধ বোন উভয় সম্পর্কে স্পষ্ট বলা হয়েছে :

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ

অর্থ: তোমাদের স্তন্যদায়িনী মা-দের এবং তোমাদের দুধ বোনদেরকে বিয়ে করা তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে।[৯০]

আল্লামা ইবনে রুশদ আল-কুরতুবি এ বিষয়ে বলেছেন :

واتفقوا على أن الرضاع بالجملة يحرم منه ما يحرم منه النسب. أعني أن المرضعة تنزل منزلة الام، فتحرم على المرضع هي وكل من يحرم على الابن من قبل أم النسب

অর্থ: মোটামুটিভাবে বংশ সম্পর্কের কারণে যাকে বিয়ে করা হারাম, দুধ পানের কারণেও তাঁকে বিয়ে করা হারাম হওয়া সম্পর্কে সব ফিকাহবিদই সম্পূর্ণ একমত। স্তন্যদায়িনী আপন মায়ের সমান পর্যায়ে গন্য হবে। অতএব বংশের দিক দিয়ে যাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম দুধ পানের দিক দিয়েও তাঁদের সাথে বিবাহ হারাম।[৯১]

দুধবোন সম্পর্কে হাদিস শরিফের ভাষ্য নিম্নরূপ :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ الْوِلَادَةِ

অর্থ: আম্মাজান হযরত আয়েশা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, জন্মগত বা বংশিয় কারণে যাদের সাথে বিবাহ করা হারাম দুধ পানের কারণেও তাঁদের সাথে বিবাহ হারাম হয়ে যায়।[৯২]

---

[৯০] আল-কুরআন ৪ ঃ ২৩

[৯১] আবুল ওয়ালীদ মুহাম্মদ বিন আহমদ ইবনে রুশদ আলকুরতুবী, *বিদায়াতুল মুজতাহেদ ও নিহায়াতুল মুকতাছেদ*, মাতবায়ায়ে মুস্তফা আলবানী, মিশর: ১৯৭৫, খ. ২, পৃ. ২৮

[৯২] আবুল হোসাইন আসাকিরুদ্দীন মুসলিম বিন হাজ্জাজ, *সহীহ্ মুসলিম*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ. ৭ , পৃ.৩২৯; আবু দাউদ সুলাইমান বিন আসয়াস, *সুনানে আবি দাউদ*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ. ৫, পৃ. ৪৩৯ আহমদ বিন হুসাইন বিন আলী আলবায়হাকী, সুনানে কুবরা, মাউকাউ ইয়াসুব, মদিনা,

Dhaka University Institutional Repository

এজন্যে আম্মাজান হযরত আয়েশা (র.) সব সময় বলতেন :

حَرِّمُوا مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا تُحَرِّمُونَ مِنْ النَّسَبِ

অর্থ: তোমরা দুধ পানের কারণে ঐ সকল ব্যক্তিদের হারাম করে নিবে যাদেরকে বংশিয় কারণে হারাম করা হয়েছে।[৯৩]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (র.) এর এক বর্ণনায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ الرَّحِمِ

অর্থ: রেহমি সম্পর্কের কারণে যাদেরকে হারাম করা হয়েছে ঠিক দুধ পানের কারণে তাঁদেরকে হারাম করা হয়েছে।[৯৪]

বৈবাহিক সম্পর্ক

বৈবাহিক সম্পর্কের দিক দিয়েও কোন কোন আত্মীয়ের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন হারাম হয়ে যায়। এ হারাম দু'প্রকারের :

স্থায়ীভাবে হারাম

স্থায়ীভাবে হারাম যেমন, স্ত্রীর মা বা শাশুরী, পুত্রবধু, যৌন সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে এমন স্ত্রীর কন্যা এবং পিতার স্ত্রী। পিতার স্ত্রী সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট নিষেধবাণী উচ্চারিত হয়েছে। বলা হয়েছে :

সৌদিআরব: তা.বি, খ. ৬, পৃ.২৭৫; আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ বিন হাম্বল, *মুসনাদে আহমাদ বিন হাম্বল*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা সৌদিআরব:১৪১২, খ.৩৯ , পৃ.৩৯১

[৯৩] মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ.১৪ , পৃ. ৪৮২; আবুল হোসাইন আসাকিরুদ্দীন মুসলিম বিন হাজ্জাজ, *সহীহু মুসলিম*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ.৭ , পৃ. ৩৩২; আবু আব্দুর রহমান আহমদ বিন সুয়াইব ইবনে আলী আননাসায়ী. *সুনানে নাসায়ী*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, , খ. ৩, পৃ ২৯৬; আহমদ বিন হুসাইন বিন আলী আলবায়হাকী, সুনানে কুবরা, মাউকাউ ইয়াসুব, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ.৭ , পৃ. ৪৫২; আহমদ বিন হুসাইন বিন আলী আলবায়হাকী মারেফাতুসসুনার ওয়াল আসার, সুনানে কুবরা, মাউকাউ ইয়াসুব, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ.১২ , পৃ. ৪৯৩

[৯৪] আবুল হোসাইন আসাকিরুদ্দীন মুসলিম বিন হাজ্জাজ, *সহিহু মুসলিম*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ.৭ , পৃ. ৩৩২; আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ বিন হাম্বল, *মুসনাদে আহমাদ বিন হাম্বল*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা সৌদিআরব:১৪১২, খ.৬ , পৃ. ৩৩

Dhaka University Institutional Repository

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

অর্থ: তোমাদের পিতারা যাকে যাকে বিয়ে করেছে, তাঁকে তাঁকে তোমরা বিয়ে কর না।[৯৫]

এর কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে স্বয়ং কুরআনেই বলা হয়েছে :

إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

অর্থ: পিতার বিয়ে করা স্ত্রীকে বিয়ে করা অত্যন্ত লজ্জাকর ও জঘন্য কাজ, গুনাহের ব্যাপার এবং বিয়ের খুবই খারাপ পথ।[৯৬]

আর পুত্রের স্ত্রীকে বিয়ে করার ব্যাপারে কুরআনের নিষেধবাণী হচ্ছে :

وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ

অর্থ: তোমাদের আপন ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রীদেরও হারাম করা হয়েছে।[৯৭]

স্ত্রীদের মা হারাম হওয়ার আয়াত হচ্ছে :

وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ

অর্থ: তোমাদের স্ত্রীদের মায়েদের হারাম করা হয়েছে।[৯৮]

আর স্ত্রীর গর্ভজাত মেয়েকে বিয়ে করা হারাম হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতের ভিত্তিতে :

وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ

অর্থ: তোমাদের সেসব স্ত্রী যাদের সাথে তোমাদের যৌন সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে তাঁদের কন্যা যারা তোমার লালন-পালনে আছে তোমাদের জন্য হারাম।[৯৯]

তবে যৌন সম্পর্ক স্থাপিত না হলে তাঁদের কন্যাকে বিয়ে করা হারাম নয়। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে :

فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

অর্থ: যদি বিয়ে করা স্ত্রীর সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপিত না হয়ে থাকে, তবে তাঁর কন্যাকে বিয়ে করায় কোন দোষ নেই।[১০০]

---

[৯৫] আল-কুরআন ৪ ঃ ২২

[৯৬] আল-কুরআন ৪ ঃ ২২

[৯৭] আল-কুরআন ৪ ঃ ২৩

[৯৮] আল-কুরআন ৪ ঃ ২৩

[৯৯] আল-কুরআন ৪ ঃ ২৩

Dhaka University Institutional Repository

এ সম্পর্কে আল্লামা ইবনে রুশদ আল-কুরতুবি বলেন :

فهؤلاء الاربع اتفق المسلمون على تحريم اثنتين منهن بنفس العقد، وهو تحريم زوجات الآباء والابناء، وواحدة بالدخول وهي ابنة الزوجة

অর্থ: এ চারজনের মধ্যে দু'জন হারাম হয়ে যায় বিয়ের আকদ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। তাঁরা হচ্ছে পিতার স্ত্রী পুত্রের জন্যে ও পুত্রের স্ত্রী পিতার জন্যে, আর একজন হারাম হয় স্ত্রীর সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপিত হলে, সে হচ্ছে স্ত্রীর অপর এক স্বামীর নিকট থেকে নিয়ে আসা কন্যা।[১০১]

সাময়িক হারাম

দ্বিতীয় অস্থায়ী ও সাময়িক হারাম। যেমন- স্ত্রীর বোন, স্ত্রীর ফুফু, খালা, ভাইজি, বোনঝি ইত্যাদি। স্ত্রী বর্তমান থাকা অবস্থায় স্ত্রীর এমন আত্নীয়কে বিবাহ করা যাদেরকে এক সাথে বিবাহ করা হারাম। যেমন আপন দুইবোনকে, ফুফু ভাইজিকে, খালা বোনজিকে ইত্যাদি। আল-কুরআন ঘোষণা করেন :

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ

অর্থ: দু'জন সহোদর বোনকে একত্রে স্ত্রীরূপে বরণ করা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ।[১০২]

এ আয়াতের ভিত্তিতে ফিক্হবিদগন নিম্নোক্ত মূলনীতি নির্ধারণ করেছেন :

إنما يحرم الجمع بين كل امرأتين بينهما قرابة محرمة

অর্থ: যে দু'জন স্ত্রীলোককে পারস্পরিক আত্নীয়তার কারণেই বিয়ে হারাম, তাঁদের দু'জনকে একজন স্বামীর স্ত্রীত্ব একত্রে বরণ করা হারাম।[১০৩]

সর্বোতভাবে যাদের সাথে বিবাহ হারাম তাঁদের সংখ্যা নিম্নরুপ ভাবে বর্ণনা করা যায় :

বংশ ও রক্ত সম্পর্ক জনিত কারণে

---

১০০ আল-কুরআন ৪ ঃ ২৩

১০১ আবুল ওয়ালীদ মুহাম্মদ বিন আহমদ ইবনে রুশদ আলকুরতুবী, *বিদায়াতুল মুজতাহেদ ও নিহায়াতুল মুকতাছেদ*, মাতবায়ায়ে মুস্তফা আলবানী, মিশর: ১৯৭৫, খ. ২, পৃ. ২৭

১০২ আল-কুরআন ৪ ঃ ২৩

১০৩ আবুল ওয়ালীদ মুহাম্মদ বিন আহমদ ইবনে রুশদ আলকুরতুবী, *বিদায়াতুল মুজতাহেদ ও নিহায়াতুল মুকতাছেদ*, মাতবায়ায়ে মুস্তফা আলবানী, মিশর: ১৯৭৫, খ. ২, পৃ. ৩৪

Dhaka University Institutional Repository

বংশের ও রক্তের সম্পর্কের কারণে সাতজন। তাঁরা হচ্ছে, মা, কন্যা, বোন, ফুফু, খালা, ভাইঝি ও বোনঝি।

বৈবাহিক ও দুগ্ধপানের কারণে

বৈবাহিক ও দুগ্ধপানের কারণে মোট সাতজন। তাঁরা হচ্ছে, দুধমা, দুধবোন, স্ত্রীর মা, স্ত্রীর পূর্বপক্ষের কন্যা ও দুই বোনকে একত্রে বিয়ে করা। পিতার স্ত্রী এবং ফুফু-ভাইঝিকে একত্রে বিয়ে করা।

এরপর আল্লাহ তা'য়ালা সেসব স্ত্রীলোককে হারাম করে দিয়েছেন, যারা বিবাহিতা, যাদের স্বামী জীবিত ও বর্তমান। মহান আল্লাহ বলেন :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ

অর্থ: স্বামীওয়ইল সুরক্ষিতা মহিলাদের বিয়ে করাও হারাম।[১০৪]

যেসব মেয়েলোককে বিয়ে করা হারাম, তাঁদের বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ তা'য়ালা ঘোষণা করেছেন :

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ

অর্থ: এ হারাম-মুহাররম স্ত্রীলোকদের ছাড়া অন্যান্য সব মেয়েলোকই বিয়ে করার জন্য তোমাদের পক্ষে হালাল করে দেয়া হয়েছে এ উদ্দেশ্যে যে, তোমরা তাঁদেরকে তোমাদের মাল-মোহরানা দিয়ে সুরক্ষিত বিবাহিত জীবন যাপনের লক্ষ্যে গ্রহণ করবে, উশৃঙ্খল যৌন লালসা পূরণের কাজে নয়।[১০৫]

আল্লাহ তা'য়ালা চান যে, মুহাররমা স্ত্রীলোকদের ছাড়া অন্যান্য মেয়েলোকদের যাকেই গ্রহণ করা হোক বিয়ের জন্য, বিয়ের মাধ্যমে রীতিমত মোহরানা দিয়ে তাঁদেরকে যেন গ্রহণ করা হয়। কেবল উশৃঙ্খল যৌন পরিতৃপ্তি লাভ ও লালসা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে যেন কেউ বিয়ে বন্ধনের বাইরে কোন নারীকে স্পর্শ পর্যন্ত ও না করে।

কাফের ও আহলে কিতাবি মেয়ে

উপরে যাদের ব্যাপারে আলোচনা করা হল তাঁদের ছাড়া আরো দু'শ্রেণীর মেয়ে বিয়ে করা সম্পর্কে আলোচনা বাকি আছে।

---

[১০৪] আল-কুরআন ৪ : ২৪

[১০৫] আল-কুরআন ৪ : ২৪

Dhaka University Institutional Repository

০১.কাফের মেয়ে

০২.মুশরিক ও আহলে কিতাব মেয়ে। কাফের মেয়ে যেমন মুসলমানদের জন্য বিয়ে করা জায়েয নয়, ঠিক তেমনি জায়েয নয় কাফের পুরুষের নিকট মুসলিম মেয়ে বিয়ে দেয়া। দ্বীনের পার্থক্যের কারণে এ ধরণের বিয়ে স্থায়ীভাবে হারাম করে দেয়া হয়েছে।

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন :

وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ

অর্থ: তোমরা মুসলমানরা কাফের মেয়েকে বিয়ের বন্ধনে বেধে রেখো না।[১০৬]

এ আয়াতের পূর্বে বলা হয়েছে :

لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ

অর্থ: মুসলিম মেয়েরা কাফেরদের জন্য হালাল নয় এবং মুসলিম পুরুষরাও অনুরূপভাবে হালাল নয় কাফের মেয়েদের জন্য।[১০৭]

এর কারণ হচ্ছে ইসলাম ও কাফেরের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা শাওকানি বলেন :

وفيه دليل على أن المؤمنة لا تحلّ للكافر

অর্থ: এ আয়াত প্রমাণ করছে যে, মুমিন-মুসলিম মেয়ে কাফের পুরুষের জন্য হালাল নয়।[১০৮]

আহলে কিতাব, ইহুদি ও নাসারা বা খৃষ্টান মেয়ে বিয়ে করার ব্যাপারটি বিস্তারিত আলোচনা সাপেক্ষ। সংক্ষিপ্ত আকারে এখানে কিছু উল্লেখ করা হল।

আল্লামা আবু বকরা জাস্‌সাস বলেন :

---

[১০৬] আল-কুরআন ৬২ ঃ ১০

[১০৭] আল-কুরআন ৬২ ঃ ১০

[১০৮] কামালুদ্দীন মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহিদ বিন হুমাম আশশাওকানি, *ফাতুহুল কাদির*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব:খ.৭, পৃ. ২০৭

Dhaka University Institutional Repository

الِاخْتِلَافُ فِي نِكَاحِ الْكِتَابِيَّةِ عَلَى أَنْحَاءَ مُخْتَلِفَةٍ ، مِنْهَا إِبَاحَةُ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ مِنْهُنَّ إِذَا كُنَّ ذِمِّيَّاتٍ ، فَهَذَا لَا خِلَافَ بَيْنَ السَّلَفِ وَفُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ فِيهِ إِلَّا شَيْئًا يُرْوَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَرِهَهُ

অর্থ: আহলে কিতাবি মেয়ে বিয়ে করার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। একটি মত হচ্ছে, আহলে কিতাবের স্বাধীন বংশজাত মেয়ে জিম্মী হলে তাঁদের বিয়ে করা মুসলিম পুরুষদের জন্য বৈধ, এতে কোন মতভেদ নেই। যদিও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (র.) তা পছন্দ করেন না, মাকরুহ মনে করেন।[১০৯]

অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (র.) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে :

إِنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأسًا بِطَعَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَيَكْرَهُ نِكَاحَ نِسَائِهِمْ

অর্থ: তিনি আহলে কিতাব লোকদের খানা খাওয়ায় কোন দোষ মনে করতেন না, তবে তাঁদের মেয়ে করাকে মাকরুহ মনে করতেন।[১১০]

তাঁর সম্পর্কে অপর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, ইহুদি ও খৃষ্টান মেয়ে বিয়ে করা সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন :

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْمُشْرِكَاتِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَلَا أَعْلَمُ مِنْ الشِّرْكِ شَيْئًا أَعْظَمَ مِنْ أَنْ تَقُولَ رَبُّهَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَهُوَ عَبْدٌ مِنْ عَبِيدِ اللَّهِ

অর্থ: আল্লাহ তা'য়ালা মুসলমানদের জন্য মুশরিক মেয়ে বিয়ে করাকে স্পষ্ট ভাষায় হারাম করে দিয়েছেন। আর মরিয়ম পুত্র ঈসাকে প্রভু বলে মনে করা অপেক্ষা বড় কোন শিরক হতে পারে বলে আমার জানা নেই। অথচ তিনি আল্লাহর অন্যান্য বান্দার ন্যায় একজন বান্দা।[১১১]

---

[১০৯] আবুবকর বিন আরাবী জাসসাস, *আহকামুল কুরআন*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ.৫ , পৃ. ২৭৪

[১১০] আবুবকর বিন আরাবী জাসসাস, *আহকামুল কুরআন*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ.৫, পৃ. ২৭৪

[১১১] আবুবকর বিন আরাবি জাসসাস, *আহকামুল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ.৫, পৃ.২৭৪

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (র.) এর উপরোক্ত আলোচনা হতে বুঝা গেল যে, আল্লাহর সাথে তাঁর সমকক্ষ হিসেবে অন্য কাউকে শরিক করা সবচেয়ে বড় শিরক। অতএব যারা এমন আকিদার-বিশ্বাস রাখবে তাঁরা নিঃসন্দেহে মুশরিক। এজন্য তাঁদের সাথে কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক করা জায়েয নেই।

হযরত মাইমুন ইবনে মাহরান (র.) হযরত ইবনে ওমর (র.) কে জিজ্ঞেস করেছিলেন :

إنّا بأرْضٍ يُخَالِطنا فِيهَا أهْلُ الكِتَابِ ، أفَنَنْكِحُ نِسَاءَهُمْ وَنَأكُلُ مِنْ طعَامِهِمْ

অর্থ: আমরা এমন জায়গায় থাকি, যেখানে আহলে কিতাবের সাথে খুবই খোলা-মেলা হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় আমরা কি তাঁদের মেয়ে বিয়ে করতে পারব? এবং তাঁদের খাবার কি খেতে পারব?

এর উত্তরে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (র.) নিম্নোক্ত দু'টি আয়াত পাঠ করেন :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الّذِينَ أوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قبْلِكُمْ

অর্থ: তোমাদের পূর্বে সেসব সতী-সাধ্বী নারী যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাঁদেরকে বিয়ে করা তোমাদের জন্য বৈধ।[১১২]

এবং

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ

অর্থ: মুশরিক মেয়ে যতক্ষন না ইসলাম কবুল করেছে, ততক্ষন তোমরা তাঁদের বিয়ে কর না।[১১৩]

প্রথম আয়াতে আহলে কিতাব মেয়ে বিয়ে করা জায়েয বলা হয়েছে, আর দ্বিতীয় আয়াতে মুশরিক মেয়ে বিয়ে করতে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করা হয়েছে। অন্য কথায়, তিনি এ ব্যাপারে নিজস্ব কোন সিদ্ধান্ত শোনালেন না। শুধু আয়াত পড়েই ক্ষান্ত হয়ে থাকলেন।

---

১১২ আল-কুরআন ৫ ঃ ৫

১১৩ আল-কুরআন ২ ঃ ২২১

Dhaka University Institutional Repository

আল্লামা আবু বকর জাসসাস (রহ.) লিখেছেন যে, একমাত্র হযরত ইবনে ওমর (র.) ছাড়া সাহাবিগণের এক বিরাট জামাত যিম্মি আহলে কিতাবি মেয়ে বিয়ে করা জায়েয মনে করতেন। তাঁদের মতে দ্বিতীয় আয়াতটি কেবলমাত্র মুশরিকদের সম্পর্কেই প্রযোজ্য, সাধারণ আহলে কিতাবদের সম্পর্কে নয়।[১১৪]

হাম্মাদ বলেন, আমি হযরত সায়িদ ইবনে জুবায়ের (র.) কে ইহুদি নাসারা মেয়ে বিয়ে করা জায়েয কিনা জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন, তাঁদেরকে বিয়ে করতে কোন দোষ নেই। তাঁকে উপরোক্ত দ্বিতীয় আয়াতটি স্মরণ করিয়ে দেয়া হলে তিনি বললেন, এ হচ্ছে মূর্তিপূজক ও অগ্নিপূজক মেয়েদের সম্পর্কে নির্দেশ, তাঁরা নিশ্চয় হারাম।[১১৫]

হযরত ওছমান ইবনে আফ্‌ফান (র.) নায়েলা বিনতে ফুরাফেসা নাম্নী এক খৃষ্টান মহিলা বিয়ে করেছিলেন। হযরত ত্বালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (র.) ও এক সিরিয় ইহুদি মেয়ে বিয়ে করেছিলেন। হাসান, ইব্রাহিম নখয়ি ও শা'বি প্রমুখ তাবেয়ি, হাদিস ও ফিকাহবিদগণও এ বিয়ে জায়েয বলে মনে করতেন।[১১৬]

কিন্তু এ পর্যায়ে হযরত ওমর ফারুক (র.) এর একটি নির্দেশ চমক লাগিয়ে দেয়। হযরত হুযায়ফা (র.) এক ইহুদি মেয়ে বিয়ে করলে তিনি তাঁকে নির্দেশ পাঠালেন (خَلِّ سَبِيلَهَا) অর্থাৎ তাঁকে ত্যাগ কর।

তখন হুযায়ফা (র.) প্রশ্ন করলেন (أَحَرَامٌ هِيَ) অর্থাৎ ইহুদি মেয়ে বিয়ে করা কি হারাম?

হযরত ওমর (র.) উত্তরে বললেন :

لا ، وَلَكِنْ أَخَافُ أَنْ تُوَاقِعُوا الْمُومِسَاتِ مِنْهُنَّ

অর্থ: হারাম নয় বটে, কিন্তু আমি ভয় করছি আহলে কিতাবি বলে তোমরা যদি তাঁদের বিয়ে কর তাহলে তোমরা তাঁদের মধ্য থেকে বদকার ও সতীত্বহীনা মেয়েকেই বিয়ে করে বসবে।[১১৭]

---

[১১৪] কামালুদ্দীন মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহিদ বিন হুমাম আশশাওকানি, *ফাতুহুল কাদির,* মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব:খ.৫, পৃ. ২৭৫

[১১৫] কামালুদ্দীন মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহিদ বিন হুমাম আশশাওকানি, *ফাতুহুল কাদির,* প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২৭৫

[১১৬] কামালুদ্দীন মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহিদ বিন হুমাম আশশাওকানি, *ফাতুহুল কাদির* ,প্রাগুক্ত: খ. ৫, পৃ.২৭৬

[১১৭] কামালুদ্দীন মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহিদ বিন হুমাম আশশাওকানী খ.২, পৃ.৩৩৭

হযরত ওমর (র.) এর উপরোক্ত নির্দেশ তাৎপর্যপূর্ণ এজন্য যে, কুরআন মাজিদে আহলে কিতাবের মধ্যে কেবলমাত্র সতী-সাধ্বী নারীদেরকেই বিয়ে করা বৈধ বলা হয়েছে। আর তাঁর জন্য দুটো শর্ত অপরিহার্য।

০১. অপবিত্র অবস্থায় পবিত্রতার জন্য গোসল করা

০২..যৌন অঙ্গকে পূর্ণরূপে সংরক্ষিত রাখা। কিন্তু আহলে কিতাবের কোন মেয়ে বিয়ের পূর্বে তার যৌন অঙ্গের পবিত্রতা রক্ষা করেছে, তা বাছাই করে নেয়া খুব সহজসাধ্য কাজ নয়। আর দ্বিতীয়ত বিয়ের পর যৌন অঙ্গকে স্বামী ছাড়া অন্য কাউকে ব্যবহার করতে না দেয়ার প্রতি কোন মেয়ের মনে দৃঢ় প্রত্যয় রয়েছে, তা জানবার কি উপায় হতে পারে? বিশেষত এ কারণে যে, আহলে কিতাব সমাজের লোকেরা এ ব্যাপারে কড়াকড়ি আরোপ করার খুব বেশি পক্ষপাতী নয়। বরং তাঁদের পারিবারিক বন্ধন শিথিল হওয়ার কারণে যৌন সংরক্ষনশীলতা নেই বললেই চলে।

এ দুটো দিক সম্পর্কে যদি নিশ্চয়তা লাভ করা সম্ভব হয়, তাহলেই একজন ঈমানদার মুসলিমের পক্ষে একজন আহলে কিতাব মেয়েকে বিয়ে করা বৈধ হতে পারে। অন্যথায় তা সাধারণ কাফের মুশরিক মেয়েদের মতোই মুসলিমদের জন্য চিরতরে হারাম।

আল্লাহতে বিশ্বাসী আহলে কিতাবরা মুশরিকদের মধ্যে গণ্য। তাই তাঁদের মেয়ে বিয়ে করাও হারাম।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায় : দেনমোহরের পরিচয়

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায় : দেনমোহরের পরিচয়

আভিধানিক পরিচয়

দেনমোহর প্রসঙ্গে আলোচনার পূর্বে দেনমোহরের শাব্দিক বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন তাই নিম্নে শাব্দিক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হল :

দেনমোহর শব্দটি দুটি শব্দের সমন্বয়। দেনা + মোহর = দেনমোহর। দেনা অর্থ কর্জ, ধার, ঋণ।[1] মোহর শব্দের অর্থ, স্বর্ণমুদ্রার সীল বা নামের ছাপ।[2]

অতএব, দেনমোহর শব্দের অর্থ দাঁড়ায় কর্জকৃত স্বর্ণমুদ্রা বা সম্পদ।

শৈলেন্দ্র বিশ্বাস[3] তাঁর সংসদ বাংলা অভিধানে দেনমোহরের পরিচয় দেন এভাবে :

মুসলমানদের বিবাহকালে স্বামীকর্তৃক স্ত্রীকে প্রদেয় যৌতুক।[4]

তবে মোহর শব্দটি মূলত আরবি। বিভিন্ন অভিধানে অর্থ করা হয়েছে নিম্নরূপ :

(المهر) বিবাহের মোহর, (أمهر المرأة) মহিলাকে মোহরের বিনিময়ে বিবাহ দিল

শব্দটি একবচন বহুবচনে (مهور مهورة)[5]

(المهر) স্ত্রীলোকের দেনমোহর। (مهور) মুহুরুন অর্থ পাঁজরের হাড়, ঘোড়ার বাচ্ছা, মাকালফল।

বহুবচনে (مهارة مهار) মিহারাতুন মিহারুন।[6]

صداق المرأة (المهر) বা মহিলাদের প্রাপ্য।[7]

---

[1] শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, *সংসদ বাংলা অভিধান*, দেবজ্যোতি দত্ত, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা, ইন্ডিয়াঃ২০০০, পৃ. ২৯৫

[2] শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, সংসদ বাংলা অভিধানঃ প্রাগুক্তঃ পৃ. ৫০৮

[3] কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাক্তন রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক

[4] শৈলেন্দ্র বিশ্বাষ, সংসদ বাংলা অভিধানঃ প্রাগুক্ত পৃ. ২৯৫

[5] আবুল ফযল মাওলানা আব্দুল হাফিয বালয়াভি (রহ.), *মিসবাহুললুগাত* (অনুবাদ ও সম্পাদনা হাবীবুর রহমান মুনির নদভ) থানভী লাইব্রেরী, চকবাজার, ঢাকাঃ ২০০৩, পৃ ৮৭৩

[6] মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, *আল কাওসার*, আধুনিক আরবি বাংলা অভিধান, মদীনা পাবলিকেশান্স, ৩৮/২, বাংলাবাজার, ঢাকাঃ ২০০৪, পৃঃ ৫৫৭

সা'দি আবু হাবিব বলেন :

وَلِلصَّدَاقِ تِسْعَةُ أَسْمَاءٍ ؛ الصَّدَاقُ ، وَالصَّدَقَةُ ، وَالْمَهْرُ ، وَالنِّحْلَةُ ، وَالْفَرِيضَةُ ، وَالْأَجْرُ ، وَالْعَلَائِقُ ، وَالْعُقْرُ ، وَالْحِبَاءُ .

অর্থ: হযরত অব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে কুদামা বলেন, দেনমোহরের নয়টি নাম রয়েছে যথা : আস-সাদাকু, আস-সাদকাতু, আল-মাহরু, আন-নিহলাতু, আল-ফারিদাতু, আল-আজরু, আল-আলায়িকু, আল-উক্বরু, আল-হিবাউ।[৮]

এর আভধানিক অর্থ, বিবাহে কন্যার প্রাপ্য যৌতুক, বিনিময় মূল্য, উপহার।[৯]

এ শব্দটির আরবিতে বেশ কয়েকটি সমার্থবোধক শব্দ রয়েছে। যেমন :

১। (الصَّدَاقُ) আস-সাদাকু। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে :

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

অর্থ: তোমরা খুশি মনে স্ত্রীদেরকে তাদের দেনমোহর দিয়ে দাও।[১০]

২। (صَدَقَةٌ) সাদাকাতুন। আরবিতে বলা হয় :

تزوجها على صداق

অর্থ: তাঁকে বিবাহ দেয়া হয়েছে নির্দিষ্ট দেনমোহরের বিনিময়ে।[১১]

৩। (النِّحْلَةُ) আন-নিহলাহ। আরবিতে বলা হয় :

نحلت المرأة مهرها

---

[৭] সা'দী আবু হাবিব, *আলকামুসুল ফিকহি,* ইদারাতুল কুরআন অউলুমিল ইসলামিয়া,৪৩৭, রেজিআই, করাচি, পাকিস্থান: ১৯৭৭, পৃ:৩৪১, এবং ইব্রারাহিম মোস্তফা – আহমদ যিয়াত– হামেদ আব্দুল কাদের–মুহাম্মদ নাজ্জার,মুজামুল অছিত,প্রকাশ দারুদদাওয়াহ, খ.২, পৃ.৮৮৯

[৮] আবু মুহাম্মদ মাউফাকুদ্দীন অব্দুল্লাহ বিন আহমাদ বিন মুহাম্মদ ইবনে কুদামা, *আলমুগনি*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ. ১৫, পৃ. ৩৩০

[৯] সংক্ষিপ্ত ইসলামি বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ তৃতীয় সংস্করণ, প্রকাশকাল, জুন ১৯৯৫, খ.২, পৃ.১৮৯

[১০] আল-কুরআন ৪ ঃ ৪

[১১] আহমেদ রবি' জাবের রুহাইলি, গালাউল মুহুর ওয়াল ইহতিসাবু আলাইহি, মাকতাবাতুল উলূম ওয়াল হিকাম, মদিনা: ১৯৯৬, পৃ. ২০

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ: আমি স্ত্রীকে দেনমোহর প্রদান করেছি।[১২]

৪। (الْأَجْرُ) আল-আজরু। বহুবচন (اجور) উজুর। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে :

فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

অর্থ: তাঁকে তাঁর নির্ধারিত হক দিয়ে দাও।[১৩]

৫। (الْفَرِيضَةُ) আল-ফারিযা। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে :

مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً

অর্থ: স্ত্রীদেরকে স্পর্শ করার আগে এবং কোন মোহর সাব্যস্ত করার পূর্বেও যদি তালাক দিয়ে দাও, তবে তাতে তোমাদের কোন গুনাহ হবে না।[১৪]

৬। (الإيتاء) বা দান করা

৭। (الطول) বা সামর্থ

৮। (الْعَلَائِقُ) আল-আলায়েক। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার সাহাবায়ে কিরামদেরকে বললেন :

أَدُّوا الْعَلَائِقَ .

অর্থ: তোমরা আলায়েকা পরিশোধ কর।

সাহাবায়েকিরামগন বললেন :

مَا الْعَلَائِقُ ؟

অর্থ: আলায়েকা কাকে বলে?

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন :

مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ الْأَهْلُونَ

অর্থ: বর এবং কনের পরিবার মিলে যে দেনমোহর নির্ধারণ করে তাঁকে আলায়েকা বলা হয়।[১৫]

---

[১২] আহমেদ রবী' জাবের রুহাইলি , প্রাগুক্ত, ২০

[১৩] আহমেদ রবি' জাবের রুহাইলি ,প্রাগুক্ত, ২০

[১৪] আল-কুরআন ২ ঃ ২৩৬

[১৫] জামালুদ্দীন, *নাসবুর রা-য়াহ ফি তাখরীজিল আহাদীসিল হিদায়:*,মাউকাউল ইসলাম, মদিনা: তা.বি, খ.৬, পৃ.১০৬

Dhaka University Institutional Repository

৯। (الْحِبَاءُ) আল-হিবাউ। স্বামী স্ত্রীকে ভালবাসার প্রতীক হিসেবে কিছু দান করা। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا

অর্থ: বিবাহের পূর্বে যদি কোন প্রস্তাবিতা স্ত্রীকে প্রস্তাবিত স্বামী কোন প্রকার অনুদান অথবা উপহার অথবা সরঞ্জাম প্রদান করে তবে তা স্ত্রীর জন্যই[১৬]

পারিভাষিক পরিচয়

দেনমোহর একটি ফরজ ইবাদত কোন সন্দেহ নেই। তাই দেনমোহর সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকা প্রত্যেকের অবশ্য কতর্ব্য। নিম্নে দেনমোহরের পরিচয় ইমামগণের মতভেদ সহকারে তুলে ধরা হল ।

আল-কামুসুল ফিক্‌হি গ্রন্থকার বলেন:

المهر: هو ما يدفعه الزوج إلى زوجته بعقد الزواج

অর্থ: বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্য স্বামী স্ত্রীকে যে সম্পদ দান করে তাঁকে দেনমোহর বলে।[১৭]

আহমাদ রাবি বলেন :

هو إسم للمال الذي يجب للمرأة في عقد النكاح في مقابلة الإستمتاع بها وفي الوطئ بشبهة أو نكاح فاسد

অর্থ: বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে স্বামী স্ত্রীকে উপভোগ, সহবাস অথবা অনুরূপ কোন উপকার লাভ করার জন্য অথবা ফাসিদ বিবাহের বিনিময়ে স্বামী স্ত্রীকে যে সম্পদ দান করে তাকে দেনমোহর বলে।[১৮]

মু'জামুল অসিত গ্রন্থকার বলেন :

المهر ما يدفعه الزوج إلى زوجته بعقد الزواج (ج) مهور ومهورة

---

[১৬] আবু আব্দুর রহমান আহমদ বিন সুয়াইব ইবনে আলী আননাসায়ি. *সুনানে নাসায়ি*, প্রাগুক্ত, খ.১১ , পৃ. ৮; আবু দাউদ সুলাইমান বিন আসয়াস, *সুনানে আবি দাউদ*, প্রাগুক্ত, খ.৬ , পৃ.২৭

[১৭] সা'দী আবু হাবীব, আল-কামূসুল ফিকহী, ইদারাতুল কুরআন ওয়াল আলইসলামিয়া,করাচি, পাকিস্থান:১৯৭৭,পৃ. ৩৪১

[১৮] আহমেদ রবী' জাবের রুহাইলি, *গালাউল মুহুর ওয়াল ইহতিসাবু আলাইহি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০,

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ: বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্য স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে যা দান করে তা হচ্ছে মোহর। বহুবচনে মুহুরুন মাহুরাতুন।[১৯]

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য করা যেতে পারে যে, স্বামী তাঁর স্ত্রীকে যে নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ বা দেনমোহর প্রদান করে চাই তা পরিমাণে কম হোক বা বেশি হোক তা স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীকে সম্মান প্রর্দশন ও বৈবাহিক সম্পর্কের পূর্ণতা লাভের জন্য।

ইসলামি শরিয়ত দেনমোহরের মাধ্যমে স্বামী স্ত্রীকে উপভোগ করা এবং উভয়ের মাঝে একটি সম্মানজনক সম্পর্কের সেতু বন্ধন করেছে। দেনমোহর প্রদানের মাধ্যমে জাহেলি যুগের মুতা বিবাহ, সাময়িক বিবাহ, ব্যাস্যাবৃত্তি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে নারীর অর্থনৈতিক অধিকার সম্মান ও সম্ভ্রমের নিশ্চয়তা প্রদান করেছে।

অতএব সার্বিক দিক বিবেচনা করে দেনমোহরের পরিচয় পাওয়া যায় নিম্নরূপ ভাবে :

ইসলামি শরিয়ত মোতাবেক বৈবাহিক সম্পর্ক পূর্ণতা লাভের জন্য স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে যে নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ প্রদান করা হয়ে থাকে তাঁকে দেনমোহর বলে।

হানাফিদের[২০] মতে

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেন :

---

[১৯] ইব্রাহিম মোস্তফা আহমদ যিয়াত হামেদ আব্দুল কাদের মুহাম্মদ নাজ্জার,*মুজামুল অছিত*,প্রকাশ দারুদদাওয়াহ, মদিনা, সৌদিআরব: ২০০৬,খ. ২, পৃ.৮৮৯

[২০] হানাফী বলতে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) কে বুঝানো হয়। তার নাম নো'মান পিতার নাম ছাবেত, নিসবাত হচ্ছে কুফি আত-তাইমি। তিনি একজন প্রতিষ্ঠিত ফকিহ, মুজতাহিদ সর্বোপরি হানাফি মাযহাবের প্রবক্তা। তার পূর্ব পুরুষগন মূলত আফগানি হলেও তিনি কুফাতে ৮০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫০ হিজরিতে কুফাতেই ইন্তেকাল করেন। কুহালা, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*: মাউকাউল ইসলাম, মদিনা:তা.বি, খ.১৩,পৃ. ১০৪

Dhaka University Institutional Repository

هُوَ مَالٌ زَائِدٌ وَجَبَ لِلزَّوْجَةِ بِإِزَاءِ احْتِبَاسِهَا عِنْدَهُ بِمَنْزِلَةِ النَّفَقَةِ

অর্থ: দেনমোহর ঐ অতিরিক্ত সম্পদ যা স্ত্রীর জন্য নির্ধারণ করা হয়। বিনিময়ে স্ত্রী স্বামীর নিকট বন্দী[২১] থাকার জন্য।[২২]

আল্লামা ইবনে আবেদিনের[২৩] মতে :

هُوَ اسْمٌ لِلْمَالِ الَّذِي يَجِبُ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ عَلَى الزَّوْجِ فِي مُقَابَلَةِ الْبُضْعِ

অর্থ: ঐ সম্পদকে দেনমোহর বলে যে সম্পদের কারণে বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে স্বামী স্ত্রীর যৌনাঙ্গে অধিকার লাভ করে ।[২৪]

হানাবিলার[২৫] নিকট দেনমোহর

হানাবেলাদের নিকট দেনমোহর সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোন সংজ্ঞা নেই। তবে আল্লামা ইবনে কুদামাহ[২৬]

---

২১ (হানাফিদের বক্তব্যের দিকে তাকালে দেখাযাবে সেখানে স্ত্রীকে স্বামীর নিকট বন্দী থাকার কথা বলা হয়েছে। আর এ বন্দী থাকার অর্থ হচ্ছে স্ত্রীর বিছানায় অন্য কাউকে জায়গা না দেয়া)

২২ মুহাম্মদ বিন আহমাদ বিন আবি সাহল শামসুল আয়িম্মা সারখাসি, *আল মাবসুত*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরবঃ ১৯৯৯, খ.৬, পৃ. ১৮৯

২৩ মুহাম্মাদ আমিন ইবনে ওমর ইবনে আব্দুল আযিয আবেদিন দেমেশকী আল-হানাফী। হানাফি মাযহাবের নির্ভরযোগ্য আলেম ও ফিকাহবিদ। জন্ম ১১৯৮ হিঃ মৃত্যু ১২৫২

২৪ ইবনু আবেদিন মুহাম্মদ আমিন বিন উমর, *দুরুল মুখতার*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা:তা.বি, খ.৯ ,পৃ ৪৯৪

২৫ হানাবিলা বলতে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রাহ.) কে বুঝানো হয়েছে। তার পূর্ণ নাম আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হাম্বল ইবনে হিলাল শাইবানি, আল-বাগদাদি, হাম্বলি মাযহাবের প্রবক্তা। তিনি বড় মাপের একজন মুহাদ্দিস ছিলেন, ১৬৪ হিজরিতে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৪১ হিজরিতে তথায় মৃত্যুবরণ করেন। কুহালা, মু'জামুল মুআল্লিফিন, প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ.১০৪

Dhaka University Institutional Repository

হানাবেলার বরাত দিয়ে বলেন :

أن المهر هو المال المفروض على الزوج للزوجة بسبب النكاح

অর্থ: বিবাহের জন্য স্বামী স্ত্রীকে যে সম্পদ দিতে বাধ্য তাঁকে দেনমোহর বলে।[২৭]

মালেকি[২৮] ও শাফেয়ি[২৯] মাযহাবের দৃষ্টিতে মোহর

هو المال الذي يجب للمرأة على الزوج في مقابل ملكه الإستمتاع بها بسبب عقد الزواج

অর্থ: মোহর ঐ সম্পদকে বলে যা স্বামী স্ত্রীকে উপভোগ করার মালিকানা অর্জনের বিনিময়ে বিবাহ বন্ধনের জন্য প্রদান করে।[৩০]

সংক্ষিপ্ত ইসলামি বিশ্বকোষে মোহরের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে এভাবে :

মুসলিম আইন অনুসারে বিবাহের চুক্তিকালে বর কর্তৃক কন্যাকে যে অর্থ দেয়া হয় তাই মোহর এবং উহা স্ত্রীর নিজস্ব সম্পত্তিরূপে গন্য হয়।[৩১]

---

২৬ আহমদ বিন কাজি আল জাবাল আহমদ বিন হাসান বিন আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন কুদামাহ আল মাকদাসি, হাম্বলি মাযহাবের অনুসারী, প্রসিদ্ধ ইবনু কুদামা, জন্ম ৬৯৩হিঃ ১৪ই রজব ৭৭১হিঃ দামেস্কে ইন্তেকাল। তিনি একজন প্রসিদ্ধ বিচারপতি ছিলেন।

২৭ শায়েখ মাহমূদ মুহাম্মদ আশ-শায়েখ, *আল-মাহরু ফিল ইসলামি বাইনাল মাযি ওয়াল হাযির,* আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, বৈরুত: ২০০৩, পৃ. ২৬

২৮ মালেকি বলতে ইমাম মালেক (রহ.) কে বুঝানো হয়েছে। পূর্ণ নাম মালেক ইবনে আনাস ইবেন মালেক ইবনে আবি আমের। তিনি প্রশিদ্ধ একজন ফকিহ ছিলেন প্রশিদ্ধ হাদিস গ্রন্থ মুয়াত্তার প্রণেতা। মালেকি মাযহাবের প্রবক্ত। ৯৩ হিজরিতে মদিনায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৭৯ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। কুহালা, মু'জামুল মুআল্লিফিন, প্রাগুক্ত, খ. ১৩পৃ.১০৪

২৯ শাফেয়ি বলতে ইমাম শাফেয়ি (রহ.) কে বুঝানো হয়েছে। পূর্ণ নাম মুহাম্মাদ ইবনে ইদ্রীস ইবনে আব্বাস ইবনে উসমান আল-কুরাশি, আশ-শাফেয়ী, আল-মক্কি। শাফেয়ি মাযহাবের প্রবক্তা। প্রশিদ্ধ চার ইমামের একজন। ১৫০ হিজরিতে ফিলিস্থিনে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২০৪ হিজরিতে মিশরে মৃত্যুবরণ করেন। কুহালা, মু'জামুল মুআল্লিফিন, প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ.১০৪

৩০ শায়েখ মাহমূদ মুহাম্মদ আশ-শায়েখ, আল-মাহরু ফিল ইসলামি বাইনাল মাযী ওয়াল হাযির, আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, বৈরুত: ২০০৩, পৃ. ২৭

এতক্ষণ ইসলামিক পন্ডিত ও চার মাযহাবের ইমামদের দৃষ্টিতে দেনমোহরের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে । উপরোক্ত আলোচনা থেকে সহজেই দেনমোহরের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। এবার কুরআন, হাদিস, ইজমা ও কিয়াসের মাধ্যমে দেনমোহরের প্রমাণ করা হবে।

দেনমোহর প্রসঙ্গে আল-কুরআন

দেনমোহর স্ত্রীর অধিকার। স্ত্রীর এ অধিকার মহান আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াত দ্বারা নিশ্চিত করেছেন। পবিত্র কুরআনের যে সকল আয়াত দ্বারা নারী মোহর পাওয়ার অধিকার সাব্যস্ত হয়েছে অথবা যেসকল আয়াত দ্বারা মোহরের সমর্থন পাওয়া যায় তা উল্লেখ্য করা হল

মহান আল্লাহ বলেন :

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

অর্থ: তোমরা খুশি মনে স্ত্রীদেরকে তাঁদের মোহর দিয়ে দাও।[৩২]

স্ত্রীদের মোহর অবশ্য পরিশোধ্য একটা ঋণ বিশেষ। এটা পরিশোধ করা অত্যন্ত জরুরী উপরন্ত অন্যান্য ওয়াজেব ঋণ যেমন সন্তুষ্ট চিত্তে পরিশোধ করা হয়, স্ত্রীর মোহরের ঋণও তেমনি হৃষ্টচিত্তে, উদার মনে পরিশোধ করা কর্তব্য।[৩৩]

মহান আল্লাহ আরো বলেন :

وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ

অর্থ: তোমরা স্ত্রীদের যে দেনমোহর প্রদান করেছ তা ফেরত নেয়ার জন্য স্ত্রীদেরকে আটকে রাখবে না।[৩৪]

আল্লামা ইবনে কাছির (রহ.) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন :

---

[৩১] সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, তৃতীয় সংস্করণ, প্রকাশকাল, জুন ১৯৯৫, খ.২,পৃ.১৮৯

[৩২] আল-কুরআন ৪ ঃ ৪

[৩৩] মুফতি মোহাম্মদ শাফি (রহ.), অনুবাদ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, তাফসিরে মা'য়ারেফুল কুরআন, সৌদি সরকার কর্তৃক সংক্ষিপ্তাকারে বাংলায় প্রকাশিত, ১৪১৩, সূরা নিসা আয়াত ৪ এর ব্যাখ্যা পৃ:২৩১

[৩৪] আল-কুরআন ৪ ঃ ১৯

Dhaka University Institutional Repository

لا تُضارّوهن في العِشرة لتترك لك ما أصدقتها أو بعضه أو حقًا من حقوقها عليك، أو شيئًا من ذلك على وجه القهر لها والاضطهاد. يعني: الرجل تكون له امرأة وهو كاره لصحبتها، ولها عليه مَهرٌ فيَضرهالتفتدي.

অর্থ: কোন কারণ বশত যদি তোমাদের স্ত্রী পছন্দ না হয় তবে তাঁদেরকে এমন ভাবে প্রেসার দিবে না যে, তাঁরা যেন তাঁদের পূর্ণ দেনমোহর বা আংশিক অথবা অন্য যে কোন ধরণের পাওনা তোমাদের কাছে ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। অথবা এমন জবরদস্তী ও জুলুম করবে না যাতে তাঁরা অসহায় অবস্থায় চলে যেতে হয়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কোন একলোক তাঁর স্ত্রীর সংস্পর্শ পছন্দ করতেছিল না অথচ স্ত্রী তাঁর কাছ থেকে দেনমোহর পাবে সে এমন চাপ সৃষ্টি করল যে, স্ত্রী দেনমোহর চাওয়ার সুযোগই পেল না। এ অবস্থা থেকে মোমেনা নারীদেরকে মুক্তি দেয়ার জন্য আল্লাহ তা'য়ালা এ আয়াত নাযিল করেন।[৩৫]

তিনি আরো বলেন :

وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا

অর্থ: যদি তোমরা এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী পরিবর্তন করতে চাও এবং তাঁদের একজনকে প্রচুর ধন-সম্পদ প্রদান করে থাক, তবে তা থেকে কিছুই ফেরত গ্রহণ কর না।[৩৬]

উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনে কাছির (রহ.) বলেন :

إذا أراد أحدكم أن يفارق امرأة ويستبدل مكانها غيرها، فلا يأخذن مما كان أصدق الأولى شيئاً، ولو كان قنطارا من مال. وفي هذه الآية دلالة على جواز الإصداق بالمال الجزيل، وقد كان عمر بن الخطاب نهى عن كثرة الإصداق، ثم رجع عن ذلك

قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو خَيْثَمَةَ، حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني محمد بن عبد الرحمن، عن المجالد بن سعيد، عن الشعبي، عن مسروق، قال: ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله ثم قال: أيها الناس، ما إكثاركم في

[৩৫] ইমামুদ্দীণ আবুল ফেদা ইসমাইল ইবনে উমর ইবনে কাছির, তাফসীরে ইবনে কাছির, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ. ২, পৃ.২৪১

[৩৬] আল-কুরআন ৪ ঃ ২০

Dhaka University Institutional Repository

صُدُق النساء وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإنماالصدقات فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك. ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرامة لم تسبقوهم إليها. فلا أعرفنّ ما زاد رجل في صداق امرأة على أربعمائة درهم قال : ثم نزل

فاعترضته امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين، نَهَيْتَ النـاس أن يزيدوا النساء صداقهم على أربع مائة درهم؟ قال: نعم. فقالت: أما سمعت ما أنزل الله في القرآن؟ قال: وأي ذلك؟ فقالت: أما سمعت الله يقول: وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا

قال: فقال: اللهم غَفْرًا، كُلّ الناس أفقه من عمر. ثم رجع فركب المنبر فقال: إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صداقهن على أربعمائة درهم، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب.

অর্থ: উল্লেখিত আয়াতে কারিমার মাধ্যমে পরিস্কার ভাবে বুঝা যায় যে, যদি তোমরা একজন স্ত্রীকে তালাক দিয়ে অন্য কোন মহিলাকে বিবাহ করবে তবে প্রথম মহিলাকে যে দেনমোহর তোমরা প্রদান করেছ তা ফেরত নিতে পারবে না যদিও তা যত বেশী পরিমাণ সম্পদই হউক না কেন? এ আয়াত আরো প্রমাণ করতেছে যে, যত বেশী সম্পদ পরিমাণ দেনমোহর নির্ধারণ করা হউক না কেন তা বৈধ।

একদা হযরত ওমর ফারুক (র.) অধিক পরিমাণে দেনমোহর নির্ধারণ করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন অতপর তাঁর এ উক্তি থেকে তিনি আবার প্রত্যাবর্তন করেন।

প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে নিন্মরুপ :

হযরত হাফেজ আবু ইউলা বর্ণনা করেন যে, আমার কাছে আবু খাইসামা বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমার কাছে ইয়াকুব বিন ইব্রাহিম বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমার কাছে আমার পিতা ইব্রাহিম বলেন, তিনি ইবনে ইসহাক থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমার কাছে বর্ণনা করেন মোহাম্মদ ইবনে আব্দুর রহমান তিনি মুজালেদ ইবনে সা'য়িদ থেকে তিনি মাসরুক থেকে, তিনি বলেন হযরত ওমর (র.) রাসূল (স.) এর মিম্বারে আরোহণ করে বললেন :

Dhaka University Institutional Repository

হে মানব সকল ! তোমাদের কি হল যে, তোমরা মহিলাদের দেনমোহর বেশী বেশী পরিমাণে নির্ধারণ করতেছ? অথচ নবি করিম (স.) এবং তাঁর সাহাবিগণ (র.) এতবেশী দেনমোহর নির্ধারণ করেন নি।
অথচ রাসুল (স.) ও তাঁর সাহাবিদের (র.) মাঝে দেনমোহর চারশত দিরহামের বেশী ছিল না। যদি অধিক পরিমাণে দেনমোহর নির্ধারণ করা আল্লাহর নিকট তাকওয়া ও সম্মানের হত তবে কি রাসুল (স.) ও তাঁর সাহাবি (র.) এ ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করতে না? অবশ্যই বেশী বেশী দেনমোহর নির্ধারণ করতেন। আমার এটি জানা নেই যে, কোন ব্যক্তি রাসুল (স.) এর যামানায় চারশত দেরহামের অতিরিক্ত দেনমোহর নির্ধারণ করেছেন।
এ কথা বলে হযরত ওমর (র.) মিম্বার থেকে নেমে গেলেন।

কোরাইশ বংশের এক মহিলা এ বক্তব্যের প্রতিবাদ করে বললেন : হে আমিরুল মুমিনিন ! আপনি নাকি লোকদেরকে চারশত দেরহামের অধিক পরিমাণে দেনমোহর নির্ধারণ করতে নিষেধ করেছেন? জবাবে ওমর (র.) বললেন হ্যাঁ।

প্রতিবাদে মহিলা বললেন আপনি কি আল্লাহ তা'য়ালার ঐ বাণী শুনেন নি? বলে উল্লেখিত আয়াতে কারিমা মহিলা পাঠ করে শুনালেন। "তোমরা যদি এক স্ত্রীর পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করতে চাও তবে প্রথম স্ত্রীকে যদি ক্বিনতার পরিমাণ সম্পদও দানকরে থাক তবে তা ফেরত নিবে না। তোমরা কি তাঁদেরকে অপবাদ ও প্রকাশ্যে গুনাহের কথা বলে তা ফেরত নিবে তবে তা বড়ই খারাপ কাজ"।

রাবি বলেন, মহিলার এ প্রতিবাদ শুনে হযরত ওমর ফারুক (র.) বলেন, হে আল্লাহ ! আপনি আমাকে ক্ষমা করে দেন, আমি ভূল করে ফেলেছি। সকল মানুষ যদি ওমরের চেয়ে বেশী সমজদার হতে কতই না ভালহত।

অতপর ওমর (র.) তাঁর উল্লেখিত বক্তব্য প্রত্যাহার করার জন্য মিম্বরে উঠে বললেন, হে লোক সকল! আমি তোমাদেরকে দেনমোহর চারশত দেরহামের অধিক নির্ধারণ করার জন্য নিষেধ করেছিলাম। এখন

Dhaka University Institutional Repository

আমি আমার সে বক্তব্যকে প্রত্যাহার করে নিলাম। এখন থেকে যে যার ইচ্ছামত দেনমোহর নির্ধারণ করতে পার এতে কোন বাঁধা নেই।[৩৭]

তিনি অন্যত্র বলেন :

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

অর্থ: উপরে বর্ণিত নিষিদ্ধ নারী ব্যতীত তোমাদের জন্য সব নারী হালাল করা হয়েছে, শর্ত এই যে, তোমরা তাঁদেরকে স্বীয় অর্থের বিনিময়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতে চাবে, ব্যভিচারের জন্যে নয়। তাঁদের মধ্য থেকে যাকে তোমরা ভোগ করবে, তাঁকে তাঁর নির্ধারিত হক, (দেনমোহর) দিয়ে দাও।[৩৮]

উপরোক্ত আয়াতে কারিমাতে তিন ধরণের নারীদের বিবাহ করতে নিষেধ করা হয়েছে। তা হচ্ছে ক. বংশগত হারাম নারী যেমন মা, বোন, ফুফু, খালা ইত্যাদি খ. দুধের কারণে হারাম নারী যেমন, দুধমা, দুধবোন ইত্যাদি গ. বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে হারাম ।

শেষোক্ত এক প্রকার অর্থ্যাৎ পর স্ত্রী যতক্ষণ পর্যন্ত পরের স্ত্রী থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত হারাম।[৩৯]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে কাছির বলেছেন :

وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ أي: وادفعوا مهورهن بالمعروف، أي: عن طيب نفس منكم، ولا تبخسوا منه شيئًا استهانة بهن؛ لكونهن إماء مملوكات

অর্থ: তোমরা সৎভাবে স্ত্রীদের দেনমোহর পরিশোধ কর। ভালভাবে স্ত্রীদের দেনমোহর পরিশোধ কর মানে তোমাদের মনের খুশিতে তা প্রদান করবে। তা প্রদান করতে কোন প্রকার তুচ্ছ তাচ্ছিল্ল বা বখিলি করবে না। কেননা এ মালের সম্পূর্ণ মালিকানা তাঁর নিজের। [৪০]

তিনি আরো বলেন :

---

[৩৭] ইমামুদ্দীণ আবুল ফেদা ইসমাইল ইবনে উমর ইবনে কাছির, তাফসিরে ইবনে কাছির, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ.২৪৪

[৩৮] আল-কুরআন ৪ ঃ ২৪

[৩৯] হযরত মাওলানা মুফতি মোহাম্মদ শাফি (রহ.), অনুবাদ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, তাফসিরে মা'য়ারেফুল কুরআন, সৌদি সরকার কর্তৃক সংক্ষিপ্তাকারে বাংলায় প্রকাশিত, প্রকাশ ১৪১৩ হিজরী, পৃ:২৪১

[৪০] ইমামুদ্দিণ আবুল ফেদা ইসমাইল ইবনে উমর ইবনে কাছির, তাফসিরে ইবনে কাছির, প্রাগুক্ত, খ. ২,পৃ. ২৪৯,

فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ

অর্থ: তোমরা ক্রীতদাসীদেরকে তাঁদের মালিকের অনুমতিক্রমে বিয়ে কর এবং নিয়ম অনুযায়ী তাঁদেরকে মোহরানা প্রদান কর এমতাবস্থায় যে, তাঁরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে-ব্যভিচারিণী কিংবা উপ-পতী গ্রহণকারী হবে না।[৪১]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসিরে ইবনে কাছিরে বলা হয়েছে যে

فَانْكِحُوهُنَّ أي: المملوكات بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ أي: سيدهن واحدا أو متعددا. وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ أي: ولو كن إماء، فإنه كما يجب المهر للحرة فكذلك يجب للأمة. ولكن لا يجوز نكاح الإماء إلا إذا كن مُحْصَنَاتٍ أي: عفيفات عن الزنا غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ أي: زانيات علانية.

فالحاصل أنه لا يجوز للحر المسلم نكاح أمة إلا بأربعة شروط ذكرها الله: الإيمان بهن والعفة ظاهرا وباطنا، وعدم استطاعة طول الحرة، وخوف العنت، فإذا تمت هذه الشروط جاز له نكاحهن.

অর্থ: অতপর তোমরা তাঁদেরকে বিবাহ কর (দাসীদেরকে) তাঁদের পরিবারের অনুমোদনক্রমে (দাসীদের মালিকদের, মালিক একক হতে পারে আবার একাধীকও হতে পারে) অতএব তোমরা তাঁদের দেনমোহর নিয়ম মাফিক পরিশোধ কর (যদিও স্ত্রী দাসী হউক না কেন? স্বাধীন নারীর ক্ষেত্রে যেমন দেনমোহর ফরজ অনুরুপ ভাবে দাসীর ক্ষেত্রেও দেনমোহর ফরজ পাশাপাশি ঐ সকল দাসীদের ব্যতীত বিবাহ করা জায়েজ নাই যারা) সতীনারী (যিনা থেকে মুক্ত, ঐ সকল নারীদের বিবাহ করা জায়েজ নাই যারা) সতিনয় (যারা প্রকাশ্যে যিনায় লিপ্ত)।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, কোন স্বাধীন মুসলামানের পক্ষে চারটি শর্ত পাওয়া না গেলে কোন দাসীকে বিবাহ করা জায়েয নাই।

---

[৪১] আল-কুরআন ৪ ঃ ২৫

শর্তগুলো হচ্ছে

ক. মুমিনা হতে হবে।

খ. প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে তাঁকে পবিত্রা হতে হবে। যিনাকারীনি হবে না।

গ. স্বাধীনতা লাভ করতে অক্ষম হতে হবে। এবং

ঘ. ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার ভয় থাকতে হবে। যদি উল্লেখিত চারটি শর্ত একটি দাসীর মধ্যে পাওয়া যায় তবেই কেবল তাঁকে বিবাহ করা বৈধ অন্যথায় নয়।[৪২]

তিনি অন্যত্র আরো বলেন :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

অর্থ: মুলমান ও আহলে কিতাব বংশের সতীত্ব পবিত্রতাসম্পন্না মহিলারাও তোমাদের জন্য হালাল, যদি তোমরা তাঁদের মোহরানা আদায় করে বিবাহ কর।[৪৩]

তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে স্বাধীন পবিত্রা মুমিন মহিলাদের এবং ঐ সকল স্বাধীন পবিত্রা মহিলাদেরকে ইতিপূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছে অর্থ্যাৎ ইয়াহুদি এবং নাসারা। উপরোক্ত মহিলাদের বিবাহ করার জন্য শর্তারোপ করা হয়েছে যে, তোমরা যখন তাঁদেরকে দেনমোহর পরিশোধ করবে। আর যে ব্যক্তি মোহর না দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয় তবে তাঁদের জন্য উপরোক্ত মহিলাদের বিবাহ করা জায়েয নাই। তবে হ্যাঁ যদি স্ত্রীর মধ্যে উপযুক্ততা পাওয়া নাযায় তবে তাঁর মোহর তাঁর বৈধ অভিভাবককে প্রদান করবে।

উপরোক্ত আলোচনা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, দেনমোহর কেবল স্ত্রীকেই প্রদান করতে হবে এবং এটা শুধুমাত্র তাঁরই মালিকানা অন্য কারো এর মধ্যে কোন খবরদারি নাই তবে স্ত্রী যদি তাঁর অভিভাবক বা স্বামীকে স্বেচ্ছায় কিছু প্রদান করে তা ভিন্ন।[৪৪]

---

[৪২] আল্লামা শাইখ আব্দুর রহমান বিন নাসের আস সা'দী, *তাফসিরুল কারিমির রাহমান*, মাকতাবাতুররুশদ,রিয়াদ, সৌদি আরব: ৭ম সংস্করণ ১৪৩০, পৃ. ১৭৪

[৪৩] আল-কুরআন ৫ ঃ ৫

[৪৪] আল্লামা শাইখ আব্দুর রহমান বিন নাসের আস সা'দি, *তাফসীরুল কারিমির রাহমান*, মাকতাবাতুররুশদ,রিয়াদদ, সৌদি আরব: ৭ম সংস্করণ,১৪৩০, পৃ. ২২২

Dhaka University Institutional Repository

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً

অর্থ: স্ত্রীদেরকে স্পর্শ করার আগে এবং কোন মোহর সাব্যস্ত করার পূর্বেও যদি তালাক দিয়ে দাও, তবে তাতে তোমাদের কোন গুনাহ হবে না।[৪৫]

তিনি আরো বলেন :

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ

অর্থ: যদি তোমরা স্ত্রীদেরকে মোহর সাব্যস্ত করার পর স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিয়ে দাও, তাহলে যে মোহর সাব্যস্ত করা হয়েছে তাঁর অর্ধেক দিয়ে দিতে হবে।[৪৬]

আলোচ্য আয়াতে কারিমার প্রাসঙ্গিক বিষয় নিন্মরুপ : মোহর ও স্ত্রীর সাথে নির্জনবাস ও সহবাসের প্রেক্ষিতে তালাকের বারটি অবস্থা নির্ধারিত হয়েছে । তম্মধ্যে এ আয়াতে দুটি অবস্থার হুকুম বর্ণিত হয়েছে।

একটি হচ্ছে এই, যদি মোহর ধার্য করা না হয়

দ্বিতীয়টি , মোহর ধার্য করা হয়েছে ঠিকই কিন্তু স্ত্রীর সাথে নির্জনবাস বা সহবাস হয়নি।

তৃতীয়তঃ মোহর ধার্য হয়েছে এবং সহবাসও হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ধার্যকৃত মোহর সম্পূর্ণই পরিশোধ করতে হবে।

চতুর্থতঃ মোহর ধার্য করা হয়নি, অথচ সহবাসের পর তালাক হয়েছে। এক্ষেত্রে স্ত্রীর পরিবারে প্রচলিত মোহর পরিশোধ করতে হবে।

আলোচ্য আয়াতে প্রথম দুই অবস্থার আলোচনা রয়েছে।

---

[৪৫] আল-কুরআন ২ ঃ ২৩৬

[৪৬] আল-কুরআন ২ ঃ ২৩৭

Dhaka University Institutional Repository

তন্মধ্যে প্রথম অবস্থার নির্দেশ হচ্ছে, মোহর কিছুই ওয়াজিব নয়। তবে নিজের পক্ষ থেকে স্ত্রীকে কিছু দিয়ে দেয়া স্বামীর কর্তব্য। নূন্যপক্ষে এক জোড়া কাপড়। কুরআন মজিদ প্রকৃত পক্ষে কোন পরিমাণ নির্ধারণ করেনি। অবশ্য একথা বলা হয়েছে যে, ধনী ব্যক্তিদের পক্ষে তাঁদের মর্যাদানুযায়ী দেয়া উচিত, যাতে অন্যেরা অনুপ্রানিত হয় যে, সামর্থবান লোক এহেন ব্যাপারে কার্পণ্য করে না। হযরত হাসান (র.) এমনি এক ব্যাপারে বিশ হাজারের উপঢৌকন দিয়েছিলেন। আর কাযি শোরাইহ পাঁচশত দেরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) দিয়েছেন। হযরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, নিম্নতম পরিমাণ হচ্ছে একজোড়া কাপড়।[৪৭]

মহান আল্লাহ আরো বলেন :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ

অর্থ: হে নবি ! যে সকল স্ত্রীদের আপনি দেনমোহর প্রদান করেছেন তাঁরাই কেবল আপনার জন্য হালাল অন্যরা নয়।[৪৮]

উল্লেখিত আয়াত সমুহে বিয়ে ও তালাক সংশ্লিষ্ট এমন সাতটি হুকুমের আলোচনা রয়েছে যেগুলো কেবল রাসুল (স.) এর জন্য খাস। এবং এরুপ বিশেষীকরণ রাসুল (স.) এর স্বতন্ত্র মর্যাদা ও বিশেষ সম্মানের পরিচায়ক। এগুলোর মধ্যে কতক হুকুম তো এমন যে, রাসুলুল্লাহর (স.) এর সাথে সেগুলোর বিশেষী করণ একেবারে স্পষ্ট ও দীপ্তিমান। আবার কতকগুলো এমন সেগুলো যদিও সমগ্র মুসলমানের প্রতি প্রযোজ্য কিন্তু তাতে এমন কিছু ছোট খাটো শর্তাবলী রয়েছে যা কেবল রাসুল (স.) এর জন্যই নির্দিষ্ট। এর মধ্যে প্রথম হুকুমটি আমাদের আলোচ্য আয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট বিধায় উল্লেখ করা হল :

আমি আপনার জন্য আপনার বর্তমান স্ত্রীগণকে যাদের মোহরানা আদায় করে দিয়েছেন তাঁদেরকে হালাল করে দিয়েছি। এ হুকুম বাহ্যত সমস্ত মুসলমানদের জন্য প্রযোজ্য। কিন্তু এতে বিশেষী করণের কারণ এই যে, আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সময় মহানবির (স.) সহিত পরিণয় সুত্রে আবদ্ধ চারের অধিক স্ত্রী ছিলেন। কিন্তু সাধারণ মুসলমানগণের পক্ষে একসঙ্গে চারের অধিক স্ত্রী রাখা হালাল নয়। সুতরাং তাঁর জন্যে এক সাথে চারের অধিক স্ত্রী হালাল করে দেয়া তাঁরই বৈশিষ্ট ছিল। এ আয়াতে বলা হয়েছে যাদেরকে আপনি দেনমোহর দিয়েছেন এটা হালাল হওয়ার শর্ত নয় বরং বাস্তব ঘটনা প্রকাশ মাত্র যে, যত মহিলা নবিজি

[৪৭] হযরত মাওলানা মুফতি মোহাম্মদ শাফি (রহ.), অনুবাদ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, তাফসিরে মা'য়ারেফুল কুরআন, সৌদি সরকার কর্তৃক সংক্ষিপ্তাকারে বাংলায় প্রকাশিত, প্রকাশ ১৪১৩, পৃ:১৩১

[৪৮] আল-কুরআন ৩৩ ঃ ৫০

(স.) এর সাথে পরিনয় সুত্রে আবদ্ধ হয়েছেন নবিজি (স.) তাঁদের সকলের মোহরানা নগদ আদায় করে দিয়েছেন বাকি রাখেননি। তাঁর (স.) স্বভাবই এরূপ ছিল যে, যে জিনিস আদায়ের দায়িত্ব তাঁর উপর আরোপিত ছিল তা কালবিলম্ব না করে সঙ্গে সঙ্গে আদায় করে দায়িত্বমুক্ত হয়ে যেতেন। এ ঘটনা প্রকাশের মাঝে সাধরণ মুসলমানদের জন্য তাঁর প্রেরণা রয়েছে।[৪৯]

তিনি আরো বলেন :

قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ

অর্থ: মুমিনগণের স্ত্রী ও দাসীদের ব্যাপারে যা নির্ধারিত করেছি তা আমার জানা আছে।[৫০]

উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন তাফসিরে তাইছিরুল কারিমির রাহমানে নিম্নরুপ :

قد علمنا ما على المؤمنين، وما يحل لهم، وما لا يحل، من الزوجات وملك اليمين. وقد علمناهم بذلك، وبينا فرائضه.فما في هذه الآية، مما يخالف ذلك، فإنه خاص لك، لكون الله جعله خطابًا للرسول وحده

অর্থ: অতপর আমরা মুমিনদের বিবাহের বিধানাবলী সম্পর্কে অবগত হলাম। আমরা জানলাম যে, স্ত্রী ও অধীনস্ত দাসীদের ক্ষেত্রে আমাদের হালাল হারাম সম্পর্কে এবং এতদসংক্রান্ত আবশ্যকতার ব্যাপারে। এ আয়াতের মাঝে এমন কিছু বিধানও বর্ণনা করা হয়েছে যা কেবল মাত্র রাসূল (স.) এর জন্য নির্দিষ্ট।

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

অর্থ: এ সকল নারীদেরকে তাঁদের প্রাপ্য মোহরানা দিয়ে বিয়ে করলে তোমাদের কোন অপরাধ হবে না।[৫১]

মুহাজির মুসলমান নারীর বিবাহ তাঁর কাফের স্বামীর হতে ভঙ্গ হয়ে গেছে। এই আয়াতে তাঁরই পরিশিষ্ট বর্ণনা করা হয়েছে, এখন মুসলমান পুরুষের সাথে তাঁর বিবাহ হতে পারে। যদিও প্রাক্তন কাফের স্বামী জীবিত থাকে এবং তালাকও না দেয়। আলোচ্য আয়াতে "যখন তোমরা তাঁদের দেনমোহর পরিশোধ কর"

---

[৪৯] হযরত মাওলানা মুফতি মোহাম্মদ শাফি (রহ.), অনুবাদ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, তাফসীরে মা'য়ারেফুল কুরআন, প্রাগুক্ত, পৃ.১০৮৭

[৫০] আল-কুরআন ৩৩ ঃ ৫০

[৫১] আল-কুরআন ৬০ ঃ ১০

Dhaka University Institutional Repository

শর্তরুপে উল্লেখিত হয়েছে। অর্থ্যাৎ তোমরা এই নারীদেরকে মোহরানা দিয়ে দেয়ার শর্তে বিবাহ করতে পার। এটা প্রকৃতপক্ষে বিবাহের শর্ত নয়, তবে বিবাহের কারণে মোহরানা আদায় করা ওয়াজিব অবশ্যই। এখানে একে শর্তরুপে উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত: এই যে, এই মাত্র এক মোহরানা কাফের স্বামীকে ফেরত দেয়ানো হয়েছে । কাজেই বিবাহকারী মুসলমান মনে করতে পারে যে, নতুন মোহরানা দেয়ার আর আবশ্যকতা নেই। এই ভ্রান্তি দুর করার জন্যে বলা হয়েছে যে, বিগত মোহরানার সম্পর্ক বিগত বিবাহের সাথে ছিল। এটা নতুন বিবাহ, কাজেই এর জন্যে নতুন মোহরানা অপরিহার্য।[৫২]

মহান আল্লাহ আরো বলেন :

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ

অর্থ: হযরত শোআইব (আ.) মূসা (আ.)কে বললেন, আমি আমার এই কন্যাদ্বয়ের (সফুরা ও লিয়া/শারকা, ইবনে কাছির) একজনকে তোমার কাছে বিবাহে দিতে চাই এই শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার চাকুরি করবে।[৫৩]

হযরত মূসা (আ.) এর কাছে কোন ধন-সম্পদ না থাকার কারণে হযরত শো'আইব (আ.) আট বছরের পরিশ্রমকেই মোহর হিসেবে ধার্য্য করেছিলেন। তাফসিরের কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে :

على أن تكون أجيراً لي ثماني سنين . قال الفراء : يقول : على أن تجعل ثوابي أن ترعى غنمي ثماني سنين ،

অর্থ: আমি তোমার কাছে আমার এ মেয়ে দুটির একটিকে বিয়ে দিতে চাই বিনিময়ে তুমি আমাকে আট বছর শ্রমদিবে বা আমার কামলা খাটবে।[৫৪] অর্থ্যাৎ বিবাহের বিনিময়ে তুমি আমার শ্রমিক হিসেবে আট বছর কাজ করবে।

---

[৫২] হযরত মাওলানা মুফতি মোহাম্মদ শাফি (রহ.), অনুবাদ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, তাফসিরে মা'য়ারেফুল কুরআন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬৩

[৫৩] আল-কুরআন ২৮ : ২৭

[৫৪] কামালুদ্দীন মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহিদ বিন হুমাম আশশাওকানি, *ফাতুহুল কাদির*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব:খ. ৫, পৃ. ৪০০

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম ফাররা বলেন, হযরত শোয়াইব (আ.) বলেছেন মুছা (আ.) কে লক্ষ করে যে, তুমি আমার এ মেয়ে দুটির যেটিকে পছন্দ কর সেটিকেই তোমার কাছে বিয়ে দেয়া হবে বিনিময়ে তুমি আমার গৃহস্থালী পশু পালন করবে আট বছর।

তাফসিরু ফাতহিল ক্বাদিরের অনুরুপ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তাবারি শরিফের উল্লেখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় শাব্দিক কিছু পার্থক্য ব্যতীত অন্য কিছুই পাওয়া যায় না।

উল্লেখিত আয়াতের সামান্য ভিন্নরকম ব্যাখ্যা পাওয়া যায় নিম্নভাবে :

إِنِّـي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابنتى هَاتَيْنِ على أن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ يعني : أزوجك إحدى ابنتي على أن ترعى غنمي ثمان سنين ، وهذا الحكم فيهذه الأمة جائز أيضاً ، لو تزوج الرجل المرأة على أن يرعى غنمها كذا وكذا سنة ، أو يرعى غنم أبيها ، يجوز النكاح ، ويكون ذلك مهراً لها

অর্থ: আমার এ দুটি মেয়ের একটিকে তোমার কাছে বিয়ে দিব এ শর্তে যে, আট বছর তুমি আমার ছাগল চড়াবে। আর এ হুকুমটি বর্তমানে উম্মতে মুহাম্মদির উপরও বর্তাবে। কোন ব্যক্তি যদি তাঁর মেয়েকে কোন পুরুষের সাথে এ বলে বিয়ে দেয় যে, সে ঐ মহিলার এতদিন পর্যন্ত এতটি ছাগল চড়াবে বা মহিলার বাবার ছাগল চড়াবে তাহলেও বিবাহ বৈধ হবে। এবং শ্রমের বিনিময়ে দেনমোহর নির্ধারণ করাও চলবে।[৫৫]

যদি উল্লেখিত আয়াতগুলোর দিকে তাকানো হয় তবে দেখা যাবে, সকল আয়াতের মাধ্যমে দেনমোহর পরিশোধ করার ব্যাপারে আদেশ করা হয়েছে। দেখাগেছে কোন আয়াতে মুমেন স্বাধীনপুরুষ মুমেনা স্বাধীনা মহিলাকে বিবাহের ক্ষেত্রে দেনমোহরের আদেশ করা হয়েছে, আবার কোথাও মুমেন স্বাধীনপুরুষ মুমেনা দাসীকে বিবাহের ক্ষেত্রে দেনমোহর আদায়ের আদেশ করেছেন, আবার কোথাও দাসীদেরকে বিবাহের ক্ষেত্রেও দেনমোহরের আদেশ করা হয়েছে এমনকি সয়ং নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকেও বলা হয়েছে যে সকল স্ত্রীদেরকে আপনি দেনমোহর প্রদান করেছেন কেবল তাঁরাই আপনার

---

[৫৫] আবু লাইস নসর বিন মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন ইব্রাহিম সামরকান্দি, *তাফসিরে বাহরিল উলুম*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ. ৩. পৃ. ৩১৫

Dhaka University Institutional Repository

জন্য হালাল অন্যরা নয়। আমরা শেষের দিকে এসে লক্ষ্য করেছি যে, হুজুর পাক (স.) এর নবুওয়াতের পূর্বেও দেনমোহরের ব্যাপারে কত সুন্দরভাবে আল্লাহ পাক আদেশ করেছেন।

সর্বোপরী যে সিদ্ধান্তে উপনিত হওয়া যায় যে, আল-কুরআন দ্বারা প্রমাণিত দেনমোহর একটি ফরজ এবাদত যা বান্দার সাথে সংশ্লিষ্ট এটা পরিশোধ করতেই হবে।

এবার হাদিসের মাধ্যমে প্রমাণ করা যাক যে, দেনমোহর অবশ্য পালনীয় অলংঙ্ঘনীয় :

দেনমোহর প্রসঙ্গে আল-হাদিস

পবিত্র কুরআনের সাথে সাথে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদিস দ্বারাও দেনমোহর অকাট্যভাবে প্রমাণিত। দেনমোহর আদায়ের ব্যাপারে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বামীদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, উৎসাহ প্রদান করেছেন, অনাদায়ে তিরস্কার করেছেন, পরকালের ভয় দেখিয়েছেন। যার প্রমাণ নিম্নে উপস্থাপন করা হবে ইনশাআল্লাহ :

দেনমোহরকে বিবাহের অবশ্য পূরণীয় শর্ত বলা হয়েছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

অর্থ: বিবাহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হচ্ছে যার মাধ্যমে তোমরা স্ত্রীর যৌনাঙ্গ নিজের জন্য হালাল করে নাও। আর তা হচ্ছে দেনমোহর।[৫৬]

---

৫৬ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল বুখাফর, *সহিহুল বুখারি*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরবঃ তা.বি, খ.৯ , পৃ.২৩৮ মুহাম্মদ বিন ইসা বিন দেহাক বিন তিরমিযি, *সুনানুততিরমিযি*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরবঃ তা.বি, খ.৪ , প,৩৩০; আবু আব্দুর রহমান আহমদ বিন সুয়াইব ইবনে আলি আননাসায়ি. *সুনানে নাসায়ি*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরবঃ তা.বি, , খ. ১০, পৃ.৪১১ ; আবু দাউদ সুলাইমান বিন আসয়াস, *সুনানে আবি দাউদ*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরবঃ তা.বি, খ.৬ , পৃ.৪০ ; আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ বিন হাম্মল, *মুসনাদে আহমাদ বিন হাম্বল*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা সৌদিআরবঃ১৪১২, খ.৩৫ , পৃ. ১৭৪; আহমদ বিন হুসাইন বিন আলী আলবায়হাকি, সুনানে কুবরা, মাউকাউ ইয়াসুব, মদিনা, সৌদিআরবঃ তা.বি, খ. ৭, পৃ.২৪৮

Dhaka University Institutional Repository

তিনি অন্যত্র বলেন "যদি কোন ব্যক্তি দেনমোহর নির্ধারণের মাধ্যমে কোন নারীকে বিয়ে করে, অথচ আল-াহ তা'য়ালা ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জানেন যে, তাঁর অন্তরে স্ত্রীকে দেনমোহর আদায়ের বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই, তাহলে সে আল্লাহর নামে ঐ মহিলার সাথে প্রতারণা করল এবং অবৈধ ভাবে তাঁর লজ্জাস্থানের মালিক হল, এ কারণে সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে ব্যভিচারীরূপে উপস্থিত হবে।[৫৭]

তিনি অন্যত্র বলেন :

أيما رجل تزوج امرأة بما قل من المهر أو كثر ليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها ، خدعها ، فمات ولم يؤد إليها حقها ، لقي الله يوم القيامة وهو زان

অর্থ: যে ব্যক্তি কোন নারীকে কম অথবা বেশি দেনমোহরে বিয়ে করল অথচ তাঁর অন্তরে স্ত্রীর মোহরের হক আদায়ের ইচ্ছা নেই, তাহলে সে তাঁর সাথে প্রতারণা করল। এখন যদি সে স্ত্রীর হক অনাদায়ী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তাহলে কিয়ামতের দিন সে ব্যভিচারীরূপে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে।[৫৮]

বিয়ের পর বাসরের পূর্বেই রাসুল (স.) দেনমোহর পূর্ণ বা আংশিক পরিশোধ করার ব্যাপারে কত সুন্দর উৎসাহ প্রদান করেছেন।

আল্লাহর নবি বলেন :

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ عَلِيًّا لَمَّا تَزَوَّجَ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَمَنَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ لِي شَيْءٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطِهَا دِرْعَكَ فَأَعْطَاهَا دِرْعَهُ ثُمَّ دَخَلَ بِهَا

---

[৫৭] আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ বিন হাম্বল, *মুসনাদে আহমাদ বিন হাম্বল*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা সৌদিআরব:১৪১২, খ. ৩৮, পৃ ৩৫৯ ; আহমদ বিন হুসাইন বিন আলি আলবায়হাকি, সুনানে কুবরা, মাউকাউ ইয়াসুব, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ. ৭, পৃ.২৪২ ; বাইহাকি, শুআবুল ঈমান: খ. ১২, পৃ. ২৬ ; সুলাইমান বিন আহমদ বিন আইয়ুব আততাবরানি, *মুজামুল কাবির*, মুলফাতে উরুদে আলি মুলতাকা, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ. ৭ , পৃ. ২৫

[৫৮] সুলাইমান বিন আহমদ বিন আইয়ুব আততাবরানি, *মুজামুল কাবির*, মুলফাতে উরুদে আলি মুলতাকা, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ.৪ , পৃ.৩৮০; আবু নুআইম ইস্পাহানি, মা'রিফাতুস সাহাবা, প্রাগুক্ত, খ.২১, পৃ. ২৫৪

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ: হযরত আব্দুর রহমান বিন সাওবান বর্ণনা করেন রাসুল (স.) এর কোন একজন সাহাবি হতে, তিনি বলেন, হযরত আলী (র.) হুজুর (স.) এর কন্যা হযরত ফাতেমা (র.)কে বিবাহ করার পর যখন তাঁর কাছে যেতে ইচ্ছে করলেন, তখন রাসুল (স.) তাঁকে বাঁধা দিয়ে বললেন, যতক্ষন পর্যন্ত তুমি দেনমোহর বা তাঁর অংশ বিশেষ পরিশোধ না করবে ততক্ষন তাঁর কাছে যেতে পারবে না। হযরত আলি (র.) বিনয়ের সাথে বললেন, আল্লাহর নবি (স.) তাঁকে দেয়ার মততো আমার কাছে কিছুই নেই। রাসুল (স.) হযরত আলি (র.) কে বললেন , তুমি তোমার বর্মটি তোমার স্ত্রীকে প্রদান কর। অতপর হযরত আলি (র.) তাঁর স্ত্রীকে বর্মটি প্রদান করে তাঁর কাছে গেলেন[৫৯]

দেনমোহর বিবাহের অবশ্যপূরণীয় একটি বিষয়, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামসহ সাহাবায়েকিরাম তাঁদের বিবাহের দেনমোহর আদায় করেছেন। এ কথাটি প্রমাণ করে এমন কিছু হাদিস এখানে উল্লেখ করা হল :

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنِّي وَهَبْتُ مِنْ نَفْسِي فَقَامَتْ طَوِيلًا فَقَالَ رَجُلٌ زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ قَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا قَالَ مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي فَقَالَ إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ جَلَسْتَ لَا إِزَارَ لَكَ فَالْتَمِسْ شَيْئًا فَقَالَ مَا أَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَلَمْ يَجِدْ فَقَالَ أَمَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ شَيْءٌ قَالَ نَعَمْ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا لِسُوَرٍ سَمَّاهَا فَقَالَ قَدْ زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ

অর্থ: হযরত সাহল ইবনে সা'দ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক মহিলা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি নিজেকে আপনার জন্য উৎসর্গ করলাম। একথা বলে সে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রইল, (কিন্ত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন উত্তর দিলেন না) তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার যদি তাঁকে কোন প্রয়োজন না থাকে তাহলে আমার সাথে তাঁকে বিবাহ দিন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞেস

---

[৫৯] আবু দাউদ সুলাইমান বিন আসয়াস, *সুনানে আবি দাউদ*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব:তা.বি, খ.৬ , পৃ. ২৫

আহমদ বিন হুসাইন বিন আলী আলবায়হাকি, সুনানে কুবরা, মাউকাউ ইয়াসুব, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ.৭ , পৃ.২৫২

Dhaka University Institutional Repository

করলেন, তোমার কাছে তাঁকে মোহর দেয়ার মত কিছু আছে কি? সে বলল, আমার কাছে এই পরিধেয় লুঙ্গি ছাড়া আর কিছুই নেই।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি এ লুঙ্গিটি তাঁকে দিয়ে দাও তাহলে তুমি বিবস্ত্র থাকার কারণে বসে থাকতে হবে, কারণ তোমার কাছে দ্বিতীয় কোন লুঙ্গি নেই। অতএব তুমি অন্যকিছু খুঁজে নিয়ে আস। সে কিছু সময় চুপ থেকে বলল, মোহরানা বাবদ কোন কিছু সংগ্রহ করার মত সামর্থ্য আমার নেই। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি একটি লোহার আংটি হলেও খুঁজে নিয়ে আস। সে কিছুই সংগ্রহ করতে পারল না। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কুরআনের কোন সূরা জানা আছে কি? সে বলল, হ্যাঁ অমুক অমুক সূরা আমার জানা আছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যাও কুরআনের যতটুকু অংশ তুমি জান তার বিনিময়ে তোমার সাথে এ মহিলাকে বিয়ে দিলাম।[৬০]

এখানে একটি বিষয় জেনে রাখা প্রয়োজন যে, বিয়েতে এ ধরণের মোহর নির্ধারণ করা একমাত্র হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বৈশিষ্ট ছিল। বর্তমানে এ ধরণের মোহর নির্ধারণ করার বিধান নেই।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল বলেন :

عَنْ سَهْلٍ قَالَ اللَّيْثُ: لَا يَجُوزُ هَذَا بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , أَنْ يُزَوَّجَ بِالْقُرْآنِ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ التَّزْوِيجَ عَلَى سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ مُسَمَّاةٍ جَائِزٌ , وَهُوَ فِي حُكْمِ مَنْ لَمْ يُسَمِّ مَهْرًا , فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا , إِنْ دَخَلَ بِهَا , أَوْ مَاتَا , أَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا , وَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا , فَلَهَا الْمُتْعَةُ .

[৬০] মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল বুখারি, *সহিহুল বুখারি*, প্রাগুক্ত, খ.১৬ , পৃ.৯৮; আবুল হোসাইন আসাকিরুদ্দীন মুসলিম বিন হাজ্জাজ, *সহীহু মুসলিম*,প্রাগুক্ত, খ.৭ , পৃ.২৫৪; মুহাম্মদ বিন ইসা বিন দেহাক বিন তিরমিযি, *সুনানুততিরমিযি*, প্রাগুক্ত, খ.৪ , পৃ.৩০৭; আবু আব্দুর রহমান আহমদ বিন সুয়াইব ইবনে আলী আননাসায়ী. *সুনানে নাসায়ী*, প্রাগুক্ত, খ.১০ , পৃ. ৪৮৯; . আবু দাউদ সুলাইমান বিন আসয়াস, *সুনানে আবি দাউদ*, প্রাগুক্ত, খ.৬ , পৃ. ১০; আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ বিন হাম্মল, *মুসনাদে আহমাদ বিন হাম্বল*, প্রাগুক্ত, খ.৪৬ , পৃ. ৫৭; আহমদ বিন হুসাইন বিন আলি আলবায়হাকি, প্রাগুক্ত, খ.৭ , পৃ.৫৭

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ: হযরত সাহল বিন সা'দ (র.) হতে বর্ণিত হযরত লাইস (র.) বলেন, রাসূল (স.) এর পরে কেউ যদি কুরআন শিক্ষা দেয়ার বিনিময়ে কাউকে বিবাহ দেয় তবে তা জায়েয হবে না। হযরত জা'ফর (র.) বলেন একদল সাহাবি বলেছেন, কেউ যদি নির্দিষ্ট কিছু সুরা শিক্ষা দেয়ার বিনিময়ে কাউকে বিবাহ দেয় তবে তা জায়েয। তবে এ ক্ষেত্রে মোহরে মিসাল আবশ্যক হবে। যদি এ অবস্থায় সহবাস করে অথবা মারা যায় অথবা যেকোন একজন মারা যায়, তবে তা পূর্ণমোহর পাবে। আর যদি সহবাসের পূর্বে মারা যায় তবে তা মুতয়া দাবী করতে পারবে।[৬১] হযরত ওমর বিন খাত্তাব (র.) বলেন :

عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَلَا لَا تُغَالُوا صَدُقَةَ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ لَكَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَلِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكَحَ شَيْئًا مِنْ نِسَائِهِ وَلَا أَنْكَحَ شَيْئًا مِنْ بَنَاتِهِ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً

হযরত আবু জা'ফা সুলামি (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (র.) বলেন, সাবধান! তোমরা নারীদের মোহর নির্ধারিনের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করো না। কেন না মোহর যদি দুনিয়াতে সম্মান ও আল্লাহর নিকট তাকওয়ার কারণ হত, তাহলে তোমাদের অপেক্ষা সে ব্যাপারে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই বেশি উপযোগী ছিলেন। কিন্তু তিনি বার আউকিয়ার বেশি দিয়ে তাঁর কোন স্ত্রীকে বিবাহ করেছেন অথবা তাঁর কোন কন্যাকে বিবাহ দিয়েছেন বলে আমার জানা নেই।[৬২]

ইমাম তিরমিযি বলেন :

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا قَالَتْ أَتَدْرِي مَا النَّشُّ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَتْ نِصْفُ أُوقِيَّةٍ فَتِلْكَ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَزْوَاجِهِ

---

৬১ আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ বিন হাম্বল, *মুসনাদে আহমাদ বিন হাম্বল*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ২৭৬

৬২ মুহাম্মদ বিন ইসা বিন দেহাক বিন তিরমিযি, *সুনানুততিরমিযি*, প্রাগুক্ত, খ.৪ , পৃ.৩০৮; আবু দাউদ সুলাইমান বিন আসয়াস, *সুনানে আবি দাউদ*, প্রাগুক্ত, খ.৬ , পৃ. ৩; আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াযিদ ইবনু মাজাহ, *সুনানে ইবনে মাজাহ*, প্রাগুক্ত, খ.৫ , পৃ. ৪৯৬

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ: হযরত আবু সালামা ইবনে আব্দুর রহমান (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্ত্রী হযরত আয়েশাকে (র.) জিজ্ঞেস করলাম, স্ত্রীদের প্রতি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মোহর কত ছিল? তিনি বললেন, স্ত্রীদের জন্য তাঁর মোহর ছিল বার আউকিয়া ও এক নশ।[৬৩] তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি জান নশ কি? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, অর্ধ আউকিয়া। কাজেই সব মিলিয়ে পাঁচশত দিরহাম হবে। ইহাই ছিল স্ত্রীদের জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মোহর।[৬৪]

ইমাম বুখারি (রহ.) বলেন :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الشِّغَارِ وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ

অর্থ : হযরত ইবনে ওমর (র.) হতে বর্ণিত, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিগার নিষিদ্ধ করেছেন। শিগারের অর্থ কোন ব্যক্তি তাঁর কন্যাকে অন্য একজনের কাছে এই শর্তে বিবাহ দিবে যে, তাঁর নিকট ঐ ব্যক্তি তাঁর কন্যাকে বিবাহ দিবে এবং তাঁদের মধ্যে কোন মোহরানা থাকবে না।[৬৫]

হাদিস শরিফে এসেছে :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ مِلْءَ كَفَّيْهِ سَوِيقًا أَوْ تَمْرًا فَقَدْ اسْتَحَلَّ

---

[৬৩] এক আউকিয়ার পরিমান চল্লিশ দিরহাম ও এক নশ বিশ দিরহাম, এ হিসাবে বার আউকিয়া ও এর নশ এর পরিমাণ হয় পাঁচশত দিরহাম।

[৬৪] আবুল হোসাইন আসাকিরুদ্দীন মুসলিম বিন হাজ্জাজ, *সহিহ্ মুসলিম*,প্রাগুক্ত, খ.৭ , পৃ.২৫৫; আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াযিদ ইবনু মাজাহ, *সুনানে ইবনে মাজাহ*, প্রাগুক্ত, খ.৫ , পৃ. ৪৯৫; আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ বিন হাম্মল, *মুসনাদে আহমাদ বিন হাম্বল*, প্রাগুক্ত, খ.৫০, পৃ. ১৪১ ; আহমদ বিন হুসাইন বিন আলী আলবায়হাকী, প্রাগুক্ত, খ.৪ , পৃ.১৩৪;

[৬৫] মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল বুখারি, *সহিহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ.১৬ , পৃ.৬৬; আবুল হোসাইন আসাকিরুদ্দীন মুসলিম বিন হাজ্জাজ, *সহিহ্ মুসলিম*,প্রাগুক্ত, খ.৭ , পৃ.২৩১; আবু আব্দুর রহমান আহমদ বিন সুয়াইব ইবনে আলি আননাসায়ি. *সুনানে নাসায়ি*, প্রাগুক্ত, খ.১০, পৃ. ৪৮৬; আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ বিন হাম্মল, *মুসনাদে আহমাদ বিন হাম্বল*, প্রাগুক্ত, খ.৯, পৃ. ৪৯৯

অর্থ: হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (র.) হতে বর্ণিত, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি দুই হস্তপূর্ণ ছাতু বা খেজুর স্ত্রীর মোহরানা বাবদ দেয় সে তাঁর স্ত্রীর গুপ্তাঙ্গ নিজের জন্য বৈধ করে।[৬৬] আল্লাহর রাসুল (স.) বলেন :

عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَضِيتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَأَجَازَهُ

অর্থ: হযরত আমের ইবনে রাবি'য়া (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন বনু ফাযারা গোত্রের এক মহিলাকে এক জোড়া জুতার বিনিময়ে বিবাহ দেয়া হয়েছিল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি তোমার সত্ত্বা ও সম্পত্তির বিনিময়ে এক জোড়া জুতা পেয়ে খুশি? মহিলাটি বলল, হ্যাঁ। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে অনুমতি দিলেন।[৬৭] ইমাম আবুদাউদ (রহ.) বলেন :

عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ فَمَاتَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ فَزَوَّجَهَا النَّجَاشِيُّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمْهَرَهَا عَنْهُ أَرْبَعَةَ آلَافٍ وَبَعَثَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ شُرَحْبِيلَ ابْنِ حَسَنَةَ

অর্থ: হযরত উম্মে হাবিবা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি উবায়দুল্লাহ ইবনে জাহাশ এর স্ত্রী ছিলেন। উবায়দুল্লাহ আবিসিনিয়ায় অবস্থান কালে তথায় মারা গেল। তখন আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশী তাঁকে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে বিবাহ দিয়ে দিলেন। এবং তাঁর পক্ষ থেকে তিনি চার হাজার দিরহাম মোহর আদায় করলেন। অতপর শুরাহবিল ইবনে হাসানার সঙ্গে রাসূলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট পাঠিয়ে দিলেন।[৬৮]

---

[৬৬] আবু দাউদ সুলাইমান বিন আসয়াস, *সুনানে আবি দাউদ*, প্রাগুক্ত, খ.৬ , পৃ. ৮; আহমদ বিন হুসাইন বিন আলি আলবায়হাকি, প্রাগুক্ত, খ.১২ , পৃ.২

[৬৭]. মুহাম্মদ বিন ইসা বিন দেহাক বিন তিরমিযি, *সুনানুততিরমিযি*, প্রাগুক্ত, খ.৪ , পৃ.৩০৫; আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ বিন হাম্বল, *মুসনাদে আহমাদ বিন হাম্বল*, প্রাগুক্ত, খ.৩১ , পৃ. ২৯১; আহমদ বিন হুসাইন বিন আলী আলবায়হাকী, প্রাগুক্ত, খ.৭ , পৃ.২৩৯

[৬৮] আবু দাউদ সুলাইমান বিন আসয়াস, *সুনানে আবি দাউদ*, প্রাগুক্ত, খ.৬ , পৃ. ৪; আহমদ বিন হুসাইন বিন আলি আলবায়হাকি, প্রাগুক্ত, খ.৭ , পৃ.১৩৯

Dhaka University Institutional Repository

উম্মে হাবিবা (র.) আবূ সুফিয়ানের কন্যা ছিলেন। আবূ সুফিয়ানের বহু পূর্বে তিনি ইসলাম কবূল করেছিলেন। তাঁর স্বামী উবায়দুল্লাহ ইবনে জাহাশও মুসলমান ছিলেন। মক্কায় যখন মুসলমানদেরকে সীমাহীন যন্ত্রনা দেয়া হচ্ছিল তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু এর অনুমতি ও ইঙ্গিতক্রমে অন্যান্য অনেক মুসলমানের সাথে তারাও আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। আল্লাহর অপার মহিমা, কিছুদিন পর উম্মে হাবীবার স্বামী ইসলাম ত্যাগ করে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে, যা ছিল সাধারণ আবিসিনিয়াবাসীদের ধর্ম। তিনি মদ ইত্যাদি অধিক পরিমাণে পান করতে থাকেন এবং এ অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। উম্মে হাবীবা সর্বদা দৃঢ়তার সাথে ইসলামে অবিচল থাকেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন উবায়দুল্লাহ ইবনে জাহাশ এর মৃত্যুর সংবাদ অবগত হলেন, তখন উম্মে হাবিবার মান-মর্যাদা রক্ষা, তাঁর মনোরঞ্জন ইত্যাদি নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবেচনা করে তাঁকে স্বীয় বিবাহ বন্ধনে নিতে চাইলেন এবং আবিসিনিয়ার বাদশাহর নিকট দূত পাঠালেন যে, আমার পক্ষ থেকে উম্মে হাবীবাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়া হোক। নাজ্জাশি তাঁর আবরাহা নামের এক দাসীর মাধ্যমে উম্মে হাবিবাকে প্রস্তাব দেন। তিনি খুবই সানন্দ ও কৃতজ্ঞতার সাথে এ প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

আবিসিনিয়ার বাদশাহ তাঁর দেশেই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে উম্মে হাবিবার বিয়ে সম্পন্ন করেন এবং হুজুরের পক্ষ থেকে তিনি নগদ চার হাজার দিরহাম মোহর আদায় করেন।

সহিহ বুখারিতে উল্লেখ রয়েছে যে :

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ قَالَ مَا هَذَا قَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

অর্থ: হযরত আনাস ইবনে মালেক (র.) হতে বর্ণিত, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ এর গায়ে হলুদ রং দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এটি কি? তিনি বললেন, আমি খেজুরের বিচি পরিমাণ স্বর্ণের বিনিময়ে এক মহিলাকে বিয়ে করেছি। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তোমাকে বরকত দান করুন। এখন তুমি একটি বকরি দিয়ে হলেও ওলীমার ব্যবস্থা কর।[৬৯]

---

৬৯. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল বুখারি, *সহিহুল বুখারি*, প্রাগুক্ত, খ. ১৬, পৃ.১৩১; আবুল হোসাইন আসাকিরুদ্দীন মুসলিম বিন হাজ্জাজ, *সহীহ্ মুসলিম*,প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ.২৫৬; মুহাম্মদ বিন ইসা বিন দেহাক বিন তিরমিযি, *সুনানুততিরমিযি*, প্রাগুক্ত, খ.৪ , পৃ.২৭৭; আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াযিদ ইবনু মাজাহ, *সুনানে ইবনে মাজাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২৩;

উল্লেখিত হাদিসগুলোর দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, দেনমোহরের গুরুত্ব কতবেশী।

দেনমোহর ইজমা দ্বারা প্রমাণিত

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা দেনমোহর প্রসঙ্গে কুরআন ও হাদিসের দলিল পাওয়া গেল এবার ইজমার মাধ্যমে দলিল উপস্থাপন করা হবে ইনশাআল্লাহ ।

আল-মুগনি কিতাবে উল্লেখ্য করা হয়েছে :

الْأَصْلُ فِي مَشْرُوعِيَّتِهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ ؛ أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَقَالَ تَعَالَى وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

وَأَمَّا السُّنَّةُ ؛ فَرَوَى أَنَسٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَدْعَ زَعْفَرَانَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَهْيَمْ ؟ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، تَزَوَّجْت امْرَأَةً .فَقَالَ : مَا أَصْدَقْتَهَا ؟ .قَالَ : وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ .فَقَالَ : بَارَكَ اللَّهُ لَك ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الصَّدَاقِ فِي النِّكَاحِ .

অর্থ: আল্লামা ইবনে কুদামা তাঁর রচিত মোগনি কিতাবে লিখেন যে, দেনমোহর শরিয়তের বিধান হওয়ার ভিত্তি হচ্ছে কুরাআন, হাদিস ও ইজমাউল উম্মাহ। যেমন ধরা যাক কুরআন থেকে “তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে উল্লেখিত মহিলাদের ব্যতীত অন্য সকল সতি নাদেরকে তোমরা দেনমোহরের বিনিময়ে বিবাহ করবে তবে যিনাকারীনিকে বিবাহ করা যাবে না। (আল-কুরআন ৪ ঃ ২৩) তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের দেনমোহর সন্তুষ্টচিত্তে দিয়ে দাও। (আল-কুরআন ৪ ঃ ৪) কুরআন দ্বারা ফরজ সাবিত হয়েছে।

আবু দাউদ সুলাইমান বিন আসয়াস, *সুনানে আবি দাউদ*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৭; আবু আব্দুর রহমান আহমদ বিন সুয়াইব ইবনে আলি আননাসায়ী. *সুনানে নাসায়ি*, প্রাগুক্ত, খ.১১ , পৃ. ৬;. আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ বিন হাম্বল, *মুসনাদে আহমাদ বিন হাম্বল*, প্রাগুক্ত, খ.২৬ ,পৃ. ৪৩৮; আহমদ বিন হুসাইন বিন আলি আলবায়হাকি, প্রাগুক্ত, খ.৭ , পৃ.২৩৭

Dhaka University Institutional Repository

এবার আসা যাক সুন্নাত থেকে " হযরত আনাস (র.) বলেন, একদা হুজুর (স.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আউফ (র.) কে জাফরানের রং মাখা অবস্থায় দেখে জিজ্ঞেস করলেন কি হয়েছে তোমার? জবাবে আব্দুর রহমান ইবনে আউফ বললেন! আমি উমুক মহিলাকে বিবাহ করেছি। রাসুল (স.) জিজ্ঞেস করলেন, কোন দেনমোহর দিয়েছ কি?

জবাবে আব্দুর রহমান ইবনে আউফ বললেন, হ্যাঁ আল্লাহর রাসূল (স.) এক আউকিয়া স্বর্ণ দিয়েছি। অতপর রাসূল (স.) দু'য়া করে বললেন, আল্লাহ তোমাকে বরকতময় করুন একটি বকরি হলেও ওলীমাহ করে দাও। অতএব সুন্নাতের মাধ্যমে দেনমোহরের আবশ্যকতা প্রমাণিত।

ইজমাউল উম্মায় দেনমোহর : সকল উলামায়ে কিরাম বিবাহে দেনমোহর শরিয়ত সম্মত হওয়ার ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেন।[৭০]

শায়েখ মাহমূদ মুহাম্মাদ বলেন, যেহেতু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগ হতে আজ পর্যন্ত সকলের কাছে দেনমোহর ফরজ হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট সেহেতু এ উপরে বর্ণিত ইজমার জন্য কোন দলিল এর প্রয়োজন নেই।[৭১]

দেনমোহর ওয়াজিব হওয়ার যৌক্তিকতা

বিবাহ যদি স্বামীর উপর মোহর ওয়াজিব করা ছাড়াই বৈধ করা হত, তাহলে এতে মহিলাদের সম্মানহানী ও তাঁদেরকে মর্যাদার উচ্চ আসন থেকে নিচে নামান হত। এবং বিবাহের অনুষ্ঠান একটি তামাশার স্থলে পরিনত হত। স্বামীর উপর দেনমোহর ওয়াজিব না হলে কারণে অকারণে স্ত্রীকে তালাক দিত। এখন মোহর নির্ধারণ করে দেয়ার কারণে একান্ত বাধ্য না হলে স্ত্রীকে তালাক দিবে না। তাছাড়া বিবাহ হচ্ছে একটি চুক্তি। এমন কোন চুক্তি নেই যেখানে শর্ত নেই। আর বিবাহের শর্ত হচ্ছে দেনমোহর। এতে প্রতিয়মান হচ্ছে যে, দেনমোহর আবশ্যক।

---

৭০ আবু মুহাম্মদ মাউফাকুদ্দীন অব্দুল্লাহ বিন আহমাদ বিন মুহাম্মদ ইবনে কুদামা, *আলমুগনি*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ.১৫, পৃ. ৩৩০

৭১ শায়েখ মাহমূদ মুহাম্মাদ আশ-শায়েখ, আল-মাহরু ফিল ইসলাম বাইনাল মাযি ওয়াল হাযির, আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, বৈরুত, কুয়েত: ২০০৬, পৃ. ৩০

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায় : দেনমোহ্‌রের প্রকারভেদ

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায় : দেনমোহরের প্রকারভেদ

দেনমোহরের প্রকারভেদ

দেনমোহর ০১. মোহরে মুসাম্মা (المهر المسمي)

০২. মোহরে মিসাল (المهر المثل)

প্রথমত দুইভাগে বিভক্ত যথা

মোহরে মোসাম্মা দুইভাগে বিভক্ত যথা :

ক. মোহরে মু'য়াজ্জাল (المهر المأجل)

খ. মোহরে মু'অজ্জল(المهر المعجل) প্রত্যেক প্রকারের বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করা হল :

মোহরে মুসাম্মার সংজ্ঞা

শায়েখ মাহমুদ মোহরে মুসাম্মার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন :

هو ما إتفق عليه الزوجان أو وليهما وقت العقد

অর্থ: বিবাহের সময় স্বামী-স্ত্রী অথবা তাঁদের অভিভাবক এর সম্মতিতে নির্ধারিত মোহরকে মোহরে মুসাম্মা বলে।[১]

মোহরে মুসাম্মার সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে নিম্নরূপ ভাবে :

المهر المسمي هو ما تعين الزوجان أو وليهما أوكيلهما عند العقد مقتضي الحال

অর্থ: মোহরে মোসাম্মা ঐ দেনমোহরকে বলে যা বিবাহের সময় স্বামী–স্ত্রী অথবা তাঁদের অভিভাবক অথবা তাঁদের কোন উকিল অবস্থানুযায়ী নির্ধারণ করে থাকে।[২]

---

[১] শায়েখ মাহমুদ মুহাম্মাদ আশ-শায়েখ, *আল-মাহরু ফিল ইসলাম বাইনাল মাফয ওয়াল হাযির*, আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, বৈরুত, কুয়েতঃ ২০০৩ঃ পৃ. ৫৭

[২] গবেষক

সর্বোপরী বলা যায় যে, বিবাহের জন্য মোহর ফরজ কিন্তু বিবাহের সময় উল্লেখ্য করা ফরজ না। বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পরও মোহর উল্লেখ্য করা যায়। স্বাভাবিক ভাবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পূর্বে উভয় পক্ষ মিলে যে মোহরানা নির্ধারণ করা হয় তাঁকে মোহরে মোসাম্মা বা নির্ধারিত মোহর বলে। এখানে একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব দেয়া দরকার আর তা হচ্ছে নিম্নরুপ:

বিবাহের সময় কনেকে যে সকল কাপড়-চোপড়, প্রসাধনী ইত্যাদি দেয়া হয় তা দেনমোহরের অন্তর্ভুক্ত হবে কি না?

এককথায় জবাব হচ্ছে, হ্যাঁ।
বিয়ের সময় স্ত্রীকে যে সকল কাপড়-চোপড়,প্রসাধণী সামগ্রী প্রদান করা হয় তা সবগুলোই মোহরে মুসাম্মার অর্ন্তভূক্ত।

অনেক উলামায়ে কিরাম বলেছেন যে, যদি এ সকল মাল প্রদানের সময় মোহরের কথা উল্লেখ্য করে প্রদান করে তাহলে মোহর হিসেবে গন্য হবে অন্যথায় নয়। অথবা ব্যাপারটি এভাবে বলা যায় যে, বিবাহের কাপড় চোপর প্রসাধনী ব্যতীত এতটাকা মোহর তবে এগুলো মোহরের অন্তর্ভুক্ত হবে না।[৩]

মোহরে মিসাল এর সংজ্ঞা

শায়খ মাহমুদ বলেন :

هو المهر المفروض للزوجة قياسا مع من تماثلها من النساء

অর্থ: পাত্রীর সমপর্যায়ের নারীদের সাথে তুলনা করে (অর্থাৎ পিতার বংশের যথা: বোন ও ফুফুদের নির্ধারিত মোহর পরিমাণ) যে মোহর নির্ধারণ করা হয় তাকে মোহরে মিসাল (যথাযোগ্য মোহর) বলে।[৪] এটাকে বাংলায় উপযুক্ত মোহর অথবা মোহরের মত মোহরও বলা যেতে পারে।
হানাফি মাযহাবের মতে মোহরে মিসাল হচ্ছে :

---

[৩] শায়েখ মাহমুদ মুহাম্মাদ আশ-শায়েখ, আল-মাহরু ফিল ইসলাম বাইনাল মাযি ওয়াল হাযির, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৭

[৪] শায়েখ মাহমুদ মুহাম্মাদ আশ-শায়েখ, আল-মাহরু ফিল ইসলাম বাইনাল মাযিওয়াল হাযির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

Dhaka University Institutional Repository

مهر المثل عند الحنفية: هو مهر امرأة تماثلها من قوم أبيها وقت العقد سنا، وجمالا، ومالا، وبلدا، وعصرا.وعقلا، ودينا، وبكارة.وثيوبة، وعفة، وأدبا، وكمال خلق.وعدم ولد.ويعتبر حال الزوج أيضا، بأن يكون زوج هذه
كأزواج أمثالها من نسائها في المال، والحسب، وفي بقية الصفات.

অর্থ: বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সময় স্বামী স্ত্রী উভয়ের পিতৃকুলের নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো বিবেচনা করে যে দেনমোহর নির্ধারণ করা হয় তাঁকে মোহরে মিসাল বলে।

মোহরে মিসালে বিবেচ্য বিষয়গুলো হচ্ছে : বয়স, সৌন্দর্য, ধনসম্পদ, দেশ বা আঞ্চলিক পরিবেশ, যুগের চাহিদা, জ্ঞানবুদ্ধিমত্তা, ঋণ, কুমারিত্ব–অবিবাহিত, অকুমারি–বিবাহিত, কোমলতা, আদব-লেহাজ, চরিত্রবান, সন্তান-সন্ততি ।[৫]

শাফেয়ি মাযহাবের মতে মোহরে মিসাল হচ্ছে :

- عند الشافعية: هو ما يرغب به في مثلها عادة من نساء عصباتها وإن متن.
وهن المنسوبات إلى من تنسب هي إليه، كالاخت،

অর্থ: যে বিবাহে দেনমোহর স্ত্রীর বংশীয় মহিলাদের মোহরের উপর অনুমান করে নির্ধারণ করা হয় তাঁকে মোহরে মিসাল বলে। যেমন তাঁর ফুফুদের দেনমোহর, যদি ফুফু পাওয়া না যায় তবে আশপাশের নিকটাত্মীয়ের দিকে বিবেচনা করে দেনমোহর নির্ধারণ করা হয় যেমন তাঁর খালার দিকে।[৬]

আল–ইনায়া গ্রন্থে মোহরে মিসালের পরিচয় পাওয়া যায় এভাবে :

فَإِنَّ مَهْرَ الْمِثْلِ يَجِبُ بِالْعَقْدِ فَكَانَ حُكْمًا لَهُ ، وَالْمَهْرُ هُوَ الْمَالُ يَجِبُ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ عَلَى الزَّوْجِ فِي مُقَابَلَةِ مَنَافِعِ الْبُضْعِ ، إِمَّا بِالتَّسْمِيَةِ أَوْ بِالْعَقْدِ .

---

[৫] জাসেম বিন মুহাম্মদ বিন মুহালহাল আল-ইয়াসিন, *আযযিওয়াজ*, দারুদ্দাওয়াহ, কুয়েত: ১৯৯০, পৃ৬০
[৬] কামালুদ্দীন মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহিদ বিন হুমাম আশশাওকানি, *ফাতুহুল কাদির*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: , খ.১, পৃ. ৩৪১

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ: বিবাহের বিধানটি এমন যে বিবাহ্ বন্ধন হওয়ার সাথে সাথে দেনমোহর আবশ্যক হয়ে যায়। আর মোহর হচ্ছে ঐ সম্পদ যা বিবাহের ক্ষেত্রে অবশ্য প্রদেয় যার বিনিময়ে স্বামী স্ত্রীর যৌনাঙ্গের অধিকার লাভ করে। বিবাহের সময় চাই তা উল্লেখ করুক আর নাই করুক। যদি উল্লেখ করা হয় তাঁকে বলে মোহরে মুসাম্মা আর যদি উল্লেখ করা না হয় তবে তাঁকে বলে মোহরে মিসাল।[৭]

মোহরে মিসাল এর দলিল

হাদিস শরিফে এসেছে :

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ فَقَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ امْرَأَةٍ مِنَّا مِثْلَ الَّذِي قَضَيْتَ فَفَرِحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ

অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (র.) হতে বর্ণিত, একবার তাঁকে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল, যে কোন এক মহিলাকে বিবাহ করেছে কিন্তু তাঁর জন্য কোন মোহর নির্ধারণ করেনি এবং তাঁর সাথে দৈহিক মিলনও করেনি এমতাবস্থায় সে মারা গেছে, এখন এ মহিলার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত কি? হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (র.) বললেন, স্ত্রী লোকটি তাঁর পরিবারের অপর মেয়েদের সমান মোহর পাবে। এর থেকে কমও পাবে না এবং বেশিও পাবে না, আর সে তাঁর স্বামীর মৃত্যুর ইদ্দত পালন করবে এবং স্বামীর সম্পত্তির অংশ পাবে। এ সিদ্ধান্ত শুনে হযরত মা'কাল ইবনে সিনান আশজায়ি (র.) দাঁড়িয়ে বললেন,

---

[৭] মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ আল বারবাতি, *আল ইনায়া শরহুল হিদায়া* , মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি. খ. ৪,পৃ. ৪৭৪

Dhaka University Institutional Repository

আপনি যেরূপ ফায়সালা দিয়েছেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও আমাদের বংশের মেয়ে বিরওয়া বিনতে ওয়াশিক সম্পর্কে অনুরূপ ফায়সালা করেছিলেন। এ কথা শুনে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (র.) অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।[৮]

মোহরে মিসালের প্রমাণ হিসেবে নিম্নোক্ত উক্তিটি উল্লেখ করা যায় :

وَيَصِحُ النِّكَاحُ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ فِيهِ مَهْرًا ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ عَقْدُ انْضِمَامٍ وَازْدِوَاجٍ لغة فَيَتِمُ بِالزَّوْجَيْنِ ، ثُمَّ الْمَهْرُ وَاجِبٌ شَرْعًا إبَانَةً لِشَرَفِ الْمَحَلِّ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى ذِكْرِهِ لِصِحَّةِ النِّكَاحِ ، وَكَذَا إذَا تَزَوَّجَهَا بِشَرْطِ أَنْ لَا مَهْرَ لَهَا لِمَا بَيَّنَّا

অর্থ: ইনায়া গ্রন্থকার বলেন, বিবাহের সময় দেনমোহর উল্লেখ না করলেও বিবাহ শুদ্ধ হবে। কেননা শাব্দিক দৃষ্টিকোন থেকে বিবাহ হচ্ছে একটি বন্ধন যা স্বামী-স্ত্রীর মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়ে যায় আর মোহর হচ্ছে একটি আবশ্যক শর্ত যা কেবল সম্মানের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে অতএব বিবাহের মধ্যে দেনমোহর উল্লেখ্য করা জরুরী নয়। অনুরুপ ভাবে কেউ যদি এ শর্তে বিবাহ করে যে বিবাহের মধ্যে দেনমোহর প্রদান করা হবে না তবে তাঁর জন্য মোহরে মিসাল আবশ্যক।[৯]

ইমাম যাইলায়ি বলেন :

---

[৮] মুহাম্মদ বিন ইসা বিন দেহাক বিন তিরমিযি, *সুনানুততিরমিযি*, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ.৩৬০; আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ বিন হাম্বল, *মুসনাদে আহমাদ বিন হাম্বল*, প্রাগুক্ত, খ.৯, পৃ.৮৮; আহমদ বিন হুসাইন বিন আলী আলবায়হাকি, প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ.২৪৫; আবু আব্দুর রহমান আহমদ বিন সুয়াইব ইবনে আলি আননাসায়ি. *সুনানে নাসায়ী*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ.১৮১

সুলাইমান বিন আহমদ বিন আইয়ূব আততাবরানি, *মুজামুল কাবির*, প্রাগুক্ত, খ.১৫ , পৃ.১৬৭; সুলাইমান বিন আহমদ বিন আইয়ূব আততাবরানি, *মুজামুল আওসাত*, প্রাগুক্ত, খ.৫ , পৃ.১৫১; আবু নুআইম ইস্পাহানি, মা'রিফাতুস সাহাবা, প্রাগুক্ত, খ.১৭, পৃ.৩৬৪ আবু জাফর আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন সালামাহ বিন মালেক আত্বাহাভি, *শরহে মাশকিলুল আছার*, মারকাযুল বুহুছ আল ইসলামিয়্যাহ, তুরকি, ইস্তাম্বুল: ১৯৯৮,খ.১১, পৃ. ৪৮৬

[৯] মুহাম্মদ বিন আহমাদ আলবাবরাতি, *আল ইনায়াহ শারহুল হিদায়া* মাউকাউল ইসলাম,প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ.৪৭৪

Dhaka University Institutional Repository

قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ صَحَّ النِّكَاحُ بِلَا ذِكْرِهِ أَيْ بِلَا ذِكْرِ الْمَهْرِ ، وَكَذَا مَعَ نَفْيِهِ ، وَقَالَ مَالِكٌ : لَا يَصِحُّ النِّكَاحُ مَعَ نَفْيِ الْمَهْرِ اعْتِبَارًا بِالْبَيْعِ

অর্থ: ফখরুদ্দিন ওছমান বিন আলি আয যাইলায়ি বলেন, দেনমোহর উল্লেখ করা ব্যতীতই বিবাহ বৈধ। দেনমোহর উল্লেখ করা ব্যতীত এবং এমনিভাবে দেনমোহর না দেয়ার শর্তেও বিবাহ বৈধ। ইমাম মালেক (রহ.) বলেন, বেচাকেনার মত মোহর নাদেয়ার শর্তে বিবাহ বৈধ না।[১০]

কামাল উদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে হুমাম তাঁর রচিত ফাতহুল কাদির গ্রন্থে কানযুদ্দাকায়েক গ্রন্থেও হুবহু বক্তব্য পেশ করেন।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, মোহর যদি উল্লেখ্য না করেও বিবাহ করা হয় তবে তা বৈধ। মোহরে মিসাল একটি শরিয়ত সম্মত পদ্ধতি।

মোহরে মিসাল নির্ধারণ পদ্ধতি

মোহরে মিসাল নির্ধারণের ক্ষেত্রে ফিকাহ শাস্ত্রের ইমামগণ বিভিন্ন মতব্যক্ত করেছেন। নিম্নে ইমামগণের মতামত উল্লেখ করা হল :

হানাফি মাযহাবের মতামত

হানাফি মাযহাবের মতে :

مهر المثل عند الحنفية: هو مهر امرأة تماثلها من قوم أبيها وقت العقد سنا، وجمالا، ومالا، وبلدا، وعصرا.وعقلا، ودينا، وبكارة.وثيوبة، وعفة، وأدبا، وكمال خلق.وعدم ولد.ويعتبر حال الزوج أيضا، بأن يكون زوج هذه كأزواج أمثالها من نسائها في المال، والحسب، وفي بقية الصفات.

---

[১০] ফখরুদ্দীন ওছমান বিন আলি আয যাইলায়ি, *তাবয়ীনুল হাকায়েক শরহে কানযুদ্দাকায়েক,* মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা. বি, খ. ৪, পৃ. ৪৭৪

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ: হানাফি মাযহাবে মোহরে মিসাল নির্ধারণ পদ্ধতি বলা হয়েছে নিম্নরুপ ভাবে : বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সময় স্বামী-স্ত্রীর পিতৃকুলের নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো বিবেচনা করে যে দেনমোহর নির্ধারণ করা হয় তাঁকে মোহরে মিসাল বলে।

মোহরে মিসালে বিবেচ্য বিষয়গুলো হচ্ছে :

বয়স : বয়সের দিকদিয়ে উভয়ের মধ্যে সমতা আছে কিনা, সাধারণত বরের বয়স ৩/৪ বছরের বেশী, কিন্তু অধিক পরিমাণে বেশ-কম হতে পারবে না। যদি অধিক বেশকম হয় তবে দেনমোহরের ক্ষেত্রে একটু বিবেচনা করতে হবে।

সৌন্দর্য : একটি সুন্দরী স্ত্রী সকলেরই বাসনা । তাই তাঁর দেনমোহর অনেকটা তাঁর সৌন্দর্যের উপর নির্ভর করবে। সেদিকে লক্ষ্য রেখে তাঁর মোহরে মিসাল নির্ধারণ করতে হবে।

ধনসম্পদ: একটি ধনাঢ্য পরিবারের মেয়ে আর দিনমজুরের মেয়ের দেনমোহর তো এক হতে পারে না। তাই তাঁর অবস্থা ও অবস্থান অনুযায়ী মোহর মিসাল নির্ধারিত হবে।

দেশ বা আঞ্চলিক পরিবেশ: শহরের মেয়ে আর পল্লীগায়ের মেয়ে এ দুজনের আভিজাত্যতো একনয় আঞ্চলিকতা বিবেচনা করেও মোহরে মিসাল নির্ধারণ করতে হবে।

যুগের চাহিদা : প্রত্যেককেই যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হবে। তাই যুগের সাথে তাল মিলিয়েই মোহরে মিসাল নির্ধারণ করতে হবে।

জ্ঞানবুদ্ধিমত্তা : জ্ঞানবুদ্ধি আল্লাহ তা'য়ালার এক বড় মেহেরবানি । আল্লাহ যাকে হেকমত দিয়েছেন তাঁকে অনেক অনেক কল্যাণ দান করেছেন, তাই তাঁর বুদ্ধিমত্তার দিকে লক্ষ্য রেখে তাঁর মোহরে মিসাল নির্ধারণ করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

ঋণ : নারী যদি ঋণগ্রস্থ হয় তবে সাধ্যমত চেষ্টা করবে যেন সে দেনমোহরের মাধ্যমে ঋণ পরিশোধ করতে পারে । তাই মোহরে মিসাল নির্ধারণের সময় অবশ্যই লক্ষ্য রাখবে যেন ঋণের একটা ব্যবস্থা হয়।

কুমারীত্ব : কুমারি নারী আর অকুমারি বা সাইয়্যেবা নারীর ডিমাণ্ড এক নয়। নারী যদি কুমারী হয় তবে অবশ্যই মোহরে মিসালের ক্ষেত্রে তাঁর কুমারীত্বকে মূল্যায়ন করতে হবে। কারণ কুমারিত্ব এক অমূল্য সম্পদ।

সাইয়্যেবা বা অকুমারি : নারী যদি সাইয়্যেবা বা অকুমারি হয় তবে সে ক্ষেত্রেও তাঁর মোহরে মিসাল নির্ধারণ করতে তার বিবেচনায় রাখতে হবে। সাইয়্যেবা হচ্ছে ঐ নারী যে তালাকপ্রাপ্তা অথবা বিধাব বা অন্যকোন ভাবে তাঁর কুমারিত্ব নষ্ট হয়েছে।

কোমলতা : মানুষকে সন্তুষ্ট করার জন্য বা কাউকে একটু শান্তিতে সোহাগ দেয়ার জন্য একজন সুভাষীনি নারীর চেয়ে উত্তম আর কি হতে পারে। তাই মোহরে মিসালের ক্ষেত্রে এ বিষয়টি গুরুত্বের সাথে দেখতে হবে।

আদব লেহাজ : আদব লেহাজ কথাবার্তা আচার আচরণ আল্লাহ তা'য়ালার একটি বিশেষ দান। যে মেয়েটির আদব-কায়দা, আচার আচরণে তাঁর স্বামী সন্তুষ্ট তাঁর দেনমোহর নির্ধারণের ক্ষেত্রে এ বিষয়টি বিবেচনায় আসবে।

চরিত্রবান : এ দুনিয়া পুরোটাই মানুষের উপভোগ করার জন্য । এর মধ্যে সর্বোত্তম ভোগ্য বস্তু হচ্ছে সতী নারী। চরিত্রবান স্ত্রী যে কতটুকু চাওয়া পাওয়া একজন স্বামীই তা বুঝতে পারে। চরিত্রবান নারীর মোহরে মিসাল নির্ধারণ করার সময় অবশ্যই তা খেয়াল রাখতে হবে।[১১] [১২]

[১১] শায়েখ মাহমুদ মুহাম্মাদ আশ-শায়েখ, *আল-মাহরু ফিল ইসলাম বাইনাল মাযি ওয়াল হাযির*, আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, বৈরুত, কুয়েত: ২০০৩, পৃ. ৫৮

Dhaka University Institutional Repository

হানাফি মাযহাবের ইমামগণ ধন-সম্পদ, সৌন্দর্য্য, বংশ মর্যাদা ও ধর্মীয় মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে মোহর নির্ধারণ করার কারণ হিসেবে নিম্নের হাদিস দলিল হিসেবে উল্লেখ করেন :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

অর্থ: হযরত আবু হুরায়রা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : চারটি গুনাবলী দেখে নারীকে বিবাহ করা হয়। তাঁর সম্পদের কারণে, তাঁর বংশ মর্যাদার কারণে, তাঁর সৌন্দর্যের কারণে এবং তাঁর ধর্মের কারণে। সুতরাং তুমি ধার্মিক নারীকে লাভ করতে সচেষ্ট হও (যদি অন্য কোন কারণে নারীকে বিবাহ কর তাহলে) তোমার ধ্বংস হোক। [১৩]

এ সব গুনাবলীর মধ্যে তুমি দ্বীনদারীকে প্রাধান্য দিবে তবে তোমার হাত বরকতময় হবে।

উপরোক্ত হাদিস প্রমাণ করে যে, উল্লেখিত গুনাবলী গুলোই একজন পুরুষকে বেশী আকৃষ্ট করবে যা রাসুল (স.) এর অন্য একটি বাণী প্রমাণ করে " সারা দুনিয়াই মানুষের ভোগবিলাসের জন্য আর এর মধ্যে সর্বোত্তম বস্তু হচ্ছে সতীসাধবী নারী"। এর মধ্যে দ্বীনদারী অতুলনীয় গুন।

শাফেয়ি ও হানাবেলা মাযহাবের মত

---

[১২] শায়েখ মাহমুদ মুহাম্মাদ আশ-শায়েখ, *আল-মাহরু ফিল ইসলাম বাইনাল মাযি ওয়াল হাযির,* আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, বৈরুত, কুয়েত: ২০০৩ ,পৃ. ৫৮

[১৩] মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল বুখারি, *সহিহুল বুখারি*, প্রাগুক্ত, খ. ১৬, পৃ.৩৩ ; আবুল হোসাইন আসাকিরুদ্দীন মুসলিম বিন হাজ্জাজ, *সহিহু মুসলিম*,প্রাগুক্ত, খ.৭ , পৃ.৩৮৮; আবু আব্দুর রহমান আহমদ বিন সুয়াইব ইবনে আলি আননাসায়ি. *সুনানে নাসায়ি*, প্রাগুক্ত, খ.১০ , পৃ. ৩৩১; . আবু দাউদ সুলাইমান বিন আসয়াস, *সুনানে আবি দাউদ*, প্রাগুক্ত, খ.৫ , পৃ. ৪২৬; আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াযিদ ইবনু মাজাহ, *সুনানে ইবনে মাজাহ*, প্রাগুক্ত, খ.৫ , পৃ. ৪৫৬; আবু আব্দুর রহমান আহমদ বিন সুয়াইব ইবনে আলী আননাসায়ি. *সুনানে নাসায়ি সুনানে কোবরা*, প্রাগুক্ত, খ.৩ , পৃ. ২৬৯

Dhaka University Institutional Repository

শাফেয়ি মাযহাবের ইমামগণ মোহর নির্ধারণের ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতের উপর পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করেছেন তবে সাথে সাথে তাঁরা এটুকু সংযোজন করেছেন যে, যদি স্ত্রী লোকের বংশের কোন মেয়ে না থাকে অথবা সে বংশে তাঁর সমমানের কোন মেয়ে যদি না পাওয়া যায় তাহলে সে ক্ষেত্রে তাঁর মা অথবা খালার প্রতি লক্ষ্য রেখে মোহর নির্ধারিণ করা হবে। যদি তাঁর মা, খালা বা তাঁদের বংশের কোন মেয়েকে তাঁর সমমানের না পাওয়া যায় তাহলে সেক্ষেত্রে সে যে শহরে অবস্থান করছে সে শহরের মেয়েদের উপর ভিত্তি করে তাঁর মোহর নির্ধারিণ করা হবে। অনুরূপ ভাবে তাঁর শহরে না পাওয়া গেলে কাছাকাছি অন্যান্য শহরের প্রতি লক্ষ্য করা হবে। যদি শহরের প্রতি লক্ষ্য রেখেও মোহর নির্ধারিণ করা সম্ভব না হয় তাহলে ভাষার প্রতি লক্ষ্য রেখে মোহর নির্ধারিণ করা হবে, অর্থাৎ কোন আরবি মহিলার মোহর নির্ধারিণ করা হবে অন্য যেকোন আরবি মহিলার প্রতি লক্ষ্য রেখে, যদি তাও সম্ভব না হয় তাহলে আরবি স্ত্রী লোকের মোহর অনারবি ও অনারবি স্ত্রীলোকের মোহর আরবি মহিলাদের প্রতি লক্ষ্য রেখে নির্ধারিণ করা হবে। হানাফি ও শাফেয়ি মাযহাবের উপরোক্ত সকল মতের উপর হানাবেলা মাযহাবের ইমামগণ একমত পোষণ করেছেন।[১৪]

মালেকি মাযহাবের মতামত

মালেকি মাযহাবের ইমামগণ বলেন যে, স্ত্রীলোকের মোহর তাঁর পিতা-মাতার বংশের মেয়েদের প্রতি লক্ষ্য করে নির্ধারিণ করা হবে না। বরং তাঁর দৈহিক গঠন, সৌন্দর্য ও ধন-সম্পদে তাঁর সমমানের যে কোন মহিলার প্রতি লক্ষ্য রেখে তাঁর মোহর নির্ধারিণ করা হবে।[১৫]

মালেকি মাযহাবের অন্যতম বিজ্ঞ আলেম আল্লামা ইবনুল কাসেম (রহ.) বলেন, অনেক সময় দু' বোনের মাঝে মোহর নির্ধারণে পার্থক্য হয়ে থাকে। কেননা অনেক সময় দেখা যায় যে, এক বোন আরেক বোন থেকে সৌন্দর্য, চরিত্র ও অন্যান্য দিক থেকে অগ্রগামী থাকে যার কারণে স্বাভাবিক ভাবে অধিক গুনবতী বোনের মোহর অন্য বোনের তুলনায় অধিক নির্ধারিণ করা হয়।[১৬]

---

[১৪] শায়েখ মাহমুদ মুহাম্মাদ আশ-শায়েখ, *আল-মাহরু ফিল ইসলাম বাইনাল মাযি ওয়াল হাযির*, আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, বৈরুত, লেবাননঃ ২০০৩, পৃ. ৫৯

[১৫] শায়েখ মাহমুদ মুহাম্মাদ আশ-শায়েখ, *আল-মাহরু ফিল ইসলাম বাইনাল মাযী ওয়াল হাযির*,প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

[১৬] শায়েখ মাহমুদ মুহাম্মাদ আশ-শায়েখ, *আল-মাহরু ফিল ইসলাম বাইনাল মাযি ওয়াল হাযির*, প্রাগুক্ত,পৃ. ৫৯

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম মালেক (রহ.) বলেন মেয়ের সাথে সাথে পুরুষের অবস্থার প্রতিও লক্ষ্য করে মোহর নির্ধারণ করা হবে। কেননা অনেক সময় পুরুষ মহিলাকে নিকটাত্মীয়তার কারণে বিবাহ করে এবং এক্ষেত্রে সে কন্যার অন্যান্য গুনাগুণের প্রতি খুব একটা লক্ষ্য করে না অথচ আরেকজন মেয়ে অপরিচিত পুরুষের নিকট বিয়ে বসে এবং সে তাও জানে যে, তাঁর সম্পদের কারণে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁকে বিয়ে করছে, যার কারণে স্বাভাবিক ভাবে এ দুই পুরুষের মাঝে মোহর কখনো এক হবে না।[১৭]

সমাধান

উপরোক্ত বিষয়ে ইমামগণের মতামতের উপর লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, মোহরে মিসাল এর জন্য তাঁরা যেসকল শর্ত আরোপ করেছেন তাঁর মধ্যে প্রত্যেক ইমামের শর্ত সমূহ অন্য ইমামের শর্তের সাথে একত্রিত করলে শর্ত পূর্ণতা লাভ করে। এজন্য স্ত্রীলোকের মোহরে মিসাল নির্ধারণের ক্ষেত্রে সকল ইমামগণের মতামতের উপর পর্যালোচনা করে মোহরে মিসাল নির্ধারণ করা উত্তম।

মোহরে মিসাল নির্ধারণের ক্ষেত্রে আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় এখানে উল্লেখ্য করা যেতে পারে, তা হল জ্ঞান। কেননা শিক্ষিত-অশিক্ষিত, অধিক জ্ঞানী-স্বল্প জ্ঞানী এ সকল বিষয় ছেলে মেয়ে উভয়ের মোহর নির্ধারণের বিষয়টিকে প্রভাবিত করে।

যে সকল অবস্থায় মোহরে মিসাল ওয়াজিব হয়

যে সকল অবস্থায় মোহরে মিসাল আবশ্যক তা নিম্নে উপস্থাপন করা হলঃ

১। বিবাহ অনুষ্ঠানে যদি মোহর উল্লেখ করা না হয়। যেমন স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে, আমি তোমাকে এই শর্তে বিবাহ করলাম যে, তুমি আমার থেকে কোন মোহর পাবে না, আর স্ত্রীও যদি বলে, আমি এ শর্তে বিবাহ করলাম, তাহলে এক্ষেত্রে সকল উলামায়ে কিরামের সর্বসম্মতিক্রমে বিবাহ বিশুদ্ধ হবে এবং শর্ত বাতিল বলে গন্য হবে স্বামীর উপর মোহরে মিসাল ওয়াজিব হবে। কেননা দেনমোহর বিবাহ বিশুদ্ধ হওয়ার একটি অবশ্য পূরণীয় শর্ত, আর এ শর্ত বাদ দিয়ে বিয়ে করার অধিকার

---

[১৭] শায়েখ মাহমুদ মুহাম্মদ আশশায়খ, *আল-মাহরু ফিল ইসলাম বাইনাল মাযী ওয়াল হাযির*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

Dhaka University Institutional Repository

শরিয়ত কাউকে দেয়নি। এজন্য স্বামী-স্ত্রী উভয়ে যদি মোহর বিহীন বিবাহে একমত হয় তাহলে তাঁদের এমত বাতিল বলে গণ্য হবে এবং স্বামীর উপর মোহরে মিসাল ওয়াজিব হবে।

দলিল : মোহরে মিসালের উপরোক্ত অবস্থার দলিল হিসেবে নিম্নোক্ত হাদিসটি প্রনিধানযোগ্য :

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ فَقَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ امْرَأَةٍ مِنَّا مِثْلَ الَّذِي قَضَيْتَ فَفَرِحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ

অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (র.) হতে বর্ণিত, একবার তাঁকে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল, যে কোন এক মহিলাকে বিবাহ করেছে কিন্তু তাঁর জন্য কোন মোহর নির্ধারণ করেনি এবং তাঁর সাথে দৈহিক মিলনও করেনি এমতাবস্থায় সে মারা গেছে, এখন এ মহিলার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত কি? হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (র.) বললেন, স্ত্রী লোকটি তাঁর পরিবারের অপর মেয়েদের সমান মোহর পাবে। এর থেকে কমও পাবে না এবং বেশিও পাবে না, আর সে তাঁর স্বামীর মৃত্যুর ইদ্দত পালন করবে এবং স্বামীর সম্পত্তির অংশ পাবে। এ সিদ্ধান্ত শুনে হযরত মা'কাল ইবনে সিনান আশজায়ি (র.) দাঁড়িয়ে বললেন, আপনি যেরূপ ফায়সালা দিয়েছেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও আমাদের বংশের মেয়ে বিরওয়া বিনতে ওয়াশিক সম্পর্কে অনুরূপ ফায়সালা করেছিলেন। এ কথা শুনে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (র.) অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।[১৮] মোহরে মিসালের প্রমাণ হিসেবে নিম্নোক্ত উক্তিটি উল্লেখ করা যায় :

وَيَصِحُّ النِّكَاحُ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ فِيهِ مَهْرًا لِأَنَّ النِّكَاحَ عَقْدُ انْضِمَامٍ وَازْدِوَاجٍ لُغَةً فَيَتِمُّ بِالزَّوْجَيْنِ ، ثُمَّ الْمَهْرُ وَاجِبٌ شَرْعًا إِبَانَةً لِشَرَفِ الْمَحَلِّ فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى ذِكْرِهِ لِصِحَّةِ النِّكَاحِ ، وَكَذَا إِذَا تَزَوَّجَهَا بِشَرْطِ أَنْ لَا مَهْرَ لَهَا لِمَا بَيَّنَّا

---

[১৮] মুহাম্মদ বিন ইসা বিন দেহাক বিন তিরমিযি, *সুনানুততিরমিযি*, প্রাগুক্ত, খ.৪ , পৃ.৩৬০; আবু আব্দুর রহমান আহমদ বিন সুয়াইব ইবনে আলী আননাসায়ি. *সুনানে নাসায়ি*, প্রাগুক্ত, খ.১১ , পৃ.১১ ; আবু দাউদ সুলাইমান বিন আসয়াস, *সুনানে আবি দাউদ*, প্রাগুক্ত, খ.৬ , পৃ. ১২; আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ বিন হাম্বল, *মুসনাদে আহমাদ বিন হাম্বল*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ.৮৮ ; আহমদ বিন হুসাইন বিন আলী আলবায়হাকী, প্রাগুক্ত, খ.৭ , পৃ.২৪৫; নুআইম ইস্পাহানী, মা'রিফাতুস সাহাবা, প্রাগুক্ত, খ. ১৭, পৃ.৩৬৪

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ: ইনায়া গ্রন্থকার বলেন, বিবাহের সময় দেনমোহর উল্লেখ না করলেও বিবাহ শুদ্ধ হবে। কেননা শাব্দিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবাহ হচ্ছে একটি বন্ধন যা স্বামী-স্ত্রীর মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়ে যায় আর মোহর হচ্ছে একটি আবশ্যক শর্ত যা কেবল সম্মানের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে অতএব বিবাহের মধ্যে দেনমোহর উল্লেখ করা জরুরী নয়। অনুরুপ ভাবে কেউ যদি এ শর্তে বিবাহ করে যে বিবাহের মধ্যে দেনমোহর প্রদান করা হবে না তবে তাঁর জন্য মোহরে মিসাল আবশ্যক।[১৯]

২। বিবাহ অনুষ্ঠানে যদি কোন বাতিল জিনিষকে মোহর নির্ধারণ করা হয় যা কখনো সম্পদ হিসেবে গণ্য হতে পারে না যেমন, মৃত্যুবরণকারী পশুর মাংস অথবা এমন জিনিষ যা কখনো মুসলমানদের সম্পদ হিসেবে গণ্য হতে পারে না যেমন, মদ, শুকর অথবা এমন জিনিষ যার আকার বা পরিমাণ অস্পষ্ট যেমন, ঘর, কাপড় অথবা পশুর বিনিময়ে যদি কেহ বিবাহ করে আর ঘরের আকৃতি কাপড়ের মান অথবা পশুর নাম উল্লেখ না করে তাহলে এসকল ক্ষেত্রে মোহরে মিসাল ওয়াজিব হবে।

৩। বিবাহ যদি বিশুদ্ধ হয় আর তাতে যদি মোহর উল্লেখ করা না হয়, যেমন কোন পুরুষ যদি কোন মহিলাকে বলে, আমি তোমাকে বিবাহ করতে চাই আর মহিলা যদি বলে আমি তোমাকে বিবাহ করলাম এবং তাদের মাঝে যদি কোন মোহর নির্ধারণ করা না হয় অথবা পরবর্তীতেও যদি তাঁরা কোন মোহর নির্ধারণ না করে অথবা স্ত্রী যদি বিচারকের মাধ্যমে নিজের মোহর দাবী না করে আর এ অবস্থায় যদি স্বামী তাঁর সাথে দৈহিক মিলন করে অথবা মৃত্যুবরণ করে তাহলে এমতাবস্থায় স্ত্রীর উপর মোহরে মিসাল ওয়াজিব হবে।

৪। যদি পূর্ণ বয়স্কা, বুদ্ধিমতি কোন নারী তাঁর অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত তাঁর সমমানের অন্যান্য নারীদের মোহরের তুলনায় কম মোহরে বিবাহ করে তাহলে সেক্ষেত্রে কন্যা ও তাঁর অভিভাবকের জন্য পুনরায় মোহরে মিসাল নির্ধারণ করা বৈধ।

---

[১৯] মুহাম্মদ বিন আহমাদ আলবাবরাতি, *আল ইনায়াহ শারহুল হিদায়া* মাউকাউল ইসলাম, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ.৪৭৪

৫। যদি কাফের নর-নারী উভয়ে পরস্পরে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং তাঁদের মাঝে যদি বাতিল বস্তু মোহর নির্ধারণ করা হয় যেমন, মদ, শুকরের মাংস, আর এমতাবস্থায় যদি তাঁরা উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে কাফের থাকা অবস্থায় যদি স্ত্রী তাঁর নির্ধারিত মোহর আদায় করে নেয় তাহলে এক্ষেত্রে স্বামী পূনঃরায় মোহর আদায় করা থেকে মুক্ত থাকবে। আর যদি স্ত্রী মোহর আদায় না করে থাকে তাহলে কাজি কাফের অবস্থায় নির্ধারিত মোহরকে বাতিল বলে ঘোষণা করবে এবং স্ত্রীর জন্য মোহরে মিসাল নির্ধারণ করবে।

৬। হানাবেলা মাযহাব অনুযায়ী অপকর্মের সন্দেহ অথবা জোর করে অপকর্ম করার কারণে মোহরে মিসাল ওয়াজিব হয়।[২০]

দেনমোহর আদায় করার নিয়ম

হানাফি, শাফেয়ি, হানাবেলা এবং যাহেরিয়া মাযহাবের সকল ফেক্হবীদগণ একথার উপর একমত যে, দেনমোহর সম্পূর্ণ নগদ, সম্পূর্ণ বাকি অথবা কিছু নগদ, কিছু বাকি সকল অবস্থাতেই ধার্য করা ও পরিশোধ করা বৈধ।[২১]

তবে মালেকি মাযহাবের ইমামগণ বলেন, স্ত্রীর মোহর নগদ পরিশোধ করার পূর্বে স্বামীর জন্য তাঁর সাথে দৈহিক মিলন করা জায়েয নেই। স্বামীর যদি দেনমোহর আদায়ে সামর্থ্য না থাকে তাহলে তাঁদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেয়া হবে। তবে যদি দেনমোহর আদায়ের পূর্বে স্ত্রীর সাথে দৈহিক মিলন করে থাকে তাহলে দেনমোহর আদায়ে ব্যর্থ হলেও তাঁদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটানো হবে না। তবে এ ক্ষেত্রে দেনমোহর স্বামীর উপর ঋণ হিসেবে বাকি থাকবে। যদি বিবাহ বিচ্ছেদ অথবা মৃত্যু হলে দেনমোহর পাবে এমন শর্তে বিবাহ করে তাহলে তাঁদের মাঝে যদি দৈহিক মিলন না হয়ে থাকে তবে তাঁদেরকে

[২০] শায়েখ মাহমুদ মুহাম্মাদ আশ-শায়েখ, *আল-মাহরু ফিল ইসলাম বাইনাল মাযি ওয়াল হাযির*, আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, বৈরুত, লেবাননঃ ২০০৩, পৃ. ৬১-৬২

[২১] শায়েখ মাহমুদ মুহাম্মাদ আশ-শায়েখ, *আল-মাহরু ফিল ইসলাম বাইনাল মাযি ওয়াল হাযির*, প্রাগুক্তঃ পৃ. ৫৩

বিচ্ছেদ করে দেয়া হবে আর যদি দৈহিক মিলন হয়ে থাকে তাহলে স্বামীর উপর তৎক্ষণাৎ মোহরে মিসাল ওয়াজিব হবে।

এমনি ভাবে ইমাম মালেক (রহ.) বলেন, যে শহরে বিবাহ অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেখানে মোহর নির্ধারিত ও উপস্থিত থাকতে হবে এবং বিবাহ অনুষ্ঠানে মোহর প্রদান করতে হবে এক্ষেত্রে স্ত্রী রাজি থাকলেও দেরী করা জায়েয হবে না। যদি পরে মোহর আদায় করার শর্তে বিবাহ করে তাহলে বিবাহ বাতিল বলে গণ্য হবে। তবে দেরীর পরিমাণ যদি একদিন, দুইদিন অথবা সর্বোচ্চ পাঁচ দিন হয় তাহলে বিবাহ শুদ্ধ হবে। যে শহরে বিবাহ অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেখানে যদি নির্ধারিত মোহর উপস্থিত না থাকে তাহলে পরবর্তিতে যদি এ মোহরে কোনরূপ পরিবর্তণের আশংকা না থাকে এবং খুব দ্রুত আদায়ের ঘোষণা দেয়া হয় তাহলে বিবাহ বিশুদ্ধ হবে।[২২]

যেসকল জিনিস দ্বারা দেনমোহর আদায় করা বৈধ

কোন কোন বস্তু দ্বারা দেনমোহর আদায় করা যাবে বা আদায় করলে বৈধ হবে এ বিষয়ের উপর ইমামগণের মতামত বিভিন্নরূপ। নিম্নে দলিল সহকারে মতবিরোধ উল্লেখ করা হল :

হানাফি ও মালেকি মাযহাবের অভিমত

হানাফি ও মালেকি মাযহাবের ইমামগণ এ কথার উপর একমত যে, ঐ সকল মাল যা শরিয়তের দৃষ্টিতে মূল্য সম্পন্ন অথবা প্রত্যেক উপকারী বস্তু যা শরিয়তের দৃষ্টিতে সম্পদ হিসেবে গণ্য হয় সবই দেনমোহর আদায়ের মাল হিসেবে গণ্য হবে।[২৩]

এজন্য তাঁদের নিকট স্বর্ণ-রূপা চাই তা নোট আকারে হোক অথবা অলংকার হোক অথবা এগুলোর কোন পিণ্ড হোক এবং স্থাবর সম্পত্তি এবং এমন মাল যা পাত্র কিংবা দাড়িপাল্লা দ্বারা পরিমাপকৃত হয়, চতুস্পদ জন্তু এবং নগদ টাকা এ সবগুলো মোহর নির্ধারণ করার সময় উল্লেখ করলে মোহর হিসেবে গণ্য হবে।

---

[২২] শায়েখ মাহমুদ মুহাম্মাদ আশ-শায়েখ, *আল-মাহরু ফিল ইসলাম বাইনাল মাযি ওয়াল হাযির* ,প্রাগুক্ত: পৃ. ৫৩-৫৪

[২৩] শায়েখ মাহমুদ মুহাম্মাদ আশ-শায়েখ, *আল-মাহরু ফিল ইসলাম বাইনাল মাযি ওয়াল হাযির* ,প্রাগুক্ত: পৃ. ৪৩

Dhaka University Institutional Repository

শাফেয়ি ও হানাবেলা মাযহাবের অভিমত

শাফেয়ি ও হানাবেলা মাযহাবের ইমামগণ এ কথার উপর একমত যে, প্রত্যেক ঐ বস্তু যা বিক্রি করা হয় অথবা ভাড়া দেয়া হয় কোন মূল্যের বিনিময়ে তা দ্বারা দেনমোহর নির্ধারণ করা বৈধ। আর যে সকল বস্তু কোন মূল্যের বিনিময়ে বিক্রি অথবা ভাড়া দেয়া যায় না তা দ্বারা দেনমোহর নির্ধারণ করা বৈধ নয়। এজন্য পরিচিত ও নির্দিষ্ট বস্তু ব্যতীত মোহর নির্ধারণ করা জায়েয নেই। আর মোহর নির্ধারিত হওয়ার পর তা সাথে সাথে অথবা একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বিক্রি করা বৈধ আছে। চাই তার পরিমাণ কম অথবা বেশি হোক। এজন্য কোন পুরুষ যদি কোন মহিলাকে এক দিরহাম অথবা এর কমে অথবা এমন বস্তু যার মূল্য এক দিরহামের কম এর বিনিময়ে বিবাহ করে তাহলে বিবাহ বৈধ হবে। অনুরূপ ভাবে স্ত্রীকে কাপড় বানিয়ে দেয়া, ঘর নির্মাণ করে দেয়া, এক মাসের সেবা করা, সব সময় কাজ করে দেয়া অথবা কুরআন শিক্ষা দেয়ার বিনিময়ে যদি কোন ব্যক্তি বিবাহ করে তাহলে তা বৈধ হবে।[২৪]

যাহেরিয়া ও ইমামিয়া মাযহাবের মতামত

ইমাম ইবনে হুমাম যাহেরি (রহ.) বলেন, প্রত্যেক মাল যা উপহার অথবা উত্তরাধিকার সূত্রে মালিক হওয়া বৈধ তা দ্বারা মোহর নির্ধারণ করাও বৈধ। চাই তা বিক্রি করা বৈধ হোক অথবা অবৈধ। যেমন, পানি, কুকুর, বিড়াল অথবা ফল যার গুনাগুণ এখনো প্রকাশ হয়নি। কারণ হিসেবে তিনি বলেন, বিবাহের চুক্তি যেহেতু ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তির ন্যায় নয় এজন্য এসকল বস্তু দ্বারা দেনমোহর নির্ধারণ করা বৈধ আছে। তিনি আরো বলেন, বিবাহের মাধ্যমে যৌনাঙ্গ হালাল হয় যা বিবাহের পূর্বে হারাম ছিল,

বিবাহের সময় আল্লাহ তা'য়ালা পুরুষের উপর মোহর ওয়াজিব করেছেন বিবাহ বৈধ হওয়ার জন্য নয় বরং হালাল কে আরো দৃঢ় করার জন্য।[২৫]

---

[২৪] শায়েখ মাহমুদ মুহাম্মাদ আশ-শায়েখ, *আল-মাহরু ফিল ইসলাম বাইনাল মাযি ওয়াল হাযির* ,প্রাগুক্ত: পৃ. ৪৪

[২৫] শায়েখ মাহমুদ মুহাম্মাদ আশ-শায়েখ, *আল-মাহরু ফিল ইসলাম বাইনাল মাযি ওয়াল হাযির* ,প্রাগুক্ত পৃ.৪৪

Dhaka University Institutional Repository

হানাফি ও মালেকি মাযহাবের দলিল

প্রথম দলিল

মহান আল্লাহ্ বলেন :

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ

অর্থ: এদেরকে ছাড়া তোমাদের জন্য সব নারী হালাল করা হয়েছে, শর্ত এই যে, তোমরা তাঁদেরকে স্বীয় সম্পদের বিনিময়ে তলব করবে।[২৬]

উপরোক্ত হাদিস এ কথা প্রমাণ করে যে, বিবাহের জন্য সম্পদ ব্যয় করা শর্ত। আর উপরোক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা সম্পদ বলতে 'দেনমোহর' বুঝিয়েছেন। অতএব যে বস্তু শরিয়তের দৃষ্টিতে সম্পদ হিসেবে গন্য হবে না, তা দেনমোহর হিসেবেও গণ্য হবে না।

দ্বিতীয় দলিল

মহান আল্লাহ্ বলেন :

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ

অর্থ: আর যদি দেনমোহর নির্ধারণ করার পর স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিয়ে দাও, তাহলে যে মোহর নির্ধারণ করা হয়েছে তাঁর অর্ধেক দিয়ে দিতে হবে।[২৭]

উপরোক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা স্বামীদেরকে বিয়ের পর সহবাসের পূর্বে স্ত্রীকে তালাক দিলে নির্ধারিত দেনমোহরের অর্ধেক আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর এ কথাটি স্পষ্ট যে, যে বস্তু মূল্য সম্পন্ন বা গুরুত্বপূর্ণ না হবে ঐ বস্তুকে ভাগ করা সম্ভব নয়।

---

[২৬] আল-কুরআন ৪ ঃ ২৪

[২৭] আল-কুরআন ২ ঃ ২৩৭

Dhaka University Institutional Repository

শাফেয়ি ও হানাবেলা মাযহাবের দলিল

প্রথম দলিল

হাদিস শরিফে এসেছে :

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنِّي وَهَبْتُ مِنْ نَفْسِي فَقَامَتْ طَوِيلًا فَقَالَ رَجُلٌ زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ قَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا قَالَ مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي فَقَالَ إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ جَلَسْتَ لَا إِزَارَ لَكَ فَالْتَمِسْ شَيْئًا فَقَالَ مَا أَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَلَمْ يَجِدْ فَقَالَ أَمَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ شَيْءٌ قَالَ نَعَمْ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا لِسُوَرٍ سَمَّاهَا فَقَالَ قَدْ زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ

অর্থ: হযরত সাহল ইবনে সা'দ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক মহিলা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি নিজেকে আপনার জন্য উৎসর্গ করলাম। একথা বলে সে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রইল, (কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন উত্তর দিলেন না) তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার যদি তাঁকে কোন প্রয়োজন না থাকে তাহলে আমার সাথে তাঁকে বিবাহ দিন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে তাঁকে মোহর দেয়ার মত কিছু আছে কি? সে বলল, আমার কাছে এই পরিধেয় লুঙ্গি ছাড়া আর কিছুই নেই। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি এ লুঙ্গিটি তাঁকে দিয়ে দাও তাহলে তুমি বিবস্ত্র থাকার কারণে বসে থাকতে হবে, কারণ তোমার কাছে দ্বিতীয় কোন লুঙ্গি নেই। অতএব তুমি অন্যকিছু খুঁজে নিয়ে আস।

সে কিছু সময় চুপ থেকে বলল, মোহরানা বাবদ কোন কিছু সংগ্রহ করার মত সামর্থ্য আমার নেই। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি একটি লোহার আংটি হলেও খুঁজে নিয়ে আস। সে কিছুই সংগ্রহ করতে পারল না। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কুরআনের কোন সূরা জানা আছে কি? সে বলল, হ্যাঁ অমুক অমুক সূরা আমার জানা আছে।

Dhaka University Institutional Repository

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যাও কুরআনের যা জানা আছে তাঁর বিনিময়ে তোমার সাথে এ মহিলাকে বিয়ে দিলাম।[২৮]

উপরোক্ত হাদিস প্রমাণ করে যে, মোহর পরিশোধ করার মত কোন সম্পদ না থাকার দরুণ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবিকে কুরআন শিক্ষা দেয়ার বিনিময়ে বিবাহ করার অনুমতি দিয়েছেন।

দ্বিতীয় দলিল

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন :

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ

অর্থ: হযরত শোআইব (আ.) মূসাকে (আ.) বললেন, আমি আমার এই কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার কাছে বিবাহ দিতে চাই এই শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার চাকুরি করবে।[২৯]

হযরত মূসা (আ.) এর কাছে কোন ধন-সম্পদ না থাকার কারণে হযরত শোআইব (আ.) আট বছরের পরিশ্রমকেই তাঁর মোহর হিসেবে ধার্য্য করেছিলেন। যার দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, মোহর আদায় করার মত কোন সম্পদ না থাকলে পরিশ্রমের বিনিময়ে বিবাহ করা বৈধ।

দলিলসমূহের পর্যালোচনা ও সমন্বয়

উপরোক্ত মতবিরোধের উপর পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, হানাফি ও মালেকি মাযহাব এবং শাফেয়ি ও হানাবেলা মাযহাবের মতামত মৌলিক দু'টি মাসআলায় সিমাবদ্ধ।

---

[২৮] মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল বুখারি, *সহিহুল বুখারি*, প্রাগুক্ত, খ.১৬ , পৃ.৯৮; আবুল হোসাইন আসাকিরুদ্দীন মুসলিম বিন হাজ্জাজ, *সহীহ্ মুসলিম*,প্রাগুক্ত, খ.৭ , পৃ.২৫৪;মুহাম্মদ বিন ইসা বিন দেহাক বিন তিরমিযি, *সুনানুততিরমিযি*, প্রাগুক্ত, খ.৪ , পৃ.৩০৭; আবু আব্দুর রহমান আহমদ বিন সুয়াইব ইবনে আলী আননাসায়ী. *সুনানে নাসায়ী*, প্রাগুক্ত, খ.১০, পৃ. ৪৮৯; আবু দাউদ সুলাইমান বিন আসয়াস, *সুনানে আবি দাউদ*, প্রাগুক্ত, খ.৬, পৃ. ১০; আহমাদ ইবনে হাম্বল, *মসনদে আহমদ*, খ.৪৬, পৃ.৩১৩; আহমদ বিন হুসাইন বিন আলি আলবায়হাকি, প্রাগুক্ত, খ.৭ , পৃ.৫৭

[২৯] আল-কুরআন ২৮ ঃ ২৭

১। মোহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ কতটুকু হবে?

২। পরিশ্রমকে মোহর হিসেবে ধার্য করা যাবে কি না?

প্রথম মাসআলাটি সামনে পৃথক অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

আর দ্বিতীয় মাসআলাটির ব্যাপারে শাফেয়ি ও হানাবেলা মাযহাবের ইমামগণ বলেন যে, পরিশ্রমকে মোহর ধার্য করা করা যাবে। তবে এ বিষয়টি পবিত্র কুরআন দ্বারা প্রমাণিত হওয়া সত্বেও ইমাম মালেক ও আবু হানিফা (রহ.) এভাবে বিবাহ করাকে মাকরুহে তাহরিমি মনে করেন। তবে উভয় মতের মাঝে এভাবে সমন্বয় সাধন করা যায় যে, এভাবে বিয়ে করা একটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতির সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ কারো কাছে যদি এ পরিমাণ সম্পদ না থাকে যা মোহরানা বাবদ প্রদান করা সম্ভব যাবে, তাহলে তাঁর জন্য পরিশ্রমের বিনিময়ে বিবাহ করা জায়েয। যেমন, হযরত মূসা (আ.) এর কাছে কোন ধন-সম্পদ না থাকার কারণে হযরত শোআইব (আ.) আট বছরের পরিশ্রমকেই তাঁর মোহর হিসেবে ধার্য্য করেছিলেন।
আর কুরআন শিক্ষার বিনিময়ে বিয়ে করার বিষয় যা ইমাম শাফেয়ি ও আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.) অনুমোদ করেছেন এবং ইমাম আবু হানিফা (রহ.) নিষেধ করেছেন, এ বিষয়টি এখন মৌলিক কোন মতবিরোধ এর মধ্যে পড়ে না। কেননা হানাফি মাযহাবের পরবর্তী ইমামগণ কুরআন শিক্ষা দেয়ার বিনিময় নেয়ার অনুমতি প্রদান করেছেন। যেহেতু কুরআন শিক্ষা দেয়ার বিনিময় নেয়া বৈধ এজন্য কুরআন শিক্ষার বিনিময়ে বিবাহ করাও বৈধ।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

দেনমোহর ওয়াজিব হওয়ার আবশ্যকতা

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায় : দেনমোহর ওয়াজিব হওয়ার আবশ্যকতা

যে অবস্থায় দেনমোহর প্রদান আবশ্যক

দেনমোহর বিবাহের একটি প্রাসঙ্গিক বিষয়। তাই বিবাহ যেখানে দেনমোহর সেখানে। বিবাহ প্রসঙ্গ আসলেই দেনমোহর প্রসঙ্গ আসবে। বিবাহের সময় দেনমোহর উল্লেখ করা হউক বা না হউক। এ দেনমোহর নারীর অধিকার যা বান্দার হক কেবল বান্দার সাথেই সংশ্লিষ্ট। তা আদায় করতেই হবে, আদায় না করার কোন সুযোগ নেই। দেনমোহর এমনও সময় আছে যখন পূর্ণ মোহর পরিশোধ করতে হয় আবার কখনো অর্ধেক মোহর পরিশোধ করতে হয়। নিম্নে এ প্রসঙ্গে একটি আলোচনা উপস্থাপন করা হল।

আহমাদ রাবি বলেন :

يذكر الفقهاء أن المهر يجب بنفس العقد في الزواج الصحيح، وكذالك يجب بالدخول في النكاح الفاسد،

অর্থ: ফোকাহয়ে কেরাম বলেন, মোহর ওয়াজিব হয় সহিহ বিবাহের আকদ হলে[১] এবং ফাসিদ বিবাহে সহবাস হলে। অন্যান্য অবস্থায় দেনমোহর ওয়াজিব না।[২] দেনমোহর ওয়াজিব হচ্ছে বিবাহ হলে, সহিহ বিবাহে এবং ফাসিদ বিবাহে সহবাস হলে। নিম্নে দুইভাবে দেনমোহরের অবস্থা আলোচনা করা হল:

প্রথমত ঃ সহিহ বিবাহ বা **العقد الصحيح**

দ্বিতীয়ত ঃ ফাসিদ বিবাহে সহবাস বা **الدخول في العقد الفاسد**

এখানে আলোচনা করা হবে সহিহ বিবাহে দেনমোহর আদায় করণ প্রসঙ্গে

প্রথমত ঃ সহিহ বিবাহে দেনমোহর ওয়াজিব

---

১ সহিহ বিবাহে আকদ হলে দুই অবস্থা যথা : যদি সহবাস হয় তবে পূর্ণমোহর পাবে আর যদি সহবাসের পূর্বে বিবাহ বিচ্ছিন্ন হয় তবে অর্ধেক মোহর পাবে। গবেষক

২ আহমাদ রাবি জাবের আল রোহাইলি, *গালাউলমুহুর অলইহতেসাব আলাইহি*, মাকতাবাতুল উলুমে ওয়ালহিকাম, মদিনা মুনাওয়ারাহ, সৌদিআরব: ১৯৯৬, পৃ-২৭

আকদে সহীব বা সহিহ বিবাহের ক্ষেত্রে দেনমোহর ফরজ । চাই তা মোহরে মোসাম্মা হউক বা মোহরে মিসাল হউক।[৩] যদি বিবাহ বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বে সহবাস হয় তবে পূর্ণদেনমোহর পাবে আর যদি সহবাস হওয়ার পূর্বেই বিবাহ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তবে দেনমোহর পাবে অর্ধেক।

যে অবস্থায় দেনমোহর ফরজ

সহবাসের পর দেনমোহর আদায় করণ প্রসঙ্গে

স্ত্রীর সাথে সহবাস হয়ে গেলে স্বামীর উপর পূর্ণ মোহর আদায় করা ওয়াজিব। চাই তা মোহরে মুসাম্মা হউক অথবা মোহরে মিসাল। তবে স্ত্রী যদি মোহর মাফ করে দেয় অথবা পরিমাণ কমিয়ে দেয় তাহলে সে ক্ষেত্রে স্বামীর জন্য মোহর না দেয়া অথবা কর্তিত অংশ বাদ দিয়ে আদায় করা বৈধ হবে। সহবাসের পর পূর্ণ মোহর ওয়াজিব হওয়ার কারণ হচ্ছে, শরিয়ত নির্ধারিত পূর্ণ মোহর আদায় না করার যে বিধান দিয়েছে তা সহবাসের পূর্বে যদি বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায় অথবা স্বামী মারা যায় সে ক্ষেত্রে। অর্থাৎ বিবাহের পূর্ণ উদ্দেশ্য অর্জিত হওয়ার পূর্বে যদি বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায় সেক্ষেত্রে পূর্ণ মোহর আদায় করতে হয় না। কিন্তু স্ত্রী সহবাসের মাধ্যমে যেহেতু বিবাহের পূর্ণ ফায়দা অর্জিত হয় সেজন্য স্বামীর উপর পূর্ণ মোহর ওয়াজিব হবে।[৪]

সহবাসের কারণে স্বামীর উপর পূর্ণ মোহর ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে ইমাম নববি (রহ.) নিম্নোক্ত কুরআনের আয়াত দলিল হিসেবে পেশ করেন।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন :

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ

---

৩ যদি বিবাহের সময় মোহর নির্ধারণ করা হয় তা হচ্ছে মোহরে মোসাম্মা আর যদি বিবাহের সময় মোহর উল্লেখ করা না হয় তবে তাঁকে বলে মোহরে মিসাল।

৪ শায়েখ মাহমূদ মুহাম্মদ আশ-শায়েখ, *আল-মাহরু ফিল ইসলামি বাইনাল মাযি ওয়াল হাযির:* আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, বৈরুত: ২০০৩, পৃ. ৬৩ ; আহমাদ রাবি জাবের আল রোহাইলি, *গালাউলমুহুর অলইহতেসাব আলাইহি,* মাকতাবাতুল উলুমে ওয়ালহিকাম, মদিনা মুনাওয়ারাহ, সৌদিআরব: ১৯৯৬, পৃ.২৮

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ: যদি তোমরা স্ত্রীদেরকে মোহর সাব্যস্ত করার পর স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিয়ে দাও, তাহলে যে মোহর সাব্যস্ত করা হয়েছে তার অর্ধেক দিয়ে দিতে হবে।[৫]

ইমাম নববি (রহ.) বলেন, উপরোক্ত আয়াত এ কথা প্রমাণিত করে যে, স্বামীর জন্য স্ত্রীকে স্পর্শ করার পূর্বে বিবাহ বিচ্ছেদের মাধ্যমে নির্ধারিত মোহরের অর্ধেক দেয়ার সুযোগ আছে, কিন্তু স্পর্শ করার পর অর্ধেক মোহর আদায় করার সুযোগ নেই তাঁকে পূর্ণ মোহর আদায় করতে হবে।[৬]

আল্লাহ পাক বলেন :

وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

অর্থ: যদি তোমরা এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী পরিবর্তন করতে চাও এবং তাঁদের একজনকে প্রচুর ধন-সম্পদ প্রদান করে থাক, তবে তা থেকে কিছুই ফেরত গ্রহণ করো না। তোমরা কি তা অন্যায়ভাবে ও প্রকাশ্য গুনাহের মাধ্যমে গ্রহণ করবে? তোমরা কিরূপে তা গ্রহণ করতে পার, অথচ তোমরা একজন অন্য জনের কাছে (উলঙ্গ অবস্থায়) গমন করেছ এবং নারীরা তোমাদের কাছ থেকে সুদৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করেছে।[৭]

উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনে কাছির (রহ.) বলেন :

إذا أراد أحدكم أن يفارق امرأة ويستبدل مكانها غيرها، فلا يأخذن مما كان أصدق الأولى شيئاً، ولو كان قنطارا من مال. وفي هذه الآية دلالة على جواز الإصداق بالمال الجزيل، وقد كان عمر بن الخطاب نهى عن كثرة الإصداق، ثم رجع عن ذلك

قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو خَيْثَمَة، حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني محمد بن عبد الرحمن، عن المجالد بن سعيد، عن الشعبي، عن

---

[৫] আল-কুরআন ২ : ২৩৭

[৬] শায়েখ মাহমূদ মুহাম্মদ আশ-শায়েখ, আল-মাহরু ফিল ইসলামি বাইনাল মাযি ওয়াল হাযির, আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, বৈরুত, কুয়েত: ২০০৩, পৃ. ৬৩

[৭] আল-কুরআন ৪ : ২০-২১

Dhaka University Institutional Repository

مسروق، قال: ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله ثم قال: أيها الناس، ما إكثاركم في صُدُق النساء وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإنماالصدقات فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك. ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرامة لم تسبقوهم إليها. فلا أعرفنَّ ما زاد رجل في صداق امرأة على أربعمائة درهم قال : ثم نزل

فاعترضته امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين، نَهَيْتَ الناس أن
يزيدوا النساء صداقهم على أربعمائة درهم؟ قال: نعم. فقالت: أما سمعت ما أنزل الله
في القرآن؟ قال: وأي ذلك؟ فقالت: أما سمعت الله يقول: وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا

قال: فقال: اللهم غفرًا، كُلُّ الناس أفقه من عمر. ثم رجع فركب المنبر فقال: إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صداقهن على أربعمائة درهم، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب.

অর্থ: উল্লেখিত আয়াতে কারিমার মাধ্যমে পরিস্কার ভাবে বুঝা যায় যে, যদি তোমরা একজন স্ত্রীকে তালাক দিয়ে অন্য কোন মহিলাকে বিবাহ করবে তবে প্রথম মহিলাকে যে দেনমোহর তোমরা প্রদান করেছ তা ফেরত নিতে পারবে না যদিও তা যত বেশী পরিমাণ সম্পদই হউক না কেন? এ আয়াত আরো প্রমাণ করতেছে যে, যত বেশী সম্পদ পরিমাণ দেনমোহর নির্ধারণ করা হউক না কেন তা বৈধ।

একদা হযরত ওমর ফারুক (র.) অধিক পরিমাণে দেনমোহর নির্ধারণ করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন অতপর তাঁর এ উক্তি থেকে তিনি আবার প্রত্যাবর্তন করেন।

প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে নিম্নরুপ :

হযরত হাফেজ আবু ইউলা বর্ণনা করেন যে, আমার কাছে আবু খাইসামা বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমার কাছে ইয়াকুব বিন ইব্রাহীম বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমার কাছে আমার পিতা ইব্রাহীম বলেন, তিনি ইবনে ইসহাক থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমার কাছে বর্ণনা করেন মোহাম্মদ ইবনে আব্দুর

রহমান তিনি মুজালেদ ইবনে সা'য়িদ থেকে তিনি মাসরুক থেকে তিনি বলেন হযরত ওমর (র.) রাসূল (স.) এর মিম্বারে আরোহণ করে বললেন, হে মানব সকল ! তোমাদের কি হল যে, তোমরা মহিলাদের দেনমোহর বেশী বেশী পরিমাণে নির্ধারণ করতেছ? অথচ নবি করিম (স.) এবং তাঁর সাহাবিগণ (র.) এতবেশী দেনমোহর নির্ধারণ করেন নি।

অথচ রাসুল (স.) ও তাঁর সাহাবিদের (র.) মাঝে দেনমোহর চারশত দিরহামের বেশী ছিল না। যদি অধিক পরিমাণে দেনমোহর নির্ধারণ করা আল্লাহর নিকট তাকওয়া ও সম্মানের হত তবে কি রাসুল (স.) ও তাঁর সাহাবি (র.) এ ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করতেন না? অবশ্যই বেশী বেশী দেনমোহর নির্ধারণ করতেন। আমার এটি জানা নেই যে, কোন ব্যক্তি রাসুল (স.) এর যামানায় চারশত দেরহামের অতিরিক্ত দেনমোহর নির্ধারণ করেছেন। এ কথা বলে হযরত ওমর (র.) মিম্বার থেকে নেমে গেলেন।

কোরাইশ বংশের এক মহিলা এ বক্তব্যের প্রতিবাদ করে বললেন, হে আমিরুল মুমিনিন ! আপনি নাকি লোকদেরকে চারশত দেরহামের অধিক পরিমাণে দেনমোহর নির্ধারণ করতে নিষেধ করেছেন? জবাবে ওমর (র.) বললেন হ্যাঁ।

প্রতিবাদে মহিলা বললেন, আপনি কি আল্লাহ তা'য়ালার ঐ বাণী শুনেন নি? বলে উল্লেখিত আয়াতে কারিমা মহিলা পাঠ করে শোনালেন। "তোমরা যদি এক স্ত্রীর পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করতে চাও তবে প্রথম স্ত্রীকে যদি ক্বিনতার পরিমাণ সম্পদও দানকরে থাক তবে তা ফেরত নিবে না। তোমরা কি তাঁদেরকে অপবাদ ও প্রকাশ্যে গুনাহের কথা বলে তা ফেরত নিবে তবে তা বড়ই খারাপ কাজ"।

রাবি বলেন, মহিলার এ প্রতিবাদ শুনে হযরত ওমর ফারুক (র.) বলেন, হে আল্লাহ ! আপনি আমাকে ক্ষমা করে দেন, আমি ভূল করে ফেলেছি। সকল মানুষ যদি ওমরের চেয়ে বেশী সমজদার হতো কতই না ভালো হত।
অতপর ওমর (র.) তাঁর উল্লেখিত বক্তব্য প্রত্যাহার করার জন্য মিম্বরে উঠে বললেন, হে লোক সকল! আমি তোমাদেরকে দেনমোহর চারশত দেরহামের অধিক নির্ধারণ করার জন্য নিষেধ করেছিলাম। এখন

Dhaka University Institutional Repository

আমি আমার সে বক্তব্যকে প্রত্যাহার করে নিলাম। এখন থেকে যে যার ইচ্ছেমত দেনমোহর নির্ধারণ করতে পার এতে কোন বাধা নেই।[৮]

এ আয়াতে মহান আল্লাহ স্ত্রীকে পূর্ণ মোহর দেয়ার পর বিবাহ বিচ্ছেদ হলে মোহরের অংশ স্ত্রী থেকে ফেরত না নেওয়ার কারণ হিসেবে সহবাসকে উল্লেখ করেছেন। যা থেকে বুঝা যায় যে, বিবাহের সময় নির্ধারিত পূর্ণ মোহর আদায় করার পর স্ত্রীর সাথে সহবাস করলে এবং পরবর্তীতে বিচ্ছেদ ঘটলে সেখান থেকে স্বামী মোহরের কোন অংশ ফিরিয়ে নিতে পারবে না, অথবা নির্ধারিত মোহর আদায় করা না হলে সহবাসের পর বিচ্ছেদ ঘটলে পূর্ণ মোহর আদায় করতে হবে।

মৃত্যুর পর দেনমোহর আদায় প্রসঙ্গ

ফিকাহ শাস্ত্রের সকল ইমামগণ এ কথার উপর একমত যে, স্বামী-স্ত্রী যে কোন একজনের মৃত্যুতে মোহর ওয়াজিব হওয়া সাব্যস্ত করে। চাই তাঁদের মৃত্যু সহবাস অথবা নির্জনবাসের আগে হউক বা পরে। কেননা বিবাহ সংগঠনের মাধ্যমে স্ত্রী মোহরের অধিকার লাভ করে আর এ অধিকার স্বামীর মৃত্যুর কারণে বাদ যায় না, যেমনি ভাবে মৃত্যুর কারণে কারো ঋণ বাতিল হয়ে যায় না।

এজন্য স্বামী যদি মৃত্যু অবস্থায় থাকে তাহলে স্ত্রী তাঁর মোহরের টাকা আদায় করে নিবে অথবা তাঁর পরিত্যক্ত সম্পত্তি বন্টন হওয়ার পূর্বে সেখান থেকে তাঁর মোহর আদায় করে নিবে। আর যদি স্ত্রী মারা যায় তাহলে তাঁর উত্তরাধিকারীরা স্বামী থেকে মোহর আদায় করে নিবে অথবা স্ত্রীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হিসেবে স্বামীর প্রাপ্ত সম্পত্তি হতে মোহর আদায় করে নিবে।[৯] এখানে উল্লেখ করা দরকার স্বামী–স্ত্রীর স্বাভাবিক মৃত্যুর ক্ষেত্রে স্ত্রী দেনমোহরের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে না। মৃত্যু কয়েক ভাবে হতে পারে তা হচ্ছে :

ক. স্বাভাবিক মৃত্যু

খ. অজ্ঞাত কোন ব্যক্তি কর্তৃক স্বামী–স্ত্রী কোন একজনকে হত্যা করা। এটা স্বাভাবিক মৃত্যুর হুকুম।

---

[৮] ইমামুদ্দীণ আবুল ফেদা ইসমাইল ইবনে উমর ইবনে কাছির, তাফসিরে ইবনে কাছির, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ.২, পৃ. ২৪৪

[৯] শায়েখ মাহমূদ মুহাম্মদ আশ-শায়েখ, *আল-মাহরু ফিল ইসলামি বাইনাল মাযি ওয়াল হাযির*, আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, বৈরুত, ২০০৩, পৃ. ৬৩

Dhaka University Institutional Repository

গ. স্বামী যদি স্ত্রীকে হত্যা করে। স্বামী স্ত্রীকে হত্যা করেছে সে ক্ষেত্রে স্ত্রীর দেনমোহরের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে না।

ঘ. স্বামী যদি আত্মহত্যা করে। এ আত্মহত্যার দ্বারা দেনমোহর সাকেত হবে না বা দেনমোহরের অধিকার পাবে। কেননা এটা মৃত্যুর মতই যা অন্যান্য ঋণের হুকুমে পরে।

ঙ. স্ত্রীর আত্মহত্যা। স্ত্রী যদি আত্মহত্যা করে থাকে তবে সে দেনমোহরের অধিকারী হবে। যেহেতু সে নিজের দায়িত্ব নিজের উপর নিয়েছে।[১০]

চ. স্ত্রী যদি স্বামীকে হত্যা করে তবে, ইমাম আবু হানিফার মতে স্ত্রী তাঁর দেনমোহর পাবে না। কারণ সে বিবাহের উদ্দেশ্যেও বিপরীত কাজ করে ফেলেছে। অনুরুপ ভাবে ইমাম আবু হানিফা বলেন, স্ত্রী যদি স্বাধীনা হয় তবে দেনমোহর পাবে আর যদি দাসী হয় তবে স্বামী ইচ্ছে করলে দিতেও পারে হক হিসেবে দাবি করতে পারবে না। ইমাম মালেক (রহ.) এর মতে যদি স্ত্রী স্বামীকে হত্যা করে তবুও স্ত্রী অর্ধেক মোহরের অধিকারী হবে।[১১]

প্রকৃত নির্জনতা

নির্জনতার সংজ্ঞা

প্রকৃত নির্জনতার কারণে দেনমোহর আবশ্যক হয় তাই প্রকৃত নির্জতা সম্পর্কে ধারণা থাকা দরকার। নিম্নে খুলওয়াতে সহিহা বা প্রকৃত নির্জনতার পরিচয় তুলে ধরা হল :

اَلْخَلْوَةِ الصَّحِيحَةُ هِيَ اجْتِمَاعُ الزَّوْجَيْنِ فِي مَكَانٍ يَأْ مِنَانِ فِيهِ مِنْ اطِّلَاعِ النَّاسِ عَلَيْهِمَا وَلَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ مَانِعٌ مِنْ الْوَطْءِ حِسًّا وَلَا شَرْعًا وَلَا طَبْعًا

[১০] ইবনে হুমাম আল হানাফি, *শরহে ফাতহিল কাদির*, মাকতাবায়ে উলুম, মদিনা সৌদিআরব: তা.বি খ.৩, পৃ. ৩২২,৩৭৮

[১১] ইবনে রুশদ, বিদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নিহায়াতুল মুকতাছেদ, মদিনা মুনাওয়ারাহ, সৌদিআরব:খ. ২, পৃ.২৪

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ: নির্জনবাস বলতে বুঝায়, স্বামী স্ত্রীর এমন নিরাপদ স্থানে সমবেত হওয়া যেখানে তাঁদের কার্য-কলাপ সম্পর্কে লোকজনের অবগত হওয়া থেকে নিরাপদ থাকা যায়। এবং তাঁদের উভয়ের দৈহিক মিলনে আবদ্ধ হতে অনুভূতিগত, স্বভাবগত এবং শরয়িগত কোন বাধা থাকে না।[১২]

স্বামী-স্ত্রী উভয়ে এমন স্থানে একাকী অবস্থান করা যেটি মানুষের দৃষ্টির আড়ালে হয়। অতএব যদি তাঁদের সাথে কোন তৃতীয় ব্যক্তি থাকে চাই সে দৃষ্টিসম্পন্ন হোক অথবা অন্ধ, ঘুমন্ত অবস্থায় হোক অথবা জাগ্রত, প্রাপ্ত বয়স্ক হোক অথবা বুঝ সম্পন্ন অপ্রাপ্ত বয়স্ক হোক, অথবা তাঁদের দুজনের কোন একজনের গোলাম-বাদী হোক, নির্জনবাস হিসেবে গণ্য হবে না।

তবে তাঁদের সাথে যদি তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে অপ্রাপ্ত বয়স্ক বাচ্চা থাকে যে কিছু বুঝে না অথবা পাগল থাকে অথবা কোন পশু থাকে তাহলে তাঁদের অবস্থান নির্জনবাস হিসেবে গণ্য হবে। তবে শর্ত হল তাঁদের অবস্থান স্থল নির্জনবাস যোগ্য হতে হবে। যেমন, ঘর হওয়া অথবা নির্দিষ্ট রুম হওয়া যদিও তা ছাদ বিহীন অথবা ছাদ অবস্থায় হয়। অথবা এমন বাগান হওয়া চার চতুর্পাশ্বে বেষ্টনি দেয়া এবং একদিকে প্রবেশ দ্বার থাকা। অথবা এমন স্থান হওয়া যেটি সাধারণ দৃষ্টিতে নির্জন আবাসস্থান হিসেবে গন্য হয়। বর্তমানে আমাদের সমাজে যদি কেহ ব্যক্তিগত গাড়ি নিয়ে স্বস্ত্রীক দূরে কোন নির্জন স্থানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয় তাহলে গাড়ির ভিতরের অবস্থানও নির্জনবাস বলে গণ্য হবে।[১৩]

প্রকৃত নির্জনতা পাওয়া সত্ত্বেও যে সকল অবস্থায় নির্জনতার হুকুম প্রযোজ্য হয় না। সে ক্ষেত্রগুলো হচ্ছে :

অনুভূতিগত বাধা

যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়ের নির্জনবাস প্রমাণিত হয়, কিন্তু তাঁরা যদি এমন অবস্থায় নির্জনবাস করে যে, তাঁদের মধ্যে একজনের অপরজনের প্রতি আকর্ষণবোধ করার অনুভূতি শক্তি না থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে তাঁদের

---

[১২] শায়েখ মাহমূদ মুহাম্মদ আশ-শায়েখ, *আল-মাহরু ফিল ইসলামি বাইনাল মাযি ওয়াল হাযির*, প্রাগুক্ত: পৃ. ৬৭; কাসানী, *বাদাইউস সানায়ে*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব:তা.বি,খ. ৬, পৃ. ২৬; শায়েখ নিজাম উদ্দীন, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, মাকতাবায়ে হিন্দীয়া, ভারত: তা.বি, খ. ৭, পৃ.১৫০

[১৩] শায়েখ মাহমূদ মুহাম্মদ আশ-শায়েখ, *আল-মাহরু ফিল ইসলামি বাইনাল মাযি ওয়াল হাযির*, আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, বৈরুত: ২০০৩, পৃ. ৬৭

অবস্থান নির্জনবাস হিসেবে গণ্য হবে না। যেমন, স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে কোন একজন অসুস্থ থাকা। তবে অসুস্থতার পরিমাণ এরূপ হতে হবে যে, এর কারণে তাঁরা দৈহিক মিলন করতে অপরাগ হয়। যেমন রিতক[১৪] কারন[১৫] আফল[১৬] এবং অপ্রাপ্ত বয়স্কা মেয়েলোক যার দৈহিক মিলনের ব্যাপারে মোটেও আগ্রহ নেই এবং বুঝেও না।[১৭]

স্বভাবগত বাধা

যদি নির্জনবাসের ক্ষেত্রে স্বভাবগত বাধা সৃষ্টি হয় তাহলেও তাঁদের অবস্থান নির্জনবাস হিসেবে গন্য হবে না। যেমন স্ত্রী লোকের মাসিক ঋতুস্রাব ও নিফাস।[১৮]

শরয়ি বাধা

যদি নির্জনবাসের ক্ষেত্রে শরয়ি বাধা সৃষ্টি হয় তাহলেও স্বামী-স্ত্রীর অবস্থান নির্জনবাস হিসেবে গণ্য হবে না। যেমন, ইহরাম ও রোজা অবস্থায় নির্জনবাস করা। ইহরাম শরয়ি বাধা এজন্য যে, ইহরাম মানুষ ফরজ ও নফল হজ্জ্ব এবং উমরার নিয়তে বাঁধে। আর এ অবস্থায় দৈহিক মিলন করার দ্বারা দম ওয়াজিব হয়, অনেক সময় পরবর্তী বছরে পুনরায় হজ্জ করতে হয়। রোজা শরয়ি বাধা এজন্য যে, রোজা অবস্থায় সহবাস করার কারণে কাযা ও কাফফারা আদায় করতে হয়।

তবে শুধু ফরজ রোজা নির্জনবাসের বৈধ হওয়ার জন্য শরয়ি বাধা। নফল, কাফ্ফারা ও কাযা রোজা নির্জনবাস বৈধ হওয়ার জন্য শরয়ি বাধা নয়। কেননা এগুলো ভাঙ্গার কারণে কাফ্ফারা ওয়াজিব হয় না। অনুরূপ ভাবে অনেক বিজ্ঞ ইমামগণ বলেছেন, ফরজ নামাযও নির্জনবাসের জন্য শরয়ি বাধা, তবে নফল নামায বাধা নয়। অনুরূপ ভাবে স্বামী যদি স্ত্রীর সাথে সহবাস করার সময় তাঁকে চিনতে না পারে অথবা স্ত্রী

---

[১৪] ঐ মহিলা যার প্রস্রাবের রাস্তা ব্যতিত অন্য কোন ছিদ্র নেই

[১৫] ঐ মাংস যা মেয়েলোকের পুরুষাঙ্গ ঢোকার রাস্তায় হয়ে থাকে। এটি কখনো কখনো বড় আকার ধারণ করে।

[১৬] একপ্রকার গোলাকার বস্তু যা মেয়েলোকের যৌনাঙ্গ হতে নির্গত হয়।

[১৭] শায়েখ মাহমূদ মুহাম্মদ আশ-শায়েখ, আল-মাহরু ফিল ইসলামি বাইনাল মাযি ওয়াল হাযির, আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, বৈরুত: ২০০৩, পৃ. ৬৭; শায়েখ নিজাম উদ্দীন, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ.১৫০,১৫২

[১৮] শায়েখ মাহমূদ মুহাম্মদ আশ-শায়েখ, *আল-মাহরু ফিল ইসলামি বাইনাল মাযী ওয়াল হাযির* প্রাগুক্ত: পৃ. ৬৮

Dhaka University Institutional Repository

যদি স্বামীকে চিনতে না পারে, তাহলে তাঁদের অবস্থান নির্জনবাস হিসেবে গণ্য হবে না। তবে যদি স্বামী স্ত্রীকে অথবা স্ত্রী স্বামীকে চিনতে পারে তাহলে তাঁদের অবস্থান নির্জনবাস হিসেবে গণ্য হবে।[১৯]

নির্জনতায় দেনমোহরের আবশ্যকতা

হানাফি ও হানাবিলা মাযহাবের মতামত

إن الخلوة الصحيحة تعتبر مؤكدة للمهر، وعليه لوطلق الزوج زوجته قبل الدخول وكان قد خلابها خلوة صحيحة فعليه المهر كاملا

হানাফি ও হানাবিলা মাযহাবের মত অনুযায়ী নির্জনবাস স্বামীর উপর দেনমোহরের আবশ্যকতাকে গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করে। এজন্য তাঁদের মত অনুযায়ী স্বামী যদি স্ত্রীকে নির্জনবাসের পর সহবাসের পূর্বে তালাক দিয়ে দেয় তাহলে এমতাবস্থায় স্ত্রী পূর্ণ মোহর পাবে।[২০]

মালেকি মাযহাবের মতামত

শায়েখ মাহমুদ বলেন :

قال الامام مالك رحمه الله تعالي : إن الرجل إذا خلا بإمرأة قبل الدخول ، فيجب عليه الصداق كاملاإذا كانت الخلوة في بيته ، ويجب عليه نصف الصداق إذا كانت الخلوة في بيتها ثم قالوا إن المرأة تصدق بالحلوة و ان بمانع شرعي ، وان واقفت الزوج بعدم الخلوة فلها نصف المهر فقط،

অর্থ: ইমাম মালেক (রহ.) বলেন, স্বামী যদি স্ত্রীর সাথে সহবাসের পূর্বে নিজ বাড়িতে নির্জনবাস করে তাহলে এমতাবস্থায় স্ত্রীকে পূর্ণ মোহর দিতে হবে। আর যদি স্ত্রীর বাড়িতে নির্জনবাস করে তাহলে এমতাবস্থায় স্ত্রী নির্ধারিত মোহর হতে অর্ধেক পাবে। আর যদি স্বামী তাঁর বাড়িতে নির্জনবাস না করে তাহলে স্ত্রী অর্ধেক শুধু মোহর পাবে।[২১]

শাফেয়ি মাযহাবের মতামত

---

[১৯] শায়েখ মাহমূদ মুহাম্মদ আশ-শায়েখ, *আল-মাহরু ফিল ইসলামি বাইনাল মাযী ওয়াল হাযির* প্রাগুক্ত৬৮

[২০] শায়েখ মাহমূদ মুহাম্মদ আশ-শায়েখ, *আল-মাহরু ফিল ইসলামি বাইনাল মাযী ওয়াল হাযির* প্রাগুক্ত: পৃ. ৬৯

[২১] শায়েখ মাহমূদ মুহাম্মদ আশ-শায়েখ, *আল-মাহরু ফিল ইসলামি বাইনাল মাযী ওয়াল হাযির* প্রাগুক্ত, ৬৯

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম শাফেয়ি (রহ.) এ বিষয়ে দুটি মত ব্যক্ত করেছেন।

প্রথম মত

স্ত্রী সহবাসের পূর্বে তালাকের কারণে নির্ধারিত মোহরের অর্ধেক পাবে। এ ক্ষেত্রে নির্জনবাস অথবা তালাকের কারণে ইদ্দত ওয়াজিব হওয়ার দ্বারা পূর্ন মোহর পাবার কোন সুযোগ নেই। এটি ইমাম শাফেয়ি (রহ.) এর চুড়ান্ত মত।

দ্বিতীয় মত

সহবাসের দ্বারা যেমন স্ত্রী পূর্ণ মোহর পায় ও পূর্ণ ইদ্দত পালন করতে হয় ঠিক তেমনি নির্জনবাসের কারণেও স্ত্রী পূর্ণ মোহর পাবে এবং পূর্ণ ইদ্দত পালন করতে হবে। এটি ইমাম শাফেয়ি (রহ.) এর পূর্বের মত।[২২]

হানাফি ও হানাবিলা মাযহাবের দলিল

হানাফি ও হানাবিলা মাযহাবের ইমামগণ তাঁদের মতের উপর কুরআন, হাদিস ও আকলি বা যুক্তিভিত্তিক দলিল পেশ করেন। নিম্নে তাঁদের দলিল উল্লেখ করা হল :

কুরআন থেকে দলিল

মহান আল্লাহ বলেন :

وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

অর্থ: যদি তোমরা এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী পরিবর্তন করতে চাও এবং তাঁদের একজনকে প্রচুর ধন-সম্পদ প্রদান করে থাক, তবে তা থেকে কিছুই ফেরত গ্রহণ কর না। তোমরা কি তা অন্যায়ভাবে ও প্রকাশ্য গুনাহের মাধ্যমে গ্রহণ করবে? তোমরা কিরূপে তা গ্রহণ করতে পার, অথচ তোমরা একজন অন্য জনের কাছে (উলঙ্গ অবস্থায়) গমন করেছ এবং নারীরা তোমাদের কাছ থেকে সুদৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করেছে।[২৩]

---

[২২] শায়েখ মাহমূদ মুহাম্মদ আশ-শায়েখ, *আল-মাহরু ফিল ইসলামি বাইনাল মাযি ওয়াল হাযির* ,প্রাগুক্ত, প. ৬৯

উপরোক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ স্বামীর উপর স্ত্রীর সাথে সহবাস করার কারণে পূর্ণ মোহর ওয়াজিব করেছেন এবং স্ত্রীকে প্রদেয় মোহর থেকে কোন অংশ ফেরত নিতে নিষেধ করেছেন।

মহান আল্লাহ আরো বলেন :

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ

অর্থ: যদি তোমরা স্ত্রীদেরকে মোহর সাব্যস্ত করার পর স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিয়ে দাও, তাহলে যে মোহর সাব্যস্ত করা হয়েছে তাঁর অর্ধেক দিয়ে দিতে হবে।[২৪]

আলোচ্য আয়াতে কারিমার প্রাসঙ্গিক বিষয় নিম্নরুপ : মোহর ও স্ত্রীর সাথে নির্জনবাস ও সহবাসের প্রেক্ষিতে তালাকের বারটি অবস্থা নির্ধারিত হয়েছে । তন্মধ্যে এ আয়াতে দুটি অবস্থার হুকুম বর্ণিত হয়েছে।

প্রথমটি হচ্ছে এই, যদি মোহর ধার্য করা না হয়

দ্বিতীয়টি ঃ মোহর ধার্য করা হয়েছে ঠিকই কিন্তু স্ত্রীর সাথে নির্জনবাস বা সহবাস হয়নি

তৃতীয়তঃ মোহর ধার্য হয়েছে এবং সবাসও হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ধার্যকৃত মোহর সম্পূর্ণই পরিশোধ করতে হবে।

চতুর্থতঃ মোহর ধার্য করা হয়নি, অথচ সহবাসের পর তালাক হয়েছে। এক্ষেত্রে স্ত্রীর পরিবারে প্রচলিত মোহর পরিশোধ করতে হবে।

---

[২৩] আল-কুরআন ৪ ঃ ২০-২১

[২৪] আল-কুরআন ২ ঃ ২৩৭

Dhaka University Institutional Repository

আলোচ্য আয়াতে প্রথম দুই অবস্থার আলোচনা রয়েছে। তম্মধ্যে প্রথম অবস্থার নির্দেশ হচ্ছে, মোহর কিছুই ওয়াজিব নয়। তবে নিজের পক্ষ থেকে স্ত্রীকে কিছু দিয়ে দেয়া স্বামীর কর্তব্য। নূন্যপক্ষে এক জোড়া কাপড়। কুরআন মজিদ প্রকৃত পক্ষে কোন পরিমাণ নির্ধারণ করেনি। অবশ্য একথা বলা হয়েছে যে, ধনী ব্যক্তিদের পক্ষে তাঁদের মর্যাদানুযায়ী দেয়া উচিত, যাতে অন্যেরা অনুপ্রানিত হয় যে, সামর্থবান লোক এহেন ব্যাপারে কার্পণ্য করে না। হযরত হাসান (র.) এমনি এক ব্যাপারে বিশ হাজারের উপঢৌকন দিয়েছিলেন। আর কাযী শোরাইহ পাঁচশত দেরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) দিয়েছেন। হযরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, নিম্নতম পরিমাণ হচ্ছে একজোড়া কাপড়।[২৫]

উপরোক্ত আয়াতে স্পর্শের দুটি ব্যাখ্যা হতে পারে, একটি হচ্ছে স্ত্রীর সাথে সহবাস করা এবং অপরটি হচ্ছে নির্জনবাস করা। সহবাসের ব্যাখ্যাটি সম্ভাব্য, কেননা অনেকে স্ত্রীকে আবেগের সাথে স্পর্শ করে কিন্তু সহবাস করে না। আর নির্জনবাসের ব্যাখ্যাটি নিশ্চিত, কেননা কোন স্বামীই তাঁর স্ত্রীকে জনসম্মুখে আবেগের সাথে স্পর্শ করে না, বরং উভয়ে একাকি নির্জনবাস অবস্থায় একে অপরকে আবেগের সাথে সম্পর্শ করে।

হাদিস থেকে দলিল

আল্লাহর নবি (স.) বলেন :

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَنْ كَشَفَ خِمَارَ امْرَأَةٍ وَنَظَرَ إِلَيْهَا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ ».

অর্থ: হযরত মুহাম্মাদ ইবনে ছাওবান (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি তাঁর স্ত্রীর কাপড় খুলে লজ্জাস্থানের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে তাঁর ওপর দেনমোহর ওয়াজিব হবে, চাই তাঁর সাথে সহবাস করুক বা না করুক।[২৬]

---

২৫ হযরত মাওলানা মুফতি মোহাম্মদ শাফি (রহ.), অনুবাদ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, *তাফসিরে মা'য়ারেফুল কুরআন*, সৌদি সরকার কর্তৃক সংক্ষিপ্তাকারে বাংলায় প্রকাশিত, ১৪১৩ পৃ:১৩১

২৬ আবুল হোসাইন আলি বিন উমর বিন আহমাদ বিন মাহদী আলবাগদাদি, *সুনানে দারি কুতনি*, মাউকায়ে ওযারাতুল আওকাফ আলমিশরিয়্যা, মিশর: তা.বি, খ.৯ , পৃ. ১০০; আহমদ বিন হুসাইন বিন আলী আলবায়হাকী, সুনানে কুবরা, মাউকাউ ইয়াসুব, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ.৭ , পৃ.২৫৬; আহমদ বিন হুসাইন বিন আলী আলবায়হাকী, মা'রিফাতুস সুনান ওয়াল আসার, প্রাগুক্ত, খ.১২, পৃ. ৫০;

Dhaka University Institutional Repository

অন্যত্র হুজুর (স.) বলেন :

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي الْمَرْأَةِ إِذَا تَزَوَّجَهَا الرَّجُلُ أَنَّهُ إِذَا أُرْخِيَتْ السُّتُورُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ

অর্থ: হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (র.) মহিলাদের ব্যাপারে এ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, যদি তাঁদেরকে কোন পুরুষ বিবাহ করে এবং তাঁরা নির্জনবাসের জন্য যদি পর্দা টানিয়ে অন্যদের থেকে পৃথক হয়ে যায়, তাহলে স্বামীর উপর দেনমোহর আদায় করা ওয়াজিব।[২৭]

ইমাম মালেক তাঁর মুয়াত্তা কিতাবে উল্লেখ করেন :

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ فَأُرْخِيَتْ عَلَيْهِمَا السُّتُورُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ

অর্থ: হযরত ইবনে শিহাব (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (র.) বলতেন যে, যদি কোন পুরুষ কোন মহিলার ঘরে প্রবেশ করে এবং তাঁরা নির্জনবাসের জন্য যদি পর্দা টানিয়ে অন্যদের থেকে পৃথক হয়ে যায়, তাহলে ঐ পুরুষের উপর দেনমোহর আদায় করা ওয়াজিব।[২৮]

হযরত আলি (র.) বলেন :

عن على رضى الله عنه قال إذا اغلق بابا وارخى سترا فقد وجب الصداق

অর্থ: হযরত আলি (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যদি দরজা বন্ধ করে দেয়া হয় এবং পর্দা টানিয়ে দেয়া হয় তাহলে দেনমোর ওয়াজিব হবে।[২৯]

---

[২৭] আহমদ বিন হুসাইন বিন আলী আলবায়হাকি, সুনানে কুবরা, মাউকাউ ইয়াসুব, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ.৭ , পৃ.২৫৬; আবু জাফর আহমাদ বিন মুহাম্মদ বিন সালামাহ আততাহাভি, *শরহে মাশকিলুল আছার*, মুয়াস্সাসাতুর রিসালাহ, মিশর: ১৪১৫, খ.২, পৃ.১৩১

[২৮] মালেক ইবনে আনাস বিন মালেক বিন আমের ইমাম মালেক, *আলমুয়াত্তা,* মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ.৪ পৃ.৩৬; আহমদ বিন হুসাইন বিন আলী আলবায়হাকী, সুনানে কুবরা, মাউকাউ ইয়াসুব, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ.৭ , পৃ.২৫৫; আহমদ বিন হুসাইন বিন আলী, *আলবায়হাকী মারিফাতুসসুনান*, প্রাগুক্ত, খ. পৃ.৪৮

Dhaka University Institutional Repository

অন্যত্র বলা হয়েছে :

عن زرارة بن اوفى قال قضاء الخلفاء الراشدين المهديين انه من اغلق بابا وارخى سترا فقد وجب الصداق والعدة

অর্থ: হযরত যুরারা ইবনে আওফা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সুপথ প্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদিনগণ এ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, কোন ব্যক্তি যদি দরজা বন্ধ করে দেয় এবং পর্দা টানিয়ে দেয় তাহলে তাঁর উপর দেনমোহর ওয়াজিব হবে এবং তালাকজনিত কারণে স্ত্রীর উপর ইদ্দত ওয়াজিব হবে।[৩০]

আকলি দলিল

নির্জনবাস এমন একটি অবস্থান যেখানে স্বামী আবেগময় কথা, হৃদ্যতাপূর্ণ ভালবাসা, দৈহিক মিলনসহ সার্বিকভাবে স্ত্রীকে শারীরিক ও মানসিক প্রশান্তিতে কানায় কানায় ভরপুর করে দিতে পারে। এখন স্বামী যদি এরকম একটি সুন্দর পরিবেশ পাওয়া সত্ত্বেও স্ত্রীর সাথে দৈহিক মিলন করতে পারল না বুঝা যাবে এটি স্বামীর ব্যর্থতা, তাঁর এ ব্যর্থতার কারণে স্ত্রীর নির্ধারিত পূর্ণ মোহর পাওয়ার মধ্যে কোন প্রভাব ফেলবে না। তাই নির্জনবাস করা সত্ত্বেও যদি কোন স্বামী তাঁর স্ত্রীর সাথে দৈহিক মিলন করতে না পারে তবুও তাঁকে নির্ধারিত পূর্ণ মোহর আদায় করতে হবে।[৩১]

শাফেয়ি মাযহাবের দলিল

ইমাম শাফেয়ি (রহ.) তাঁর মতের উপর কুরআন ও কিয়াস দ্বারা দলিল পেশ করেন। নিম্নে তাঁর দলিল সমূহ উল্লেখ করা হল।

কুরআন থেকে দলিল

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন :

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ

---

[২৯] আহমদ বিন হুসাইন বিন আলি আলবায়হাকি, সুনানে কুবরা, প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ. ২৫৫, আবু জাফর আহমাদ বিন মুহাম্মদ বিন সালামাহ আততাহাভী, *শরহে মাশকিলুল আছার*, প্রাগুক্ত, খ. পৃ. ১৩১

[৩০] আহমদ বিন হুসাইন বিন আলী আলবায়হাকি, সুনানে কুবরা, প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ. ২৫৫, সাঈদ ইবনে মানসূর, *আস-সুনান:* মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ.২, পৃ. ৩০১,

[৩১] শায়েখ মাহমূদ মুহাম্মদ আশ-শায়েখ, *আল-মাহরু ফিল ইসলামি বাইনাল মাযি ওয়াল হাযির,* আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, বৈরুত: ২০০৩, পৃ. ৭১

অর্থ: যদি তোমরা স্ত্রীদেরকে মোহর সাব্যস্ত করার পর স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিয়ে দাও, তাহলে যে মোহর সাব্যস্ত করা হয়েছে তাঁর অর্ধেক দিয়ে দিতে হবে।[৩২]

ইমাম শাফেয়ি (রহ.) বলেন, উপরোক্ত আয়াতে বর্ণিত স্পর্শ শব্দের মূল অর্থ সহবাস করা। তিনটি কারণে স্পর্শকে সহবাসের অর্থে নেয়া হয়েছে :

প্রথম কারণ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (র.) ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (র.) হতে এ অর্থ বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় কারণ

এখানে মূলত সহবাসকে ইঙ্গিতে স্পর্শ শব্দ দ্বারা বুঝানো হয়েছে। কেননা বাহ্যত সহবাস শব্দটি শুনতে শ্রুতিকটু মনে হয়, কিন্তু নির্জনবাস শব্দটি শ্রুতিকটু নয়। এজন্য মহান আল্লাহ নির্জনবাস দ্বারা সহবাসকে বুঝিয়েছেন।

তৃতীয় কারণ

উপরোক্ত মাযহাবদ্বয়ের নিকট পূর্ণ মোহর পাওয়ার সাথে স্পর্শ করার কোন সম্পর্ক নেই। কেননা তাঁদের নিকট স্বামী-স্ত্রী যদি স্পর্শ বিহীন নির্জনবাস করে তাহলে স্বামীর উপর পূর্ণ মোহর ওয়াজিব হবে। যদি নির্জনবাস ব্যতীত স্ত্রীর সাথে সহবাস করে তবুও স্বামীর উপর পূর্ণ মোহর ওয়াজিব হবে। তবে যদি নিজর্নবাস, অথবা সহবাস ব্যতীত স্পর্শ করে তবে তাঁদের নিকট পূর্ণ মোহর ওয়াজিব হবে না। এজন্য অন্যকোন অর্থে ব্যবহার করার চাইতে স্পর্শকে সহবাসের অর্থে ব্যবহার করা উত্তম, যার সাথে মোহরের বিধান পরিপূর্ণ ভাবে জড়িত।

কিয়াস থেকে দলিল

নির্জনবাসের পূর্বে তালাক দিলে যেমন স্ত্রী পূর্ণ, মোহরের অধিকারী হয় না, ঠিক তেমনি ভাবে বিবাহের পূর্ণ উদ্দেশ্য অর্জন হওয়ার পূর্বে স্ত্রী পূর্ণ মোহরের অধিকারী হবে না। কেননা এটি এমন একটি নির্জনবাস

[৩২] আল-কুরআন ২ ঃ ২৩৭

Dhaka University Institutional Repository

যেখানে বিবাহের পূর্ণ উদ্দেশ্য অর্জিত হয়নি, অতএব যেহেতু পূর্ণ উদ্দেশ্য অর্জিত হয়নি সেহেতু স্ত্রী পূর্ণ মোহর পাবে না।[৩৩]

নির্জনবাস ও সহবাস এর মাঝে সংমিশ্রিত অবস্থার হুকুম

শায়খ মাহমুদ বলেন :

تشترك الخلوة الصحيحة مع الدخول الحقيقي أو الوطئ في حق كمال المهر و ثبوت النسب ووجوب العدة و النفقة والسكني في العدة و حرمة نكاح أختها وأربع سواها ولاضرورة لذكرالنسب من أحكام العقد، وكذا النفقة والسكني و حرمة نكاح الأخت و نحوها فإنها من أحكام العدة

অর্থ: নির্জনবাস ও সহবাসের মাধ্যমে স্ত্রী পূর্ণ মোহরের অধিকার লাভ করে, সন্তান বংশ পরিচিত লাভ করে, তালাকের কারণে ইদ্দত ওয়াজিব হয়, ইদ্দত চলাকালীন স্বামীকে ভরণ-পোষণ দিতে হয় এবং বৈবাহিক সম্পর্ক থাকা অবস্থায় স্ত্রীর বোন ও অন্য চার মহিলাকে বিবাহ করা হরাম হয়ে যায়। বিবাহের আকদের জন্য বংশের নাম উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই, এমনিভাবে ভরণ-পোষণ, বাসস্থান, বোনকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ হওয়া এবং অনুরুপ বিধান সবকিছু ইদ্দতের বিধানের অর্ন্তভুক্ত।[৩৪]

নির্জনতা ও সহবাসের স্থলবর্তী হওয়ার বিধান

সহবাসের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে সুদৃঢ় করে, কিন্তু নির্জনবাস স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে সুদৃঢ় করে না। নির্জনবাস অবস্থায় স্বামী-স্ত্রী উভয়ে যদি সহবাসের কথা স্বীকার করে তাহলে সেক্ষেত্রে তাঁদের সুদৃঢ় সম্পর্ক পরিপূর্ণ স্বীকৃতি পাবে, কিন্তু যদি শুধুমাত্র একজন সহবাসের কথা স্বীকার করে তাহলে শুধুমাত্র তাঁর দিক হতে সম্পর্ককে সুদৃঢ় বলে গণ্য করা হবে।

অনুরোপ ভাবে নির্জনবাস অবস্থায় কেহ যদি স্ত্রীর সাথে সহবাস না করে তাহলে সেক্ষেত্রে স্ত্রীর উপর শরিয়তের বিভিন্ন বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে বিপরীত বিধানটি প্রযোজ্য হবে। তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী যদি দ্বিতীয় স্বামীকে বিবাহ করে তাঁর সাথে শুধুমাত্র নির্জনবাস করে তাহলে প্রথম স্বামীর জন্য সে হালাল হবে না।

---

[৩৩] শায়েখ মাহমূদ মুহাম্মদ আশ-শায়েখ, *আল-মাহরু ফিল ইসলামি বাইনাল মাযি ওয়াল হাযির*, আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, বৈরুত : ২০০৩, পৃ. ৭১-৭২

[৩৪] শায়েখ মাহমূদ মুহাম্মদ আশ-শায়েখ, *আল-মাহরু ফিল ইসলামি বাইনাল মাযী ওয়াল হাযির*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২

Dhaka University Institutional Repository

অনুরোপ ভাবে স্বামী যদি শুধুমাত্র স্ত্রীর সাথে নির্জনবাস করে তাঁকে তালাক দিয়ে দেয় তাহলে স্ত্রীর পূর্বের স্বামীর ঘরে জন্মগ্রহণকারী মেয়ে স্বামীর জন্য হারাম হবে না।[৩৫]

প্রাধান্য

উপরোক্ত আলোচনা হতে বুঝা গেল যে, নির্জনবাস অবস্থায় স্ত্রী পূর্ণ মোহর পাবে কি না ?

এ বিষয়ে জমহুর উলামায়ে কিরাম এবং ইমাম শাফেয়ি মতবিরোধ করেছেন।

জমহুম উলামায়ে কিরামের রায়

জমহুর উলামায়ে কিরামগণ বলেন, স্ত্রী পূর্ণ মোহর পাবে। তবে এক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা বলেন, নির্জনবাস অবস্থায় পূর্ণ মোহর পেতে হলে নির্জনবাসের সকল শর্ত পূরণ করতে হবে, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল বলেন, নির্জনবাস হলেই স্ত্রী পূর্ণ মোহর পাবে, ইমাম মালেক বলেন, স্বামী অথবা স্ত্রী দুজনের মধ্যহতে যেকোন একজনের বাড়িতে যদি নির্জনবাস করে তাহলে পূর্ণ মোহর পাবে।

ইমাম শাফেয়ি (র.) এর রায়

ইমাম শাফেয়ির এ ব্যাপারে দু'টি মতব্যক্ত করেন :

তিনি প্রথম মতে জমহুরের মতকে সমর্থন করে আর অপরমতে জমহুরের মতের বিরোধীতা করে। তবে এখানে জমহুরের মতকে প্রাধান্য দিয়ে ইমাম শাফেয়ির সমর্থনকৃত মতটিকে গ্রহণ করা হয়েছে।[৩৬]

দ্বিতীয়ত ঃ ফাসিদ বিবাহে সহবাস

এতক্ষন আলোচনা করা হয়েছে বৈধ বিবাহের প্রসঙ্গে এখন আলোচনা করা হবে ফাসিদ বা অনিয়মিত বিবাহের ফলাফল যথা :

ইসলামি শরিয়তের বিধান ও মুসলিম পারিবারিক আইন অনুযায়ী একটি ফাসিদ বা অনিয়মিত বিবাহের ফলাফল নিম্নরূপ :

[৩৫] শায়েখ মাহমূদ মুহাম্মদ আশ-শায়েখ, *আল-মাহরু ফিল ইসলামি বাইনাল মাযি ওয়াল হাযির,* প্রাগুক্ত, পৃ-৭২

[৩৬] শায়েখ মাহমূদ মুহাম্মদ আশ-শায়েখ, *আল-মাহরু ফিল ইসলামি বাইনাল মাযি ওয়াল হাযির*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩

০১.ফাসিদ বিবাহের যে কোন পক্ষ যৌন সহবাসের পূর্বে বা পরে বিবাহ নাকচ করতে পারে। বিবাহ বিচ্ছেদের ইচ্ছা প্রকাশ করে, যেমন : আমি তোমাকে ত্যাগ করিলাম, এইরূপ ধরণের কোন কথা বলে যে কোন পক্ষ বিবাহ নাকচ করতে পারে। ফাসিদ বিবাহের পর যৌন সহবাস না হলে আইনত সে বিবাহের কোন ফল উদ্ভব হয় না।

০২.বিবাহোত্তর যৌন সহবাস হয়ে থাকলে নিম্নরূপ ফলাফল সৃষ্টি হয়।
যেমন

(ক) স্ত্রী তাঁর দেনমোহর পাওয়ার অধিকারিনী হবে, এবং যথাযথ বা সুনির্দিষ্ট মোহরের মধ্যে যেটি অপেক্ষকৃত কম, তাই পাবে।

(খ) স্ত্রী ইদ্দতকাল পালন করতে বাধ্য থাকবে, এবং তালাক বা স্বামীর মৃত্যু উভয় ক্ষেত্রেই ইদ্দতের মেয়াদ হবে তিন ঋতুস্রাব বা তিন মাস।

(গ) সন্তান বৈধ হবে।

(ঘ) ফাসিদ বিবাহের পর যৌন সহবাস হয়ে থাকলেও স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে না।[৩৭]

বাসর রাত্রে দেনমোহর মাফ করলে তা গ্রহণযোগ্য নয়

দেনমোহর আদায় করা ফরজ। স্ত্রী যদি নিজ হতে স্বেচ্ছায় স্বামীকে মোহরানা মাফ করে দেয় বা আংশিক কিছু ছেড়ে দেয় বা স্বামীকে বলে আমাকে মোহরানা দেয়া লাগবে না তাতে কোন দোষ নেই। স্ত্রী মোহারানা মাফ করতে বাধ্য না এটা তাঁর অধিকার। কারো অধিকার ছেড়ে দিতে কেউ বাধ্য থাকে না। তাই স্ত্রীও তাঁর মোহরানা ছেড়ে দিতে বাধ্য থাকবে না এটাই স্বাভাবিক। তবে হ্যাঁ নিজের পক্ষ থেকে ছাড়তে পারে। যেমন কেউ তাঁর সম্পদ দান করে দিতে পারে সেক্ষেত্রে সে স্বাধীন মোহরানার ক্ষেত্রেও সে স্বাধীন। এ ছেড়ে দেয়ার জন্য তাঁকে উপযুক্ত সময় লাগবে। তাঁকে ভেবে চিন্তে সমাধান করতে হবে। দেনমোহর একটি ফরজ বিষয় তাই এর ব্যাপারে তাড়াহুড়া করে সিদ্ধান্ত নেয়ার কিছু নেই।

[৩৭] এস,এম হুমাউন কবির মিলন, ইসলামি পারিবারিক আইন, খিলগাও তিলপাপাড়া, ঢাকা: ২০০৬, পৃ. ১৮ ; আহমাদ রাবী জাবের আলরুহাইলী, *গালাউল মুহুর ওয়ালইহতিছাব আলাইহি*, মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল হিকাম, মদিনা: ১৯৯৬, পৃ ৩২

বাসর রাত্রী জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। জীবনের বড় কাঙ্ক্ষিত একটি রাত। এ রাতের টেনশন অনেক বড়। নতুন জীবনের যাত্রা আবার মাবাবা, ভাইবোন আত্নীয়-স্বজন সবাইকে ছেড়ে আসছে সবে মাত্র সে চিন্তাইতো ব্যস্ত মহিলা। আবারও একাকী এক যুবক পুরুষের গৃহে। ভেবে দেখেছেন ভদ্রমহিলা কত পেরেশান। এ অবস্থায় কি সঠিক কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার সময়?

অবশ্যই না! আর এ অবস্থায় পুরুষ ব্যক্তিটিওতো একটি নতুন অবস্থায়। পরস্পর পরস্পরকে বুঝবে নতুন জীবনের যাত্রা শুরু করবে। সেখানে একটি স্বর্গীয় পরিবেশ বিরাজ করবে। আল্লাহর মেহেরবানি আসবে। ফেরেস্তাগণ তাঁদের জন্য দু'য়া করবে। পুরুষ তাঁর ব্যক্তিত্ব নিয়ে অবস্থান করবে এটাই স্বাভাবিক।

এত সুন্দর আনন্দঘন পরিবেশে কি কোন ক্ষমা চাওয়ার বিষয়। আর যে ক্ষমা চাইবে তাঁরই বা ব্যক্তিত্ব কতটুকু? আদৌ কি তা করা উচিত? না উচিত না। দেনমোহর একটি ফরজ ইবাদত মাত্র ৭/৮ ঘন্টা আগে তা নির্ধারণ করা হয়েছে যদি তা থেকে ক্ষমা চাইতে হবে তবে দেনমোহর নির্ধারণের সময়ই তা কমিয়ে নির্ধারণ করা উচিত ছিল যাতে এই আনন্দ মুহূর্তে ক্ষমা চাইতে না হয়।

বাস্তবতা হচ্ছে হাতে গোনা কয়েকটি বিয়ে ব্যতীত প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেনমোহরের টাকা বাসর রাত্রেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছে। স্বামীগণ মনে করেন দেনমোহর ক্ষমা চেয়ে নিতে হয় আর স্ত্রীগণও মনে করেন দেনমোহর ক্ষমা করে দিতে হয়। স্বামী–স্ত্রী উভয়ের ট্রেডিশন হয়ে গেছে ক্ষমা চাওয়া ও ক্ষমা করার মধ্যে। অথচ এটা কোন বিধানেই পড়ে না।

বাসর রাত্রে যখন স্বামী স্ত্রীর কাছে দেনমোহর ক্ষমা চায় এ অবস্থায় তাঁর সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার মত কোন ব্যবস্থা থাকে না। আর নতুন স্বামী তাঁর কাছে জীবনের প্রথম একটি জিনিস চাইল সে না ই বা দেয় কিভাবে । নানাহ চিন্তায় তাঁকে গ্রাস করে ফেলে। তাই তাঁকে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছতে সম্ভব হয় না বিধায় বাসর রাত্রে যদি কোন স্ত্রী দেনমোহর ক্ষমা করে তবে তা গ্রহণ যোগ্য নয়। তাকে দেনমোহর পরিশোধ করতেই হবে।

দেনমোহরের নিয়ত না করে কোন কিছু দেয়া

Dhaka University Institutional Repository

দেনমোহর একটি ফরজ ইবাদত। তাই তাঁর নিয়ত করা আবশ্যক। কেননা নবি করিম (স.) বলেছেন :

إنما الأعمال بالنيات

অর্থ: নিশ্চয়ই সকল কাজের ফলাফল তার নিয়তের উপর নির্ভর করে।[৩৮]

দেনমোহর নিয়ত করে পরিশোধ করতে হবে। নিয়ত করে পরিশোধ না করলে তা আদায় হবে না। যেমন যাকাত নিয়ত করে না দিলে আদায় হয় না। বিবাহের পর যদি স্ত্রীর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে কোন কিছু দান করে তবে তা দেনমোহর হিসেবে না ধরে তবে দেনমোহর হবে না। তাই দেনমোহর দেয়ার সময় বলতে হবে এটা দেনমোহরের টাকা। যদি দেনমোহর না বলে কোন কিছু দেয়া হয় তা হবে হাদিয়া আর যদি বলে দেয়া হয় তা হবে দেনমোহর। তবে স্বামী স্ত্রীকে কিছু দেয়ার পরও সে বলতে পারে যে তা দেনমোহর তাতে কোন দোষ নেই।

বিবাহের সময় কসমেটিক্স প্রসঙ্গ

বিবাহের সময় বর পক্ষ কর্তৃক কনেকে যে কাপড় চোপড় কসমেটিক্স ইত্যাদি এবং বেবাইরা কিছু মালামাল প্রদান করতে হয়। যেমন কনের দাদা, দাদী, নানা, নানী, ভাইবোনদের কিছু মালামাল দিতে হয়। কনেকে সাজানোর জন্য কসমেটিক্স দিতে হয়। এ সকল মালামালের কোন কোন সময় এত বেশী গুরুত্ব দেয়া হয় যে এর জন্য ঝগড়া করে বিবাহ পর্যন্ত ভেঙ্গে যায়। তাই দেখা যাক এসব কিছু দেনমোহরের অর্ন্তভুক্ত কি না?

যদি এক কথায় উত্তর দিতে হয় তবে বলব হ্যাঁ এ সবকিছুই দেনমোহরের অর্ন্তভুক্ত। এ মালামাল দেয়া হচ্ছে বিবাহকে কেন্দ্র করে। তাই এ সকল কিছু যদি দেনমোহর হিসেবেই ধরা হয় তবেই কেবল বৈধ অন্যথায় অবৈধ। কারণ দেনমোহর এবং যৌতুকের সংজ্ঞার দিকে লক্ষ করলে বুঝা যাবে যে, বিবাহ পারপাসে বর বা কনে যে কোন এক পক্ষ কর্তৃক অন্য কোন পক্ষকে কোন কিছু প্রদান করার নাম হচ্ছে যৌতুক তবে এ ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিধান দেনমোহর প্রযোজ্য হবে না। অর্থ্যাৎ দেনমোহর প্রদান করতে হবে।

---

[৩৮] মুহাম্মদ বিন ইসমাইল বুখারি, সহিহুল বুখারি, প্রাগুক্ত, পৃ.১

Dhaka University Institutional Repository

এ ক্ষেত্রে যা কিছু প্রদান করা হবে সবই হবে দেনমোহরের অর্ন্তভুক্ত। দেনমোহরের বাইরে যা কিছু প্রদান করা হবে তা যৌতুক।

দেনমোহর ওয়াশিল ও বাকি প্রসঙ্গ

বর্তমান আইনানুযায়ী বিবাহ রেজিস্ট্রেশন করা বাধ্যতা মূলক। বিবাহ রেজিস্ট্রেশন না করা হলে আইনে শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। ১৯৭৪ সালের মুসলিম বিবাহ ও তালাক রেজিস্ট্রেশন আইনের ৯ ধারা অনুযায়ী নিকাহ নামার ১৩ নং কলামে উল্লেখ করা হয়েছে "দেনমোহরের পরিমাণ"। ১৪ নং কলামে উল্লেখ করা হয়েছে দেনমোহরের কি পরিমাণ মু'য়াজ্জল এবং কি পরিমাণ মু'অজ্জল?" ১৩ নং কলামে শুধু উল্লেখ করতে হবে কি পরিমাণ দেনমোহর।

১৪ নং কলামে উল্লেখ করতে হবে মু'য়াজ্জল (مأجل) ও মু'অজ্জল (معجل) প্রসঙ্গে।
শব্দ দুটির বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে
মু'অজ্জল (معجل) শব্দের অর্থ হচ্ছে তাৎক্ষনিক বা নগদ।
এবং মু'য়াজ্জল(مأجل) শব্দের অর্থ হচ্ছে বিলম্ভিত বা সময় সাপেক্ষ্যে।

এবং ১৫ নং কলামে বলা হয়েছে " বিবাহের সময় দেনমোহরের কোন অংশ পরিশোধ করা হয়েছে কিনা ? যদি হয়ে থাকে তবে উহার পরিমান কত? " মূলত এটি হচ্ছে ওয়াশিলের কলাম কি পরিমাণ ওয়াশিল বা পরিশোধিত তার বিবরণ। একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি পরিস্কার করা যাবে :

কলাম নং ১৩, দেনমোহরের পরিমাণ : ১,০০,০০০/- (একলক্ষ) টাকা
কলাম নং ১৫, পরিশোধিত অংশের পরিমাণ: ২০,০০০/- (বিশ হাজার)
তাহলে বাকি রইল : ৮০,০০০/- (আশি হাজার) টাকা। এ আশি হাজার টাকার জন্য ব্যবহৃত হবে ১৪ নং কলামটি। এ আশি হাজার টাকা আবার দুইভাগে পরিশোধযোগ্য :

০১. মু'অজ্জল (معجل) শব্দের অর্থ হচ্ছে তাৎক্ষনিক বা নগদ। যা বলা হয় চাহিবামাত্র পরিশোধ যোগ্য। স্ত্রীর চাহিদা মোতাবিক পরিশোধ করতে হবে। এর পরিমাণ ৪০,০০০/- (চল্লিশ হাজার) টাকা।

Dhaka University Institutional Repository

০২. মু'য়াজ্জল(مأجل) শব্দের অর্থ হচ্ছে বিলম্ভিত বা সময় সাপেক্ষ্য। বিলম্ভিত বা সময় নিয়ে পরিশোধ করতে পারবে। এখানে যদি বিলম্ভিত মোহর পরিশোধ করার পুর্বে যদি স্বামী বা স্ত্রীর মৃত্যঘটে বা তালাক হয়ে যায় তবে তা অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে। এর পরিমাণ ৪০,০০০/- (চল্লিশ হাজার) টাকা। স্বামীর সম্পত্তি থেকে তা পরিশোধ করতে হবে কারণ তা হচ্ছে ঋণ।

উপরোক্ত তিনটি কলামের কোন ক্ষেত্রেই মিথ্যার আশ্রয় নেয়া যাবে না যদি কোন মিথ্যা বা প্রতারণার আশ্রয় নেয়া হয় তবে সে কিয়ামতের দিন ব্যভিচারীরুপে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হতে হবে।

দেনমোহর আদায়ের নিয়ম

সন্তুষ্টচিত্তে মোহরানা আদায়ের জন্য আল্লাহর নির্দেশ রয়েছে। বিবাহিত স্ত্রীকে অসহায় মনে করে, ছলে-বলে কৌশলে বা অজ্ঞতার সুযোগে তা মাফ করিয়ে নিলে মাফ না হয়ে তা হবে জুলুম প্রতারণা।
এ জুলুম প্রতিরোধ কল্পে আল্লাহ্ ঘোষণা হচ্ছে :

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

অর্থ: তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের দেনমোহর সন্তুষ্ট চিত্তে প্রদান কর। যদি স্ত্রী নিজের পক্ষ থেকে স্বত:প্রবৃত হয়ে মোহরের কিছু অংশ ক্ষমা করে দেয়, তবেই তোমার তা হৃষ্টচিত্তে ভোগ করতে পার।[৩৭]

সম্পূর্ণ মোহর এককালীন আদায় করতে অক্ষম হলে উত্তম হল মোহরের কিছু অংশ নগদ আদায় করে বাকি অংশ পরে আদায় করা, কিস্তিতে পরিশোধ করা (সর্বোত্তম হল সামর্থের মধ্যে তা নির্ধারণ করে নগদ আদায় করা)। মোহর হাক্কুল-ইবাদ হিসেবে আদায় না করলে স্ত্রীর নিকট ঋণী থাকতে হবে এবং স্ত্রীর অনাদায়ী মোহর স্বামীর মৃত্যুর পর তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে আদায় করার অধিকার শরিয়ত কর্তৃক স্বীকৃত। গহণাপাতি ও সাজানি বাবদ কাবিন নামায় হেরফের দেখিয়ে উশুল দেখানো প্রতারণার একটা নতুন স্টাইল যা বেয়াই সাবদের চোখ-লজ্জায় আর মন রক্ষায় হয়ে থাকে।

৩৭ আল-কুরআন ৪ ঃ ৪

Dhaka University Institutional Repository

স্ত্রী মোহর মাফ করে পুনরায় দাবী করলে আদায় করতে হবে

স্ত্রী তাঁর মোহরের কিয়দাংশ বা সম্পূর্ন মাফ করে দিতে পারে। কিন্তু স্বামীর মনোরঞ্জনের প্রতিই স্ত্রীর বেশী খেয়াল থাকে। এজন্যে স্বামীকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে যদি মৌখিকভাবে মাফ করে দেয় এবং একান্ত আন্ত রিকতার সাথে না করে, তবে তা মাফ হবে না, বরং স্বামী যদি মোহরের অর্থ স্ত্রীকে দিয়ে দেয় এবং স্ত্রী এটা সন্তুষ্টচিত্তে পরিস্কার মনে ফেরত দেয়, তবেই বুঝা যাবে যে, আন্তরিকতার সাথে মাফ করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু কোন স্ত্রী মোহরানা মাফ করে দেয়ার পর যদি পরবর্তীতে আবার দাবী করে তবে তাঁর মোহরানা দিতে হবে।

হযরত ওমর (র.) ও কাযি শুয়াইব (র.) এর মতে স্ত্রী মোহরের কিয়দাংশ বা সম্পূর্ণ মাফ করে দিয়েও যদি পুনরায় এটা দাবি করে, তবে স্বামী তা পরিশোধ করতে বাধ্য। কারণ দাবী করার অর্থ হল স্ত্রী সন্তুষ্ট চিত্তে মাফ করেনি।[৪০]

স্বেচ্ছায় সরল মনে স্বামীকে কিছু দিলে দোষ নেই

অবশ্য যদি সম্পূর্ণ সরল অন্তকরণে স্ত্রী তাঁর সম্পদ থেকে স্বামী না চাওয়া সত্বেও কিছু দেয়, তাহলে কোন দোষ নেই যেমন, আল্লাহ বলেন :

ووجدك عائلا فأغني

অর্থ: আল্লাহ তোমাকে বিত্তহীন পেয়েছিলেন, অতপর তোমাকে বিত্তবান করলেন।[৪১]

তবে এ ক্ষেত্রে কোনভাবেই কোন কিছু চাওয়া ও পাওয়ার আকাঙ্খা করা যাবেনা।

যেমন, রাসূল (স.) বলেন : ما اتاك من غير اشراف فخذوه ومالا فلا تتبع نفسك

অর্থ: কোন তদবির তদারকি ছাড়া আপনা থেকে তোমার কাছে যা আসে তা নাও। তা না হলে তার পেছনে নিজকে লাগিয়ে রেখ না।[৪২]

---

৪০ মাওলানা শাহ নজরুল ইসলাম, মহর, আলবালাগ কো অপারেটিব পাবলিকেশন্স, আরামবাগ, ঢাকা:১৪২৮,পৃ ৪০

৪১ আল-কুরআন ৯৩ ঃ ৮

৪২ মাওলানা শাহ নজরুল ইসলাম, মহর, আলবালাগ কো অপারেটিব পাবলিকেশন্স, আরামবাগ, ঢাকা:১৪২৮,পৃ৪০

Dhaka University Institutional Repository

অনাদায়ী মোহরানার যাকাত নেই

ব্যবসার মালামালে লগ্নি করা টাকা, যা কর্জ হয়ে অপরের জিম্মায় রয়েছে তাতে যেভাবে যাকাত ফরজ হয়। তেমনি স্ত্রীর মোহরানা যা স্বামীর জিম্মায় রয়েছে তাতে যাকাত ফরজ হবে কিনা?

উত্তরে বলা যায় না ! যাকাত ফরজ না। কর্জ বা ব্যবসায়ের লগ্নি হল মজবুত কর্জ আর মোহরানা দুর্বল কর্জ সুতরাং একটার উপর আরেকটার ক্বিয়াস জায়েয নয়। মোহরানা আদায় হয়ে যতক্ষণ যাকাতের নির্ধারিত সময় পার না হয় ততক্ষণ তাতে যাকাত ফরজ হয় না।

সার কথা হল যে, মোহরানার কর্জ যেমন স্বামীর যাকাত আদায়ের পথে বাধা হয় না, তেমনি তা আদায় না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রীর উপরও যাকাত ফরজ হয় না।[৪৩]

দেনমোহর যাকাতের পথে বাধা নয়

মোহরানা ঋণকে কেউ যাকাত ওয়াজিব না হওয়ার কারণ হিসেবে দেখাতে পারে। ভাবতে পারে এত টাকা ঋণী তাঁর উপর যাকাত ওয়াজিব নয়। এ বিষয়ে মতভেদ থাকলেও সঠিক কথা হল তা আদৌ যাকাতের পথে অন্তরায় নয়।

পরিপূর্ণ মোহর জিম্মায় থাকলেও তাঁর যাকাত যোগ্য সম্পদ থেকে যাকাত আদায় করা ওয়াজিব। এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের সর্বসম্মত রায় হচ্ছে , মোহরানা যাকাতের অন্তরায় নয়।

তারপর যারা মোহরানা আদায়ের নিয়তই রাখে না তাঁদের ক্ষেত্রে তো বাধা হওয়ার প্রশ্নই উঠেনা। আদায়ের ইচ্ছুকদেরই যেখানে বাধা হচ্ছে না সেখানে অনিচ্ছুকদের বাধার প্রশ্নই নিরর্থক। তবে হ্যাঁ কেউ যদি মোহরানাকে যাকাত আদায় না করার ফন্দি আটকিয়ে নিজেকে বাঁচাতে চায় তাঁর হিসাব আল্লাহ তা'য়ালার কাছে।[৪৪]

---

[৪৩] মাওলানা শাহ নজরুল ইসলাম, মহর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২

[৪৪] মাওলানা শাহ নজরুল ইসলাম, মোহর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১

Dhaka University Institutional Repository

বিবাহের পর দেনমোহর হ্রাস ও বৃদ্ধিকরণ

বিবাহ বন্ধন অটুট থাকাকালে স্বামী নির্ধারিত মোহরের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে পারবে। কিন্তু হ্রাস করতে পারবে না। পক্ষান্তরে স্ত্রী হ্রাস করতে পারবে, বৃদ্ধি করতে পারবে না।[৪৫]

এখানে সর্বশেষ উল্লেখ যে কোন দম্পতির বিয়েতে মোহর তাঁদের ইচ্ছার বাইরে কম বেশী হতে পারে, বিবাহের পর বিষয়টি পারস্পরিক আলোচনা করে উভয়ের সমঝোতা ও সম্মতিক্রমে হ্রাস ও বৃদ্ধিও ইনসাফ পূর্ণ ব্যবস্থা রয়েছে। ঐক্যমত্য না হলে স্বামী বাড়াতে পারবেন কমাতে পারবেন না আর স্ত্রী কমাতে পারবেন বাড়াতে পারবেন না।

আল্লাহ পাক বলেন :

لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما

অর্থ: তোমাদের কোন গুনাহ হবে না যদি মোহর নির্ধারণের পর পরস্পর সম্মত হয়ে পূনরায় দেনমোহর নির্ধারণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক সুবিজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।[৪৬]

ইরশাদ হচ্ছে :

فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنئا مريا

অর্থ: আর যদি স্ত্রীগণ খুশি মনে মোহরের কিয়দাংশ দান করে বা কমিয়ে দেয় তবে তা তোমরা সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ কর।[৪৭]

---

৪৫ মুফতি রশীদ আহমাদ, আহসানুল ফতোয়া, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২৯

৪৬ আল-কুরআন ৪ ঃ ২৪

৪৭ আল-কুরআন ৪ ঃ ৪

Dhaka University Institutional Repository

বিয়ের আগে খরচের জন্যস্বামী থেকে মোহরানার অংশ নেয়া প্রসঙ্গে

মোহরানার ব্যাপারে আরেকটি সামাজিক ত্রুটি দেশের কোন কোন জায়গায় ও অন্যান্য দেশে শুনা যায় যে, স্বামী থেকে বিয়ে দেয়ার কিংবা কন্যা বিদায় করার আগেই কিছু টাকা মেয়ের অভিভাবকরা বিয়ের খরচ বাবদ নিয়ে থাকে। অথচ মোহরানার মালিক হল মেয়ে, কারো সম্পদ তাঁর সানন্দ অনুমোদন ছাড়া খরচ করা হারাম। এ ক্ষেত্রে মেয়ের অনুমোদনের কোন তোয়াক্কা করা হয় না।

প্রশ্ন আসতে পারে যে, মেয়েতো এর প্রতিবাদ করেনি সুতরাং তাঁর অনুমোদন আছে ধরে নিতে হবে এটা ঠিক নয়। কারণ যেখানে এটা সামাজিক রীতি হয়ে দাড়িয়েছে যা পরিবর্তণ করা মেয়ের দ্বারা সম্ভব না। সেখানে অনুমোদন পাওয়ার প্রশ্ন আসে কি করে?

সারকথা হল : যদি সে আগাম টাকা মোহর না হয় তাহলে তা হবে ঘুষ । আর যদি মোহর হয় তা হবে আত্নসাৎ এ দুটোই হারাম। এক্ষেত্রে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা সকলেরই দায়িত্ব।[৪৮]

দেনমোহর যদি বস্তু হয় মূল্য দ্বারা পরিশোধ প্রসঙ্গ

বিবাহের সময় নির্দিষ্ট পরিমাণ খাঁটি স্বর্ণ দেনমোহর ধার্য করা হয়েছে। আদায় কালে স্বর্ণ না দিয়ে মূল্য পরিশোধ করতে চাইলে বিবাহের সময়ের সমমূল্য পরিশোধ করবে না কি আদায়ের সময়ের সমমূল্য পরিশোধ করতে হবে?

জবাব হচ্ছে , যেহেতু খাঁটি স্বর্ণের নির্ধারিত পরিমাণ মোহর হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে সেহেতু স্বর্ণ আদায় করাই ওয়াজিব। যদি তা আদায় না করে এবং মূল্য পরিশোধ করে, তো এ ক্ষেত্রে যেন উক্ত খাঁটি স্বর্ণের মূল অধিকারী স্ত্রী। স্বামী তাঁর নিকট থেকে আইনত খরিদ করে এর মূল্য দিচ্ছেন। সুতরাং বর্তমানে এর যে মূল্য হবে তাই ধর্তব্য হবে এবং সে মোতাবেক পরিশোধ করতে হবে।

---

[৪৮] মুফতি রশিদ আহমদ, এসলাহে ইনকিলাবে উম্মত, প্রাগুক্ত, পৃ.১৮০

Dhaka University Institutional Repository

স্ত্রী যদি স্বেচ্ছায় কম নিয়ে নেয়, তাহলে ভিন্ন কথা। এমতাবস্থায় স্ত্রী যেন তাকে ঐ অংশ মাফ করে দিল, খাঁটি সোনা ছাড়া অন্য কোন বস্তুকে যদি মোহর নির্ধারণ করা হয়, যেমন ৫০ মন গম তবে গম দেয়া আবশ্যক। অতপর যখন গমের পরিবর্তে মূল্য পরিশোধ করা হয় তো এর বিধানও উক্তরুপ। যেন স্ত্রী মালিকানায় ৫০ মন গম স্বামীর কাছে ছিল আর স্বামী এখন তা খরিদ করে মূল্য পরিশোধ করছে। সুতরাং ক্রয়কালে মূল্য পরিশোধ আদায় যোগ্য হবে।[৪৯]

নিজ সামর্থের বাইরে মোহরানা স্বীকার করা নিষিদ্ধ

সামর্থের বাইরে কোন কাজ না করার ব্যাপারে আল্লাহর নবি কারিম (স.) নিষেধ করেছেন,

যেমন হাদিস শরিফে এসেছে :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ قَالُوا وَكَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ قَالَ يَتَعَرَّضُ مِنْ الْبَلَاءِ لِمَا لَا يُطِيقُه

অর্থ: রাসূল (স.) বলেন, কোন মুমেনের জন্য শোভন নয় যে, সে নিজেকে লাঞ্চিত করবে। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূল্লাহ ! কিভাবে নিজেকে লাঞ্চিত করা হয়? জবাবে নবি (স.) বলেন, এমন বোঝা সে মাথায় নিবে যা বহন করা তার পক্ষে সম্ভব না।[৫০]

---

[৪৯] গবেষক

[৫০] আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াযিদ ইবনু মাজাহ, *সুনানে ইবনে মাজাহ*, প্রাগুক্ত, খ.১২, পৃ.২১ ; . মুহাম্মদ বিন ইসা বিন দেহাক বিন তিরমিযি, *সুনানুততিরমিযি*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ.৩১১

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

যে যে অবস্থায় দেনমোহর আংশিক বা পূর্ণভাবে বঞ্চিত হয়

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায় : যে যে অবস্থায় দেনমোহর আংশিক বা পূর্ণভাবে বঞ্চিত হয়

দেনমোহর, সহবাসের পূর্বে তালাক এবং পূর্ণ দেনমোহর থেকে বঞ্চিত হওয়া প্রসঙ্গে

সহবাসের পূর্বে দেনমোহর এবং তালাক সহবাসের পূর্বে

তালাক দেয়া অবস্থায় মোহরে মুসাম্মা আদায় করার পদ্ধতি

ফিক্‌হ্ শাস্ত্রের সকল ইমামগণ এ কথার উপর একমত যে, নারী-পুরুষের বিবাহ যদি বৈধ রুপে সম্পন্ন হয় এবং সে বিয়েতে পুরুষ মূল্যমান অথবা বিক্রয়যোগ্য কোন মোহর নির্ধারণ করে তাহলে স্বামীর উপর ঐ মোহর পরিপূর্ণভাবে আদায় করা ওয়াজিব। তবে স্বামী যদি স্ত্রীকে সহবাসের পূর্বে তালাক দিয়ে দেয় তাহলে সেক্ষেত্রে স্ত্রী নির্ধারিত মোহরের অর্ধেক পাবে।

মহান আল্লাহ এ বিষয়ে বলেন :

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

অর্থ: যদি তোমরা স্ত্রীদেরকে মোহর সাব্যস্ত করার পর স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিয়ে দাও, তাহলে যে মোহর সাব্যস্ত করা হয়েছে তাঁর অর্ধেক দিয়ে দিতে হবে। তবে যদি তোমাদের স্ত্রীরা ক্ষমা করে দেয় কিংবা বিয়ের বন্ধন যার অধিকারে সে (স্বামী) যদি ক্ষমা করে দেয় তাহলে স্বতন্ত্র কথা। আর তোমরা পুরুষরা যদি ক্ষমা কর, তবে তা হবে পরহেযগারীর নিকটবর্তী। আর পারস্পরিক সহানুভূতির কথা বিস্মৃত হয় না। নিশ্চয় তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ সেসবই অত্যন্ত ভাল করে দেখেন।[১]

[১] আল-কুরআন ২ঃ২৩৭

উপরোক্ত আয়াতে স্ত্রীর সাথে সহবাস করার পূর্বে তাঁকে তালাক দিলে নির্ধারিত মোহরের অর্ধেক দিতে হবে বলে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে।

বিবাহের সময় দেনমোহর নির্ধারিত না হওয়া স্ত্রীর সহবাসের পূর্বে তালাক অবস্থায় প্রাপ্য অংশ

হানাফি, মালেকি, শাফেয়ি ও হাম্বলি মাযহাবের সকল ইমামগণ এ কথার উপর একমত যে, কোন মেয়েলোকের বিয়ের সময় যদি তাঁর মোহর নির্ধারণ করা না হয় এবং স্বামী যদি তাঁকে সহবাসের পূর্বে তালাক দিয়ে দেয় তাহলে সে পূর্ণ অথবা অর্ধেক কোন মোহরই পাবে না, শুধুমাত্র মুতা[২] পাবে।

এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

অর্থ: স্ত্রীকে স্পর্শ করার আগে এবং কোন মোহর সাব্যস্ত করার পূর্বেও যদি তালাক দিয়ে দাও, তবে তাতেও তোমাদের কোন পাপ নেই। তবে তাঁদেরকে কিছু খরচ দিবে। আর সামর্থ্যবানদের জন্য তাঁদের সামর্থ অনুযায়ী এবং কম সামর্থ্যবানদের জন্য তাঁদের সাধ্য অনুযায়ী। যে খরচ প্রচলিত রয়েছে তা সৎকর্মশীলদের উপর দায়িত্ব।[৩]

আলোচ্য আয়াতে কারিমার প্রাসঙ্গিক বিষয় নিম্নরুপ :

মোহর ও স্ত্রীর সাথে নির্জনবাস ও সহবাসের প্রেক্ষিতে তালাকের বারটি অবস্থা নির্ধারিত হয়েছে । তন্মধ্যে এ আয়াতে দুটি অবস্থার হুকুম বর্ণিত হয়েছে ।

একটি হচ্ছে এই, যদি মোহর ধার্য করা না হয়।

---

[২] তালাকের কারণে স্বামীর পক্ষ হতে স্ত্রীকে প্রদেয় ক্ষতিপূরণ।

[৩] আল-কুরআন ২ ঃ ২৩৭

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয়টি , মোহর ধার্য করা হয়েছে ঠিকই কিন্তু স্ত্রীর সাথে নির্জনবাস বা সহবাস হয়নি।

তৃতীয়তঃ মোহর ধার্য হয়েছে এবং সহবাসও হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ধার্যকৃত মোহর সম্পূর্ণই পরিশোধ করতে হবে।

চতুর্থতঃ মোহর ধার্য করা হয়নি, অথচ সহবাসের পর তালাক হয়েছে। এক্ষেত্রে স্ত্রীর পরিবারে প্রচলিত মোহর পরিশোধ করতে হবে।

আলোচ্য আয়াতে প্রথম দুই অবস্থার আলোচনা রয়েছে। তম্মধ্যে প্রথম অবস্থার নির্দেশ হচ্ছে, মোহর কিছুই ওয়াজিব নয়। তবে নিজের পক্ষ থেকে স্ত্রীকে কিছু দিয়ে দেয়া স্বামীর কর্তব্য। নূন্যপক্ষে এক জোড়া কাপড়। কুরআন মজিদে প্রকৃত পক্ষে কোন পরিমাণ নির্ধারণ করেনি।

অবশ্য একথা বলা হয়েছে যে, ধনী ব্যক্তিদের পক্ষে তাঁদের মর্যাদানুযায়ী দেয়া উচিত, যাতে অন্যেরা অনুপ্রানিত হয় যে, সামর্থবান লোক এহেন ব্যাপারে কার্পণ্য করে না। হযরত হাসান (র.) এমনি এক ব্যাপারে বিশ হাজারের উপঢৌকন দিয়েছিলেন। আর কাযি শোরাইহ পাঁচশত দেরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) দিয়েছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (র.) বলেছেন, নিম্নতম পরিমাণ হচ্ছে একজোড়া কাপড়।[৪]

উপরোক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ বিবাহের সময় স্ত্রীর মোহর নির্ধারিত না করা হলে এবং সহবাসের পূর্বে তালাক দিলে কোন গোনাহ হবেনা বলে বর্ণনা করেছেন, এবং স্ত্রীর জন্য মোহর ওয়াজিব না করে মুতা ওয়াজিব করেছেন।

বিবাহের পরে অথবা নির্ধারিত দেনমোহর বৃদ্ধিরপর সহবাসের পূর্বে তালাক দিলে আদায় করার বিধান

[৪] হযরত মাওলানা মুফতি মোহাম্মদ শাফি (রহ.), অনুবাদ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, তাফসীরে মা'য়ারেফুল কুরআন, সৌদি সরকার কর্তৃক সংক্ষিপ্তাকারে বাংলায় প্রকাশিত, ১৪১৩, পৃ:১৩১

হানাফি মাযহাবের অভিমত

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেন, বিবাহের পর নির্ধারিত দেনমোহর অথবা বিবাহের পর নির্ধারিত দেনমোহররের উপর বৃদ্ধি কৃত মোহর সহবাসের পূর্বে স্ত্রীকে তালাক দিলে নির্ধারিত পূর্ণ মোহরের অর্ধেক আদায় করার কোন সুযোগ নেই।[৫]

শাফেয়ি, মালেকি, হানাবেলা ও যাহেরি মাযহাবের অভিমত

বিবাহের পর নির্ধারিত দেনমোহর অথবা বিবাহের পর নির্ধারিত দেনমোহরের উপর বৃদ্ধি কৃত মোহর সহবাসের পূর্বে স্ত্রীকে তালাক দিলে নির্ধারিত পূর্ণ মোহরের অর্ধেক আদায় করতে হবে।[৬]

হানাফি মাযহাবের দলিল

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

অর্থ: এবং নারীদের মধ্যে তাঁদের ছাড়া সকল সধবা স্ত্রীলোক তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ, তবে তোমাদেও দক্ষিণ হস্ত যাদের মালিক হয়ে যায় তার ব্যতীত, এটা তোমাদের জন্য আল্লাহর হুকুম। এদেরকে ছাড়া তোমাদের জন্য সকল নারী হালাল করা হয়েছে শর্ত এই যে, তোমরা তাঁদেরকে স্বীয় অর্থের বিনিময়ে তলব করবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য ব্যভিচারের জন্য নয়। অনন্তর তাঁদের মধ্যে যাকে তোমরা

---

[৫] শায়েখ মাহমূদ মুহাম্মদ আশ-শায়েখ, *আল-মাহরু ফিল ইসলামি বাইনাল মাযি ওয়াল হাযির*, আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, বৈরুত: ২০০৩, পৃ. ৭৮

[৬] শায়েখ মাহমূদ মুহাম্মদ আশ-শায়েখ, *আল-মাহরু ফিল ইসলামি বাইনাল মাযি ওয়াল হাযির* আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, বৈরুত: ২০০৩, পৃ. ৭৯

ভোগ করবে, তাঁকে তাঁর নির্ধারিত হক দান করা। তোমাদের কোন গোনাহ হবে না যদি নির্ধারিত মোহরের পর আরও বৃদ্ধি করতে সম্মত হও। নিশ্চয় আল্লাহ সুবিজ্ঞ, রহস্যবিদ।[৭]

উপরোক্ত আয়াত একথা প্রমাণিত করে যে, বিবাহের সময় নির্ধারিত মোহর হতে অধিক কোন বস্তু মোহরের সাথে সম্পৃক্ত করলে তা মোহর হিসেবে গণ্য হবে না। কেননা মোহরের বর্ধিত অংশটি বিবাহের সময় উল্লেখ করা হয়নি, আর যা বিবাহের সময় মোহর নির্ধারণ করার সময় উল্লেখ করা হবে না তা মোহর হিসেবেও গণ্য হবে না।

শাফেয়ি, মালেকি, হানাবেলা ও যাহেরি মাযহাবের দলিল

ইমাম শাফেয়ি, ইমাম মালেক, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ও যাহেরিগণ নিম্নোক্ত আয়াত দিয়ে দলিল পেশ করেন :

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

অর্থ: যদি তোমরা স্ত্রীদেরকে মোহর সাব্যস্ত করার পর স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিয়ে দাও, তাহলে যে মোহর সাব্যস্ত করা হয়েছে তাঁর অর্ধেক দিয়ে দিতে হবে। তবে যদি তোমাদের স্ত্রীরা ক্ষমা করে দেয় কিংবা বিয়ের বন্ধন যার অধিকারে সে (স্বামী) যদি ক্ষমা করে দেয় তাহলে স্বতন্ত্র কথা। আর তোমরা পুরুষরা যদি ক্ষমা কর, তবে তা হবে পরহেযগারির নিকটবর্তী। আর পারস্পরিক সহানুভূতির কথা বিস্মৃত হয় না। নিশ্চয় তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ সেসবই অত্যন্ত ভাল করে দেখেন।[৮]

---

[৭] আল-কুরআন ৪ ঃ ২৪

[৮] আল-কুরআন ২ ঃ ২৩৭

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

দেনমোহরের পরিমান ও মোহরে ফাতেমি

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায় : দেনমোহরের পরিমাণ ও মোহরে ফাতেমি

দেনমোহরের পরিমাণ

দেনমোহর একটি ফরজ ইবাদত। বিবাহ হলেই দেনমোহর লাগবে। দেনমোহর ব্যতীত কোন বিবাহই হতে পারে না। তাই দেনমোহরের পরিচয় জানার পর এবার জানতে হবে দেনমোহর কি পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে। তাই দেনমোহরের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন পরিমাণ কত হবে তা নিয়ে নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করা হল।

দেনমোহরের সর্বোচ্চ পরিমাণ

আহমাদ রাবি জাবের বলেন :

قد إتفق العلماء من المسلين في كافة العصور، والأزمان الإسلامية، أن المهر لا حد لأعلاه، ولا تقدير لأكثره بل إن الزوج يحق له أن يدفع من ماله لزوجته ما تيسرله، وما طابت به نفسه، ويقدمه لزوجته كهدية، أو منحة لها عند عقد الزواج بها

অর্থ: সর্বযুগের সর্বশ্রেনীর উলামায়ে কিরাম, ইসলামের স্বর্ণালী ধারার পণ্ডিতগণ এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন যে, দেনমোহরের সর্বোচ্চ কোন পরিমাণ নির্ধারিত নেই। এবং কেউ সর্বোচ্চ পরিমাণ নির্ধারণও করেন নাই। বরং স্বামীর দায়িত্ব হচ্ছে তাঁর সামর্থানুসারে স্ত্রীকে সম্পদ দিবে। যতটুক স্বামীর মনে চায় ততটুকু তাঁর স্ত্রীকে দিবে। যেমন বিবাহের সময় কোন উপহার বা দান ইত্যাদি।[১]

দেনমোহরের সর্বোচ্চ কোন পরিমাণ নির্ধারিত নেই, এবং এ সম্পর্কে কুরআন ও হাদিসের কোথাও কোন দিকনির্দেশনাও বর্ণিত হয়নি। তবে নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা কেউ কেউ মোহরের সর্বোচ্চ পরিমাণ নির্ধারণের চেষ্টা করেছেন :

وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا

---

[১] আহমাদ রাবী জাবের আররুহাইলি, *গালাউল মুহুর ওয়াল ইহতিছাব আলাইহি*, মাকতাবাতুল উলুম ওয়ালহিকাম, মদিনা মুনাওয়ারা, সৌদিআরব: ১৯৯৬, পৃ. ২৪

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ: যদি তোমরা এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী পরিবর্তন করতে চাও এবং তাঁদের একজনকে প্রচুর ধন-সম্পদ প্রদান করে থাক, তবে তা থেকে কিছুই ফেরত গ্রহন কর না।[২]

উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনে কাছির (রহ.) বলেন :

إذا أراد أحدكم أن يفارق امرأة ويستبدل مكانها غيرها، فلا يأخذون مما كان أصدق الأولى شيئاً، ولو كان قنطارا من مال. وفي هذه الآية دلالة على جواز الإصداق بالمال الجزيل، وقد كان عمر بن الخطاب نهى عن كثرة الإصداق، ثم رجع عن ذلك

قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو خَيْثَمَةَ، حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني محمد بن عبد الرحمن، عن المجالد بن سعيد، عن الشعبي، عن مسروق، قال: ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله ثم قال: أيها الناس، ما إكثاركم في صُدُق النساء وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإنماالصدقات فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك. ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرامة لم تسبقوهم إليها. فلا أعرفنَّ ما زاد رجل في صداق امرأة على أربعمائة درهم قال : ثم نزل

فاعترضته امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين، نَهَيْتَ الناس أن يزيدوا النساء صداقهم على أربعمائة درهم؟ قال: نعم. فقالت: أما سمعت ما أنزل الله في القرآن؟ قال: وأي ذلك؟ فقالت: أما سمعت الله يقول: وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا

قال: فقال: اللهم غَفْرًا، كُلّ الناس أفقه من عمر. ثم رجع فركب المنبر فقال: إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صداقهن على أربعمائة درهم، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب.

অর্থ: উল্লেখিত আয়াতে কারিমার মাধ্যমে পরিস্কার ভাবে বুঝা যায় যে, যদি তোমরা একজন স্ত্রীকে তালাক দিয়ে অন্য কোন মহিলাকে বিবাহ করবে তবে প্রথম মহিলাকে যে দেনমোহর তোমরা প্রদান করেছ তা ফেরত নিতে পারবে না যদিও তা যত বেশী পরিমাণ সম্পদই হউক না কেন? এ আয়াত আরো প্রমাণ করতেছে যে, যত বেশী সম্পদ পরিমাণ দেনমোহর নির্ধারণ করা হউক না কেন তা বৈধ।

[২] আল-কুরআন ৪ ঃ ২০

একদা হযরত ওমর ফারুক (র.) অধিক পরিমাণে দেনমোহর নির্ধারণ করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন অতপর তাঁর এ উক্তি থেকে তিনি আবার প্রত্যাবর্তন করেন।

প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে নিম্নরূপ :

হযরত হাফেজ আবু ইউলা বর্ণনা করেন যে, আমার কাছে আবু খাইসামা বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমার কাছে ইয়াকুব বিন ইব্রাহিম বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমার কাছে আমার পিতা ইব্রাহিম বলেন, তিনি ইবনে ইসহাক থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমার কাছে বর্ণনা করেন মোহাম্মদ ইবনে আব্দুর রহমান তিনি মুজালেদ ইবনে সা'য়িদ থেকে তিনি মাসরুক থেকে তিনি বলেন হযরত ওমর (র.) রাসূল (স.) এর মিম্বারে আরোহণ করে বললেন, হে মানব সকল ! তোমাদের কি হল যে, তোমরা মহিলাদের দেনমোহর বেশী বেশী পরিমাণে নির্ধারণ করতেছ ? অথচ নবী করিম (স.) এবং তাঁর সাহাবিগণ (র.) এতবেশী দেনমোহর নির্ধারণ করেন নি।

অথচ রাসুল (স.) ও তাঁর সাহাবিদের (র.) মাঝে দেনমোহর চারশত দিরহামের বেশী ছিল না। যদি অধিক পরিমাণে দেনমোহর নির্ধারণ করা আল্লাহর নিকট তাকওয়া ও সম্মানের হত তবে কি রাসুল (স.) ও তাঁর সাহাবি (র.) এ ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করতে না? অবশ্যই বেশী বেশী দেনমোহর নির্ধারণ করতেন। আমার এটি জানা নেই যে, কোন ব্যক্তি রাসুল (স.) এর যামানায় চারশত দেরহামের অতিরিক্ত দেনমোহর নির্ধারণ করেছেন। এ কথা বলে হযরত ওমর (র.) মিম্মার থেকে নেমে গেলেন।

কোরাইশ বংশের এক মহিলা এ বক্তব্যের প্রতিবাদ করে বললেন, হে আমিরুল মুমিনিন ! আপনি নাকি লোকদেরকে চারশত দেরহামের অধিক পরিমাণে দেনমোহর নির্ধারণ করতে নিষেধ করেছেন? জবাবে ওমর (র.) বললেন হ্যাঁ।

প্রতিবাদে মহিলা বললেন আপনি কি আল্লাহ তা'য়ালার ঐ বাণী শুনেন নি? বলে উল্লেখিত আয়াতে কারিমা মহিলা পাঠ করে শোনালেন। "তোমরা যদি এক স্ত্রীর পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করতে চাও তবে প্রথম স্ত্রীকে যদি কিন্তনতার পরিমাণ সম্পদও দানকরে থাক তবে তা ফেরত নিবে না। তোমরা কি তাঁদেরকে অপবাদ ও প্রকাশ্যে গুনাহের কথা বলে তা ফেরত নিবে তবে তা বড়ই খারাপ কাজ"।

রাবি বলেন, মহিলার এ প্রতিবাদ শুনে হযরত ওমর ফারুক (র.) বলেন, হে আল্লাহ ! আপনি আমাকে ক্ষমা করে দেন, আমি ভূল করে ফেলেছি। সকল মানুষ যদি ওমরের চেয়ে বেশী সমজদার হতে কতই না ভালো হত

অতঃপর ওমর (র.) তাঁর উল্লেখিত বক্তব্য প্রত্যাহার করার জন্য মিম্বরে উঠে বললেন, হে লোক সকল ! আমি তোমাদেরকে দেনমোহর চারশত দেরহামের অধিক নির্ধারণ করার জন্য নিষেধ করেছিলাম। এখন আমি আমার সে বক্তব্যকে প্রত্যাহার করে নিলাম। এখন থেকে যে যার ইচ্ছামত দেনমোহর নির্ধারণ করতে পার এতে কোন বাধা নেই।[৩]

উপরোক্ত আয়াতে (قِنْطارٌ) 'ক্বিনত্বার' এর পরিমাণ উল্লেখ করতে গিয়ে আল্লামা ইবনে কাছির (রহ.) বলেন :

وقد اختلف المفسرون في مقدار القنطار على أقوال، وحاصلها: أنه المال الجزيل، كما قاله الضحاك وغيره، وقيل: ألف دينار. وقيل: ألف ومائتا دينار. وقيل: اثنا عشر ألفا. وقيل: أربعون ألفا. وقيل: ستون ألفا وقيل: سبعون ألفا. وقيل: ثمانون ألفا. وقيل غير ذلك.

অর্থ: 'ক্বিনত্বার' এর পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে তাফসিরবিদগণ মতভেদ করেছেন। তবে সকল মতভেদের মূল নির্জাস হল, 'ক্বিনত্বার' দ্বারা উদ্দেশ্য 'অধিক সম্পদ' যেমনটি আল্লামা যাহহাক ও অন্যান্য তাফসরবিদগন বর্ণন করেছেন। তবে কেউ কেউ বলেছেন 'ক্বিনত্বার' এর পরিমাণ একহাজার দিনার, কেউ বলেছেন, একহাজার দুইশত দিনার, কেউ বলেছেন, বার হাজার দিনার, কেউ বলেছেন, চল্লিশ হাজার দিনার, কেউ বলেছেন, ষাট হাজার দিনার, কেউ বলেছেন, সত্তর হাজার দিনার, কেউ বলেছেন, আশি হাজার দিনার, আবার কেউ এগুলো ব্যতীত অন্য পরিমাণও বলেছেন।[৪] তাফসিরে তাইসিরে কারিমির রাহমানে বলা হয়েছে :

أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ أي: تطليقَ زوجة وتزوجَ أخرى. أي: فلا جناح عليكم في ذلك ولا حرج. ولكن إذا آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ أي: المفارقة أو التي تزوجها قِنْطَارًا أي: مالا كثيرا. فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا بل وفروه لهن ولا تمطلوا بهن.
وفي هذه الآية دلالة على عدم تحريم كثرة المهر، مع أن الأفضل واللائق الاقتداءُ بالنبي صلى الله عليه وسلم في تخفيف المهر. ووجه الدلالة أن الله أخبر عن أمر يقع منهم، ولم ينكره عليهم،

[৩] ইমামুদ্দীণ আবুল ফেদা ইসমাইল ইবনে উমর ইবনে কাছির, *তাফসিরে ইবনে কাছির*,প্রাগুক্ত,খ. ২, পৃ. ২৪৪

[৪] ইবনে কাছির, আত-তাফসির প্রাগুক্ত, খ.২,পৃ. ১৯-২০

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ: *(যদি তোমরা একজন স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী গ্রহন করতে চাও)* অর্থ্যাৎ একস্ত্রীকে বাদ দিয়ে অন্য স্ত্রীগ্রহণ করাতে চাও এতে তোমাদের অপরাধ নেই গুনাহ্ ও হবে না। *(কিন্তু যদি তোমরা স্ত্রীদের যে দেনমোহর দিয়েছ)* যার সাথে তোমার বিবাহ বিচেছদ ঘটতেছে, *(ক্বিনত্বার পরিমাণ)*, অনেক অনেক মাল, তা থেকে ফেরত নিও না, তোমার প্রদেয় সম্মদ ফেরত নিবে না তাঁদেরকে ভোগ করতে দাও।

এই আয়াতে মাধ্যমে বুঝা যায় যে, যতবেশী সম্ভব দেনমোহর নির্ধারণ করতে শরিয়তের কোন বাধা নেই। তবে উত্তম হচ্ছে রাসূল (স.) এর অনুসরণ করে দেনমোহর সহজ করা। কারণ আল্লাহ তা'য়ালা বান্দার অবস্থা সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত আছেন। তবে রাসূল (স.) অধিক পরিমাণে দেনমোহর নির্ধারণ করতে নিষেধ করেন নাই।[৫]

তবে পরিমাণ যাই হোক ক্বিনত্বার দ্বারা যে অধিক সম্পদ উদ্দেশ্য তাতে কোন সন্দেহ নেই। এজন্য আল্লামা ত্বাবারি (রহ.) বলেন :

"القنطار" المال الكثير

অর্থ: অধিক পরিমাণ সম্পদকে 'ক্বিনত্বার' বলা হয়।[৬]

আল্লামা কুরতুবি (রহ.) বলেন :

فيها دليل على جواز المغالاة في المهور

অর্থ: উপরোক্ত আয়াত অধিক পরিমাণ মোহর নির্ধারণের বৈধতাকে প্রমাণিত করে।[৭]

অধিক পরিমাণ মোহর নির্ধারণ বৈধ হলেও মূলত ঐ পরিমাণ মোহর নির্ধারণ করা উচিত যা আদায়যোগ্য। মোহর নির্ধরণের ক্ষেত্রে ন্যায়-নীতি এবং উত্তম ও সহজ পন্থা অবলম্বন করতে হবে। এটি আদায়যোগ্য এবং

---

৫ আব্দুর রহমান বিন নাসের আল সা'দি, তাইসিরুল কারিমির রাহমান, মাকতাবাতুর রুশদ, রিয়াদ সৌদি আরব, নবম সংস্করণ, ২০০৯, পৃ.১৭২

৬ মুহাম্মদ বিন জারির বিন ইয়াযিদ আবু জাফর আততাবারি, *জামেউল বায়ান ফি তাবিলিল কুরআন আততাবারি* , মুয়াসসাতুর রিসালাহ, মাজমাউ মালিক ফাহাদ মাসহাফুশশরীফ, মদিনা, সৌদিআরব:২০০০, খ.৮, পৃ. ১২৩

৭ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন আবি বকর শামসুদ্দীন আল-কুরতুবি, *আল-জামে লিআহকামিল কুরআন তাফসীরে কুরতুবী*, দারুল কুতুব, মিশর:১৯৬৪, খ. ৫, পৃ. ৯৯

Dhaka University Institutional Repository

সহজ সাধ্য হওয়া উচিত। মোহরের পরিমাণ এমন হওয়া উচিত নয় যা আদায় করা যায় না এবং আদায় করতে গেলে অতি কঠিন মনে হয়। এক্ষেত্রে কঠোরতা ও কড়াকড়ি উভয় পক্ষের জন্যই বিপজ্জনক। সম্পর্ক যদি টিকে থাকার হয়, তবে মোহরের পরিমাণ যত কমই হোক সে সম্পর্ক ভেঙ্গে যাবে না। সবচেয়ে বড় কথা হল, দুজনার ভালবাসার সম্পর্ক এবং অন্তরঙ্গ দিন যাপন, মোহরের অর্থের চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান। দু'টি পরিবারের আত্মীয়তার বন্ধন, ভালবাসার সম্পর্ক, সন্তানের অবস্থিতি এসব কিছু মোহরের অর্থের চেয়ে কম মূল্যবান নয়। এসব তুচ্ছ করে সম্পর্ক যদি ভেঙ্গে যাবার মত অবস্থায় এসে যায় তাহলে শুধু লক্ষ টাকার বন্ধন তা ধরে রাখতে পারে না। আবার বিবাহ ভেঙ্গে গেলে মোহরের পরিমাণ বেশি হওয়ার কারণে আদায় করতে না পারলে ঝগড়া বিবাদ হওয়ার আশংকা থাকে। এজন্য মোহরের পরিমাণ হতে হবে আদায়যোগ্য এবং সহজসাধ্য। মোহর নির্ধারণের ক্ষেত্রে হযরত ওমর (র.) এর নিম্নোক্ত দিকনির্দেশনাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন :

قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَلَا لَا تُغَالُوا صَدُقَةَ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ لَكَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَلِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكَحَ شَيْئًا مِنْ نِسَائِهِ وَلَا أَنْكَحَ شَيْئًا مِنْ بَنَاتِهِ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً

অর্থ: হযরত ওমর বিন খাত্তাব (র.) বলেন, সাবধান! তোমরা নারীদের মোহর নির্ধারণের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি কর না। কেন না মোহর যদি দুনিয়াতে সম্মান ও আল্লাহর নিকট তাকওয়ার কারণ হত, তাহলে তোমাদের অপেক্ষা সে ব্যাপারে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই বেশি উপযোগী ছিলেন। কিন্তু তিনি বার আউক্বিয়ার[৮] বেশি দিয়ে তাঁর কোন স্ত্রীকে বিবাহ করেছেন অথবা তাঁর কোন কন্যাকে বিবাহ দিয়েছেন বলে আমার জানা নেই।[৯]

---

[৮] এক আউকিয়ার পরিমান চল্লিশ দিরহাম, এ হিসাবে বার উকিয়ার পরিমান হয় চারশত আশি দিরহাম। হযরত আয়েশা (রা.) এর বর্ণনায় পাঁচশত দিরহাম বলা হয়েছে। এ হিসেবে বলা যায় যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কন্যা ও স্ত্রীদের মহর ৪৮০-৫০০ দিরহামের মধ্যে সিমাবদ্ধ ছিল।

[৯] মুহাম্মদ বিন ইসা বিন দেহাক বিন তিরমিযি, *সুনানুততিরমিযি*, প্রাগুক্ত, খ.৪ , পৃ.৩০৮; আবু দাউদ সুলাইমান বিন আসয়াস, *সুনানে আবি দাউদ*, প্রাগুক্ত, খ.৬ , পৃ.৩ ; আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াযিদ ইবনু মাজাহ, *সুনানে ইবনে মাজাহ*, প্রাগুক্ত, খ.৫ , পৃ. ৪৯৬ ; আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ বিন হাম্বল, *মুসনাদে আহমাদ বিন হাম্বল*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ২৭৬; . আবু আব্দুর রহমান আহমদ বিন সুয়াইব ইবনে আলী আননাসায়ী. *সুনানে নাসায়ী সুনানে কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ.৩ , পৃ. ৩১৪ ; মুহাম্মদ বিন জারির বিন ইয়াযিদ আবু জাফর আততাবারি, *জামেউল বায়ান ফি তাবিলিল কুরআন আততাবারি* , মুয়াসসাতুর রিসালাহ, মাজমাউ মালিক ফাহাদ মাসহাফুশশরিফ, মদিনা, সৌদিআরব:২০০০, খ. ৮, পৃ.২২৪;

Dhaka University Institutional Repository

বিশিষ্ট ইসলামি কলামিষ্ট মাওলানা আব্দুর রহীম (রহ.) বলেন :

দেনমোহরের পরিমাণ কি হওয়া উচিত, ইসলামি শরিয়তে এ ব্যাপারে কোন অকাট্য নির্দেশ দেয়া হয়নি, নির্দিষ্টভাবে কোন পরিমাণও ঠিক করে বলা হয়নি। তবে একথা স্পষ্ট যে, প্রত্যেক স্বামীর-ই কর্তব্য হচ্ছে তাঁর আর্থিক সামর্থ্য ও স্ত্রীর মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখে উভয় পক্ষের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কোন পরিমাণ নির্দিষ্ট করে বেঁধে দেয়া। আর মেয়ে পক্ষেরও তাতে সহজেই রাযী হয়ে যাওয়া উচিত। এ ব্যাপারে শরিয়ত উভয় পক্ষকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে বলেই মনে হয়। এ বিষয়ে শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভি (রহ.) যা লিখেছেন তা নিম্নোক্ত ভাষায় প্রকাশ করা হচ্ছে :

নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোহরানার কোন পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেন নি একারণে যে, এ ব্যাপারে লোকদের আগ্রহ-উৎসাহ ও ঔদার্য প্রকাশ করার মানসিকতা কখনো এক হতে পারে না। বরং বিভিন্ন যুগে, দুনিয়ার বিভিন্ন স্তরের লোকদের আর্থিক অবস্থা এবং লোকদের রুচি, দৃষ্টিভঙ্গি, কার্পণ্য ও উদারতার ভাবধারায় আকাশ-ছোঁয়া পার্থক্য হয়ে থাকে। বর্তমানেও এ পার্থক্য বিদ্যমান। এজন্যে সর্বকাল যুগ-সমাজ স্তর, অর্থনৈতিক অবস্থা ও রুচি-উৎসাহ নির্বিশেষে প্রযোজ্য হিসেবে একটি পরিমাণ স্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট করে দেয়া বাস্তব দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ অসম্ভব। যেমন করে কোন সুরুচিপূর্ণ দ্রব্যের মূল্য সর্বকালের জন্যে নির্দিষ্ট করে দেয়া যায় না-দেয়া অবৈজ্ঞানিক ও হাস্যকর। কাজেই এর পরিমাণ সমাজ, লোক ও আর্থিক মানের পার্থক্যের কারণে বেশীও হতে পারে, কমও হতে পারে। তবে শুধু শুধু এবং পারিবারিক আভিজাত্যের দোহাই দিয়ে এর পরিমাণ নির্ধারণে বাড়াবাড়ি ও দর কষাকষি করাও আদৌ সমর্থনযোগ্য নয়। তার পরিমাণ এমন সামান্য ও নগণ্যও হওয়া উচিত নয়, যা স্বামীর মনের উপর কোন শুভ প্রভাবই বিস্তার করতে সমর্থ হবে না। যা দেখে মনে হবে যে, মোহরানা আদায় করতে গিয়ে স্বামীকে কিছুমাত্র ত্যাগস্বীকার করতে হইনি, সেজন্যে তাঁকে কোন কষ্টও করতে হয়নি।[১০]

---

[১০] মাওলান মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, খায়রুন প্রকাশনী, মধুবাগ, নয়াটোলা, ঢাকা: ২০০০, পৃ. ১৫৬-১৫৭

Dhaka University Institutional Repository

শাহ দেহলভি (রহ.) এর মতে, দেন-মোহরের পরিমাণ এমন হওয়া উচিত, যা আদায় করা স্বামীর পক্ষে কষ্টসাধ্য হবে এবং সেজন্যে সে রীতিমত চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়বে। পক্ষান্তরে তার পরিমাণ এমনও হওয়া উচিত নয়, যা আদায় করা স্বামীর পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।

মোহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ

মোহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ সম্পর্কে ফিক্‌হশাস্ত্রের ইমামগণ বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। নিম্নে ইমামগণের মতভেদ দলিলসহ উল্লেখ করা হল।

শাফেয়ি, হাম্বলি ও ইমামিয়া মাযহাবের অভিমত

শাফেয়ি ও হাম্বলি মাযহাবের ইমামগণের মতে দেনমোহরের সর্বনিম্ন কোন পরিমাণ নির্ধারিত নেই এবং নির্দিষ্ট কোন বস্তু দ্বারা মোহর আদায় করতে হবে এমনটিও নির্ধারিত নেই। মোহরের জন্য নির্ধারিত সম্পদের পরিমাণ চাই বেশী হোক অথবা কম, সর্বাবস্থায় মোহর নির্ধারণ বিশুদ্ধ বলে বিবেচিত হবে। তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে, মোহরের জন্য নির্ধারিত সম্পদ মূল্যমান এবং বিক্রি করা যায় এমন হতে হবে। যদি এমন না হয় তাহলে তা দ্বারা মোহর আদায় করা বৈধ হবে না।[১১]

দলিল

উপরোক্ত মতের ইমামগন দলিল হিসেবে নিম্নোক্ত হাদিস সমূহ পেশ করেন :

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنِّي وَهَبْتُ مِنْ نَفْسِي فَقَامَتْ طَوِيلًا فَقَالَ رَجُلٌ زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ قَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا قَالَ مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي فَقَالَ إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ جَلَسْتَ لَا إِزَارَ لَكَ فَالْتَمِسْ شَيْئًا فَقَالَ مَا أَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَلَمْ يَجِدْ فَقَالَ أَمَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ شَيْءٌ قَالَ نَعَمْ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا لِسُوَرٍ سَمَّاهَا فَقَالَ قَدْ زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ

---

[১১] শায়েখ মাহমূদ মুহাম্মদ আশ-শায়েখ, *আল-মাহরু ফিল ইসলামি বাইনাল মাযি ওয়াল হাযির*, আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, বৈরুত: ২০০৩, পৃ. ৩৭

অর্থ: হযরত সাহল ইবনে সা'দ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক মহিলা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি নিজেকে আপনার জন্য উৎসর্গ করলাম। একথা বলে সে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত দাড়িয়ে রইল, (কিন্ত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন উত্তর দিলেন না) তখন এক ব্যক্তি দাড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার যদি তাঁকে কোন প্রয়োজন না থাকে তাহলে আমার সাথে তাঁকে বিবাহ দিন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে তাঁকে মোহর দেওয়ার মত কিছু আছে কি? সে বলল, আমার কাছে এই পরিধেয় লুঙ্গি ছাড়া আর কিছুই নেই। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি এ লুঙ্গিটি তাঁকে দিয়ে দাও তাহলে তুমি বিবস্ত্র থাকার কারণে বসে থাকতে হবে, কারণ তোমার কাছে দ্বিতীয় কোন লুঙ্গি নেই। অতএব তুমি অন্যকিছু খুঁজে নিয়ে আস। সে কিছু সময় চুপ থেকে বলল, মোহরানা বাবদ কোন কিছু সংগ্রহ করার মত সামর্থ্য আমার নেই। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি একটি লোহার আংটি হলেও খুঁজে নিয়ে আস। সে কিছুই সংগ্রহ করতে পারল না। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কুরআনের কোন সূরা জানা আছে কি? সে বলল, হ্যাঁ অমুক অমুক সূরা আমার জানা আছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যাও কুরআনের যা জানা আছে তাঁর বিনিময়ে তোমার সাথে এ মহিলাকে বিয়ে দিলাম।[১২] হাদিস শরিফে এসেছে :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ مِلْءَ كَفَّيْهِ سَوِيقًا أَوْ تَمْرًا فَقَدْ اسْتَحَلَّ

অর্থ: হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (র.) হতে বর্ণিত, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি দুই হস্তপূর্ণ ছাতু বা খেজুর স্ত্রীর মোহরানা বাবদ দেয় সে তাঁর স্ত্রীর গুপ্তাঙ্গ নিজের জন্য বৈধ করে।[১৩]

[১২] মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল বুখারি, *সহীহুল বুখারি*, প্রাগুক্ত, খ.১৬ , পৃ.৯৮; আবুল হোসাইন আসাকিরুদ্দীন মুসলিম বিন হাজ্জাজ, *সহীহু মুসলিম*,প্রাগুক্ত, খ.৭ , পৃ.২৫৪; মুহাম্মদ বিন ইসা বিন দেহাক বিন তিরমিযি, *সুনানুততিরমিযি*, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ.৩০৭;

আবু আব্দুর রহমান আহমদ বিন সুয়াইব ইবনে আলী আননাসায়ি. *সুনানে নাসায়ী*, প্রাগুক্ত, খ.১০ , পৃ. ৪৮৯; মালেক ইবনে আনাস বিন মালেক বিন আমের ইমাম মালেক, *আলমুয়াত্তা,* মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ.৪ পৃ.২৯; আবু দাউদ সুলাইমান বিন আসয়াস, *সুনানে আবি দাউদ*, প্রাগুক্ত, খ.৬ , পৃ. ১০; আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ বিন হাম্মল, *মুসনাদে আহমাদ বিন হাম্বল*, প্রাগুক্ত, খ.৪৬ , পৃ. ৩১৩,৩৩১

[১৩] আবু দাউদ সুলাইমান বিন আসয়াস, *সুনানে আবি দাউদ*, প্রাগুক্ত, খ.৬ , পৃ. ৮; আহমদ বিন হুসাইন বিন আলি আলবায়হাকি, প্রাগুক্ত, খ.১২ , পৃ.২

Dhaka University Institutional Repository

হাদি‍স শরিফে এসেছে :

عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَضِيتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَأَجَازَهُ

অর্থ: হযরত আমের ইবনে রাবি'য়া (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন বনু ফাযারা গোত্রের এক মহিলাকে এক জোড়া জুতার বিনিময়ে বিবাহ দেয়া হয়েছিল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি তোমার সত্ত্বা ও সম্পত্তির বিনিময়ে এক জোড়া জুতা পেয়ে খুশি? মহিলাটি বলল, হ্যাঁ। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে অনুমতি দিলেন।[১৪]

অপর এক হাদিসে এসেছে :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَدُّوا الْعَلَائِقَ . قِيلَ مَا الْعَلَائِقُ ؟ قَالَ : مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ الْأَهْلُونَ

অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (র.) হতে বর্ণিত, তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, তোমরা 'আলায়েক্বা' পরিশোধ কর। সাহাবায়েকিরামগন জিজ্ঞেস করলেন, আলায়েকা কাকে বলে? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বর এবং কনের পরিবার মিলে যে দেনমোহর নির্ধারণ করে তাকে আলায়েকা বলা হয়।[১৫]

ফাতহুল ক্বাদির গ্রন্থকার বলেন :

وَأَقَلُّ الْمَهْرِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : مَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا فِي الْبَيْعِ ؛ لِأَنَّهُ حَقُّهَا فَيَكُونُ التَّقْدِيرُ إِلَيْهَا وَلَنَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا مَهْرَ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ وَلِأَنَّهُ حَقُّ

[১৪] আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ বিন হাম্বল, *মুসনাদে আহমাদ বিন হাম্বল*, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ.২৯১; মুহাম্মদ বিন ইসা বিন দেহাক বিন তিরমিযি, *সুনানুততিরমিযি*, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ.৩০৫; আহমদ বিন হুসাইন বিন আলী আলবায়হাকী, প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ.২৩৯

[১৫] আবুল ফযল আহমদ বিন আলী বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ আসকালানী, *আদদিরায়া ফি তাখরীজিল আহাদিছিল হিদায়া*, দারুল মারেফা, বয়রুত: তা.বি, খ. ৬, পৃ. ১০৭ ; আবুল হোসাইন আলী বিন উমর বিন আহমাদ বিন মাহদী আলবাগদাদী, *সুনানে দারি কুতনী*, মাউকায়ে ওযারাতুল আওকাফ আলমিশরিয়্যা, মিশর: তা.বি, খ.৮ , পৃ. ৩৮১

Dhaka University Institutional Repository

الشَّرْعِ وُجُوبًا إِظْهَارًا لِشَرَفِ الْمَحَلِّ فَيَتَقَدَّرُ بِمَا لَهُ خَطَرٌ وَهُوَ الْعَشَرَةُ اسْتِدْلَالًا بِنِصَابِ السَّرِقَةِ وَلَوْ سَمَّى أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ فَلَهَا الْعَشَرَةُ عِنْدَنَا .

অর্থ: সর্বনিম্ন দেনমোহরের পরিমাণ হচ্ছে দশ দেরহাম। হযরত শাফেয়ি (রহ.) বলেন, যে সকল বস্তু ক্রয়বিক্রয় হয় তার দ্বারা সর্বনিম্ন দেনমোহর নির্ধারণ করা আবশ্যক। যেমন রাসুল (স.) বলেছেন, দশ দেরহামের কম মোহর নির্ধারণ করা যাবে না। দেনমোহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে শরীরের একটি অঙ্গের মূল্যের সাথে তুলনা করে। যেমন চোর যদি চুরি করে তবে তাঁর হাত কাটা যাবে। সে ক্ষেত্রে বলা হয়েছে কমপক্ষে দশ দেরহাম চুরি করলে হাত কাঁটা যাবে। তেমনি বিবাহের মাধ্যমে স্বামী স্ত্রীর যৌনাঙ্গের একক মালিক হয়ে যায়। যেহেতু চুরির মাধ্যমে একটি অঙ্গের মূল্য ধরা হয়েছে দশ দেরহাম তেমনি যৌনাঙ্গের দাম ধরা হয়েছে দশ দেরহাম।[১৬]

উপরোক্ত হাদিস সমূহ একথা প্রমাণ করে যে, মোহরের সর্বনিম্ন কোন পরিমাণ নির্ধারিত নেই এবং মোহর হিসেবে একটি লোহার আংটি, একজোড়া জুতা, একমুঠ খেজুর অথবা গম নির্ধারণ করাও বৈধ। তবে এগুলো বাদ দিয়ে স্ত্রী যদি কুরআন শিক্ষাকে নিজের মোহর হিসেবে ধার্য্য করে তাহলে তা হবে সর্বোত্তম। কেননা মোহর মূলত স্ত্রীর মালিকানার জন্য নির্ধারণ করা হয় যা দ্বারা সে উপকৃত হতে পারে, আর উপকার অর্জনের দিক থেকে সবচেয়ে বেশি উত্তম হচ্ছে কুরআন অথবা ধর্মীয় শিক্ষাকে মোহর হিসেবে ধার্য্য করা।[১৭]

উপরে বর্ণিত দলিল সমূহের সাথে সাথে ইমামিয়া মাযহাবের প্রবক্তা ইমাম জা'ফর সাদেক দলিল হিসেবে হযরত আবু আব্দুল্লাহ (র.) হতে বর্ণিত নিম্নোক্ত উক্তিটিও উল্লেখ করেন যে, তাঁকে একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, সর্বনিম্ন কি পরিমাণ মোহর নির্ধারণ করা বৈধ আছে? তিনি উত্তরে বলেন, চিনির সাদৃশ্য একটি দানার পরিমাণ।[১৮]

---

[১৬] কামালুদ্দীন মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহিদ ইবনে হুমাম, *ফাতহুল কাদির,* মাউকাউল ইসলাম, মদিনা মুনাওয়ারাহ, সৌদিআরব: খ.৭, পৃ.১০৬

[১৭] শায়েখ মাহমূদ মুহাম্মদ আশ-শায়েখ, *আল-মাহরু ফিল ইসলামি বাইনাল মাযি ওয়াল হাযির,* আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, বৈরুত: ২০০৩, পৃ. ৩৮, মুহাম্মদ বিন আবি বকর বিন আইউব বিন সাদ ইবনে কাইউম আলযুযী, *যাদুল মা'য়াদ ফি হাদয়ী খাইরিল ইবাদ,* মুয়াসসাতুর রিসালাহ, মাকতাবাতুল মানার আল-ইসলামিয়্যাহ,:বৈরুত, কুয়েত: ১৯৮৬, খ.৫, পৃ. ১৬২

[১৮] শায়েখ মাহমূদ মুহাম্মদ আশ-শায়েখ, *আল-মাহরু ফিল ইসলামি বাইনাল মাযি ওয়াল হাযির,* আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, বৈরুত, কুয়েত: ২০০৩, পৃ. ৩৮

Dhaka University Institutional Repository

হানাফি মাযহাবের অভিমত

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেন, দশ দিরহাম অথবা সমমূল্য সম্পদের নিচে মোহর নির্ধারণ করা জায়েয নেই।[১৯]

দলিল

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) দলিল হিসেবে কুরআন ও হাদিস থেকে নিম্নোক্ত বর্ণনা উল্লেখ করেন।

মহান আল্লাহ বলেন :

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ

অর্থ: উপরে বর্ণিত নিষিদ্ধ নারী ব্যতীত তোমাদের জন্য সব নারী হালাল করা হয়েছে, শর্ত এই যে, তোমরা তাঁদেরকে স্বীয় অর্থের বিনিময়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতে চাবে, ব্যভিচারের জন্যে নয়।[২০]

উপরোক্ত আয়াত এ কথা প্রমাণিত করে যে, দেনমোহরের জন্য নির্ধারিত বস্তু মূল্যমান এবং বিক্রয়যোগ্য হতে হবে। কেননা এ আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা "মাল" অর্থ সম্পদ শব্দ উল্লেখ করেছেন। আর এ সম্পদের একটি সর্বনিম্ন পরিমাণ যে আল্লাহ তা'য়ালা নির্ধারণ করেছেন তা নিম্নোক্ত আয়াত হতে বুঝা যায়।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন :

قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ

অর্থ: মুমিনগণের স্ত্রী ও দাসীদের ব্যাপারে যা নির্ধারিত করেছি তা আমার জানা আছে।[২১]

উপরোক্ত আয়াতে "ফারয" এর অর্থ নির্ধারিত সীমা। অতএব উপরোক্ত দুই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, একটি সর্ব নিম্ন পরিমাণ মোহর নির্ধারিত আছে যা থেকে কমে বিবাহ করা বৈধ নয়। তবে সর্বনিম্ন পরিমাণ কতটুকু তার বর্ণনা স্পষ্ট ভাবে নিম্নোক্ত হাদিসে পাওয়া যায় :

---

[১৯] মুহাম্মদ বিন আহমাদ বিন আবি সাহল শামসুল আয়িম্মা সারখাসী, *আল মাবসুত*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: ১৯৯৯, খ. ৬, পৃ. ১৯৫ আবু মুহাম্মদ মাহমুদ বিন আহমদ বিন মুসা আল আইনী, উমদাতুল কারী শরহে সহীহুল বুখারী, (আইনী) মুলতাফা উরুদে মান মুলতাকা আহলে হাদীস, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: ২০০৬, খ.১৮ , পৃ. ৩৯৯; মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ, *তুহফাতুল ফুকাহা*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ.২.পৃ.১৩৬ ; শায়েখ নিজাম উদ্দীন, *ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া*, প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ.১৩৮

[২০] আল-কুরআন ৪ ঃ ২৪

[২১] আল-কুরআন ৩৩ ঃ ৫০

Dhaka University Institutional Repository

عن جابر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا ينكح النساء إلا من الأكفاء ، ولا يزوجهن إلا الأولياء ، ولا مهر دون عشرة دراهم »

অর্থ: হযরত জাবের (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সমতা রক্ষা করা ব্যতীত নারীদেরকে বিবাহ দেয়া হবেনা, অভিভাবক ব্যতীত অন্য কেহ তাঁদেরকে বিবাহ দিবেনা এবং দশ দিরহামের নিচে কোন মোহর নির্ধারণ করা হবে না।[২২]

হযরত আলি (র.) বলেন :

عن على رضى الله عنه لامهر اقل من عشرة دراهم

অর্থ: হযরত আলি (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, দশ দিরহামের নিচে কোন মোহর নির্ধারণ করা যাবে না।[২৩]

উপরোক্ত হাদিস সমূহ স্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত করে যে, মোহর নির্ধারণের সর্বনিম্ন পরিমাণ হচ্ছে দশ দিরহাম। যে সকল হাদিসে দশ দিরহামের নিচে বিবাহ করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সে গুলো মূলত পূর্ণ মোহর আদায় করার নিয়তে দেয়া হয়নি বরং স্ত্রীর সম্মানার্থে প্রাথমিক মোহর হিসেবে কিছু আদায় করা হয়েছে।

মালেকি মাযহাবের অভিমত

ইমাম মালেক (রহ.) বলেন, তিন দিরহামের কমে মোহর নির্ধারণ করা জায়েয নেই।[২৪]

দলিল

---

[২২] আহমদ বিন হুসাইন বিন আলী আলবায়হাকী, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ.১৩৩; মুহাম্মদ বিন জারীর বিন ইয়াযিদ আবু জাফর আততাবারী, *জামেউল বায়ান ফি তাবিলিল কুরআন আততাবারী*, মুয়াসসাতুর রিসালাহ, মাজমাউ মালিক ফাহাদ মাসহাফুশশরীফ, মদিনা, সৌদিআরব:২০০০, খ.১, পৃ. ৬; আবুল হোসাইন আলী বিন উমর বিন আহমাদ বিন মাহদী আলবাগদাদী, *সুনানে দারি কুতনী*, মাউকায়ে ওযারাতুল আওকাফ আলমিশরিয়্যা, মিশর: তা.বি, খ.৮ , পৃ. ৩৮২

[২৩] আহমদ বিন হুসাইন বিন আলি আলবায়হাকি, প্রাগুক্ত, খ.৭ , পৃ.২৪০; আবুল হোসাইন আলী বিন উমর বিন আহমাদ বিন মাহদী আলবাগদাদী, *সুনানে দারি কুতনী*, মাউকায়ে ওযারাতুল আওকাফ আলমিশরিয়্যা, মিশর: তা.বি, খ.৮ , পৃ. ৩৮৩

[২৪] শায়েখ মাহমূদ মুহাম্মদ আশ-শায়েখ, *আল-মাহরু ফিল ইসলামি বাইনাল মাযী ওয়াল হাযির*, আল-মাকতাবাতুল আনরিয়্যাহ, বৈরুত, কুয়েত: ২০০৩, পৃ. ৩৬

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম মালেক (রহ.) তাঁর মত অনুযায়ী যে পরিমাণ সম্পদ চুরি করলে হাত কাটার বিধান রয়েছে, তার উপর ভিত্তি করে তিনি মোহরের পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন। দলিল হিসেবে তিনি কুরআন ও হাদিসের নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি উল্লেখ করেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন :

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ

অর্থ: আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি স্বাধীন মুসলমান নারীকে বিয়ে করার সামর্থ রাখে না, সে তোমাদের অধিকারভুক্ত মুসলিম ক্রীতদাসীদেরকে বিয়ে করবে।[২৫]

উপরোক্ত আয়াতে বর্ণিত "ত্বাওল" অর্থ ঐ পরিমাণ সম্পদ যা অর্জন বা পরিশোধ করতে অনেক মানুষ অপারগ হয়। চাই তার পরিমাণ এক দিরহামের ছয় ভাগের এক ভাগ হোক অথবা পূর্ণ টাকা হোক অথবা এক মুঠো গম হোক।

হাদিস শরিফে এসেছে :

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ قَالَ مَا هَذَا قَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

অর্থ: হযরত আনাস ইবনে মালেক (র.) হতে বর্ণিত, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ এর গায়ে হলুদ রং দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এটি কি? তিনি বললেন, আমি খেজুরের বিচি পরিমাণ স্বর্ণের বিনিময়ে এক মহিলাকে বিয়ে করেছি। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তোমাকে বরকত দান করুন। এখন তুমি একটি বকরি দিয়ে হলেও ওয়ালীমার ব্যবস্থা কর।[২৬]

---

[২৫] আল-কুরআন ৪ ঃ ২৫

[২৬] মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল বুখারি, *সহিহুল বুখারি*, প্রাগুক্ত, খ.১৬, পৃ.১৩১; আবুল হোসাইন আসাকিরুদ্দীন মুসলিম বিন হাজ্জাজ, *সহীহ্ মুসলিম*,প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ.২৫৬; মুহাম্মদ বিন ইসা বিন দেহাক বিন তিরমিযি, *সুনানুততিরমিযি*, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ.২৭৭; আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াযিদ ইবনু মাজাহ, *সুনানে ইবনে মাজাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৪১; আবু দাউদ সুলাইমান বিন আসয়াস, *সুনানে আবি দাউদ*, প্রাগুক্ত, খ.৬, পৃ. ৭; আবু আব্দুর রহমান আহমদ বিন সুয়াইব ইবনে আলী আননাসায়ী. *সুনানে নাসায়ী*, প্রাগুক্ত, খ.১১, পৃ. ৬; আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ বিন হাম্বল, *মুসনাদে আহমাদ বিন হাম্বল*,

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম মালেক (রহ.) উপরোক্ত হাদিস দ্বারা এভাবে দলিল পেশ করেন যে, খেজুরের বিচি পরিমাণ স্বর্ণ পাঁচ দিরহামের সমান হয়। আর দিরহাম মূলত স্বর্ণ মুদ্রা নয় বরং পাঁচ দিরহামের স্বর্ণের পরিমাণ উল্লেখ করার জন্য 'খেজুরের বিচি পরিমাণ 'স্বর্ণ' কথাটি উল্লেখ করা হয়েছে।[২৭]

প্রাধান্য

ইমাম মালেক (রহ.) "ত্বাওল" শব্দের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন সে ব্যাক্ষাটি মূলত পূর্ণতা পায় ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর পেশ কৃত দু'টি আয়াতকে একত্রিত করে এ তিনটি আয়াতকে একসাথে সমন্বয় করলে। আর আল্লামা যুবাইদি (রহ.) ত্বাওল এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, এর অর্থ অনুগ্রহ, সম্পদ, সামর্থ্য, প্রাচুর্য।[২৮] আর এ কথা সবার কাছেই স্পষ্ট যে, সম্পদ ও সামর্থ্যের সমন্বয় তখনি ঘটে যখন কারো কাছে অধিক পরিমাণ সম্পদ থাকে এবং ব্যায় সংক্রান্ত সকল কাজ অত্যন্ত ভালভাবে করতে পারে। এ ব্যাখ্যার প্রতি লক্ষ্য করলে ইমাম মালেক (রহ.) এর পেশ কৃত আয়াতের অর্থ দাড়ায়, চেষ্টা এবং কষ্ট ব্যতীত স্বাভাবিক ভাবে মোহরের অর্থ আদায়ের সামর্থ্য রাখা। এ ব্যাখ্যার প্রতি লক্ষ্য করেই হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (র.) বলেন :

من ملك ثلاث مائة درهم وجب عليه الحج وحرم عليه نكاح الاماء.

অর্থ: যে ব্যক্তি তিনশত দিরহামের মালিক হবে তাঁর উপর হজ্জ ফরয এবং তাঁর উপর দাসী বিবাহ করা হারাম।[২৯]

আর হাদিসের ক্ষেত্রে যে সকল হাদিস ইমাম শাফেয়ি ও আহমাদ ইবনে হাম্বল দলিল হিসেবে পেশ করেছেন, তাঁর মধ্যে কিছু হাদিস দূর্বল আর কিছু হাদিস বিশুদ্ধ। অনুরূপ ভাবে ইমাম আবু হানিফা ও মালেক (রহ.) এর বর্ণিত হাদিসও কিছু দূর্বল ও কিছু বিশুদ্ধ। তবে এসকল হাদিস একাধিক সূত্রে বর্ণিত হওয়ার কারণে এবং

প্রাগুক্ত, খ.২৬, পৃ. ৪৩৮; আহমদ বিন হুসাইন বিন আলী আলবায়হাকী, প্রাগুক্ত, খ.৭ , পৃ.২৩৭; মালেক ইবনে আনাস, আল-মুয়াত্তা, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ.৯২

[২৭] শায়েখ মাহমূদ মুহাম্মদ আশ-শায়েখ, *আল-মাহরু ফিল ইসলামি বাইনাল মাযী ওয়াল হাযির*, আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, বৈরুত, কুয়েত: ২০০৩, পৃ. ৪০

[২৮] শায়েখ মাহমূদ মুহাম্মদ আশ-শায়েখ, *আল-মাহরু ফিল ইসলামি বাইনাল মাযি ওয়াল হাযির*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১

[২৯] আবুবকর বিন আবি শাইবা, *মুসান্নাফ ইবনে আবিশাইবা*, মাউকাউ জামেউল হাদিস, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ. ৪, পৃ. ৫৩৬; যামাখশারী, তাফসীরে কাশ্শাফ, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব:খ. ১, পৃ.৩৯৮

Dhaka University Institutional Repository

অত্যধিক দূর্বল না হওয়ার কারণে হাসান এর স্তরে উন্নীত হবে। এ সকল হাদিসের মধ্যে কিছু হাদিস পবিত্র কুরআনের মোহর সংক্রান্ত বিষয়বস্তুকে মজবুত করে আর কিছু হাদিস মোহরের সর্ব নিম্ন পরিমাণ বর্ণনা করে। তবে সকল ইমামগণের হাদিসের মাঝে সমন্বয়সাধন এভাবে করা যায় যে, তৎকালীন মুসলমানরা আর্থিক দূর্বলতার কারণে নাম মাত্র মোহরের বিনিময়ে বিবাহ করার অনুমতি পেয়েছিলেন। কেননা তৎকালীন মুসলমানদের সামনে দুটি রাস্তা ছিল, বিবাহ থেকে বিরত থাকা অথবা নামমাত্র মোহরের বিনিময়ে বিবাহ করা। এ দু'টির মাঝে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে স্বল্প মোহরের বিনিময়ে বিবাহ করার অনুমতি প্রদান করেন। কেননা তৎকালীন সময়ে মুসলমানদের জন্য বিবাহ করা সামাজিক এবং ধর্মীয় দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। উপরন্ত মোহর আদায়ে অপরাগতার কারণে বিবাহ থেকে বিরত থাকার কারণে যে ধরণের সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে তা নামমাত্র মোহরের বিনিময়ে বিবাহ করার সমস্যা থেকে বেশি অধিকতর। এজন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে খোজা[৩০] হওয়া থেকে বিরত রাখেন এবং নামমাত্র মোহরের বিনিময়ে বিবাহ করার অনুমতি প্রদান করেন। বুখারি শরিফের এক হাদিসে সাহাবায়ে কিরামগন বর্ণনা করেন :

كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ لَنَا شَيْءٌ فَقُلْنَا أَلَا نَسْتَخْصِي فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

অর্থ: আমরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে যুদ্ধ করছিলাম। আমাদের কাছে বিবাহ করার মত কোন সম্পদ ছিল না। এজন্য আমরা বললাম, আমরা কি খোজা[৩১] হয়ে যাব? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এ থেকে বিরত রাখলেন এবং আমাদের শুধুমাত্র একটি কাপড়ের বিনিময়ে বিবাহ করার অনুমতি প্রদান করেন।[৩২] অতপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন, হে মু'মিনগন তোমরা ঐ সকল পবিত্র বস্তু হারাম কর না, যে গুলো মহান আল্লাহ তোমাদের জন্য হালাল করেছেন এবং সীমা অতিক্রম কর না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমা অতিক্রমকারীদেরকে পছন্দ করেন না।[৩৩]

---

[৩০] যৌন শক্তির উৎপত্তিস্থল কেটে ফেলাকে খোজা বলা হয়।

[৩১] যৌন শক্তির উৎপত্তিস্থল কেটে ফেলাকে খোজা বলা হয়।

[৩২] মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল বুখারি, *সহিহুল বুখারি*, প্রাগুক্ত, খ.১৬ , পৃ. ১১; আবুল হোসাইন আসাকিরুদ্দীন মুসলিম বিন হাজ্জাজ, *সহীহু মুসলিম*,প্রাগুক্ত, খ.৭ , পৃ.১৮৩; আহমদ বিন হুসাইন বিন আলী আলবায়হাকি, প্রাগুক্ত, খ.৭ , পৃ.৭৯

[৩৩] আল-কুরআন ৫ ঃ ৮৭

বাংলাদেশে দেনমোহরের পরিমাণ

উপরোক্ত আলোচনা হতে বুঝা যায় যে, দেনমোহর আদায়ে অসমর্থ ব্যক্তি নামমাত্র মোহরের বিয়ে করতে পারনে। তবে এ বিষয়টি আমাদের দেশের জন্য প্রযোজ্য নয়। কেননা আমাদের দেশে মোহর নির্ধারণের ক্ষেত্রে অনেক বড় অংকের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়। অনেক গরিব পরিবারের বিয়ের খোঁজ নিয়ে জানা গেছে যে, তাঁদের বিয়েতে মোহরের পরিমাণ ছিল ২০ থেকে ৩০ হাজার টাকা।

মাহফুজ মিয়া নামে রংপুরের এক রিকশা চালককে তাঁর মোহরের পরিমাণ জিজ্ঞেস করে জানা যায় যে, তাঁর পরিমাণ ছিল ২০ হাজার টাকা। মাকসুদ মিয়া নামের বরিশালের এক ভ্যান চালককে তাঁর মোহরের পরিমাণ জিজ্ঞেস করে জানা গেল যে, তাঁর মোহর ছিল ২৯ হাজার ১ টাকা। যারা ফুটপাতে বসবাস করে তাঁদের বিয়েতে মোহরের পরিমাণ ৫ থেকে ১০ হাজার টাকা হয়ে থাকে। আসাদুল্লাহ নামে ফুটপাতে এক বসবাস কারীকে তাঁর মোহরের পরিমাণ জিজ্ঞেস করে জানা গেল যে, তাঁর মোহরের পরিমাণ ছিল ৫ হাজার ১ টাকা। উপরোক্ত জরিপ থেকে বুঝা গেল যে, প্রত্যেক স্বামীরা তাঁদের স্ত্রীদের সামাজিক মর্যাদা এবং সমতার প্রতি লক্ষ্য রেখে ঐ পরিমাণ মোহর নির্ধারণ করে যা তাঁর পক্ষে আদায় করা সহজ সাধ্য। এজন্য বর্তমান যুগে আমাদের দেশে নামমাত্র মোহরের বিনিময়ে কোন মহিলাকে বিবাহ করা জায়েয নেই। তবে এ বিষয়টি এখানে এজন্য পর্যালোচনা করা হয়েছে যে, হয়তো বা বিশ্বে এমন কোন স্থান আছে অথবা ভবিষ্যতে এমন সময়ও আসতে পারে যখন মুসলমানদের কাছে বিবাহ করার মত সম্পদ থাকবে না, তখন বাধ্য হয়েই তাঁদেরকে নামমাত্র মোহরের বিনিময়ে বিবাহ করতে হবে।

দেনমোহরের হুকুম

জমহুরের মতামত

Dhaka University Institutional Repository

হানাফি[৩৪] শাফেয়ি[৩৫] হানাবেলা[৩৬] এবং যাহেরিয়া[৩৭] মাযহাবের সকল ইমামগণ এ কথার উপর একমত যে, দেনমোহর নির্ধারণ করা বৈবাহিক চুক্তি বৈধ হওয়ার জন্য কোন অত্যাবশ্যকীয় শর্ত নয় এবং বিবাহের কোন আবশ্যক অংশ নয়। এটি মূলত বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পর স্বামীর ওপর ওয়াজিব হয় যদিও তা বিবাহের সময় উল্লেখ না করে। এজন্য কোন ব্যক্তি যদি বিবাহের সময় মোহর নির্ধারণ না করে অথবা এমন জিনিষ মোহর হিসেবে উল্লেখ করে যা মূল্যমান অথবা বিক্রয়যোগ্য না অথবা স্বামী স্ত্রী যদি মোহর বিহীন বিবাহে রাজি হয়, অথবা মোহর না দেয়ার শর্তে বিবাহ করে, তাহলে এ সকল অবস্থায় বিবাহ বিশুদ্ধ হবে এবং সকল শর্ত বাতিল বলে গণ্য হবে। আর সকল অবস্থাতে স্বামীর উপর মোহরে মিসাল ওয়াজিব হবে।[৩৮]

দলিল

জমহুর ইমামগণ তাঁদের এ মতের উপর কুরআন এবং হাদিসের নিম্নোক্ত দলিল পেশ করেন। আল্লাহ পাক বলেন :

لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً

অর্থ: স্ত্রীদেরকে স্পর্শ করার আগে এবং কোন মোহর সাব্যস্ত করার পূর্বেও যদি তালাক দিয়ে দাও, তবে তাতে তোমাদের কোন গুনাহ হবে না।[৩৯]

---

৩৪ মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন আবি আহমদ সামারকান্দি, *তুহফাতুল ফুকাহা*, মাউকাউ ইয়াসুব, মদিনা, সৌদিআরব:তা.বি. খ.২, পৃ.১৩৫; মুহাম্মদ বিন আহমাদ বিন আবি সাহল শামসুল আয়িম্মা সারখাসী, *আল মাবসুত*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: ১৯৯৯; খ. ৬, পৃ. ১৮৮; আবুবকর বিন মাসউদ বিন আহমাদ আলকাসানী আলাউদ্দীন, বাদায়ী উসসানায়ী ফি তারতীবিশ শরায়ী, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: ১৪১১, খ. ৫, পৃ. ৪৬৫;
যাইনুদ্দীন বিন ইবরাহীম বিন নাজিম আল মিসরী,*আলবাহরুররায়েক শরহে কানযুদ্দাকায়েক*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: ১৯৯৩, খ. ৫, পৃ.৩৮৯; মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ আলবারবাতি, *আলইনায়া শরহে হিদায়া*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি. খ. ৪, পৃ. ৪৭১

৩৫ শায়েখ মাহমূদ মুহাম্মদ আশ-শায়েখ, *আল-মাহরু ফিল ইসলামি বাইনাল মাযী ওয়াল হাযির*, আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, বৈরুত, কুয়েত: ২০০৩, পৃ. ৪৯

৩৬ শায়েখ মাহমূদ মুহাম্মদ আশ-শায়েখ, *আল-মাহরু ফিল ইসলামি বাইনাল মাযী ওয়াল হাযির*, প্রাগুক্ত,৪৯

৩৭ শায়েখ মাহমূদ মুহাম্মদ আশ-শায়েখ, *আল-মাহরু ফিল ইসলামি বাইনাল মাযী ওয়াল হাযির*, প্রাগুক্ত, ৪৯

৩৮ শায়েখ মাহমূদ মুহাম্মদ আশ-শায়েখ, *আল-মাহরু ফিল ইসলামি বাইনাল মযি ওয়াল হাযির*, প্রাগুক্ত,৫০

৩৯ আল-কুরআন ২ ঃ ২৩৬

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত আয়াত একথা প্রমাণ করে যে, কোন ব্যক্তি যদি স্ত্রীর সাথে সহবাস অথবা তাঁর মোহর নির্ধারণের পূর্বে তাঁকে তালাক দিয়ে দেয় তাহলে তাঁর কোন গুনাহ হবে না। উপরোক্ত আয়াত থেকে এটাও প্রমাণিত হয় যে, দেনমোহর নির্ধারণ করা ব্যতীত বিবাহ করলে বিবাহ বৈধ হবে। যদি দেনমোহর বিবাহের অত্যাবশ্যকীয় শর্ত অথবা তার অংশ হত তাহলে মহান আল্লাহ দেনমোহর ব্যতীত বিবাহ করার কথা উল্লেখ করতেন না।[৪০]

হাদিস শরিফে এসেছে :

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ فَقَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ امْرَأَةٍ مِنَّا مِثْلَ الَّذِي قَضَيْتَ فَفَرِحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ

অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (র.) হতে বর্ণিত, একবার তাঁকে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল, যে কোন এক মহিলাকে বিবাহ করেছে কিন্তু তাঁর জন্য কোন মোহর নির্ধারণ করেনি এবং তাঁর সাথে দৈহিক মিলনও করেনি এমতাবস্থায় সে মারা গেছে, এখন এ মহিলার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত কি? হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (র.) বললেন, স্ত্রী লোকটি তাঁর পরিবারের অপর মেয়েদের সমান মোহর পাবে। এর থেকে কমও পাবে না এবং বেশিও পাবে না, আর সে তাঁর স্বামীর মৃত্যুর ইদ্দত পালন করবে এবং স্বামীর সম্পত্তির অংশ পাবে। এ সিদ্ধান্ত শুনে হযরত মা'কাল ইবনে সিনান আশজায়ি (র.) দাঁড়িয়ে বললেন, আপনি যেরূপ ফায়সালা দিয়েছেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও আমাদের বংশের মেয়ে বিরওয়া বিনতে ওয়াশিক সম্পর্কে অনুরূপ ফায়সালা করেছিলেন। এ কথা শুনে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (র.) অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।[৪১]

---

[৪০] শায়েখ মাহমূদ মুহাম্মদ আশ-শায়েখ, *আল-মাহরু ফিল ইসলামি বাইনাল মাযি ওয়াল হাযির*, আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, বৈরুত, কুয়েত: ২০০৩, পৃ. ৪৯

[৪১] মুহাম্মদ বিন ইসা বিন দেহাক বিন তিরমিযি, *সুনানুততিরমিযি*, প্রাগুক্ত, খ.৪ ,পৃ.৩৬০; আবু আব্দুর রহমান আহমদ বিন শুয়াইব ইবনে আলী আননাসায়ী. *সুনানে নাসায়ী*, প্রাগুক্ত, খ.১১ ,পৃ. ২৪৮; আবু দাউদ সুলাইমান বিন আসয়াস, *সুনানে আবি দাউদ*, প্রাগুক্ত, খ.৬ , পৃ. ১২ ; আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ বিন হাম্বল, *মুসনাদে আহমাদ বিন হাম্বল*, প্রাগুক্ত, খ.৯ , পৃ. ৮-৮; আবুবকর বিন আবি শাইবা, *মুসান্নাফ ইবনে আবিশাইবা*, মাউকাউ জামেউল হাদিস, মদিনা, সৌদিআরবঃ তা.বি, খ.৭, পৃ.৮ ; আবু নুআইম ইস্পাহানী, *মা'রিফাতুস সাহাবা*, প্রাগুক্ত, খ.১৭, পৃ.৩৬৪

Dhaka University Institutional Repository

উপর্যোক্ত হাদিস এ কথা স্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত করে যে, বিবাহ সম্পন্ন হবার পর দেনমোহর নির্ধারণের পূর্বে স্বামী যদি মারা যায় সহবাস হয়ে থাকলেতাহলে স্ত্রী পূর্ণ মোহরে মিসাল পাবে এবং সহবাস না হয়ে থাকলে মোহরে মিসালের অর্ধেক পাবে।

মালেকি মাযহাবের মতামত

মালেকি মাযহাবের ইমামগণ এ বিষয়ে জমহুর উলামায়ে কিরামের বিপরীত মত পেশ করেছেন। তাঁদের মতে বিবাহের অনুষ্ঠানে দেনমোহর নির্ধারণ না করলে বিবাহ বিশুদ্ধ হবে না। তবে কেউ যদি দেনমোহর উল্লেখ করা ব্যতীত বিবাহ করে এবং স্ত্রীর সাথে সহবাস করে ফেলে তাহলে তাঁর বিবাহ বৈধ হবে। আর যদি সহবাস না করে তাহলে বিবাহ বাতিল বলে গণ্য হবে। যদি মোহর নির্ধারণের পূর্বে স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয় তাহলে সে 'মুতয়া'[৪২] পাবে। আর যদি মোহর নির্ধারণের পূর্বে স্বামী মৃত্যুবরণ করে তাহলে শুধু মিরাস পাবে।[৪৩]

দলিল

মালেকি মাযহাবের ইমামগণ নিম্নের হাদিসটি দলিল হিসেবে উল্লেখ করেন :

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَةَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَأُمُّهَا بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ كَانَتْ تَحْتَ ابْنٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَمَاتَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا فَابْتَغَتْ أُمُّهَا صَدَاقَهَا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَلَوْ كَانَ لَهَا صَدَاقٌ لَمْ نُمْسِكْهُ وَلَمْ نَظْلِمْهَا فَأَبَتْ أُمُّهَا أَنْ تَقْبَلَ ذَلِكَ فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَضَى أَنْ لَا صَدَاقَ لَهَا وَلَهَا الْمِيرَاثُ

অর্থ: হযরত নাফে' (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: উবাইদুল্লাহ ইবনে ওমর এর মেয়ে এবং তাঁর মা যায়েদ ইবনে খাত্তাব এর কন্যা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরের এক ছেলের স্ত্রী ছিল। সে তাঁর স্ত্রীর সাথে সহবাস এবং মোহর নির্ধারণের পূর্বে মৃত্যুবরণ করলে তাঁর স্ত্রী মোহর দাবী করে বসল। এ কথা শোনার পর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (র.) বললেন, সে কোন মোহর পাবে না। যদি সে মোহর পেত তাহলে আমরা তা আটকিয়ে রাখতাম না এবং তাঁর উপর অবিচারও করতাম না। হযরত উবাইদুল্লাহ ইবনে উমরের মা এ সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারলেন না। তখন তাঁর হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (র.) কে তাঁদের বিচারক হিসেবে নির্ধারণ

---

[৪২] বিবাহ বিচ্ছেদের কারণে স্ত্রীকে যে ক্ষতিপূরণ দেয়া হয় তাকে মুতআ' বলে।

[৪৩] শায়েখ মাহমূদ মুহাম্মদ আশ-শায়েখ, আল-মাহরু ফিল ইসলামি বাইনাল মাযী ওয়াল হাযির, আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, বৈরুত, কুয়েত: ২০০৩, পৃ. ৪৯

Dhaka University Institutional Repository

করলেন। তিনি সিদ্ধান্ত দিলেন যে, সে মোহর হিসেবে কিছুই পাবে না, তবে স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে।[৪৪]

প্রাধান্য

উপরোক্ত মাসয়ালায় প্রাধান্যের বিষয়টিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়।

প্রথম ভাগ

মোহর নির্ধারণ করা ব্যতীত বিবাহ বিশুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে ইমাম মালেকের জমহুরের বিপরীত মত ব্যক্ত করা।

দ্বিতীয় ভাগ

কোন ব্যক্তি যদি কোন মহিলাকে মোহর নির্ধারণ করা ব্যতীত বিবাহ করে এবং তাঁর সাথে সহবাস করার পূর্বে মৃত্যুবরণ করে তাহলে সেক্ষেত্রে মহিলা কি পাবে? মোহর মিরাস উভয়টি নাকি শুধু মিরাস? ইমাম মালেক (রহ.) এবং ইমাম শাফেয়ি (রহ.) বলেন এমতাবস্থায় মহিলা শুধুমাত্র মিরাস পাবে। ইমাম আবু হানিফা এবং আহমদ ইবনে হাম্বল বলেন ঐ মহিলা মোহর এবং মিরাস উভয়টি পাবে।

উপরোক্ত দুটি ভাগের প্রথম ভাগটি প্রাধান্য দেয়ার ক্ষেত্রে এ কথা বলা যায় যে, জমহুর এবং মালেকি মাযহাবের দুটি মত থেকে জমহুরের মতটি বেশি শক্তিশালি মনে হয়। কেননা মালেকি মাযহাবের ইমামগন তাঁদের মতকে মজবুত করার মত কোন নির্ভরযোগ্য দলিল পেশ করতে পারে নি। তাঁরা যে দলিলটি পেশ করেছে সেটি মূলত স্ত্রীর মোহর এবং মিরাস পাওয়া না পাওয়ার উপর বর্ণিত যা দ্বিতীয় ভাগে আলোচিত হবে। এর বিপরীতে জমহুর উলামায়ে কিরামের মতকে মজবুত করার জন্য কুরআনের আয়াত এবং বিশুদ্ধ হাদিস পেশ করা হয়েছে। এজন্য মোহর নির্ধারণ না করে বিবাহ করলে বিবাহ বিশুদ্ধ হবে বলে জমহুরের মতটিই গ্রহণযোগ্য।

---

৪৪ মালেক ইবনে আনাস বিন মালেক বিন আমের ইমাম মালেক, *আলমুয়াত্তা*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ.৪পৃ. ৩২; আহমদ বিন হুসাইন বিন আলী আলবায়হাকী, প্রাগুক্ত, খ.৭ , পৃ.২৪৬; বাইহাকী, মা'রিফুসসুনান, প্রাগুক্ত, খ. ১২, পৃ. ২২

আর দ্বিতীয় ভাগটি প্রাধান্য দেয়ার ক্ষেত্রে বলা যায় যে, এখানে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এবং আহামদ ইবনে হাম্বল (রহ.) যে মত ব্যক্ত করেছেন সেটিই গ্রহণযোগ্য। কেননা পরবর্তী সকল উলামায়ে কিরামগন তাঁদের মতকে ভালভাবে গ্রহণ করেছেন। বিশেষতঃ ইমাম নববি (রহ.) শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী হওয়া সত্বেও তিনি ইমাম আবু হানিফা ও আহমদ ইবনে হাম্বল এর মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন।[৪৫]

মোহরে ফাতেমির পরিচয়

মোহরে ফাতেমি শব্দটি আরবি। এর অর্থ, হযরত ফাতেমা (র.) এর মোহর। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কন্যা হযরত ফাতেমা (র.) কে হযরত আলী (র.) এর নিকট বিবাহ দেয়ার সময় যে মোহর নির্ধারণ করা হয়েছিল তাঁকে মোহরে ফাতেমি বলে। যেহেতু তাঁর বিয়েতে এ মোহর নির্ধারণ করা হয়েছিল এজন্য তাঁর নামের সাথে সংযোজন করে এর নাম দেয়া হয়েছে হয়েছে মোহরে ফাতেমি বা ফাতেমি মোহর।

মোহরে ফাতেমির পরিমাণ

ইউনুল আখবার গ্রন্থকার বলেন :

عن ابن أبي نجيح عن أبيه أنّ عليّاً عليه السلام قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدّرع فباعها بأربعمائة وثمانين درهماً وزوّجني عليها.

অর্থ: হযরত আবু নাজিহ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, হযরত আলি (র.) বলেন, আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আমার বর্ম নিয়ে আসলাম, অতপর তিনি তা চারশ আশি দিরহামে বিক্রি করে দিলেন এবং এর বিনিময়ে আমাকে বিবাহ করিয়ে দিলেন।[৪৬]

হযরত আলি (র.) হযরত ফাতেমা (র.) কে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট প্রস্তাব দিলেন এভাবে :

تزوجني فاطمة ، قال : « وعندك شيء » ، قلت : فرسي وبدني ، قال : « أما فرسك فلا بد لك منه ، وأما بدنك فبعها » ، قال : فبعتها بأربع مائة وثمانين ، فجئت بها حتى وضعتها في حجره

---

[৪৫] শায়েখ মাহমূদ মুহাম্মদ আশ-শায়েখ, আল-মাহরু ফিল ইসলামি বাইনাল মাযী ওয়াল হাযির, আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, বৈরুত, কুয়েত: ২০০৩, পৃ. ৪৯

[৪৬] ইবনে কুতাইবা, উয়ূনুল আখবার, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: ২০০৬, খ.১, পৃ.৩৯৩

অর্থ: হে আল্লাহর রাসূল! ফাতেমাকে আমার নিকট বিবাহ দিন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার কাছে কোন অর্থ সম্পদ আছে কি যা দিয়ে ফাতেমার, মোহর আদায় করবে? হযরত আলি (র.) বলেন, আমি বললাম, আমার একটি ঘোড়া ও যুদ্ধের ঢাল আছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ঘোড়া তোমার জন্য অত্যন্ত জরুরী, তবে তোমার ঢাল বিক্রি করে দাও। হযরত আলি (র.) বলেন, অতঃপর আমি চারশ আশি দিরহামে ঢালটি বিক্রি করলাম এবং তা এনে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কোলে রাখলাম।[৪৭]

ثم إن الله تعالى أمرني أن أزوج فاطمة بنت خديجة من على بن أبى طالب فاشهدوا أنى قد زوجته على أربعمائة مثقال فضة

অতপর আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে নির্দেশ দিলেন আমি যেন ফাতেমাকে (র.) আলির (র.) কাছে বিবাহ দেই। অতএব তোমরা সাক্ষী থাক আমি চারশ মিসকাল[৪৮] রূপার দেনমোহরের বিনিময়ে ফাতেমাকে বিবাহ দিলাম।[৪৯]

হাদিস শরিফে এসেছে :

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ عَلِيًّا لَمَّا تَزَوَّجَ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَمَنَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ لِي شَيْءٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطِهَا دِرْعَكَ فَأَعْطَاهَا دِرْعَهُ ثُمَّ دَخَلَ بِهَا

অর্থ : হযরত আব্দুর রহমান বিন সাওবান বর্ণনা করেন রাসুল (স.) এর কোন একজন সাহাবি হতে, তিনি বলেন, হযরত আলী (র.) হুজুর (স.) এর কন্যা হযরত ফাতেমা (র.) কে বিবাহ করার পর যখন তাঁর কাছে যেতে ইচ্ছে করলেন, তখন রাসুল (স.) তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন, যতক্ষন পর্যন্ত তুমি দেনমোহর বা তাঁর অংশ বিশেষ পরিশোধ না করবে ততক্ষন তাঁর কাছে যেতে পারবে না। হযরত আলি (র.) বিনয়ের সাথে বললেন, আল্লাহর নবি (স.) তাঁকে দেয়ার মততো আমার কাছে কিছুই নেই। রাসুল (স.) হযরত আলি

[৪৭] ইবনে হিব্বান, আস-সহিহ, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ ২৮, পৃ.৪২৯

[৪৮] ওজনের মাপ বিশেষ। সাধারণত দেড় দিরহাম। মাও. আব্দুল হাফীয বালয়াভী, মিসবাহুল লুগাত, থানবী লাইব্রেরী, বাংলাবাজার, ঢাকা: ২০০৩, পৃ. ৭৭

[৪৯] আহমাদ ইবনে আব্দুল্লাহ তাবারি, যাখায়েরুল আকাবী, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ. ১, পৃ.৩০

Dhaka University Institutional Repository

(র.)কে বললেন , তুমি তোমার বর্মটি তোমার স্ত্রীকে প্রদান কর। অতপর হযরত আলি (র.) তার স্ত্রীকে বর্মটি প্রদান করে তাঁর কাছে গেলেন[৫০]

উপরোল্লিখিত হাদিস সমূহ থেকে বুঝা গেল যে, হযরত ফাতেমা (র.) এর) মোহর এর ব্যাপারে দু'টি মত পাওয়া যায়। একটি ৪৮০ দিরহাম এবং অপরটি ৪০০ মিছকাল রূপা। এর মধ্যে প্রথম মতটি হাদিসের নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহে সনদসহ বর্ণিত হয়েছে এবং দ্বিতীয়টি সিরাত গ্রন্থে সনদ বিহীন বর্ণিত হয়েছে। এজন্য আহসানুল ফাতওয়ার লিখক মুফতি রশিদ আহমাদ (রহ.) উপরোক্ত দু'টি মত হতে প্রথম মতটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

উল্লেখ্য যে, দিরহামের বর্তমান পরিমাণ কত তা নিয়ে ফকিহদের মতভেদ রয়েছে। তবে আহসানুল ফাতওয়ার লিখক মুফতি রশিদ আহমাদ (রহ.) সকল মতভেদের উপর বিস্তারিত পর্যালোচনা করে এ সিদ্ধান্তে উপনিত হয়েছেন যে, এক দিরহামের বর্তমান পরিমাণ ৩.৪০২ গ্রাম রূপা।[৫১]

এ হিসেবে ৪৮০ দিরহামের পরিমাণ হয়, ৪৮০×৩.৪০২= ১,৬৩২.৯৬ গ্রাম রূপা। প্রতি গ্রাম রূপার বর্তমান (২/১/২০১০ইং) বাজার মূল্য ৭০০/- টাকা। এ হিসেবে ১,৬৩২.৯৬ গ্রাম রূপার মূল্য আসে, ১১,৪,৩০৭২/- টাকা।

আবার অন্যান্য কিতাবে বর্তমান পরিমাণ সম্পর্কে তিনটি বক্তব্য পাওয়া যায়।

১. ১৩১ তোলা রূপা।

২. ১৩৫ তোলা রূপা।

৩. ১৫০ তোলা রূপা।

যার বর্তমান (১/২/২০১০ইং) বাজার দর প্রতি তোলা ৬৫০ টাকা হিসেবে

১) ১৩১× ৬৫০ = ৮৫,১৫০/- টাকা।

২) ১৩৫×৬৫০ = ৮৭,৭৫০/- টাকা।

৩) ১৫০×৬৫০ = ৯৭,৫০০/- টাকা।

---

[৫০] আবু দাউদ সুলাইমান বিন আসয়াস, *সুনানে আবি দাউদ*, প্রাগুক্ত, খ.৬ , পৃ. ২৫; আহমদ বিন হুসাইন বিন আলী আল বায়হাকী, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ.২৫২

[৫১] মুফতী রশিদ আহমাদ, আহসানুল ফাতওয়া, যাকারিয়া বুক ডিপো, দেওবন্দ, ইন্ডিয়া:১৯৯৪,খ. ৪, পৃ.৪০৫

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ্য যে, যে সময়ে তা নির্ধারণ করা হবে সে সময়ের রুপার দাম হিসেব করে নিলেই চলবে।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অন্যান্য কন্যা ও স্ত্রীদের দেনমোহর

হাদিস শরিফে এসেছে :

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا قَالَتْ أَتَدْرِي مَا النَّشُّ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَتْ نِصْفُ أُوقِيَّةٍ فَتِلْكَ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَزْوَاجِهِ

অর্থ: হযরত আবু সালামা ইবনে আব্দুর রহমান (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্ত্রী হযরত আয়েশা (র.) জিজ্ঞেস করলাম, স্ত্রীদের প্রতি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মোহর কত ছিল? তিনি বললেন, স্ত্রীদের জন্য তাঁর মোহর ছিল বার আউকিয়া ও এক নশ।[৫২]

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি জান নশ কি? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, অর্ধ আউকিয়া। কাজেই সব মিলিয়ে পাঁচশত দিরহাম হবে। ইহাই ছিল স্ত্রীদের জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মোহর।[৫৩]

অপর এক রেওয়ায়েত রয়েছে :

عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَلَا لَا تُغَالُوا صَدُقَةَ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ لَكَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَلِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكَحَ شَيْئًا مِنْ نِسَائِهِ وَلَا أَنْكَحَ شَيْئًا مِنْ بَنَاتِهِ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً

অর্থ: হযরত আবু জা'ফা সুলামি (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (র.) বলেন, সাবধান! তোমরা নারীদের মোহর নির্ধারণের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করো না। কেননা মোহর যদি দুনিয়াতে সম্মান

[৫২] এক আউকিয়ার পরিমান চল্লিশ দিরহাম ও এক নশ বিশ দিরহাম, এভাবে হিসাব করলে পাঁচশত দিরহাম হয়।

[৫৩] আবুল হোসাইন আসাকিরুদ্দীন মুসলিম বিন হাজ্জাজ, *সহীহ মুসলিম*,প্রাগুক্ত, খ. ৭পৃ. ২৫৫; আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াযিদ ইবনু মাজাহ, *সুনানে ইবনে মাজাহ*, প্রাগুক্ত, খ.৫ , পৃ. ৪৯৫; আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ বিন হাম্বল, *মুসনাদে আহমাদ বিন হাম্বল*, প্রাগুক্ত, খ.৫০ , পৃ. ১৪১; আহমদ বিন হুসাইন বিন আলী আলবায়হাকী, প্রাগুক্ত, খ.৪ , পৃ.১৩৪;

আল্লাহর নিকট তাকওয়ার কারণ হত, তাহলে তোমাদের অপেক্ষা সে ব্যাপারে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই বেশি উপযোগী ছিলেন। কিন্তু তিনি বার আউকিয়ার বেশি দিয়ে তাঁর কোন স্ত্রীকে বিবাহ করেছেন অথবা তাঁর কোন কন্যাকে বিবাহ দিয়েছেন বলে আমার জানা নেই।[৫৪]

হাদিস শরিফে এসেছে :

عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ فَمَاتَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ فَزَوَّجَهَا النَّجَاشِيُّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمْهَرَهَا عَنْهُ أَرْبَعَةَ آلَافٍ وَبَعَثَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ شُرَحْبِيلَ ابْنِ حَسَنَةَ

অর্থ: হযরত উম্মে হাবিবা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি উবায়দুল্লাহ ইবনে জাহাশ এর স্ত্রী ছিলেন। উবায়দুল্লাহ আবিসিনিয়ায় অবস্থান কালে তথায় মারা গেল। তখন আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশি তাকে নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে বিবাহ দিয়ে দিলেন। এবং তাঁর পক্ষ থেকে তিনি চার হাজার দিরহাম মোহর আদায় করলেন। অতঃপর শুরাহবিল ইবনে হাসানার সঙ্গে রাসূলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট পাঠিয়ে দিলেন।[৫৫]

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে :

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَتَزَوَّجَهَا وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا وَأَوْلَمَ عَلَيْهَا بِحَيْسٍ

অর্থ: হযরত আনাস (র.) হতে বর্ণিত, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সুফিয়াকে (র.) আযাদ করে তাঁর আযাদিকে মোহর সাব্যস্ত করে তাঁকে বিবাহ করেন এবং খেজুর, পনির ও মাখন দ্বারা ওলীমার ব্যবস্থা করেন।[৫৬]

---

[৫৪] মুহাম্মদ বিন ইসা বিন দেহাক বিন তিরমিযি, *সুনানুততিরমিযি*, প্রাগুক্ত, খ.৪ , পৃ.৩৮০, আবু দাউদ সুলাইমান বিন আসয়াস, *সুনানে আবি দাউদ*, প্রাগুক্ত, খ.৬ , পৃ. ৩; আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াযিদ ইবনু মাজাহ, *সুনানে ইবনে মাজাহ*, প্রাগুক্ত, খ.৫ , পৃ. ৪৯৬

[৫৫] আবু দাউদ সুলাইমান বিন আসয়াস, *সুনানে আবি দাউদ*, প্রাগুক্ত, খ.৬ , পৃ. ৪; আহমদ বিন হুসাইন বিন আলী আলবায়হাকী, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ.১৩৯; হাকিম আবু আব্দুল্লাহ, আল-মুসতাদরাক, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: খ.৬, পৃ. ৩৫৫

[৫৬] মুহাম্মদ বিন ইসমাইল বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১৬, পৃ. ১৫৬; আবুল হোসাইন আসাকিরুদ্দীন মুসলিম বিন হাজ্জাজ, মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ.২৬৩; আবু ইসা মুহাম্মদ বিন ইসা আততীরমিযী, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ. ৩১০; আবু দাউদ

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত হাদিস হতে বুঝা গেল যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ কন্যাদের বিবাহ দেয়ার ক্ষেত্রে এবং নিজে বিবাহ করার ক্ষেত্রে ৪৮০-৫০০ দিরহাম পর্যন্ত দেনমোহর নির্ধারণ করেছেন। উম্মে হাবিবা (র.) এর বিবাহের ক্ষেত্রে চারহাজার দিরহাম নির্ধারণের বিষয়টি একটি ভিন্ন বিষয়। কেননা উম্মে হাবিবার বিবাহের সময় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি তাঁর দূত মারফত শুধু তাঁর কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সম্মানে সেখানেই বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পাদন করেন এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পক্ষ হতে চারহাজার দিরহাম মোহর আদায় করেন। তিনি যেহেতু একজন বাদশাহ ছিলেন এজন্য বাদশার মান-মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখেই এ পরিমাণ মোহর নির্ধারণ করেন।

হযরত সুফিয়া (র.) এর সাথে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মোহর নির্ধারণের বিষয়টি একমাত্র তাঁর বৈশিষ্ঠ। বর্তমানে এ পদ্ধতিতে কারো বিবাহ করার অনুমতি নেই।

মোহরে ফাতেমির গুরুত্ব

মোহর বিবাহের একটি অবশ্যপূরণীয় শর্ত। ইজাব-কবুল ব্যতীত যেমন বিবাহ বিশুদ্ধ হওয়ার কল্পনা করা যায় না, ঠিক তেমনি মোহর বিহীন বিবাহও বিশুদ্ধ হওয়ার কল্পানা করা যায় না। এজন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

অর্থ: বিবাহের সময় অবশ্য পূরণীয় শর্ত হচ্ছে তা, যার বিনিময়ে তোমরা স্ত্রীর যৌনাঙ্গ নিজের জন্য হালাল করে নাও (আর তা হচ্ছে মোহরানা বা দেনমোহর)।[৫৭]

সুলাইমান বিন আসয়াস, *সুনানে আবি দাউদ*, প্রাগুক্ত, খ.৫ , পৃ. ৪৩৭; .আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াযিদ ইবনু মাজাহ, *সুনানে ইবনে মাজাহ*, প্রাগুক্ত, খ.৬ , পৃ. ৯১,৯২

[৫৭] মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল আল বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ.৯ , পৃ.২৩৮; মুহাম্মদ বিন ইসা বিন দেহাক বিন তিরমিযি, *সুনানুততিরমিযি*, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ.৩৩০; আবু আব্দুর রহমান আহমদ বিন সুয়াইব ইবনে আলী আননাসায়ী. *সুনানে নাসায়ী*, প্রাগুক্ত, খ.১০, পৃ.৪১১ ; আবু দাউদ সুলাইমান বিন আসয়াস, *সুনানে আবি দাউদ*, প্রাগুক্ত, খ.৬ , পৃ. ৪০; আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ বিন হাম্বল, *মুসনাদে আহমাদ বিন হাম্বল*, প্রাগুক্ত, খ.৩৫, পৃ. ১৭৪

বিবাহে দেনমোহর যেমন আদায় করতে হবে ঠিক তেমনি এ ব্যাপারে সচ্ছ ধারণাও থাকতে হবে। ইতোপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি যে, মোহরে ফাতেমি বলতে বুঝায়, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদরের কন্যা হযরত ফাতেমা (র.) এর বিবাহের সময় নির্ধারিত মোহর। যেহেতু তাঁর বিয়েতে এ মোহর নির্ধারণ করা হয়েছিল এজন্য তাঁর নামের সাথে সংযোজন করে এর নাম দেয়া হয়েছে মোহরে ফাতেমি বা ফাতেমি মোহর। এখন প্রশ্ন হচ্ছে মোহরে ফাতেমি কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ?

মোহর মূলত স্বামীর অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে নির্ধারণ করা উচিত। যে পরিমাণ মোহর নির্ধারণ করলে স্বামীর জন্য আদায় করা সহজ হবে সে পরিমাণ মোহর নির্ধারণ করাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। অনেকের জন্য কয়েক হাজার টাকার মোহর আদায় করা কষ্ট সাধ্য হয়ে পড়ে আবার অনেকের জন্য লক্ষ টাকার মোহর কোন ব্যাপারই না। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে হযরত আলি (র.) বিবাহের প্রস্তাব দিলে তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন :

« وعندك شيء »

অর্থ: তোমার কাছে কোন অর্থ সম্পদ আছে কি যা দিয়ে মোহর আদায় করবে?।[৫৮]

হযরত আলি (র.) বললেন :

فرسي وبدني

অর্থ: আমার একটি ঘোড়া ও যুদ্ধের ঢাল আছে।[৫৯]

তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন :

أما فرسك فلا بد لك منه ، وأما بدنك فبعها

অর্থ: ঘোড়া তোমার জন্য অত্যন্ত জরুরী, তবে তোমার ঢাল বিক্রি করে দাও।[৬০]

এখানে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ঘোড়া বিক্রি না করে ঢাল বিক্রি করতে এজন্য বলেছেন যে, ঢাল একটি সহজলভ্য জিনিষ এবং পরবর্তীতে খুব সহজেই আরেকটি সংগ্রহ করা যাবে। এখানে হযরত আলি (র.) এর জন্য যেটি সহজ সেটিই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করতে বলেছেন। তাই স্বামীর জন্য যেভাবে সহজ সেভাবেই মোহর নির্ধারণ করা উচিত। মোহরে ফাতেমির পরিমাণ টাকা যদি আদায়ের

[৫৮] মুহাম্মদ বিন হিব্বান বিন আহমদ বিন মায়াজ, *সহীহ ইবনে হিব্বান*, মাউকায়ে ইউসুফ, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ.২৮, পৃ. মুহাম্মদ বিন হিব্বান বিন আহমদ বিন মায়াজ, প্রাগুক্ত,৪২৯

[৫৯] মুহাম্মদ বিন হিব্বান বিন আহমদ বিন মায়াজ, প্রাগুক্ত,৪২৯

[৬০] মুহাম্মদ বিন হিব্বান বিন আহমদ বিন মায়াজ, প্রাগুক্ত,৪২৯

সামর্থ্য না রাখে তাহলে মোহর কম করা উচিত আর যদি এর চেয়ে কয়েক গুন বেশি আদায়ের সামর্থ্য রাখে তবে ইচ্ছা করলে তাও আদায় করতে পারবে। এখানে বেশি আদায়ের ক্ষেত্রে কথাটি এভাবে এজন্য বলা হয়েছে কারণ, হযরত ওমর (র.) অতিরিক্ত মোহর সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও নির্ধারণ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন :

أَلَا لَا تُغَالُوا صَدُقَةَ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ لَكَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَلِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكَحَ شَيْئًا مِنْ نِسَائِهِ وَلَا أَنْكَحَ شَيْئًا مِنْ بَنَاتِهِ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً

অর্থ: সাবধান! তোমরা নারীদের মোহর নির্ধারণের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি কর না। কেননা মোহর যদি দুনিয়াতে সম্মান ও আল্লাহর নিকট তাকওয়ার কারণ হত, তাহলে তোমাদের অপেক্ষা সে ব্যাপারে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই বেশি উপযোগী ছিলেন। কিন্তু তিনি বার আউকিয়ার বেশি দিয়ে তাঁর কোন স্ত্রীকে বিবাহ করেছেন অথবা তাঁর কোন কন্যাকে বিবাহ দিয়েছেন বলে আমার জানা নেই।[৬১]

তবে কেউ যদি সামাজিক ভাবে পদমর্যাদার দিক থেকে অনেক উচুঁ হয় এবং নিজের পদমর্যাদার দিক লক্ষ্য করে অধিক মোহর নির্ধারণ করতে চায় তবে তাঁর জন্য অধিক মোহর নির্ধারণ করার অনুমতি আছে যেমনটি হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশি নিজের পদমর্যাদার দিক লক্ষ্যরেখে করেছিলেন। কিন্তু সামগ্রীক ভাবে মোহর নির্ধারণের ক্ষেত্রে বেশি বাড়াবাড়ি না করে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করাই উত্তম বলে বিজ্ঞ আলেমগণ মত প্রকাশ করেছেন। তাঁরা মধ্যম পন্থা এবং সুন্নাত হিসেবে মোহরে ফাতেমির পরিমাণকেই নির্ধারণ করেছেন। কেননা মোহরে ফাতেমি যদিও হযরত ফাতেমা (র.) এর নামের সাথে সংযোজন করে বলা হয়, কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অন্যান্য কন্যা এবং হযরত উম্মে হাবিবা ও হযরত সুফিয়া (র.) ব্যতীত বাকি সকল স্ত্রীদের ক্ষেত্রেও ৪৮০-৫০০ দিরহাম দেনমোহর নির্ধারণ করা হয়েছিল। যা আমরা উপরে বর্ণিত হযরত উমর (র.) এবং হযরত আয়েশা (র.) এর বর্ণনা দ্বারা স্পষ্ট বুঝতে পারি।

---

[৬১] মুহাম্মদ বিন ইসা বিন দেহাক বিন তিরমিযি, *সুনানুততিরমিযি*, প্রাগুক্ত, খ.৪ , পৃ.৩০৮; আবু দাউদ সুলাইমান বিন আসয়াস, *সুনানে আবি দাউদ*, প্রাগুক্ত, খ.৬ , পৃ. ৩; আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াযিদ ইবনু মাজাহ, *সুনানে ইবনে মাজাহ*, প্রাগুক্ত, খ.৫, পৃ. ৪৯৬; আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ বিন হাম্বল, *মুসনাদে আহমাদ বিন হাম্বল*, প্রাগুক্ত, খ.১ , পৃ. ২৭৬; আবু আব্দুর রহমান আহমদ বিন সুয়াইব ইবনে আলী আননাসায়ি. *সুনানে নাসায়ি*, প্রাগুক্ত, খ.৩ , পৃ. ৩১৮

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মুসলিম পারিবারিক আইনে দেনমোহর ও দেনমোহর সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যক্তির মতামত

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মুসলিম পারিবারিক আইনে দেনমোহর ও দেনমোহর সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যক্তির মতামত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মুসলিম পারিবারিক আইনে দেনমোহর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মুসলিম পারিবারিক আইনে ১৯৯৬ সালের ৮ নং অধ্যাদেশে দেনমোহর সম্পর্কে যে বিধান বর্ণিত হয়েছে তা এখানে হুবহু তুলে ধরা হল।

দেনমোহর *(Dower)*

যেক্ষেত্রে দেনমোহর পরিশোধের পদ্ধতি সম্পর্কে বিবরণ নিকাহনামায় বা বিবাহের চুক্তিতে নির্দিষ্ট না থাকে, সেই ক্ষেত্রে দেনমোহরের সম্পূর্ণ টাকা চাহিবামাত্র পরিশোধযোগ্য বলে ধরে নেয়া হবে।[১]

---

১ দেনমোহরের পরিমাণ যদি নির্ধারিত থাকে আর ওয়াশিল ও বাকি সম্পর্কে যদি কোন দিক নির্দেশনা না থাকে তবে সে ক্ষেত্রে তবে সে ক্ষেত্রে দেনমোহর পরিশোধের পদ্ধতি এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। দেনমোহর আদায়ের পদ্ধতি দুইটি একটি হচ্ছে মু'য়াজ্জল অপরটি হচ্ছে মু'অজ্জল। নিকাহ নামার ১৪ নং কলামে উল্লেখ করা হয়েছে দেনমোহরের কি পরিমাণ মু'য়াজ্জল এবং কি পরিমাণ মু'অজ্জল?"

শব্দ দুটির বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে

মু'অজ্জল (معجل) শব্দের অর্থ হচ্ছে তাৎক্ষনিক বা নগদ এবং মু'য়াজ্জল(مأجل) শব্দের অর্থ হচ্ছে বিলম্বিত বা সময় সাপেক্ষে। দেনমোহর পরিশোধের বিষয়টি যদি উল্লেখ না থাকে তবে সে ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ দেনমোহর মু'অজ্জল বা চাহিবা মাত্র পরিশোধ করতে হবে। এখানে বিলম্বে পরিশোধ করার সুযোগ নাই। তাই কাজী সাহেবকে ১৪ নং কলামটি গুরুত্বের সাথে পুরণ করতে হবে।

বিবাহ রেজিস্ট্রি বা বিবাহ বন্ধনের সময় যদি দেনমোহরের কথা উল্লেখ না করা হয় তবুও বিবাহ সহীহ হয়ে যাবে সে ক্ষেত্রে মোহরে মিসাল আবশ্যক। আর মোহরে মিসাল হচ্ছে কনের ফুফু, মা, খালা ইত্যাদি নিকটাত্মীয়ের দিক বিবেচনা করে দেনমোহর নির্ধারণ করা। কোন ক্রমেই দেনমোহর ছাড়া বিবাহ হতে পারে না চাই দেনমোহর উল্লেখ করা হউক বা না হউক। এ পর্যায়ে মোহর কে দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে মোহরে মুসাম্মা ও মোহরে মিসাল। মোহরে মুসাম্মা আবার দুই ভাগে বিভক্ত মু'অজ্জল বা তলবী, মু'য়াজ্জাল বা বিলম্বিত। সর্বপ্রকার মোহর শতভাগ পরিশোধযোগ্য।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামি আইনে মোহরানা বা দেনমোহর বিবাহের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। এই অপরিহার্যতা এইরূপ পর্যায়ের যে, বিবাহের সময় মোহর নির্ধারিত না হয়ে থাকলেও সুনির্দিষ্ট নীতির ভিত্তিতে তা নির্ধারণ করতে হবে বলে আইনে ঘোষণা করা হয়েছে।[২]

স্বামী তাঁর স্ত্রীর জন্য যে কোন পরিমাণ মোহর নির্ধারণ করতে পারে। কিন্তু নির্ধারিত মোহরের পরিমাণ কোন ক্রমেই ১০ দিরহামের কম হবে না।[৩]

বাস্তব কথা হইল এই যে, দেনমোহর ব্যতীত কোন বিবাহ অনুষ্ঠিত হতে পারে না। স্ত্রীর প্রতি মর্যাদার চিহ্ন স্বরূপ স্বামীর উপর আইন এই দায়িত্ব অর্পণ করেছে।[৪]

দেনমোহরকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয় তলবি মোহর *(prompt dower)* এবং স্থগিত বা বিলম্বিত মোহর *(deferred dower)*। তলবি মোহর স্ত্রী চাহিবা মাত্র দিতে হয়।

বিলম্বিত মোহর প্রদানের ক্ষেত্রে কোন সময় নির্দিষ্ট করা থাকলে সে সময়, কিন্তু সময় নির্দিষ্ট করা না থাকলে স্বামীর মৃত্যু বা বিবাহ বিচ্ছেদের পর প্রদান করতে হয়। যদি তলবি বা বিলম্বিত দেনমোহর বলে কাবিননামায় উল্লেখ না থাকে তা হলে দেনমোহরের সম্পূর্ণটাই তলবি বলে গণ্য হবে।

---

২ যেহেতু দেনমোহর ছাড়া বিবাহ হতে পারে না সেহেতু দেনমোহরকে বিবাহের একটি অপরিহার্য অঙ্গ বলা হয়েছে। যেক্ষেত্রে বিবাহের সময় দেনমোহর উল্লেখ না থাকে সে ক্ষেত্রে মোহরে মিসাল নির্ধারিত হবে। যদি দেনমোহর না দেওয়ার শর্তেও কেউ বিবাহ করে তবে সেক্ষেত্রেও মোহরে মিসাল নির্ধারিত হবে। বিবাহ যেখানে দেনমোহর সেখানে।

৩ দেনমোহর যে কোন পরিমাণ হতে পারে তবে সর্বনিম্ন পরিমাণ হচ্ছে দশ দিরহাম। কেননা নবী করিম (স.) বলেছেন

لا مهر اقل من عشرة دراهم

অর্থ: দশ দিরহামের কম কোন দেনমোহর নির্ধারণ করা যাবে না। দেনমোহরের সর্বোচ্চ কোন নির্ধারিত সীমা নেই। যত খুশি নির্ধারণ করতে পারে। দেনমোহর হালাল বৈধ যে কোন সম্পদ দ্বারা আদায় বা নির্ধারণ করা যাবে।

৪ নারীর অধিকার বাস্তবায়নের জন্য আল্লাহ তা'য়ালা স্বামীর উপর দেনমোহর আবশ্যক করেছেন। স্ত্রীর উপর কোন প্রকার প্রদেয় আবশ্যক করেন নাই। অথচ অমুসলিমদের সংস্কৃতি যৌতুক আজ মুসলিমদের গাড়ে চেপে বসেছে।

দেনমোহর যদি পরিশোধ না করা হয়, তা হলে স্ত্রী স্বামীর বিরুদ্ধে মামলা করতে পারে। দেনমোহর স্ত্রীর প্রতি স্বামীর একটি ঋণ। তাই স্ত্রী বা তার মৃত্যুর পর তার ওয়ারিশগণও স্বামীর সম্পত্তি হতে তা আদায় করতে পারবে।[৫]

তলবি মোহর আদায়ের জন্য মামলা করার মেয়াদ যে তারিখে মোহর দাবী করা হয় ও দাবী অগ্রাহ্য হয়, সেই তারিখ হতে ৩ বৎসর বিবাহ বহাল থাকা কালে যদি মোহর দাবি করা না হয়ে থাকে তা হলে মেয়াদ মৃত্যু বা তালাকের ফলে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিবার তারিখ হতে ৩ বৎসর।

"বিলম্বিত" মোহর আদায়ের জন্য মোকদ্দমা করার মেয়াদ মৃত্যু বা তালাকের দরুন বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটার তারিখ হতে ৩ বৎসর। তালাক যদি মৌখিক হয় তা হলে মৌখিক ভাবে তালাক প্রদানের দিন হতে এবং যদি লিখিত হয় তা হলে লিখিত তালাক স্ত্রীর হাতে পৌছার তারিখ হতে মোকদ্দমার সময়সীমা গণনা করতে হবে।[৬]

---

৫ স্বামী মৃত্যুর পর ওয়ারিশদের মাঝে সম্পত্তি ভাগ করার সময় প্রথমে স্ত্রীর দেনমোহরের টাকা পরিশোধ করতে হবে। যদি এ ঋণ পরিশোধ করে অবশিষ্ট কোন অংশ না থাকে তবুও দেনমোহর পরিশোধ করতে হবে। মানুষ মারাগেলে তার প্রতি জীবিতদেও চারটি দায়িত্ব। ক. তার সমস্ত সম্পদ হতে তার ঋণ পরিশোধ করবে। খ. সম্পদের একতৃতীয়াংশ দিয়ে অছিয়ত পুরণ করবে। গ. দাফন কাফন করবে এবং ঘ. সর্বশেষ ওয়ারিশদের মাঝে তা বন্টন করে দিবে। এ চারটি দায়িত্বের মধ্যে প্রথমেই বলা হয়েছে তার ঋণ পরিশোধ করার কথা। দেনমোহর ঋণ অবশ্যই তা পরিশোধ করতে হবে।

৬ এস. এ. হাসান, পারিবারিক আদালত আইন ও বিধিমালা এবং মুসলিম পারিবারিক আইন ও বিধিমালা: পৃ. ৯১-৯২। বাংলাদেশ ল' বুক কোম্পানী, বাংলাবাজার, ঢাক-১১০০। প্রকাশকাল, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০২ ইং।

Dhaka University Institutional Repository

দেনমোহর সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যক্তির মতামত

ইসলাম আলাহ তা'য়ালার নিকট একমাত্র মনোনীত ধর্ম। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আলাহ তা'য়ালা ও তাঁর রাসূল (স.) এর আদেশ, নিষেধ গুলোকে যথাযথ মূল্যায়ন ও বাস্তবায়ন করা আবশ্যক। আল্লাহ তা'য়ালার প্রতিটি আদেশ এক একটি ফরজ বা অবশ্যকর্তব্য । ঈমান, নামায, রোজা, হজ্ব, যাকাত, ইক্বামাতে দ্বীন, দাওয়াতে দ্বীন, আমর বিল মা'রুফ, নাহি আনিল মুনকার, যেমন ফরজ তেমন স্ত্রীকে দেনমোহর দেয়াও ফরজ। মানব ইতিহাসের মত দেনমোহরের ইতিহাসও পুরাতন।

পবিত্র কুরআন, হাদিস ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আইনে দেনমোহরের এত বেশী গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও আমাদের প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় এর গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে না। অন্যদিকে দেনমোহর নারীর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির বিরাট মাধ্যম এবং মানবাধিকার সংশিষ্ট। কুরআন ও হাদিসের মাধ্যমে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, স্বামী স্ত্রীকে অর্থ বা সম্পত্তি প্রদান করবে। কুরআন, হাদিস ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আইনে কোথাও নেই যে, স্ত্রী স্বামীকে প্রদান করবে।

দেনমোহর যে বান্দার হক ফরজ তা কজনের জানা আছে? কজনই বা এ দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছে? প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় তা যথাযথ মূল্যায়ন হচেছ না।

ইসলামের এ সুমহান বিধান সমাজে প্রচলন না থাকার কারণে আজ আমাদের দেশে যৌতুকের মত কলংক আজ মুসলিম সমাজে প্রবেশ করে হাজার হাজার সহজ সরল মুসলিম নারীকে ধ্বংস করছে। যৌতুক দিতে না পেরে স্ত্রী আত্মহত্যা করেছে, স্ত্রীকে হত্যা করা হয়েছে, নির্যাতন সহ্যকরতে না পেরে স্ত্রী অন্যায়ের পথ বেছে নিয়েছে এমন ঘটনা শুনা যায় অহরহ। দেনমোহর যে ফরজ স্ত্রীর পাওনা তা আজ অনেক মা বোন জানেনও না। দেনমোহর নির্ধারণ করা হয় কেবল তালাকের প্রতিবন্ধক হিসেবে, রেওয়াজ হিসেবে ফরজ ইবাদত হিসেবে নয়। তাই বর্তমান প্রেক্ষাপটে দেনমোহরের অবস্থা সম্পর্কে বিভিন্ন পেশার মুসলমানদের দম্পতির সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে অবগত হই তাঁরা কিভাবে দেনমোহরকে মূল্যায়ন করে।

০১.অধ্যাপক এ,কে, এম সামসুল ইসলাম

পিতা: মৃত মোঃ ছৈয়দ মিয়া, মাতা: মৃত খায়রুন্নেছা ৬/বি, মাকামে ইব্রাহিম, ৫০, শেরেবাংলা রোড, ঝিকাতলা, হাজারীবাগ, ঢাকা: মোবাইল ঃ ০১৭১১-৪৫৯৯৮৮

পেশা : অধ্যাপনা

প্রশ্ন

দেনমোহর কি?

জবাব

বিয়ের সময় ধর্মীয় বিধানানুযায়ী স্বামীর নিকট থেকে পাওয়ার জন্য যে পরিমাণ টাকা নির্ধারণ করা হয় তাকে দেনমোহর বলে। ইহা স্ত্রীদের জীবন পরিচালনার জন্য সুন্দর বিধান ও এক সামাজিক নিরাপত্তা। যাহা দুঃসময়ে নিজেকে বড় ধরণের সহযোগিতা করে।

প্রশ্ন

বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষিতে দেনমোহর আদায় প্রসংগে আপনার মন্তব্য কি?

জবাব

বর্তমান পদ্ধতি মোটেও গ্রহণ যোগ্য নহে। মনে করি এ এক ধরণের প্রতারণা। কারণ ইসলাম ধর্মানুযায়ী যে উদ্দেশ্যে ইহা ধার্য করা হয়েছে বর্তমান রীতিতে সে উদ্দেশ্য সাধন হয়না। নির্ধারিত দেনমোহর নগদ প্রদান করা উচিত।

প্রশ্ন

আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় দেনমোহর কিভাবে নির্ধারণ করা হয়?

উত্তর

সাধারণত ছেলে-মেয়ে ও পারিবারিক অবস্থার আলোকে দেনমোহর নির্ধারিত হয়। তবে এই পদ্ধতি সঠিক বলে মনে করি না। দেনমোহর অনেক ক্ষেত্রে বিলাসিতায় পরিণত হয়েছে। আমি মনে করি সবকিছু মিলে উভয়পক্ষ আত্নীয়তার বন্ধনে একমত হলে স্বামীর আর্থিক অবস্থা, সামাজিক অবস্থা, শিক্ষাগতযোগ্যতা সবকিছু বিবেচনায় এনে পরামর্শক্রমে নির্ধারণ করা উচিত, যা নগদ পরিশোধ করা সম্ভব।

প্রশ্ন

আপনার সন্তানদের যদি বিবাহ হয়ে থাকে তাঁদের দেনমোহর কত এবং আদায় হয়েছে কত?

উত্তর

হ্যাঁ, আমার একটি মাত্র মেয়ে বিয়ে হয়েছে । দেনমোহর ৬,০০,০০০/- (ছয়লক্ষ) টাকা মাত্র। ওয়াশীল ২,০০,০০০/- (দুইলক্ষ) টাকা আর অনাদায়ী ৪,০০,০০০/- (চারলক্ষ) টাকা মাত্র।

প্রশ্ন

ওয়াশিল কি?

উত্তর : সাধারণত বিয়ের দিন গহণা, কাপড়-চোপড় ও বিভিন্ন সাজানী বাবত যা কনের জন্য আনা হয় তার আনুমানিক মূল্য নির্ধারণ করে তাই ওয়াশিল হিসেবে দেখানো হয়। আমি মনে করি এই সব উপঢৌকন হওয়া উচিত। নগদ টাকা প্রদান না করিলে ওয়াশীল দেয়া ঠিক নয়।

প্রশ্ন

বাকি কি জিনিস?

উত্তর

প্রথা অনুযায়ী নির্ধারিত দেনমোহরের ওয়াশিলের পর যে টাকা দেনমোহর হিসেবে বাকি থাকে তাকে বাকি বলে।

প্রশ্ন

দেনমোহর প্রসঙ্গে আপনার মন্তব্য কি?

মুসলিম পরিবারের জন্যে ইসলাম ধর্ম কর্তৃক নির্ধারিত দেনমোহর এক উত্তম পন্থা। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, আমাদের সমাজে বিকৃতভাবে দেনমোহর প্রথা প্রচলিত। ইহা নারীদের অধিকার হিসেবে ইসলাম ধর্মে স্বীকৃত। কিন্তু বর্তমান সমাজে ইহা অনেকের নিকট বিলাসিতা যা অনেকের নিকট প্রতারণার শামিল। কারণ কাগজে আছে বাস্তবে নেই। ইসলাম এই অর্থে ইহা নির্ধারণ করে নাই। দীর্ঘদিন থেকে এ প্রথা চলতে থাকাতে প্রায় সবাই মনে করে কোন প্রকার ঝগড়া বিবাদ হলে আইনের মাধ্যমে দেনমোহরের ফায়সালা হবে। অনেকেই বিরাট অংক সামর্থের বাইরে দেনমোহর হিসাবে নির্ধারণ করে যা মনে করে বাসর ঘরে স্ত্রীর নিকট দেনমোহরের টাকা ক্ষমা চেয়ে নিলে পরিশোধ হয়ে গেল। এই পদ্ধতি অন্যায় বলে মনে করি। বাংলাদেশসহ সারা পৃথিবীর ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত সকল মুসলমানের জন্য একই নিয়ম অনুসরণ করা উচিত বলে মনে করি। বিশেষ করে আমাদের সমাজে বিভিন্ন ইসলামি সংস্থা, শরিয়াহ বোর্ড, ইমাম পরিষদ, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসাসহ বিভিন্ন মিডিয়ায় দেনমোহরের প্রকৃত তাৎপর্য তুলে ধরে প্রচারণা চালালে দেশের মুসলিম সমাজ সজাগ হবে, উপকৃত হবে এবং ইহকাল ও পরকাল মঙ্গলময় হবে। প্রকারান্তরে নারী নির্যাতন অনেকাংশে বন্ধ হবে এবং নারী মর্যাদা সু-প্রতিষ্ঠিত হবে বলে আমার বিশ্বাস।

০২.মোঃ লুৎফর রহমান

পিতা : মোঃ আঃ জাব্বার, স্ত্রীঃ মায়া বেগম, গ্রাম, উত্তরচাত্রীশিরা, পোঃ পয়সারহাট, উপঃ আগৈলঝাড়া, জেলাঃ বরিশাল।

পেশা ঃ ম্যাস ম্যানেজার

আচ্ছা বলুনতো! দেনমোহর কি? *অ স্ত্রীর পাওনা হেইডার কথা বলতেছেন?*

এটা নির্ধারণ করা হয় কিভাবে? *নির্ধরিণ হরবে কি টাহা পয়সা দিয়া বা কিছু দিয়া শোধ করতে অয়। দাবিদাওয়া ছাড়াইয়া নেওয়া লাগে।*

না ছাড়লে ? *ঋণ থাইকা যাইবে না?*

এটা কোন ধরণের ঋণ? আপনার কাছে আমি পাওনা থাকলে যেমন দেওয়া লাগে এমন ঋণ?
না এইডা এমন না। বউয়ের কাছে মাফ নিয়া নিবে। কাবিনে যা লেহে হেইয়্যা কেউ দেয়?
মাফ লইয়্যা ফালায়।
আপনি তো ম্যাসের ম্যানেজার অনেক বিবাহে আপনাকে থাকতে হয় আপনি দেনমোহর নির্ধারণ করেন কিভাবে? *ঐ রিক্সাওয়ালা অইলে একরকম মাছ ওয়ারলা একরকম কম বেশী অয়। আমার হানে সাধারণত ৩০ হাজার থেকে ১ লাখ পর্যন্ত অয়।*

০৩.মোঃ লুৎফুর রহমান
পিতাঃ হাজী মোজাম্মেল আলি, গ্রাম: বাদেপাশা, উপজেলা: গোলাপগঞ্জ, জেলা: সিলেট,
পেশা ঃ ব্যবসায়ী
প্রশ্ন : দেনমোহর সম্পর্কে আপনার ধারনা কি?
উত্তর : বিয়ের সময় মুরুব্বিরা ধরে।

প্রশ্ন : কিভাবে নির্ধারণ করতে হয় ?
উত্তর : ছেলে মেয়ের দিকে তাকাইয়াই ধরা লাগে, তা কেহ দেয় না।

প্রশ্ন : আপনার দেনমোহর পরিশোধ করেছেন?
উত্তর : কিছু দিছি কিছু দেই নাই।

প্রশ্ন: বাকি গুলো দিবেন না?
উত্তর: এক সংসারই দিমু আবার কি?

০৪.মোঃ রাকিবুল ইসলাম

পিতা: মোঃ খতিব উদ্দীন, গ্রাম + পো: দক্ষিণপানা পুকুর, উপজেলা: গঙ্গাচড়া, রংপুর

পেশা : চাকরি

দেনমোহর কি?

বিয়ের জন্য দেনমোহর লাগে।

দেনমোহরের ব্যাপারে শরিয়তের হুকুম কি?

বিয়ে করলে দেনমোহর দেয়া লাগবে।

আপনাদের এলাকায় দেনমোহর নির্ধারণ করে কিভাবে?

আমাদের এলাকায় দেনমোহর ধরি ডিমাণ্ড অনুযায়ী। অর্থ্যাৎ মেয়েকে যদি একলক্ষ টাকা দিয়ে থাকি তবে তাঁর পরিমাণ মত ধরি যেমন একলক্ষ দিলে দেনমোহর ধরি দুইলক্ষ। আর যদি বেশী দেই তবে বেশী ধরি।

ডিমাণ্ড কি?

ঐযে বিয়ের সময় কনেকে দেয়া লাগে

এর মানে কি আপনি কলতে চাচ্ছেন যৌতুক

হ্যাঁ হ্যাঁ

এরমানে যৌতুক বেশী দিলে দেনমোহর বেশী ধরেন?

হ্যাঁ

তবে আমি আমার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি আমার দেনমোহর অর্ধেক দিয়েছে বাকিটাও পরিশোধ করব।

০৫.মাওলানা আজহারুল ইসলাম

পিতা: হাজি মো: গিয়াস উদ্দীন, গ্রাম: চরমারিয়া, পো: স্বল্পমারিয়া, উপ: জেলা কিশোরগঞ্জ

Dhaka University Institutional Repository

পেশা : মসজিদের ইমাম

দেনমোহর সম্পর্কে আপনার ধারণা কি রকম?

দেনমোহর তো ফরজ

বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় কি তা আদায় হয়?

দেনমোহর দিবে তো দুরের কথা উল্টা আবার যৌতুক দেয়া লাগে।

আপনার দেনমোহর কত ছিল?

১,৫০,০০০/-

পরিশোধ করেছেন কত?

৫০,০০০/-

বাকিটা পরিশোধ করবেন না?

হ্যাঁ আস্তে আস্তে দিয়ে দিব।

০৬.মোঃ জাকির হোসেন, পিতাঃ মোঃ মিছির আলি, গ্রামঃ শরিফপুর, পোঃ গোপালদী, উপজেলাঃ আড়াইহাজার, জেলা : নারায়নগঞ্জ।

পেশা : চাকরি

দেনমোহর কি?

দেনমোহর বিবাহের একটি আবশ্যক বিষয়।

আপনার দেনমোহর কি আপনি পরিশোধ করেছেন?

কিছু করেছি কিছু বাকি আছে। দেনমোহরের ব্যাপারে কেউ খোঁজ খবর নেয় না তো?

আপনিতো কাজি অফিসে চাকরি করেন বলুনতো দেনমোহর কি পরিমাণ পরিশোধ হয়?

বউদের থেকে কাজী সাহেবগণ টাকা বেশী পায়।

কিভাবে?

কাজি সাহেবগণতো বিবাগ পড়ালে রেজিস্ট্রেশন ফি আদায় করে আজকালকার অনেক বউ আছে যারা কাজি সাহেবদের সমান টাকাও পায় না। মোটেও দেয়না।

দেনমোহর সম্পর্কে একটি জরিপ

বাংলাদেশের প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা প্রায় ৬০%। নারীর অধিকারের এ অন্যতম বিষয়টি সম্পর্কে নিরক্ষর মানুষের কথা, তাঁদের অজ্ঞতার কথা আলোচনা নাইবা করা গেল, কিন্তু শিক্ষিত জনসংখ্যার ধারণা কি? নারী অধিকারের ব্যাপারে আমরা যারা উচ্চ কণ্ঠ, আমাদের অবস্থান কোথায়?
সকলেই অধিকারের কথা বলে, কিন্তু স্রষ্টা প্রদত্ত যে অধিকার সে সম্পর্কে শিক্ষিত সমাজের জ্ঞান হতাশা ব্যঞ্জক, দুঃখজনক , লজ্জাজনকও বটে। বিষয়টির বাস্তবতা উপলব্ধির জন্য পাঠকের সামনে সাম্প্রতিক একটা জরিপ উল্লেখ করা হল।

গত ১৬/৬/৯৮ইং তারিখে দৈনিক ইনকিলাবের মহিলা পাতায় দিদারুল আলম রচিত বিয়ের মোহরানা গুরুত্বপূর্ণ বিধায় পাঠকের জন্য হুবহু নিম্নে পেশকরা হল :

জরিপ ও ফলাফল

সম্প্রতি একটি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজে বাংলাদেশের ১০টি জেলায় ১০০ জন প্রশিক্ষণার্থীর (৯৫ জন গ্র্যাজুয়েট ও ৫ জন মাষ্টার্স ডিগ্রিধারীর) মধ্যে ব্যক্তিগত উদ্যোগে মোহরানা সংক্রান্ত একটি জরিপ চালানো হয়। ৭০ জন বিবাহিত এবং অবিবাহিত ৩০ জনের মধ্যে পরিচালিত জরিপে প্রশ্ন ছিল ৩টি করে।
বিবাহিতদের জন্য প্রশ্ন ছিল :

১। আপনার বিয়ের মোহরানা কত ধার্য করা হয়েছে।

২। ধার্যকৃত মোহরানা পরিশোধ করেছেন কি?

৩। মোহরানার ব্যাপারে আপনার ধর্মীয় ধারণা ও প্রচলিত ধারণা সম্পর্কে বলুন।

অবিবাহিতদের কাছে প্রশ্ন ছিল-

১। মোহরানা সম্পর্কে ধর্মীয় কোন বিধান আপনার জানা আছে কি?

২। প্রচলিত সামাজিক নিয়মের আলোকে মোহরানা সম্পর্কে আপনি কি ধারণা পেয়েছেন?

Dhaka University Institutional Repository

৩। আপনার বিয়েতে ধার্যকৃত মোহরানা পরিশোধে আপনার করণীয় কি হবে?

বিবাহিতদের প্রশ্নের জবাব

১ নং প্রশ্নের উত্তরে বিবাহিতগণ ঃ

১ জন আড়াই হাজার, ১ জন ৫ হাজার, ১০ জন ২০ হাজার, ৮ জন ২৫ হাজার, ১৫ জন ৩০ হাজার, ৫ জন ৩৫ হাজার, ১০ জন ৪০ হাজার, ৫ জন ৫০ হাজার,৭ জন ৭৫ হাজার এবং ৮ জন ১ লক্ষ টাকা ধার্যের কথা জানিয়েছেন।

২য় প্রশ্নের উত্তরে বিবাহিতগণ ঃ

৩৫ জন মোটেই পরিশোধ করেনি, ২১ জন কিছু না কিছু দিয়ে স্ত্রীকে স্পর্শ করতে হয় বিধায় কিছু দিয়েছেন। কেউ ৫০০ টাকা কেউ বা স্বর্ণের আংটি জাতীয় কিছু মোহরানা বাবদ বাসর রাতে দিয়েছেন। ২ জন কিস্তিতে পরিশোধ করেছেন, ১ জন পুরো পরিশোধ করেছেন, ৩ জন মোহরানা বাবদ স্ত্রীকে জমি দিলেও রেজিস্ট্রি করে দেননি, ৮ জন বিয়ের সময় দেয়া কাপড়-চোপড় অলংকার ও সাজানি মোহরানা বাবদ দিয়েছেন জানিয়েছেন।

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে বিবাহিতগণ ঃ

(ধর্মীয় অংশের) ওয়াজেব বলেছেন ২ জন, পরিশোধ করতে হবে ৩ জন, প্রাপ্য তবে দিতেই হবে এমন নয় ৫ জন, স্ত্রীর হক এতটুকুই জানি ১০ জন, সঠিক কিছু জানি না ১০ জন, আর ৪০ জনের উত্তর ছিল জানা নেই। প্রচলিত ধারণা সম্পর্কে ৩৫ জন বলেছেন কিছু দিয়ে বাসর রাতে মাফ চেয়ে নিতে হয়, ১০ জনের উত্তর ছিল মোহরানার দাবী মাফ ছাড়া স্ত্রীকে স্পর্শ করা হারাম তাই মাফ চেয়ে নিতে হয়, ২ জন প্রচলিত রেওয়াজকে সম্পূর্নরুপে অমানবিক বলেছেন, ৩ জন বলেছেন স্বামীর মাফ চাওয়া নিয়ম এবং স্ত্রী মাফ করতে বাধ্য, স্বামীর আটকানোর একটা ব্যবস্থা (তালাক থেকে) বলেছেন ১২ জন,২ জনের উত্তর ছিল প্রচলিত দৃষ্টি কোন গ্রহণীয় নয়, ১ জন বলেছেন মোহরানা স্ত্রীদের আর্থিক সচ্ছলতার হাতিয়ার এবং ৫ জনের উত্তর ছিল এটা একটি প্রচলিত রেওয়াজ।

অবিবাহিতদের প্রশ্নের জবাব

১ম প্রশ্নের উত্তরে অবিবাহিতগণ ঃ

Dhaka University Institutional Repository

২০ জন বলেছেন দেনমোহর প্রসঙ্গে ধর্মের বিধান সম্পর্কে জানা নেই, সঠিক কিছু জানা নেই ২ জনের উত্তর, ১ জন বলেছেন না হলেও চলে, ২ জন বলেছেন ধর্মীয় রেওয়াজ আছে, ২জন বলেছেন পরিশোধ অবশ্য কর্তব্য। আর বরের সামর্থানুযায়ী ধার্য করা নিয়ম বলেছেন ৩ জন।

২য় প্রশ্নের উত্তরে অবিবাহিতগণঃ

৫ জন সামাজিকভাবে প্রতিপত্তি লাভের জন্য মোহরানা বেশী করে ধার্য করতে হয়, ৫ জন নিয়মানুযায়ী ধরা হয়, পরিশোধ করতে হয় না, ৫জন তালাক ঠেকানোর জন্য ধার্য করা হয় আর ধার্যের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ থাকে, ১৩ জন আংকটি বা কিছু টাকা দিয়ে মাফ চেয়ে নিতে হয়, ১ জন সাজানী বাবদ উশুল দেখাতে হয় আর ১ জনের উত্তর ছিল মাফ চাইলে যদি মাফ না করে, তাহলে পরিশোধ করতে হবে।

৩য় প্রশ্নের উত্তরে অবিবাহিতগণঃ

১২ জন বলেছেন মাফ করে দিতে বলব, ৮ জন কিছু দিয়ে মাফ চেয়ে নিব, ৪ জন সামর্থের মধ্যে হলে পরিশোধ করব, ২ জন স্ত্রী দাবী করলে বলব সম্ভব নয়, মাফ করে দাও, ২ জন যতটুকু সম্ভব পরিশোধ করব, ১ জন এখনো ধারণা নেই নাই, আর অন্য ১ জন প্রাপ্য সম্পর্কে স্ত্রীকে ধারণা দিয়ে পরিশোধ করব।

জরিপের ফলাফলের চুলচেরা বিশ্লেষণে না গিয়ে সংক্ষেপে নিবেদন করতে চাই সমাজের উচ্চ শিক্ষিত লোকগুলো অবস্থা যেখানে এহেন নাজুক পর্যায়ে সেক্ষেত্রে শিক্ষিতের তালিকায় যাদের নাম নেই সেই সিংহভাগ লোকদের অবস্থাটা তো সহজেই অনুমেয়। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে কুরআন হাদিসের আলোকে বিয়ে যে একটি গুরুত্বপূর্ন বিষয় আর এ বিষয়ে ইসলামে রয়েছে প্রয়োজনীয় সুস্পষ্ট পথ নির্দেশনা। সর্বোপরি বিয়ে একটি ইবাদত হিসেবে বিবাহপূর্ব ও বিবাহ পরবর্তী করণীয় বর্জণীয় সম্পর্কে শরিয়তের রয়েছে সুস্পষ্ট বিধানাবলী। সে সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেয়া, জেনে নেয়া আমাদের উপর ফরজ। ফরজকে উপেক্ষা করার কারণে ধর্মীয় বিধি-বিধানের স্থলে জগদ্দল পাথরের মত জেকে বসেছে প্রচলিত রসম রেওয়াজ। মোহরানা সম্পর্কে কুরআন হাদিসে কি আছে তা না জেনে, আলেম- উলামাকে জিজ্ঞেস না করে অনেকেই তা জিজ্ঞেস করেন বন্ধু-বান্ধবকে ভাবীকে বা চাচাতো-খালাতো জাতীয় বোনদেরকে। যা নিতান্তই হাস্যস্পদ, লজ্জাকর ও মূর্খতার পরিচায়ক। অবশ্য এ ব্যাপারটা দ্বীনি মাহফিলে, জুমআর খোৎবায় যেভাবে আলোচিত হওয়ার প্রয়োজন ছিল সেভাবে আলোচনা না হওয়াও এ সমস্ত অজ্ঞতাপ্রসূত কাজকর্মের অন্যতম কারণ।

Dhaka University Institutional Repository

আফসোসের বিষয়, আমরা শিক্ষিত সমাজ ক্ষুধাতৃষ্ণার যন্ত্রণা আর শীত-তাপের তীব্রতা থেকে নিজেদেরকে রক্ষাকল্পে যত কষ্ট পরিশ্রম চেষ্টা- সাধনা করছি, অজস্র টাকা পয়সা খরচ করে বই পুস্তক কিনেছি, প্রাইভেট পড়ার পেছনে কত অর্থ ব্যয় করেছি, সে আমরাই আমাদের পুরো দেহকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর জন্য সে তুলনায় নূন্যতম কিছু করেছি কি? পার্থিব অস্থায়ী সার্টিফিকেটের জন্য ৫/১০ ঘন্টা অধ্যায়ন করলেও স্থায়ী বেহেশতের সার্টিফিকেটের জন্য আমরা পুরুষ বা নারীরা ক'ঘন্টা কুরআন-হাদিস বা ইসলামি সাহিত্য অধ্যয়ন করেছি বা করছি? কত টাকার ইসলামি পুস্তক কিনেছি? এ ব্যাপারে আমাদেরকে কি জবাবদিহী করতে হবে না? অবশ্যই জবাবদিহী করতে হবে।

ইসলামের বিধান দেনমোহরের মধ্যে নারী পুরুষ উভয়েরই দুনিয়াতে শান্তি ও আখেরাতে মুক্তি বিষয়টি সকলকে অবহিত করণ।

তাই নারীর এ অধিকার টুকু সমাজে প্রচলনের মাধ্যমে নারী জাতির উন্নয়নের জন্যই আমার এ গবেষণা।

তাই দেনমোহর ও তৎসংশ্লিষ্ট সকল বিষয়গুলো জেনে রাখা একান্ত প্রয়োজন বিধায় সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো এ অভিসন্দর্ভে আলোচনা করা হয়েছে।

সর্বোপরী এ গবেষণার মাধ্যমে চেষ্টা করা হয়েছে যে, ইসলাম একজন নারীকে যে, মানবিয় মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে এবং দেনমোহরের মাধ্যমে নারীর অর্থনৈতিক স্বচ্ছতা আনার ব্যাপারে সহযোগিতা করেছে সে বিষয়টি পরিস্কার করার জন্য। যেন একজন নারী তার প্রকৃত অধিকার টুকু বুঝে সে অধিকার নিয়ে সমাজে উপকৃত হয়। পাশাপাশি দেনমোহর যে আল্লাহ তা'য়ালার দেয়া একটি বিধান-ফরজ এবং বান্দার হক যা অনাদায়ে জাহান্নামে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সে ব্যাপারে প্রতিটি মুসলিমকে সচেতন করা। মুসলিম পুরুষগণ একটি আবশ্যক ইবাদত হিসেবে দেনমোহর প্রদান করে নিজেকে আল্লাহর প্রিয় পাত্র হওয়ার প্রচেষ্টায় ব্রতী হবেন এটাই কাম্য।

আল্লাহ পাক যেন আমার এ পরিশ্রমকে স্বার্থক করেন ।

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায় : যৌতুক প্রথা ও ইসলাম

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায় : যৌতুক প্রথা ও ইসলাম

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায় : যৌতুক প্রথা ও ইসলাম

যৌতুকের সংজ্ঞা

বাংলাদেশে ১৯৮০ সালে যৌতুক নিষিদ্ধ করণের উপর একটি আইন পাশ করা হয়েছে যা "যৌতুক নিষিদ্ধকরণ আইন, ১৯৮০" বা *Dowry prohibition Act, 1980* নামে পরিচিত এটি ১৯৮০ সালের ৩৫ নং আইন । সে আইনে যৌতুকের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে উপরোক্ত ভাবে

এই আইনে বিষয়ে বা প্রসঙ্গে প্রতিকূল কোন কিছু না থাকলে "যৌতুক" বলিতে- বিবাহে একপক্ষ কর্তৃক অপর পক্ষকে; অথবা বিবাহে কোন এক পক্ষের পিতা মাতা কর্তৃক বা অন্য যে কোন ব্যক্তি কর্তৃক অপর পক্ষকে বা অপর কোন ব্যক্তিকে, বিবাহকালে বা বিবাহের পূর্বে বা পরে যেকোন কালে উক্ত পক্ষগণের বিবাহে পণ হিসেবে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রদত্ত বা প্রদান করিতে সম্মত যে কোন সম্পত্তি বা মূল্যবান জামানতকে বুঝায়, তবে যে সকল ব্যক্তির ক্ষেত্রে মুসলিম ব্যক্তিগত আইন (শরিয়ত) প্রযোজ্য সে সকল ব্যক্তির দেনমোহর বা মোহর অর্ন্তভূক্ত করে না।

যৌতুকের প্রভাব

প্রাচিনকাল থেকেই এদেশে হিন্দু সমাজে নারীর কোন সামাজিক ও আর্থিক অধিকার ছিল না। সেখানে নারী ছিল পুরুষের দাসী। কোন উত্তরাধিকারসূত্রে স্বত্বাধিকারও তাঁদের ছিল না। এ জন্যই বোধ হয় হিন্দু মেয়েদের বিয়েতে যৌতুক দেয়া ছিল অপরিহার্য। তাই তখন উক্ত সমাজে মেয়ের অভিভাবক যৌতুক প্রদান না করে মেয়েকে বিয়ে দিতে পারত না। এটি ছিল গরিব হিন্দুদের জন্য একটি বিরাট আর্থিক চাপ। এখনও সে সমাজে এ প্রথা কমবেশী চালু আছে। খুব সম্ভব এ উপমহাদেশে দীর্ঘদিন হিন্দু-মুসলিম এক সংগে বসবাস করতে করতে যৌতুক নামক এ কু প্রথা আস্তে আস্তে মুসলিম সমাজেও ঢুকে পড়েছে। এ ছাড়াও সহজে স্বাবলম্বী হওয়ার লোভ, ধর্মীয় শিক্ষার অভাব, ছেলেদের বেকারত্ব, অলসতা, অসচ্ছলতা এ সবও যৌতুক প্রথা চালুর জন্য কম দায়ী নয়।

আজ থেকে প্রায় ৩০/৩৫ বছর পূর্বে আমাদের দেশে এ প্রথা ছিল না বললেই চলে। আগেকার দিনে এদেশে বরপক্ষ থেকে কনেকে যৌতুক বা পণ দেয়া হত এবং কনের পক্ষ থেকে বেশী যৌতুকের জন্য দর কষাকষি চলত। কিন্তু আজকাল বরের পক্ষ থেকে তাঁর নিজের যৌতুক লাভের দাবী ও চেষ্টা চলে এবং এ ব্যাপারে এমন দর কষাকষি চলে যে, বিয়েটা যৌতুকের আধিক্যের ভিত্তিতেই অনুষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ বর যে কনেকে বিয়ে করলে নগদ টাকা, বাড়ি-ঘর বিভিন্ন আসবাবপত্র যৌতুক হিসেবে পাওয়ার নিশ্চয়তা লাভ করে, সে কনেকেই বিয়ে করে থাকে। এটি এখন

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম সমাজের একটি প্রথা হিসেবে চালু হয়ে গেছে। অথচ বর কিংবা কনে, কোন পক্ষেরই যৌতুক কিংবা পন দেয়া নেয়া ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

সামাজিক দিক দিয়ে বরপক্ষ যৌতুককে দস্তরমত একটি বিরাট সামাজিক মর্যাদার বিষয় বলে মনে করে। বিয়েতে যৌতুক না পেলে নিজেদের মর্যাদাহানী হচ্ছে বলে মনে করে। যৌতুক তাঁদের ন্যায্য পাওনা বলেও অনেকে মনে করে। এ পাওনা আদায় করে বর তাঁর আর্থিক প্রতিষ্ঠালাভের স্বপ্ন দেখে এবং আশা-আকাঙ্খা পূরণের জন্য বিয়েকে যৌতুক গ্রহণ করার এক মোক্ষম সুযোগ ভাবতে থাকে। অপরদিকে বিশেষ শ্রেনীর ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গ ছাড়া মোটামোটি সবাই মেয়ের বিয়েতে যৌতুকের চাপে পিষ্ট হয়ে নিমর্মভাবে অভাব-অনটনের সম্মুখীন হয়।

বর্তমান সমাজে যৌতুক আদান-প্রদানের নমুনা

বাংলাদেশসহ গোটা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বর্তমানে বিবাহে যৌতুক একটি অপরিহার্য ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছে। যৌতুক ছাড়া বিবাহ দেয়া যায় না।

"যৌতুক দিন, বিবাহ দিন"

এ হল যৌতুক লোভী নর-পিশাচদের অঘোষিত স্লোগান।

বর্তমানে যৌতুক হচ্ছে একটি অলিখিত দাবী। ঘুষের আদান প্রদানে যেমন কোন ডকুমেন্ট থাকে না, কে কখন কিভাবে কি পরিমাণ ঘুষের আদান-প্রদান করে, তার কোন হদিস পাওয়া যায় না, ঠিক যৌতুকও কতকটা তদ্রুপ। যৌতুক দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে যখন কোন মতবিরোধ দেখা দেয়, কেবল তখন এ বিষয়টি প্রকাশ পায়। ঘুষ কারা কখন কিভাবে নেয় তা প্রতিবেশীরা কিছুটা আন্দাজ করতে পারলেও বিবিধ কারণে তা প্রকাশ করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠে না। কিন্তু প্রশ্ন হল, যৌতুকের লেনদেনের পদ্ধতি কি? অর্থ্যাৎ যৌতুকের লেন-দেন কিভাবে ঘটে? এ প্রশ্নের জবাব কেবলমাত্র তাঁরাই ভালভাবে দিতে পারবে যারা এ কাজে জড়িত অথবা যারা বিবাহের কাজ করতে গিয়ে যৌতুক দিতে বাধ্য হয়েছেন। দেশের সকল এলাকার বিবাহ অনুষ্ঠান একই রূপ নয়, তাই যৌতুকের লেনদেনের পদ্ধতিও বিভিন্ন।

আমাদের দেশে কোন কোন বিষয়ে তেমন উন্নতি না হলেও যৌতুকের দাবীর ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। এ অভিশপ্ত যৌতুক মানুষের খাদ্য না হলেও নরপিশাচ ধরণের মানুষরুপী দানবেরা এটা গোগ্রাসে খেয়ে যাচ্ছে অপ্রতিরোধ্য গতিতে। এতে ঐ নরপিশাচদের উদর পূর্তি না হলেও মন ভরে। বর্তমানে যৌতুক শুধু টাকা পয়সার

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যেই সীমিত নেই, বরং ঋতুভিত্তিক যৌতুক রয়েছে। যখন যে ঋতু হয় সে ঋতুর ফসল,সবজি, ফল ইত্যাদিও যৌতুক হিসেবে আবির্ভূত হয়। অবশ্য একটি কথা বলে রাখার দরকার যে, যৌতুক কেবল তাঁকেই বলে, বর বা কনে পক্ষ যা দাবী করে আদায় করে থাকে। পক্ষান্তরে কোন পক্ষ যদি অন্য পক্ষকে উপহার হিসেবে কিছু দেয়, তা যে মূল্যেরই হোক, যৌতুক হিসেবে গণ্য হবে না।

যারা যৌতুক লোভী, তাঁরা জানে বিবাহে একটু গড়িমসি করলেই মেয়ের বাবা নিজেই আপসে যৌতুকের প্রস্তাব নিয়ে হাজির হবে। মেয়ের বাবা চিন্তা করে, মেয়ে বর্ণে একটু কালো, কিছু টাকা যায় যাক, তবু মেয়েটার একটা গতি হোক। এমনও কেউ কেউ আছে যারা মেয়ের বাবাকে বাসায় ডেকে নিয়ে আসে যৌতুক পাওয়ার জন্য। বাহ্যত যৌতুক নেয়া অপরাধ তাই এর আধুনিক নাম হল উপহার। ইদানিং আবার মধ্যবিত্ত পরিবারে মেয়েপক্ষ ছেলেকে চাকুরি দেয়ার মাধ্যমেও যৌতুকের প্রচলন শুরু হয়েছে। এটিকে যৌতুকের নব আবিস্কার বলা যায়।

আমাদের সমাজে এমন কিছু লোক আছে যারা সরাসরি বলেন, যৌতুক ছাড়া বিবাহ হবে না। সমাজে এমন কিছু শিক্ষিত জ্ঞানপাপী রয়েছে যারা যৌতুক ছাড়া বিয়ের কথা ভাবতেই পারে না। যৌতুক নেয়া যে অপরাধ, পাপ, আইনে নিষিদ্ধ ও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদর্শের পরিপন্থী বিষয়টি তাঁরা ভুলেই গেছে। বিবাহে যৌতুকের লেনদেন না হলে তাঁরা ভাবে এটা একটা নিরামিষ বিবাহ বা ফকিরি হালের বিবাহ। আবার অনেকে এটাও ভাবে যে, এ ধরণের গরিবি বিয়েতে আবার দেনমোহরের প্রয়োজন কি?

অথচ মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বলেন :

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ

অর্থ: আজ তোমাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল করা হল। আহলে কিতাবদের খাদ্য তোমাদের জন্য হালাল এবং তোমাদের খাদ্য তাঁদের জন্য হালাল। তোমাদের জন্য হালাল সতী-সাধ্বী মুসলমান নারী এবং তাঁদের সতী-সাধ্বী

Dhaka University Institutional Repository

নারী, যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তোমাদের পূর্বে, যখন তোমরা তাঁদেরকে মোহরানা প্রদান কর তাঁদেরকে স্ত্রী করার জন্য, কামবাসনা চরিতার্থ করার জন্য কিংবা গুপ্ত প্রেমে লিপ্ত হওয়ার জন্য নয়।[১]

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন :

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

অর্থ: তোমরা স্ত্রীদেরকে তাঁদের মোহর প্রদান কর খুশী মনে। তবে সন্তুষ্টচিত্তে তাঁরা মোহরের কিছু অংশ ছেড়ে দিলে তোমরা তা স্বাচ্ছন্দে ভোগ কর।[২]

উপরোক্ত দুটি আয়াত থেকে পরিস্কার বুঝা যাচ্ছে যে, মুসলিম সমাজের একটি মেয়েকে একজন পুরুষ বিবাহ করতে হলে তাঁকে অবশ্যই দেনমোহর ধার্য করতে হবে এবং তা অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে।

বিয়েতে দেনমোহর ছাড়া অন্য কোন শর্ত আরোপ করা ইসলামি শরিয়তে বৈধ নয়। এর প্রাপ্য হচ্ছে শুধুমাত্র স্ত্রী। কুরআনের দৃষ্টিতে এটি কোন দান-দক্ষিণা নয়, বিবাহের পর স্ত্রীর এটি অধিকার। স্বামীর উপর পরিশোধ করা ফরয। অবশ্য আমাদের সমাজে বর্তমানে অধিকাংশ নারী তাঁদের এ অধিকার সম্পর্কে সঠিক ভাবে অবগত নয়। তাঁরা এর গুরুত্ব ও কার্যকারিতা উপলব্ধি করতে পারে না। সাধারণত তাঁদের এ অজ্ঞতার সুযোগকে অনেক পুরুষ প্রায়শই দেনমোহর না দেয়ার উদ্দেশ্যে নানা প্রকার কলা কৌশল, জবরদস্তি ও চাপ প্রয়োগ করে স্ত্রী থেকে তা নিয়ে নেয় অথবা অনাদায়ের জন্য সম্মতি আদায় করে। স্ত্রী বেচারী এভাবে তাঁর দেনমোহর থেকে বঞ্চিত হয়।

অপরদিকে স্বামী তাঁর দাবীকৃত যৌতুক আদায় করে ছাড়ে। এ দাবী পূরণ না হলে স্ত্রীর উপর নানা যুলুম অত্যাচার করে। অথচ আল্লাহর দেয়া হক স্ত্রীর দেনমোহর পরিশোধ করে না। স্ত্রীর এ অধিকার আদায় না করলে অপরের হক নষ্ট করার দায়ে দায়ী ও গুনাহগার হতে হবে, আল্লাহর কাছে দায়ী থাকতে হবে। মোটকথা, স্ত্রীর দেনমোহর অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে। কিন্তু বর্তমান সমাজে স্ত্রীর বৈধ হক প্রতিষ্ঠিত না হয়ে আল্লাহপাক যা নিষেধ করেছেন সে অবৈধ যৌতুক সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়ে শিকড় গেড়ে বসেছে।

---

১ আল-কুরআন ৫ ঃ ৫

২ আল-কুরআন ৪ ঃ ৪

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামে স্বামীর কোন দেনমোহর নেই এর তাঁর এরূপ কোন শর্ত আরোপ করার অধিকারও নেই যা রয়েছে স্ত্রীর। কিন্তু যৌতুক প্রথার দরুন এখন দেনমোহরের কোন গুরুত্ব নেই এবং এটি নিয়ে স্বামীর কোন চিন্তা-ভাবনাও নেই। কারণ স্বামীরা আজকাল স্ত্রীদের দেনমোহর পরিশোধ করাকে নিজেদের কর্তব্য বলে মনে করে না। বরং নিজেদের যৌতুক ঠিকমত আদায় করে থাকে। আর বিয়েতে স্ত্রীর জন্য যতইচ্ছা দেনমোহর দেয়ার অঙ্গিকার করে। অথচ দেনমোহর ছাড়া বিয়ে হয় না এবং তা আদায় করা ফরজ।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

أَيُّمَا رَجُلٍ أَصْدَقَ امْرَأَةً صَدَاقًا وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُرِيدُ أَدَاءَهُ إِلَيْهَا فَغَرَّهَا بِاللَّهِ وَاسْتَحَلَّ فَرْجَهَا بِالْبَاطِلِ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَهُوَ زَانٍ

অর্থ: যদি কোন ব্যক্তি মোহর নির্ধারণের মাধ্যমে কোন নারীকে বিয়ে করে, অথচ আল্লাহ তা'য়ালা ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জানেন যে, তাঁর অন্তরে স্ত্রীর মোহর আদায়ের বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই, তাহলে সে আল্লাহর নামে ঐ মহিলার সাথে প্রতারণা করল এবং অবৈধ ভাবে তাঁর লজ্জাস্থানের মালিক হল, এ কারণে সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে ব্যভিচারীরূপে উপস্থিত হবে।[৩]

এ হাদিসের আলোকে বুঝা যায় যে, মোহর দেয়ার সংকল্প না রাখলে প্রকৃতপক্ষে এটি বিয়ে হয় না এবং এমতাবস্থায় স্ত্রীর সাথে মিলন ব্যভিচার হিসেবে পরিগনিত হবে। এই যৌন মিলনের ফলে যত বংশ বৃদ্ধি হবে, সমস্ত বংশ অবৈধ হিসেবে পরিগনিত হবে। বিষয়টি একটু গভীরভাবে ভাবলে ভয়ংকর বলে মনে হয়। এরপর যদি উল্টো যৌতুকের দাবী ও শর্তারোপিত হয়, তবে সেটা বরের জন্য দেনমোহর ধার্য হয়ে আল্লাহর বিধানের বিপরীত বিধান চালু করা হয়। কাজেই প্রচলিত যৌতুক প্রথা এদিক থেকেও অবৈধ।

যৌতুক একটি সামাজিক আত্মঘাতী ব্যধি

[৩] আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ বিন হাম্মল, *মুসনাদে আহমাদ বিন হাম্বল*, প্রাগুক্ত, খ.৩৮ , পৃ. ৩৫৯; আহমদ বিন হুসাইন বিন আলি আলবায়হাকি, প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ.২৪২; সুলাইমান বিন আহমদ বিন আইয়ূব আততাবরানী, *মুজামুল কাবীর*, প্রাগুক্ত, খ.৭ , পৃ.২৫; আহমদ বিন হুসাইন বিন আলী আলবায়হাকী, প্রাগুক্ত, খ.১২ , পৃ.২৬

Dhaka University Institutional Repository

অভিশপ্ত যৌতুকের করাল গ্রাসে আজ আমাদের সমাজ যিম্মী। অভিশপ্ত যৌতুক সামাজিক জীবনকে মহামারী রোগের ন্যায় করছে বিপন্ন। তিক্ত হলেও সত্য যে, শিক্ষিত সমাজের কলংক কিছু জ্ঞানপাপী নব্য শিক্ষিত ব্যক্তিও যৌতুক ছাড়া বিয়ে করছে না। তাঁরা যৌতুক গ্রহণ করে সমাজকে পঙ্গু করে ফেলেছে। যদি অনতিবিলম্বে এগুলো প্রতিকারের ব্যবস্থা না নেয়া হয়, তাহলে সমাজ ধ্বংস হয়ে যাবে। গোটা সমাজ অন্যায়, যুলুম ও অন্ধকারে ডুবে যাবে এবং এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হবে। কারণ, যৌতুকের চাহিদা বর্তমানে উচ্চ পর্যায়ে পৌছে গেছে। বর্তমানে উচ্চবিত্ত পরিবারে যৌতুক হিসেবে গাড়ী, বাড়ি, বিদেশ ভ্রমন ইত্যাদি। অপরদিকে অসহায় অপারগ কন্যাপক্ষ ভাবনা ও দুশ্চিন্তায় তিলে তিলে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। ফলে অনেক শিক্ষিত উচ্চবিত্ত পরিবারে সময়মত মেয়ের বিয়ে না হওয়ার কারণে জীবনের সুখ-শান্তি, ভালবাসা ইত্যাদি সংসার জীবনে পাওয়া যাচ্ছে না। এজন্য সারাটা জীবন অশান্তি ও দুর্ভোগে কাঁটাতে হয়। আবার অনেকে দাম্পত্য জীবনের জন্য অপেক্ষা করতে করতে তাঁর পুরো জীবনটাই শেষ হয়ে যায়। অনিবার্য পরিনতি হিসেবে এ অবস্থায় অনেক মেয়ের জীবন অবৈধ পরকিয়া প্রেমে জড়িয়ে পড়ে। অনেক মেয়ে বিবাহিত পুরুষের সাথে অবৈধ ভাবে চলাফেরার ফলে উক্ত পুরুষের দাম্পত্য জীবনে নেমে আসে অশান্তি, পরিবারে সৃষ্টি হয় ফাটল। এ ভাবে সমাজ ও সামাজিক জীবনে নেমে আসে এক মহাবিপর্যয়।

সমাজ জীবনকে বিনষ্ট না করা সম্পর্কে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

অর্থ: তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকা উচিত যারা আহবান জানাবে সৎকর্মের প্রতি, নির্দেশ দিবে ভাল কাজের এবং বারণ করবে অন্যায় কাজ থেকে, আর তাঁরাই হল সফলকাম।[৪]

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

مَنْ رَأى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذٰلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَان

অর্থ: তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কাউকে কোন শরিয়ত বিরোধী কাজ করতে দেখবে, তাঁর উপর ওয়াজিব হবে তাঁর শক্তি থাকলে ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করা। যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে কতর্ব্য হবে মুখ দিয়ে প্রতিবাদ

---

৪ আল-কুরআন ৩ ঃ ১০৪

করা। যদি তাও সম্ভব না হয় তাহলে অবশ্যই কর্তব্য হবে উক্ত বিষয়কে মন থেকে ঘৃণা করা। আর এটা হচ্ছে ইমানের দূর্বলতর অবস্থা।[৫]

সুতরাং যখনই কেউ শরিয়ত বিরোধী যৌতুক দাবী করবে, আমাদের উচিত হবে অবস্থান অনুসারে তাঁর বিরুদ্ধে জোরালোভাবে শক্তি প্রয়োগ বা সামর্থ্য অনুসারে উপরোক্ত তিনটি ব্যবস্থার যে কোন একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

যৌতুক দেয়ার কারণ

মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রক্তকে পানি করে উপার্জিত অর্থ কেউই কাউকে এমনিতে দেয় না। অর্থ এমন এক জিনিষ যার প্রতি লোভের শেষ নেই। যার যত অর্থ থাকুক না কেন, তাঁর আরো চাই আরো চাই। সমাজে আমরা দেখতে পাই যে, অর্থকে কেন্দ্র করে ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া, ছেলে-বাবাতে ঝগড়া। অনেক সময় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও বিবাদের কারণে সংসার ভেঙ্গে যায়। পিতার মৃত্যুর পর বোনের বৈধ অধিকার থেকে তাঁকে বঞ্চিত করা হয়। এজন্য জ্ঞানীগন বলেছেন,

"অর্থই অনর্থের মূল"।

সুতরাং কেউ কাউকে নিজের কষ্টাপার্জিত অর্থ স্বেচ্ছায় দিতে চায় না। তাই প্রশ্ন জাগে, যৌতুক দেয়া ইসলামে নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও মানুষ কেন যৌতুক দেয়?

এর উত্তরে বলা যায়, এমন অনেক মানুষ আছেন যারা ন্যায়পথে চলতে চান। তাঁরা যৌতুক দিতে এবং নিতেও রাজি নন। আবার অনেক অসৎ লোক আছে যারা যৌতুক ছাড়া কোন বিবাহ করতে রাজি নয়। এমনকি তাঁরা কোন রাখ-ঢাক না করে সরাসরি যৌতুক দাবী করে বসে। যৌতুক ছাড়া তাঁরা কোন আত্নীয়তা করতে অসম্মত বলে জানিয়ে দেয়। এমতাবস্থায় মেয়েকে পাত্রস্থ করার মানসে অগত্যা মেয়েপক্ষ অনিচ্ছা সত্ত্বেও যৌতুক দিতে বাধ্য হয়।

---

[৫] আবুল হোসাইন আসাকিরুদ্দীন মুসলিম বিন হাজ্জাজ, *সহীহু মুসলিম*,প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ.১৬৭ : আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াযিদ ইবনু মাজাহ, *সুনানে ইবনে মাজাহ*, প্রাগুক্ত, খ.১২, পৃ. ১৭; . আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ বিন হাম্বল, *মুসনাদে আহমাদ বিন হাম্বল*, প্রাগুক্ত, খ.২২ , পৃ. ১৯৬; আহমদ বিন হুসাইন বিন আলি আলবায়হাকি আসসুনানে কুবরা, প্রাগুক্ত, খ.৬ , পৃ.৯৫; আহমদ বিন হুসাইন বিন আলী আলবায়হাকি, প্রাগুক্ত, খ.১৬ , পৃ.৯৭

Dhaka University Institutional Repository

যৌতুক ভিক্ষার চেয়েও ঘৃণ্য

শরিয়তে ভিক্ষাবৃত্তি ও অন্যের নিকট কোন কিছু চাওয়াকে ঘৃণা করা হয়েছে। আর দান-খয়রাতকে উত্তম বলে ঘোষণা করা হয়েছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى

অর্থ: দানকারীর হাত দান গ্রহণকারীর হাতের চেয়ে উত্তম।[৬]

বিষয়টি আরও একটু ব্যাখ্যা করে বলা যায় যে, আল্লাহ তা'য়ালার নিকট দান গ্রহণকারীদের চেয়ে দান কারীরা বেশি পছন্দনীয়। মহান রাব্বুল আলামিন সর্বাধিক আত্মমর্যাদাশালী। অতপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাই তিনি তাঁর উম্মতদেরকে আত্মমর্যাদাশীল হতে পরামর্শ দিয়েছেন। কারও কাছে চাওয়া আত্মমর্যাদাহীনতা ছাড়া কিছুই নয়।

অন্য এক হাদিসে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

مَنْ يَكْفُلُ لِي أَنْ لَا يَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا وَأَتَكَفَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ

অর্থ: যে ব্যক্তি আমাকে এ কথার প্রতিশ্রুতি দিবে যে, সে মানুষের নিকট কোন কিছু চাবে না, আমি তাঁকে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিব।[৭]

---

৬ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল বুখারি, *সহিহুল বুখারি*, প্রাগুক্ত, খ.৫ , পৃ. ২৪৮; আবুল হোসাইন আসাকিরুদ্দীন মুসলিম বিন হাজ্জাজ, *সহিহু মুসলিম*,প্রাগুক্ত, খ.৫ , পৃ. ২৩৪
মুহাম্মদ বিন ইসা বিন দেহাক বিন তিরমিযি, *সুনানুততিরমিযি*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ.৯৯
আবু আব্দুর রহমান আহমদ বিন সুয়াইব ইবনে আলি আননাসায়ি. *সুনানে নাসায়ি*, প্রাগুক্ত, খ.৮ , পৃ. ২৯৬; . আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ বিন হাম্বল, *মুসনাদে আহমাদ বিন হাম্বল*, প্রাগুক্ত, খ.৯ , পৃ. ২৮০

৭ আবু দাউদ সুলাইমান বিন আসয়াস, *সুনানে আবি দাউদ*, প্রাগুক্ত, খ.৪ , পৃ. ৪৫২; আবু আব্দুল্লাহ নিসাপুরি, আল-মুসতাদরাক, প্রাগুক্ত,খ.৪, পৃ. ৩২ ; সুলাইমান বিন আহমদ বিন আইয়ুব আততাবরানি, *মুজামুল কাবির*, প্রাগুক্ত, খ.২ , পৃ.২১৮; ইমাম আততাবারি, *তাহযিবুল আছার*,মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরবঃ তা.বি, খ. ১, পৃ.৪৮; আহমদ বিন হুসাইন বিন আলি আলবায়হাকি, প্রাগুক্ত, খ.৮ , পৃ.২৬

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের সমাজে যারা যৌতুক ছাড়া বিবাহে রাজী হয় না, তাঁরা কিন্তু গরিব কিংবা বিপন্ন নয়। তাঁদের টাকা-পয়সা থাকে। তারপরও কন্যাপক্ষ হতে গৌরবের সাথে মোটা অংকের যৌতুকের দাবী উপস্থাপন করে থাকে। দাবী পূরণ না হলে স্ত্রীর উপর জুলুম-নির্যাতন করা হয়। অনেক সময় স্ত্রীরা এসব অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়।

উপরোক্ত আলোচনা হতে এটিই প্রমাণিত হয় যে, যৌতুক ভিক্ষার চেয়েও বেশি অধিক ঘৃণিত।

যৌতুক ও উপহারের মধ্যে পার্থক্য

অনেকে যৌতুক ও উপহারের মধ্যে পার্থক্য করতে পারেন না। যারা যৌতুক নেয় বা দেয়, তাঁরা এ অবৈধ যৌতুকের নাম পরিবর্তন করে এটাকে উপহার, হাদিয়া, উপঢৌকন ভালবাসার নির্দশন ইত্যাদি হিসেবে আখ্যায়িত করে লেনদেন করে থাকে। মূলত এতদুভয়ের মধ্যে রয়েছে আসমান যমিন পার্থক্য।

যৌতুকের লেন-দেন অবৈধ ও শরিয়ত পরিপন্থী। যৌতুক আদান-প্রদানের মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে বৈরী মনোভাব সৃষ্টি হয়। যৌতুক আদান-প্রদানে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সন্তুষ্টি অর্জন এবং পারলৌকিক কোন উদ্দেশ্য থাকে না, বরং মূল উদ্দেশ্য থাকে ব্যক্তিকে খুশি করার মাধ্যমে নিয়ম বহির্ভূতভাবে ব্যক্তিস্বার্থ অথবা দুনিয়াদারির কোন সুযোগ-সুবিধা লাভ করা। যৌতুকের ক্ষেত্রে গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়। কেননা এটা রাষ্ট্রীয় আইনেও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এ ছাড়া পদমর্যাদা ও জ্ঞান-গরিমার ক্ষমতা ভেদে যৌতুকের পরিমাণ উঠানামা করে। স্ত্রীগণ যেন তাঁদের ন্যায্য অধিকার যথাযথভাবে লাভ করতে পারে, এজন্য কন্যাপক্ষ বরপক্ষকে যৌতুক দিয়ে থাকে। বরের উপর অর্পিত দায়িত্ব ঠিকমত পালন করবে, এ আশায় কন্যা দায়গ্রস্ত পিতা তাঁদের চুক্তি মোতাবেক যৌতুক দিয়ে দেয়।

হাদিয়া বা উপহার

উপহার তথা হাদিয়া দেয়া ও তা গ্রহণ করা সুন্নাত এবং অনেক ক্ষেত্রে সাওয়াবের কাজ। উপহার বাা হাদিয়া আদান-প্রদানের মধ্যে আন্তরিকতা সৃষ্টি হয়। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে উপহার তথা হাদিয়া আদান-প্রদানের জন্য উৎসাহ দান করেছেন। তিনি নিজেও হাদিয়া গ্রহণ করতেন এবং প্রদান করতেন। হাদিয়া আদান-প্রদানে নিয়তের মধ্যে একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে পারলৌকিক, আর তা হল একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। ব্যক্তিস্বার্থ বা পার্থিব জীবনের কোন প্রকার সুযোগ-সুবিধাা সেখানে কোন মুখ্য ব্যাপার হিসেবে ধরা হয় না বা

Dhaka University Institutional Repository

বিবেচিত হয় না। এ বিষয়ে দাতা ও গ্রহিতা কেউ কারো নিকট নিচু হয় না। হাদিয়ার ক্ষেত্রে কোন প্রকার বিনিময় হয় না।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং হাদিয়া গ্রহণ করতেন। আম্মাজান হযরত আয়েশা (র.) বর্ণনা করেন :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا

অর্থ: হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিয়া গ্রহণ করতেন এবং এর প্রতিদানও দিতেন।[৮]

কেউ যদি বিয়েতে বরকে কোন কিছু হাদিয়া দিতে চায় তাহলে ইচ্ছা করলে দিতে পারবে, তবে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যে, এটা যেন দাবী-দাওয়ার পর্যায়ে গিয়ে অভিশপ্ত যৌতুকের মধ্যে না পড়ে।

পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে যৌতুকের প্রভাব

দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবনে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার উদ্দেশ্যে ইসলামে উভয়ের সমকক্ষতা বিবেচনা করার বিধান দিয়েছে। কারণ যে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে চরিত্র, দ্বীনদারী, বংশীয় চালচলন, জীবন-যাপনের নিয়ম-পদ্ধতি, আর্থিক অবস্থা, পেশা ইত্যাদির ক্ষেত্রে সমকক্ষতা ও সামঞ্জস্য থাকে, তাঁদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে যথাযথ মধুর সম্পর্ক ও একতা সৃষ্টি হয়ে আত্মীয়তার বন্ধন সুদৃঢ় হয়। এ জন্যই ইসলামি শরিয়তে কুফুর[৯] বা সমতার বিধান দেয়া হয়েছে।

---

[৮] মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল বুখারি, *সহীহুল বুখারি*, প্রাগুক্ত, খ.৯, পৃ.৩৬; মুহাম্মদ বিন ইসা বিন দেহাক বিন তিরমিযি, *সুনানুততিরমিযি*, প্রাগুক্ত, খ.৭ , পৃ.২০৮; আবু দাউদ সুলাইমান বিন আসয়াস, *সুনানে আবি দাউদ*, প্রাগুক্ত, খ.৯ , পৃ. ৪১৭; আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ বিন হাম্বল, *মুসনাদে আহমাদ বিন হাম্বল*, প্রাগুক্ত, খ.১৭ , পৃ.৩৯৯; আহমদ বিন হুসাইন বিন আলী আলবায়হাকি, প্রাগুক্ত, খ.৬ , পৃ.১৮০; সুলাইমান বিন আহমদ বিন আইয়ুব আততাবরানি, *মুজামুল আওসাত*, প্রাগুক্ত, খ.১৭ , পৃ.৩৪০

9

الْكَفَاءَةُ فِي النِّكَاحِ مُعْتَبَرَةٌ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا لَا يُزَوِّجُ النِّسَاءَ إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ ، وَلَا يُزَوَّجْنَ إِلَّا مِنْ الْأَكْفَاءِ وَلِأَنَّ انْتِظَامَ الْمَصَالِحِ بَيْنَ الْمُتَكَافِئَيْنِ عَادَةً ، لِأَنَّ الشَّرِيفَةَ تَأْبَى أَنْ تَكُونَ مُسْتَفْرَشَةً لِلْخَسِيسِ فَلَا بُدَّ مِنْ اعْتِبَارِهَا ، بِخِلَافِ جَانِبِهَا ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ مُسْتَفْرِشٌ فَلَا تَغِيظُهُ دَنَاءَةُ الْفِرَاشِ

লোকেরা তাঁকে বের করে দিবে। বিবাহের ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রীর কুফু বিবেচ্য বিষয়। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, সাবধান! ওয়ালি ছাড়া কেউ যেন নারীদের বিবাহ না দেয়, এবং কুফু ছাড়া যেন তাঁদেরকে বিবাহ দেয়া না হয়। আর এ জন্য যে, সাধারণতঃ দুই সমকক্ষ

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে উভয়ের পছন্দ ও অপছন্দকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। প্রত্যেকের মতামত জানাবার দায়িত্ব ও অধিকার রয়েছে। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও নারীর মতৈক্য ছাড়া কোন বিয়ে হতে পারে না। তাই পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের চূড়ান্ত অধিকার ও ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট পুরুষ ও নারীকে সমানভাবে দেয়া হয়েছে। তবে এ ব্যাপারে অভিভাবকের মতামতকে ইসলাম গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে বলেছে। এ নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোন কোন দিককে গুরুত্ব দিতে হবে তাও বলে দেয়া হয়েছে। এজন্যই সমকক্ষতা বিবেচনার পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

সমকক্ষতার ব্যাপারে প্রথমত দ্বীনি আলোকে বিবেচনা করতে হবে এবং সাথে সাথে বংশীয় মর্যাদা, আর্থিক অবস্থা, জ্ঞান ও শিক্ষাগত যোগ্যতা ইত্যাদিও বিবেচনাধীন রাখতে হবে। এসব দিক বিবেচনা না করে শুধু ধন-সম্পত্তির লোভে যৌতুক পাওয়ার আশায় বিয়ে করলে তাঁর ফল ভাল হতে পারে না। প্রচলিত যৌতুক প্রথার দরুন এ সমকক্ষতার নীতি কার্যকর হচ্ছে না। যৌতুকের লোভে ও দাবীর কারণে সাধারণত মেয়ে পক্ষ তাঁর মেয়েকে সমকক্ষ পরিবারে বিয়ে দিতে পারে না। কেননা সমকক্ষ পরিবারের ছেলের দাবী এত বেশী যে, তা পূরণ করা মেয়ের অভিভাবকের পক্ষে সম্ভব হয় না।

ফলে যে পরিবারের যৌতুকের দাবী কম থাকে, সে ছেলে নিম্নমানের হলেও সেখানেই মেয়েকে বিয়ে দিতে বাধ্য হয়। নিম্ন পরিবারে মেয়েকে বিয়ে দিলে স্বামী ও স্ত্রীর পারিবারিক জীবন মধুর ও শান্তিপূর্ন হওয়ার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। অনুরূপ ভাবে বিত্তশালী মেয়েপক্ষ যৌতুক দিয়ে উচ্চমানের ছেলের সাথে মেয়ে বিয়ে দেয়। ছেলে যৌতুকের লোভে নিম্নমানের মেয়েকে বিয়ে করে। এতে অধিক যৌতুকের কারণে স্বামীর উপর স্ত্রী ও তাঁর আত্নীয়পক্ষ প্রভাব বিস্তার করে। ফলে স্বামী বেচারা স্ত্রীর কাছে নত হয়ে থাকে বা থাকতে বাধ্য হয়। এটাও কুরআনের নীতির বরখেলাফ।

আবার অনেক সময় দেখা যায় যে, অনেক ছেলে তাঁর পিতার অবস্থা খুব ভাল না হওয়ার কারণে ঘরজামাই থাকে। ফলে ঘরজামাই ছেলেটিকে বাধ্য হয়ে মেয়ের বা মেয়ের বাবা-ভাইদের কাছে সব সময় অনুগত হয়ে থাকতে হয়।

পাত্র-পাত্রীর মাঝেই বিবাহের উদিষ্ট সুষ্ঠরুপে কল্যান সাধিত হয়। কেননা ভদ্র মহিলা নিম্ন শ্রেণীর লোকের 'শয্যা সংগিনী' হওয়া পছন্দ করে না। সুতরাং স্বামীর দিক থেকে বিষয়টি বিবেচনা করা জরুরী। স্ত্রীর দিক থেকে বিষয়টি ভিন্ন। কেননা স্বামী হল শয্যা ব্যবহারকারী। ফলে শয্যার নিকৃষ্টতা তাঁকে বিরক্ত করে না।

বুরহান উদ্দীন আবুল হাসান আলি, আল হিদায়া,ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, দ্বিতীয়প্রকাশ জুন২০০০,খ.২, পৃ. ২৮; কামালুদ্দীন মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহেদ ইবনে হুমাম, ফাতহুল কাদির, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব:তা.বি, খ.৭,পৃ ৪০

Dhaka University Institutional Repository

পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিম্নের দুটি হাদিস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

রাসুল (স.) বলেন :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, দুনিয়ার সবকিছুই (ক্ষনস্থায়ী) সম্পদ, তবে সব সম্পদের তুলনায় সতী-সাধ্বী রমনীই হল সর্বোত্তম সম্পদ।[১০]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

অর্থ: হযরত আবু হুরায়রা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নারীকে চারটি গুনের জন্য বিয়ে করা হয়। তাঁর অর্থ, বংশমর্যাদা, সৌন্দর্য ও তাঁর দ্বীনদারী। তুমি দ্বীনদার মেয়েকে বিয়ে করে সফল হও।[১১]

এসব হাদিস থেকে এটাই বুঝা যায় পাত্রী নির্বাচনের ব্যাপারে দ্বীনদারী ও সততাই সবচেয়ে বেশি বিবেচনাা করার বিষয়। কিন্তু যৌতুকের লোভে পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে আজকাল হাদিসের উক্ত পরামর্শ গ্রহণ করার মানসিকতা নেই।

---

[১০] আবুল হোসাইন আসাকিরুদ্দীন মুসলিম বিন হাজ্জাজ, *সহিহু মুসলিম*,প্রাগুক্ত, খ.৭ , পৃ.৩৯৭; . আবু আব্দুর রহমান আহমদ বিন সুয়াইব ইবনে আলী আননাসায়ি. *সুনানে নাসায়ি*, প্রাগুক্ত, খ.১০ , পৃ. ৩৩৫; আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াযিদ ইবনু মাজাহ, *সুনানে ইবনে মাজাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৪৫২; আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ বিন হাম্মল, *মুসনাদে আহমাদ বিন হাম্বল*, প্রাগুক্ত, খ.১৩ , পৃ. ৩১৭; আহমদ বিন হুসাইন বিন আলি আলবায়হাকি, প্রাগুক্ত, খ.৭ , পৃ.৮০; . আবু আব্দুর রহমান আহমদ বিন সুয়াইব ইবনে আলি আননাসায়ি. *সুনানে নাসায়ি*, প্রাগুক্ত, খ.৩ , পৃ. ২৭২

[১১] মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল বুখারি, *সহিহুল বুখারি*, প্রাগুক্ত, খ.১৬ , পৃ. ৩৩; . আবুল হোসাইন আসাকিরুদ্দীন মুসলিম বিন হাজ্জাজ, *সহিহু মুসলিম*,প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ.৩৮৮; আবুল ফজল যাইনুদ্দীন ইব্রাহিম বিন ইরাকি, *আল-মুসতাখরাজ*, প্রাগুক্ত, খ.৮ পৃ. ২৮৪

Dhaka University Institutional Repository

কাজেই প্রচলিত যৌতুক প্রথা সঠিক পাত্রী নির্বাচনে বিঘ্ন সৃষ্টি করে এবং লোভ-লালসার ঘৃন্য মনোবৃত্তি ও মানসিকতার সৃষ্টি করে।

পরিবার পরিচালনা ও যৌতুক প্রথা

ইসলামে পারিবারিক বিধানে পুরুষকে পরিবারের প্রধান করা হয়েছে। এ দায়িত্ব পালনের জন্য নারীগণের উপর কর্তৃত্ব করার অধিকার পুরুষকে দেয়া হয়েছে। পুরুষ তাঁর অধিকার ও ক্ষমতা অনুযায়ী পরিচালনার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন না করতে পারলে পারিবারিক জীবন সুন্দর, সুনিয়ন্ত্রিত ও সুশৃঙ্খল হতে পারে না। এজন্য পরিবারের মহিলাগন সকলেই পরিবারের প্রধান কর্তার আনুগত্য করতে হয়। মহান আল্লাহ পুরুষকে এ কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা আরোপ করে নারীদের উপর উচ্চতর মর্যাদা দান করেছেন, যাতে স্ত্রী ইসলামের নির্দেশ মোতাবেক স্বামীর যথাযথ আনুগত্য করে। এ ছাড়া পুরুষকে পরিবারের সমস্ত ব্যয়ভারও বহন করতে হয়। স্ত্রীর যাবতীয় ভরন-পোষণের দায়িত্ব স্বামীর উপর ন্যস্ত থাকে।

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

অর্থ: পুরুষ নারীর কর্তা, কারণ আল্লাহ তাঁদের একজনকে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং এজন্য যে পুরুষ তাঁদের জন্য ধন-সম্পদ ব্যয় করে।[১২]

মহান আল্লাহ পুরুষকে নারীদের পরিচালক, ব্যবস্থাপক ও প্রসাশক করার দু'টি কারণ উল্লেখ করেছেন।

ক. স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা পুরুষকে প্রকৃতগত ভাবেই সাধারণত নারীর উপর মর্যাদা দান করে সৃষ্টি করেছেন। এটি আল্লাহর সৃষ্টি কৌশল।

খ. দ্বিতীয়টি, পুরুষ নারীদের ভরণ-পোষনের জন্য অর্থ ব্যয় করে। আল্লাহ প্রদত্ত মর্যাদা ও অর্থ ব্যয়ের কারণে পুরুষকে নারীর উপর কর্তৃত্ব করার অধিকার ও ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। কিন্তু এ ক্ষমতাবলে যা ইচ্ছা তাই করার অধিকার পুরুষকে দেয়া হয়নি। এ ক্ষমতাবলে তাঁকে এমন কোন কাজ করার অধিকার দেয়া হয়নি যা করলে আল্লাহর নিকট অপরাধী হতে হয়।

---

[১২] আল-কুরআন ৪ ঃ ৩৪

Dhaka University Institutional Repository

পারিবারিক জীবনে ইসলামের এই ভারসাম্যপূর্ণ মৌলিকনীতি প্রচলিত যৌতুক প্রথার কবলে পড়ে সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হতে পারে না। কারণ অনেক ব্যক্তিত্বহীন স্বামী অধিক যৌতুক পাওয়ার কারণে স্বাভাবিকভাবে স্ত্রীর নিকট অযথা ছোট হয়ে থাকে এবং স্ত্রীর ইচ্ছা অনুযায়ী সব কাজ করে থাকে। এরূপ স্বামীর উপর স্ত্রীর প্রাধান্যই বেশি থাকে। অধিক যৌতুকের কারণে সাধারণত এরূপ হয়। অপরদিকে যৌতুক না পেলে অনেক স্বামী তাঁর স্ত্রীর উপর অত্যাচারের মাধ্যমে তাঁর পৌরুষ প্রকাশ করে। সেক্ষেত্রে স্বামী তাঁর ক্ষমতার অপব্যবহার করে। ফলে এই উভয় দিক দিয়েই যৌতুক প্রথার কারণে স্বামী ও স্ত্রীর পারিবারিক জীবন ভারসাম্যপূর্ণ হতে পারছে না। অধিকন্তু এর ফলে কুরআনের বানী অর্থাৎ আল্লাহর আইন লংঘিত হতে থাকে।

আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী নারীদের সমস্ত প্রকার ভরণ-পোষণসহ যাবতীয় ব্যয় বহনের দায়িত্ব পুরুষের উপর বর্তায়। এ ক্ষেত্রে বর্তমানে উল্টো পুরুষের যৌতুকের দাবী ও শর্ত করা এবং তা আদায় করার জন্য চাপ প্রয়োগ ও অত্যাচার করা সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী কাজ। কাজেই যে যৌতুক প্রথার এত কুফল বাস্তবে পরিলক্ষিত হচ্ছে, তাঁর হাত থেকে সমাজকে মুক্তি দানের ব্যবস্থা করা অপরিহার্য।

যৌতুক মানবতা বিবর্জিত একটি সামাজিক প্রথা

বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থার অভিশাপের গ্লানিময় দিক হল যৌতুক প্রথা। কোন সুদূর অতীতে এই নির্লজ্জ প্রথাটির সূচনা হয়েছিল তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা না গেলেও এটি যে মানব সভ্যতার ইতিহাসে একটি লজ্জাস্কর কলঙ্কের ইতিহাস, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এটি দীর্ঘদিনের পুরাতন একটি বিষফোঁড়া। এই লজ্জাজনক যৌতুক প্রথার নিকট কত অসহায় মানুষকে আত্মবিসর্জন দিতে হয়েছে তাঁর কোন সীমা পরিসীমা নেই। কত অসহায় নারীকে মুখ বুজে সহ্য করতে হয়েছে লাঞ্চনা তাঁর কোন হিসাব নেই। মনুষ্যত্বের এই অবমাননা আর মানব সমাজের এই নির্লজ্জতা ও পংকিলতা বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার উন্নয়নকে করেছে বাধাগ্রস্থ। সমাজ সংস্কার ও সমাজের উন্নয়নকে করেছে ব্যহত। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া "যৌতুকের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন" শীর্ষক এক বাণীতে গত ৯ ডিসেম্বর-২০০৩ ইং তারিখে উল্লেখ করেছেন "কোন জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন মাত্রা বিচারের একটি গুরুত্বপূর্ন নির্দেশক হচ্ছে সেখানকার নারীদের অবস্থা। বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, বাংলাদেশের নারীর উন্নয়নের পথ অনেক দূর এগিয়ে এসেছে। নারীরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে যোগ্যতার সঙ্গে ভূমিকা পালন করছে। নারীর উন্নয়ন এবং নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সরকার বিভিন্ন আইন প্রণয়ন ও কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। যেমন, আমরা উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষা অবৈতনিক করেছি, এসিডদগ্ধ আইন-২০০২ এবং নিয়ন্ত্রন আইন-২০০২ পাস করেছি। তথাপিও কিছু কিছু সামাজিক প্রথা নারীর সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার পথে এবং

Dhaka University Institutional Repository

নারী নির্যাতন রোধে বড় প্রতিবন্ধক হয়ে রয়েছে। এর একটি কারণ হচ্ছে যৌতুক প্রথা। যৌতুক ব্যবস্থা সরাসরি এবং কিছু ক্ষেত্রে ছদ্মাবরণে সমাজে টিকে রয়েছে। ফলে নারীরা যৌতুকের নামে সহিংসতা ও অবমাননাকর পরিস্থিতির শিকার হচ্ছে। বলা বাহুল্য, দেশের নারী নির্যাতনের মূল কারণ হচ্ছে যৌতুক। যৌতুকের কারণে সহিংসতা রোধে আইন হয়েছে। কিন্তু যৌতুক একটি জটিল সামাজিক প্রবঞ্চনা। অবশ্য এর সঙ্গে অর্থনৈতিক বিবেচনাও জড়িত থাকে, বিশেষ করে দারিদ্র শ্রেণীর জন্য। সে জন্য যৌতুক প্রথার বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন দারকার। ইসলাম ধর্ম এবং সামাজিক মূল্যবোধ যৌতুক ও যৌতুক সংশ্লিষ্ট নিষ্ঠুরতা সমর্থন করে না। যৌতুক প্রথা দেশ ও জাতি হিসেবে আমাদের জন্য সম্মানের নয়। দাবী করে যৌতুক নেয়া এবং দাবী ছাড়া যৌতুক নেয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এই কুপ্রথা থেকে আমাদের মুক্ত হতে হবে"।[১৩]

ঘাতক ব্যধি যৌতুকের কারণ

বর্তমান সমাজে অর্থনৈতিক যে দারুন সমস্যা, এ থেকে এই যৌতুক প্রথার প্রসার ঘটেছে। দারিদ্র, বেকারত্ব বা স্বল্প আয়ের পাত্র কিংবা তাঁর অভিভাবকের অর্থনৈতিক সমস্যা নিরসণের লক্ষ্যে যৌতুক দাবী করে থাকে।

বর্তমানে আমাদের সমাজের বেকার সমস্যার কারণে পাত্রীপক্ষ বরকে একটি চাকুরি দিয়ে দিলে ছেলে মেয়েকে বিয়ে করতে রাজি হয়। এটি বর্তমান সমাজের যৌতুকের একটি ভিন্নরূপ হিসেবে পরিগনিত হয়েছে।

আবার এমনও আছে, অনেক মেধাবী ছেলেকে তাঁর অভিভাবক পড়াতে পারছেন না, গ্রামের প্রভাবশালী কোন ব্যক্তি ছেলেকে পড়িয়ে তাঁর সাথে অশিক্ষিত মেয়ে বিয়ের ব্যবস্থা করে। আবার অনেক ছেলে লেখা-পড়ার জন্য অনেক সময় কোন ভাল কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে লজিং থাকে। লজিং মাস্টারের বা তাঁর কোন আত্নীয়-স্বজনের মেয়ে তাঁর সাথে বিয়ে দিতে উদ্যত হয়।

আমাদের সমাজে অনেকেই নিজের উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করার লক্ষ্যে যৌতুক দাবী করে বসে। এর ভবিষ্যত গড়ার স্বপ্নে অর্থ, বাড়ী, গাড়ী, ও মূল্যবান আসবাবপত্রের লোভে যৌতুক দাবী করে। আবার গ্রামে অনেক পরিবার আছে

[১৩] শেখ মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *যৌতুক একটি অপরাধ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ:, দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রকাশকাল, জানুয়ারি ২০০৭, পৃ. ৩৩-৩৪

Dhaka University Institutional Repository

যারা যৌতুক পাওয়াকে মর্যাদার মাপকাঠি মনে করে। তাঁদের ধারণা, বড় আকারের যৌতুক না পেলে সমাজে মুখ দেখানোই দায় হয়ে দাঁড়াবে।
যৌতুকপ্রাপ্ত বন্ধুদের বা আত্মীয়-স্বজনের কুপরামর্শেও অনেক পাত্র যৌতুক দাবী করে। আবার অনেক পরিবার এমনও আছে, নিছক চিত্ত বিনোদনের জন্য যৌতুক দাবী করে। যেমন, টিভি, ফ্রিজ, সোফা সেট ইত্যাদি।

যা হোক, বর্তমান সমাজে যৌতুকের নিম্নোক্ত কারণ সমূহ উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ

০১.মহিলাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ যৌতুকের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। সুতরাং পাত্রপক্ষকে খুশি রাখতে মেয়েপক্ষ যৌতুক দিতে বাধ্য হয়।

০২.মেয়ের বিয়ের বয়সসীমা অতিক্রমের ভয়ে কন্যাপক্ষ যৌতুকের দাবী মেনে নিতে বাধ্য হয়। আমাদের দেশের মেয়েদের বিয়ের বয়সসীমা সাধারণত পুরুষের তুলনায় কম।

০৩.উচ্চবংশ, উচ্চশিক্ষা, উচ্চবিত্ত ইত্যাদি খুঁজতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে তুলনামূলক নিম্ন মর্যাদার কন্যাপক্ষ স্বেচ্ছায় যৌতুক দিয়ে থাকে।

০৪.পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে সাধারণত সুন্দরী পাত্রীদের বেশি প্রাধান্য দেয়া হয়। এক্ষেত্রে যেসব মেয়ে কম সুন্দরী বা কালো, সেসব ক্ষেত্রে মেয়েপক্ষ মেয়েকে পাত্রস্থ করার জন্য যৌতুক দিতে এগিয়ে আসতে বাধ্য হয়।

০৫.অনেক সময় মেয়েপক্ষ মেয়ের ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, ছেলে পক্ষকে যৌতুক দিয়ে থাকে।

০৬.অনেক ক্ষেত্রে সম্ভ্রান্ত এবং অর্থের দিক থেকে অনেক অগ্রসর পরিবার সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এরকম ধারণার বশবর্তী হয়ে ছেলেপক্ষকে প্রচুর যৌতুক প্রদান করে থাকে।
পৃথিবীতে মোটামুটি সকল ধর্মের বিধি-বিধান, আচার-অনুষ্ঠান নির্ধারিত হয়েছে মানুষের কল্যাণের জন্য, মানুষের মুক্তির পথ প্রদর্শনের জন্য। ইসলামের আবির্ভাবের পর থেকে ইসলামে বিবাহ না বিবাহোত্তর লেন-দেন তথা যৌতুককে প্রশ্রয় দেয়া হয়নি। যৌতুক এমন একটি বিষয় যা নারীত্বের অবমাননা। যৌতুক মেয়ের অভিভাবকের

Dhaka University Institutional Repository

দুঃখ-দুর্দশা, সামাজিক অবক্ষয় আর অন্তহীন লোভ-লালসার জন্ম দেয়। যৌতুকের বিষয়ে কুরআন-হাদীসে কোনই সমর্থন নেই, বরং উল্টোটা বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে একজন ইংরেজ লেখকের বাণী খুবই প্রণিধানযোগ্যঃ

When Marriage is formed with the money, it`s nothing but a legal prostituton for which government is giving openly license for the sake of a tax.

অর্থ: বিবাহ যখন টাকা-পয়সার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়, তখন এটা বিবাহ হয় না, এটা হয় একটি পতিতাবৃত্তি, যে পতিতাদের জন্য সরকার একটি কর নির্ধারণ করে দিয়েছে।[১৪]

ইসলামে নারীদের দিয়েছে সামাজিক মর্যাদা। পিতার সম্পত্তিতে অংশিদারিত্ব। পবিত্র কুরআন ও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর জীবন-যাপনের বিধান।

ইসলামি শরিয়ত অনুযায়ী পাত্রের সামর্থ্য, পাত্রীর সৌন্দর্য, গুন, বংশমর্যাদা ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে পাত্র কর্তৃক দেনমোহর প্রদানের কথা বলা হয়েছে। এই দেনমোহর স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বা নগদ অর্থের মাধ্যমে নির্ধারণ করার কথা বলা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ এ বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন :

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

অর্থ: তোমরা স্ত্রীদেরকে খুশি মনে তাঁদের মোহর দিয়ে দাও।[১৫]

সুতরাং ইসলামের দৃষ্টিকোন থেকে যৌতুক দান ও গ্রহণ সম্পূর্নরূপে অমানবিক একটি ঘৃণিত কাজ হিসেবে বিবেচিত।

আজকের পত্র-পত্রিকা খুললেই দেখা যায়, যৌতুক না দিতে পারায় গলা টিপে স্ত্রী হত্যা, এসিড নিক্ষেপ করে স্ত্রীর শরীর ঝলসে দেয়া, যৌতুকের টাকা সংগ্রহ করতে না পেরে মেয়ে বা মেয়ের পিতার আত্মহত্যা ইত্যাদি ইত্যাদি। এগুলো সবই মানবতা বিবর্জিত বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার এক বীভৎস চিত্র। বিভিন্ন তথ্য ও সংবাদপত্র থেকে এ প্রসঙ্গে একটি করুন চিত্র আমরা পাই।

যেমন, ১৯৮২ সাল থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত দশ বছরে যৌতুকের কারণে নির্যাতনের শিকার হয়েছে ৬৪৪ জন নারী।

---

[১৪] শেখ মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *যৌতুক একটি অপরাধ:*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ: ২০০৭, পৃ. ৩৭

[১৫] আল কুরআন ৪ : ৪

Dhaka University Institutional Repository

২০০৩ সালের জুলাই মাসে প্রাপ্ত জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউ.এন.ডি.পি.) র এক রিপোর্ট অনুযায়ী বলা হয়েছে, গত ১০ বছরে বিভিন্ন দুর্ঘটনার মধ্যে ৫০% নারী যৌতুকের কারণে শারীরিক বা মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে।

এই রিপোর্টে বলা হয়েছে, ২০০৩ সালে সারাদেশে অন্তত ১২৮ জন মহিলা খুন হয়েছে যৌতুকের কারণে। স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা করেছে ১৮ জন, আর নির্যাতনের শিকার হয়েছে ৪০ জন। যৌতুক দিতে অক্ষম হওয়ায় তালাকপ্রাপ্তা হয়েছে ১৪ জন। একই বছরে যৌতুকের কারণে সারা বাংলাদেশে ২,৭৭১ টি মামলা হয়েছে।

২০০৩ সালের জানুয়ারি থেকে ২০০৪ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী যৌতুকের জন্য হত্যা করা হয়েছে ২৬২ জনকে। যৌতুকের নির্যাতিত নারীর সংখ্যা ১২৪ জন। যৌতুকের কারণে এসিডদগ্ধ করা হয়েছে ১২ জনকে। আত্মহত্যা করেছে ৯ জন। কিন্তু যৌতুকের কারণে ১২৪টি নির্যাতনের মধ্যে মামলা হয়েছে মাত্র ৭০টি, হত্যার মামলা হয়েছে ১৬৬টি, এসিডদগ্ধের জন্য মামলা হয়েছে ৮টি, অগ্নিদগ্ধের জন্য ৫টি।[১৬]

যৌতুকের নির্মম ও নিষ্ঠুর হাত থেকে নারীসমাজকে মুক্ত করার লক্ষ্যে ১৯৮০ সালে যৌতুক নিষিদ্ধকরণ আইন প্রণীত হয়। এ আইন বলবৎ হওয়ায় কোন ব্যক্তি যৌতুক গ্রহণ বা প্রদান করলে অথবা যৌতুক প্রদান বা গ্রহণে সহায়তা করলে সে সর্বাধিক এক বছরের কারাদণ্ড বা সর্বাধিক ৫,০০০/- টাকা জরিমানা বা *উভয় দণ্ডে দণ্ডিত* হবে।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে ২০০০ (সংশোধিত-২০০৩) এর আওতায় যৌতুকের জন্য মৃত্যু ঘটানো বা মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টা করলে অথবা উক্ত নারীকে মারাত্মকরূপে জখম করলে অর্থদণ্ড, সারাজীবন কারাদণ্ড এবং সর্বোচ্চ মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হবে বলে উল্লেখ আছে।

বাংলাদেশের সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাংলাদেশ জাতীয় সমাজ কল্যাণ পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত গত ২০ জুন ২০০৪ ইং তারিখে "যৌতুক ঃ ধর্ম ও নীতি বিবর্জিত একটি সামাজিক ব্যাধি" শীর্ষক গোল টেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত গোল টেবিল বৈঠকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় সমাজ কল্যান মন্ত্রী জনাব আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ বলেন, 'বিয়েকে কঠিন করে দেয়ায় যৌতুক প্রথার মতো অনেক সামাজিক ব্যধি বৃদ্ধি

[১৬] শেখ মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *যৌতুক একটি অপরাধ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ: ২০০৭, পৃ. ৩৭-৩৮।

পেয়েছে। তিনি আরো বলেন, ইসলামের সাথে প্রগতিশীলতা, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও নারী শিক্ষার কোন সাংঘর্ষিক সম্পর্ক নেই। অথচ ইসলামের ব্যাপারে অজ্ঞতার কারণে এর উল্টোটা মনে করা হচ্ছে। যৌতুক একটি সামাজিক অভিশাপ এ বিষয়ে কোন বির্তক নেই। ইসলামে বহুবিবাহ ও যৌতুককে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। পক্ষান্তরে নারীর অধিকার আদায়ে মোহরানা ফরয করা হয়েছে। এতে হস্তক্ষেপ করার অধিকার কারো নেই। তবে তা নির্ধারণ করতে হবে বরের সামর্থ্য অনুযায়ী"।[১৭]

২০০০ সালে নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দফতরে ১৮০টি দেশের প্রতিনিধিগণ নারী উন্নয়নের পক্ষে সমবেত হন। সম্মেলনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন ফার্ষ্ট লেডি হিলারি ক্লিনটন বলেছিলেন, *"যখন যৌতুকের জন্য নারীকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হচ্ছে, তখন বুঝতে হবে আমরা অনেক পিছিয়ে আছি। আমাদের এখনো অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে"*।[১৮]

যৌতুক নিষিদ্ধকরণ আইন

বাংলাদেশে ১৯৮০ সালে যৌতুক নিষিদ্ধকরনের উপর একটি আইন পাশ করা হয়েছে, উক্ত আইনটি এখানে হুবহু উল্লেখ করা হল।

যৌতুক নিষিদ্ধকরণ আইন, ১৯৮০

Dowry prohibition Act, 1980

[১৯৮০ সালের ৩৫ নং আইন]

বিবাহে যৌতুক প্রদান বা গ্রহণ নিষিদ্ধ করিবার জন্য আইন। যেহেতু বিবাহে যৌতুক প্রদান বা গ্রহণ নিষিদ্ধ করিবার জন্য বিধান করা সমীচীন;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হল ঃ

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রারম্ভ ***(Short title and commencement)***

---

[১৭] শেখ মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *যৌতুক একটি অপরাধ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ: ২০০৭, পৃ. ৩৮

[১৮] শেখ মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *যৌতুক একটি অপরাধ*, প্রাগুক্ত: পৃ. ৩৯

Dhaka University Institutional Repository

০১.এই আইনকে "যৌতুক নিষিদ্ধকরণ আইন, ১৯৮০" নামে অভিহিত করা হল।

০২.সরকার অফিসিয়েল গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে যে তারিখ নির্দিষ্ট করবেন সে তারিখেই ইহা বলবত হবে।

২। সংজ্ঞা *(Definition)*

এই আইনে বিষয়ে বা প্রসঙ্গে প্রতিকূল কোন কিছু না থাকলে "যৌতুক" বলতে-

(ক) বিবাহে একপক্ষ কর্তৃক অপর পক্ষকে; অথবা

(খ) বিবাহে কোন এক পক্ষের পিতা মাতা কর্তৃক বা অন্য যে কোন ব্যক্তি কর্তৃক অপর পক্ষকে বা অপর কোন ব্যক্তিকে, বিবাহকালে বা বিবাহের পূর্বে বা পরে যেকোন কালে উক্ত পক্ষগণের বিবাহে পণ হিসেবে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রদত্ত বা প্রদান করতে সম্মত যে কোন সম্পত্তি বা মূল্যবান জামানতকে বুঝায়, তবে যে সকল ব্যক্তির ক্ষেত্রে মুসলিম ব্যক্তিগত আইন (শরিয়ত) প্রযোজ্য সে সকল ব্যক্তির দেনমোহর বা মোহর অর্ন্তভূক্ত করে না।

ব্যাখ্যা-১। সন্দেহ নিরসনের জন্য এতদ্বারা ঘোষণা করা হল যে, কোন বিবাহের সময় বিবাহের কোন পক্ষকে বিবাহের পক্ষ নয় এমন যে কোন ব্যক্তি কর্তৃক অনধিক পাঁচশত টাকা মূল্যের দ্রব্য সামগ্রীর আকারে প্রদত্ত কোন উপহার এই ধারার অর্থানুসারে যৌতুক বলে গণ্য হবে না, যদি তা উক্ত পক্ষের বিবাহের পণ হিসেবে প্রদত্ত না হয়।

ব্যাখ্যা-২। "মূল্যবান জামানত" অভিব্যক্তিটি দণ্ডবিধির (১৯৮০ সালের ৪৫ নং আইন) ৩০ ধারায় যে অর্থে ব্যবহৃহ হয়েছে সেই একই অর্থ বহন করে।

নজির

ধারা-২,৪ এবং ৬ ঃ স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে স্বামীর বাড়িতে লইয়া যাওয়ার শর্তে ১০,০০০/- টাকা দাবি করা যৌতুক বলে গণ্য হবে *[Reazul Karim Vs. Mst. Taslima Begum and onother, 40 DLR (1988) 360]*

যৌতুক নিষিদ্ধকরণ আইন, ১৯৮০-এর ২ ধারায় প্রদত্ত যৌতুকের সজ্ঞায় দেখা যায় যে, যৌতুক বলতে বিবাহের এক পক্ষ দ্বারা অপর পক্ষকে বা বিবাহের কোন এক পক্ষের পিতামাত কর্তৃক অন্য যে কোন ব্যক্তি কর্তৃক অপর পক্ষকে অথবা অপর কোন ব্যক্তিকে বিবাহকালে, বিবাহের আগে বা পরে যেকোন সময় উক্ত পক্ষদের বিবাহের পণ হিসেবে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রদত্ত অথবা প্রদান করতে সম্মত যেকোন সম্পত্তি বা মূল্যবান জামানত বুঝায় *[Reazul Karim Vs. Taslima Begum and onother, 40 DLR (1988) 360]*

বিবাহ বলতে কেবলমাত্র বিবাহের অনুষ্ঠানকে বুঝায় না এবং অর্ন্তভুক্ত করে না, বরং বিবাহ দ্বারা স্বামী স্ত্রী উভয়ের জন্য বৈধ আইনগত অবস্থার সৃষ্টি হওয়া বুঝায় যা মৃত্যু দ্বারা উভয়ে পৃথক না হওয়া পর্যন্ত অথবা বিবাহ বর্তমান থাকা পর্যন্ত চলতে থাকে এবং স্বীকৃত হয় প্রাত্যহিক জীবনে *[Reazul Karim Vs. Mst. Taslima Begum and onother, 40 DLR (1988) 360]*

বিবাহ কেবলমাত্র একটি অনুষ্ঠান নয় বরং বিবাহ দ্বারা পদমর্যাদার ***[status]*** সৃষ্টি হয় *[Reazul Karim Vs. Mst. Taslima Begum and onother, 40 DLR (1988) 360]*

স্ত্রীর নিকট হতে অথবা স্ত্রীর আত্মীয়-স্বজনদের নিকট হতে স্বামী কর্তৃক বিবাহের পরে স্ত্রীকে স্ত্রীর পদমর্যাদা দেয়া যেমন স্ত্রীর ভরণ-পোষণ করা, স্ত্রী হিসেবে তাকে আশ্রয় দেয়ার শর্তে টাকা অথবা মূল্যবান জামানত দাবি করা হলে তা বিবাহের বিনিময়ে অর্থ দাবি করা বুঝাবে *[Reazul Karim Vs. Mst. Taslima Begum and onother, 40 DLR (1988) 360]*

ধারা-২ঃ বিবাহের পণ হিসেবে যে সম্পত্তি দেয়া হয় বা দিবার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় তাকে 'যৌতুক' বলা হয়।

"যৌতুক" শব্দের অর্থ পূর্ণ অর্থের ধারণার জন্য অনেকগুলো উপাদান একত্রিতভাবে দেখতে হবে; যেমন-
প্রথমত ঃ যৌতুক বলতে কোন সম্পত্তি মূল্যবান জামানত হতে হবে।

দ্বিতীয়ত ঃ (ক) এবং (খ) উপাধিতে বর্ণিত পক্ষগণ কর্তৃক বা পরোক্ষভাবে উক্ত যৌতুক প্রদান বা প্রদানের সম্মতি থাকতে হবে;

তৃতীয়ত ঃ বিবাহের সময়ে বা পূর্বে বা পরে যেকোন সময়ে ইহা প্রদান বা প্রদানের সম্মতি দিতে হবে, এবং শেষতঃ ইহা পক্ষদের মধ্যকার বিবাহের প্রতিদান হিসেবে প্রদান করতে হবে। সুস্পষ্টভাবে "যৌতুক" বলতে যাহা বুঝায় তা হল বিবাহের পক্ষদের মধ্যে বিবাহের পণ হিসেবে যে সম্পত্তি বা মূল্যবান জামানত দেয়া হয় বা দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় তা "যৌতুক" বলে গণ্য হবে *[Mihir Lal Shaha poddar Vs. Zhunu Rani Saha, 37 DLR (1985) 227]*

ধারা-২ এবং ৪ ঃ আইন প্রনেতাগণ ইহা দেখতে সর্তকতা গ্রহণ করেছেন যে, বিবাহের সময় বা পূর্বে যৌতুক গ্রহণ বা দেয়া বা তাতে সহায়তা করাই শুধু অপরাধ নহে বরং বিবাহের পরে তা দাবি করাও অপরাধ *[Abul Bashar Howlader Vs. State and another, 46 DLR (1994) 169]*

৩। যৌতুক প্রদান বা গ্রহণের জন্য দণ্ড *[penalty for giving or taking dowry]*

এই আইনের কার্যকারিতা আরম্ভ হওয়ার পর যদি কোন ব্যক্তি যৌতুক প্রদান বা গ্রহণ করে অথবা প্রদান বা গ্রহণে প্ররোচনা দেয়, তা হলে সে কারাদণ্ডে পাঁচ বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে এবং এক বৎসরের কম নহে কারাদণ্ডে বা জরিমানায় কিংবা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

৪। যৌতুক দাবি করিবার জন্য দণ্ড *[penalty for demanding dowry]*

এই আইনের কার্যকারিতা আরম্ভ হবার পর যদি কোন ব্যক্তি ক্ষেত্রমতে বর বা কনের পিতামাতা বা অভিভাবকের নিকট হতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন যৌতুক দাবি করে, তা হলে সে পাঁচ বৎসর মেয়াদ পর্যন্ত বর্ধনযোগ্য এবং এক বৎসর মেয়াদের কম নহে, কারাদণ্ডে বা জরিমানায় বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

৫। যৌতুক প্রদান বা গ্রহণের চুক্তি বাতিল গণ্য হবে *[Agreement for giving or taking dowry to be void]*

যৌতুক প্রদান বা গ্রহণের যেকোন চুক্তিপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

৬। স্ত্রী বা তার উত্তরাধিকারীগণের উপকারার্থে যৌতুক ঃ

(এই ধারাটি ১৯৮৪ সনের ৬৪ নং অধ্যাদেশ দ্বারা বাদ দেয়া হয়েছে।)

Dhaka University Institutional Repository

৭। অপরাধ আমলে লওয়া ***[Cognizance of offences]***

১৮৯৮ সনের ফৌজদারী কার্যবিধিতে (১৮৯৮ সনের ৫ নং আইন) যেকোন কিছু থাকা সত্ত্বেও ঃ

(ক) প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের অধঃস্তন কোন আদালতই এই আইনের অধীন কোন অপরাধের বিচার করবেন না।

(খ) কোন আদালতই উক্ত অপরাধের তারিখ হতে এক বৎসরের মধ্যে অভিযোগ আনয়ণ করা ব্যতীত কোন অপরাধ আমলে আনবেন না।

(গ) এই আইনের অধীন কোন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত কোন ব্যক্তিকে এই আইন দ্বারা অনুমোদিত যেকোন দণ্ড প্রদান করা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের জন্য আইনসম্মত হবে।

৮। অপরাধ আমল অযোগ্য, জামিন অযোগ্য এবং আপোসযোগ্য বলে গণ্য হবে ***[Offences to be non-cognizable, non-bailable and compoundable]***

এই আইনের অধীন প্রতিটি অপরাধ আমল অযোগ্য, জামিন অযোগ্য এবং আপোসযোগ্য বলে গণ্য হবে।

৯। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা ***[power to make Rules]***

০১.সরকার অফিসিয়াল গেজেটে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই আইনের উদ্দেশ্যাবলী সাধনে বিধিমালা প্রণয়ন করতে পারেন।

০২.এই ধারার অধীনে প্রণীত প্রত্যেক বিধি ইহা প্রণীত হওয়ার পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সংসদে উপস্থাপন করতে হবে এবং যে অধিবেশনে উহা উপস্থাপিত হল সে অধিবেশন শেষ হওয়ার পূর্বেই যদি সংসদ উহাতে কোন পরিবর্তন আনিতে সম্মত হয় বা এই মর্মে সম্মত হয় যে বিধি প্রণয়ন করা হবে না, তা হলে উক্ত বিধি তদনুযায়ী ক্ষেত্রমতে শুধুমাত্র সেই পরিবর্তিত আকারে কার্যকর হবে অথবা আদৌ কার্যকর হবে না, এই সাপেক্ষে যে, উপরোক্ত যেকোন পরিবর্তন বা নাকচকরণ উক্ত বিধির অধীনে ইতিপূর্বে করা কোন কিছুর সিদ্ধতার হানি করবে না।[১৯]

---

[১৯] এস. এ. হাসান, *পারিবারিক আদালত আইন ও বিধিমালা*, বাংলাদেশ ল' বুক কোম্পানী, বাংলাবাজার, ঢাকা: ২০০২,পৃ. ১৩৩-১৩৬

Dhaka University Institutional Repository

নবম অধ্যায়

ইসলাম ও বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে দেনমোহর

Dhaka University Institutional Repository

নবম অধ্যায়

ইসলাম ও বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে দেনমোহর

আলোচ্য প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে "ইসলাম ও বর্তমান আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে দেনমোহর"। তাই সঙ্গত কারণেই বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে দেনমোহর বিষয়ে আলোচনা করা দরকার। এ বিষয়টি ফলপ্রসু আলোচনার জন্য তিনটি বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা নেয়া দরকার। তা হচ্ছে

নারীর অধিকার

নারীর অধিকার প্রসঙ্গে অন্যান্য ধর্ম

নারীর অধিকার প্রসঙ্গে ইসলাম

এ তিনটি বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া গেলে বর্তমান আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে দেনমোহরের গুরুত্ব সহজেই বুঝা যাবে। তাই ধারাবাহিক ভাবে আলোচনাগুলো উপস্থাপন করা হল।

নারীর অধিকারের পরিচয়

নারীর অধিকারের পরিচয় জানার পূর্বে জেনে নেয়া দরকার অধিকার কি? তাই অধিকারের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বিভিন্ন মনিষী নানা ভাবে সংঁজ্ঞায়িত করেছেন নিম্নে এর কয়েকটি তুলে ধরা হল :
শহীদ আয়াতুল্লাহ ড. মুর্জতা মুতাহ্হারি বলেন " স্বাধীনতা, সুবিচার ও শান্তির ভিত্তি হচ্ছে মানব পরিবারের সকল সদস্যের জন্মগত ও স্বাভাবিক মর্যাদা এবং তাদের অভিন্ন ও হস্তান্তর অযোগ্য অভিন্ন অধিকারের স্বীকৃতি। আর এ সকল সুযোগ সুবিধাগুলো হচ্ছে অধিকার।[১]

যেহেতু মানবাধিকারের স্বীকৃতিহীনতা ও অবমূল্যায়নের পরিনতিতে পৈশাচিক কার্যকলাপের উদ্ভব হয়েছে যা মানব জাতির চেতনাকে বিদ্রোহী করে তুলেছে এবং এ কারণে এমন একটি বিশ্বের আত্মপ্রকাশ মানব জাতির সর্বোচ্চ আশা আকাঙ্খা হিসেবে ঘোষিত হয়েছে যেখানে মানব জাতির সদস্যরা তাদের চিন্তা ও মত প্রকাশে স্বাধীন এবং ভয়ভীতি ও দারিদ্র থেকে মুক্ত থাকবে,

---

[১] শহীদ আয়াতুল্লাহ ড. মুর্তাজা মোতাহ্হারি, *নিযামে হুকুকেযন দর ইসলাম*, আলহুদা আন্তাজাতিক সংস্থা, ঢাকা: ২০০৭, পৃ.১৩৭

Dhaka University Institutional Repository

যেহেতু মূলতঃ আইনের বাস্তবায়নের মাধ্যমে মানবিক অধিকারকে সহায়তা করা প্রয়োজন যাতে মানুষ সর্বশেষ প্রতিবিধান হিসেবে জুলুম ও চাপের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করতে বাধ্য না হয়, যেহেতু মূলত জাতিসমুহের মধ্যে বন্ধুত্বমূলক সম্পর্ক সম্প্রসারণ করাকে উৎসাহিত করা প্রয়োজন।

যেহেতু জাতিসংঘের জনগণ মানবাধিকারে, ব্যক্তি মানুষের মর্যাদা ও মূল্যমানে এবং নারী ও পুরুষের সমানাধিকারে স্বীয় বিশ্বাসের কথা দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, সামাজিক অগ্রগতি সাধনে সাহায্য করবে এবং অধিকতর মুক্ত পরিবেশে উন্নততর জীবন যাপন পরিবেশ তৈরী করবে,

সেহেতু সাধারণ পরিষদ এই বিশ্ব মানবাধিকারের ঘোষণাকে সকল জনগণ ও সকল জাতির অভিন্ন আকাঙ্খা হিসেবে ঘোষণা করছে যাতে সকল ব্যক্তি ও সমাজের সকল অংশই এ ঘোষণাকে সব সময় গুরুত্ব প্রদান করে এবং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যাতে এ অধিকার ও স্বাধীনতা সমুহের প্রতি সম্মানবোধ সম্প্রসারিত হয়, আর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ক্রমান্নয়িক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে এসবের স্বীকৃতি এবং সদস্য জাতিসমুহের মধ্যে ও সেসব দেশে বসবাসকারী জনগণের মধ্যে প্রকৃত ও কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত হয়, সে লক্ষ্যে চেষ্টা চালায়।

উপরে যে সোনালী বাক্যসমুহ উদ্ধৃত হল তা হচ্ছে বিশ্ব মানবাধিকারের ঘোষণার ভুমিকা। এ হচ্ছে সেই ঘোষণার ভুমিকা যে সম্পর্কে বলা হয় ঃ এ হচ্ছে এ পর্যন্ত মানবিক অধিকারের স্বীকৃতির ধারাবাহিকতায় বিশ্বের মানবমন্ডলীর জন্যে সবচেয়ে বড় অর্জন। এর প্রতিটি বাক্য ও প্রতিটি শব্দই অত্যন্ত ভেবেচিন্তে ব্যবহার করা হয়েছে। এটি হচ্ছে বিশ্বের মুক্তিকামী ও অধিকার বিশেষজ্ঞ দার্শনিকগণের দীর্ঘ কয়েক শতাব্দি ব্যাপী চিন্তার বহিঃপ্রকাশ।[২]

উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে অধিকারের একটি স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া গেল এ পর্যায়ে আলোচনাা করা হবে নারীর অধিকার প্রসঙ্গে :

২ শহীদ আয়াতুল্লাহ ড. মুর্তাজা মোতাহ্হারি, *নিযামে হুকুকেযন দর ইসলাম*, আলহুদা আন্তাজাতিক সংস্থা, ঢাকা: ২০০৭, পৃ.১৩৮

Dhaka University Institutional Repository

"একজন নারীর স্বাধীনতা, সুবিচার ও শান্তির ভিত্তি হচ্ছে মানব পরিবারের সকল সদস্যের জন্মগত ও স্বাভাবিক মর্যাদা এবং তাদের অভিন্ন ও হস্তান্তর অযোগ্য অভিন্ন অধিকারের স্বীকৃতি। আর এ সকল সুযোগ সুবিধাগুলো হচ্ছে নারীর প্রকৃত অধিকার "।[৩]

ইসলামে নারীর অধিকার ও কর্তব্য আল্লাহ ও তার রাসূল (স.) নিশ্চিত করে দিয়েছেন। আর আল্লাহ ও তার রাসুল (স.) কারো অধিকার নির্ধারণ করতে গিয়ে এমন কোন সমাজকে সম্বোধন করেননি, যারা মহান আল্লাহর প্রেরিত পবিত্র ইসলামের পরিবর্তে অন্য কোন সভ্যতা, সমাজ ব্যবস্থার অনুসরণ করতে ইচ্ছুক । অবশ্য অমুসলিম নারীদের বেলায় কর্তব্য ও দায়িত্ব কমিয়ে দেয়ার পাশাপাশি অধিকারের ব্যাপারে কিছুটা ছাড় দিয়েছে। তাদের কিছু অধিকার তাদের নিজ নিজ ধর্ম মোতাবেক হয়ে থাকে। অধিকার দু ধরনের :

প্রথমত : সাধারণ অধিকার এ ব্যাপারেও নারী পুরুষ সবাই সমান।

দ্বিতীয়ত : নরনারীর পৃথক অধিকার এ অধিকার উভয়ের ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা কিন্তু হিসাব উভয়েরই সমান।[৪]

অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ আরো যে সকল অধিকার একজন পুরুষ ভোগ করবে সে সকল অধিকারগুলো সমান ভাবে একজন নারীও ভোগ করবে এটাই হচ্ছে নারীর অধিকার। তবে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান যার জন্য যেটা সেটাই তার জন্য যথাস্থানে বাস্তবায়িত হবে। তাছাড়া নারী ও পুরুষ যেহেতু আলাদা প্রকৃতির সেহেতু নারী তার প্রয়োজন অনুপাতে তার সুযোগ টুকু বিনা বাধায় ভোগ করাই হচ্ছে নারীর প্রকৃত অধিকার।

একজন নারী, নারী হিসেবে যেখানে যে অবস্থায় যে সকল মানবিক সুযোগ সুবিধা প্রয়োজন সেখানে সে অবস্থায় সে সুবিধার নিশ্চয়তা হচ্ছে নারীর অধিকার।[৫]

মানবাধিকারের ঘোষণার ভূমিকায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ

---

৩ শহিদ আয়াতুল্লাহ ড. মুর্তাজা মোতাহ্হারি, *নিযামে হুকুকেযন দর ইসলাম*, আলহুদা আন্তাজাতিক সংস্থা, ঢাকা: ২০০৭, পৃ.২৩৮

৪ নঈম সিদ্দিকি, *ডুবন্ত নারী ও ইসলাম*, শতাব্দি প্রকাশনী,৪৯১, মগবাজার ওয়ারলেস গেট, ঢাকা: ২০০৪, পৃ.২৩৬

৫ গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ব মানবাধিকারের ঘোষণা ৩০টি ধারায় বিন্যস্ত করা হয়েছে। অবশ্য এতে কোন কোন বিষয়ের একাধিক ধারায় পুনরোক্তি হয়েছে, অথবা অন্ততঃ কোন কোন ক্ষেত্রে এক ধারায় যা উল্লেখ করা হয়েছে তার ফলে অপর কতক ধারার বক্তব্যের আর প্রয়োজনীয়তা থাকে না। অন্যদিকে কোন কোন ধারাা একাধিক ধারায় বিভক্ত করার উপযোগী।[৬]

তবে ঘোষণাপত্রের ভূমিকায় যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এসেছে এবং যা বিবেচনার দাবি রাখে তা হচ্ছে :

১। মানুষ এক ধরণের হস্তান্তর অযোগ্য জন্মগত ও প্রাকৃতিক মর্যাদা, সম্মান ও অধিকারের অধিকারী।

২। মানুষের জন্মগত ও প্রাকৃতিক মর্যাদা, সম্মান ও অধিকার হচ্ছে সাধারণ ও সার্বজনীন মানব জাতির সকল সদস্য যার আওতাভুক্ত। এ ক্ষেত্রে কোনরূপ বৈষম্যের অবকাশ নেই; সাদা ও কালো, লম্বা ও খাটো, নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই এর অধিকারী। ঠিক যেভাবে এক পরিবারের সদস্যদের মধ্যে কেউ তাঁর মূল সত্ত্বাকে পরিবারের অন্য সদস্যদের তুলনায় অধিকতর সম্ভ্রান্ত ও অধিকতর বনেদী বলে মনে করতে পারে না, ঠিক সেভাবেই মানব জাতির সকল সদস্য এক বৃহত্তর মহাপরিবারের সদস্য ও এক বিশাল দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হিসেবে মর্যাদার বিচারে পরস্পর সমান। তাদের কারো পক্ষেই নিজেকে অন্যদের তুলনায় অধিকতর মর্যাদাবান বলে দাবি করা সম্ভব নয়।

৩। স্বাধীনতা, শান্তি ও সুবিচারের ভিত্তি হচ্ছে এই যে, সকল মানুষই তার বিবেকের গভীরে এ সত্যে অর্থাৎ মানুষের জন্মগত ও প্রকৃতিগত মর্যাদা ও সম্মানে বিশ্বাসী হবে এবং তাকে স্বীকার করবে।

এ ঘোষণা বলতে চায়, মানব জাতির সদস্যরা পরস্পরের জন্য যে সব দুঃখ-কষ্ট তৈরী করছে তার উৎস তথা যুদ্ধ-বিগ্রহ, জুলুম-অত্যাচার, সীমালঙ্ঘন এবং ব্যক্তি ও জাতিসমূহের পৈশাচিক কর্মকাণ্ডের উৎস হচ্ছে মানুষের জন্মগত ও স্বাভাবিক মর্যাদা ও সম্মানের স্বীকৃতিহীনতা। কতকের পক্ষ থেকে এই স্বাকৃতিহীনতা তাঁদের প্রতিপক্ষকে প্রতিবাদ ও বিদ্রোহে বাধ্য করে এবং এর ফলে শান্তি ও নিরাপত্তা বিপন্ন হয়।

---

[৬] শহিদ আযাতুল্লাহ ড. মুর্তাজা মোতাহ্হারি, *কুরআনের দৃষ্টিতে নারীর মানবিক মর্যাদা*, আলহুদা আন্তর্জাতিক প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা: ২০০৭, পৃ. ১৩৮

Dhaka University Institutional Repository

৪। সকল মানুষের জন্য যে সর্বোচ্চ আকাঙ্খার বাস্তব রূপায়নের চেষ্টা করা উচিৎ তা হচ্ছে এমন এক বিশ্বের আত্মপ্রকাশ যেখানে বিশ্বাস ও চিন্তার স্বাধীনতা, নিরাপত্তা ও বস্তুগত কল্যাণ পুরোপুরি নিশ্চিত হবে এবং শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা, ভয়-ভীতি ও দারিদ্র মূলোৎপাটিত হবে। ৩০ ধারা বিশিষ্ট এ ঘোষণাটি উক্ত আকাঙ্খা বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই প্রণীত হয়েছে।

৫। মানুষের অলঙ্ঘনীয় ও হস্তান্তর-অযোগ্য জন্মগত মর্যাদা ও সম্মানে বিশ্বাস শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে সকল মানুষের মধ্যেই সৃষ্টি করতে হবে।

মানুষ হিসেবে অধিকারের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মাঝে অধিকারের ক্ষেত্রে কোন ভেদাভেদ নেই। নারী এবং পুরুষের যার যতটুকু অধিকার পাওয়া দরকার তার ততটুকু সংরক্ষিত আছে তবে এ ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মাঝে যে সামঞ্জস্য হবে তা সাম্য না কি সমতা এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা প্রয়োজন।
তাই তা এ আলোচনা উপস্থাপন করা হলঃ

সাম্য, সমরূপতা

উপরে উদ্বৃত যুক্তিতে যে প্রমাণ-পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে তা হচ্ছে, মানবিক মর্যাদার ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের অভিন্নতার অনিবার্য দাবি যাতে অধিকারের ক্ষেত্রেও তাদেরকে অভিন্ন ও সমরূপ হতে হবে।
এখানে দর্শনের দৃষ্টিকোন থেকে যে বিষয়টির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করা প্রয়োজন তা হচ্ছে, মানবিক মর্যাদার ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের অভিন্নতার দাবি কি?

এর দাবী কি এই যে, তারা পরস্পর সমান অধিকার লাভ করবে যাতে কেউ অধিকারের দিক থেকে কোনরূপ বিশেষ সুবিধা ও অগ্রাধিকার না পায়?

নাকি এর দাবী এই যে, নারী ও পুরুষের অধিকার সমান হওয়ার পাশাপাশি সমরূপ ও অনুরূপ হতে হবে এবং কোনো রকমের কর্মবিভাজন ও কর্তব্য বিভাজন করা যাবে না?

Dhaka University Institutional Repository

এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, মানুষ হওয়ার বিচারে নারী ও পুরুষের অধিকার অভিন্ন হওয়ার অনিবার্য দাবি হচ্ছে মানবিক অধিকারের দিক থেকে সাম্য। কিন্ত তাদের অধিকার সমরূপ হওয়ার বিষয়টি কিরূপ?

যদি পাশ্চাত্য দর্শনের অন্ধ অনুসরণ পরিত্যাগ করে এবং তাঁদের কাছ থেকে পাওয়া দার্শনিক চিন্তা ও মতামত নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করতে প্রস্তুত হওয়া যায় তাহলে প্রথমেই দেখতে হবে যে, অধিকারের সাম্যের অনিবার্য দাবী কি অধিকারের সমরূপতা?
নাকি নয়?

বস্তুত সাম্য ও সমরূপতা স্বতন্ত্র বিষয়।
সাম্য মানে সমান অবস্থা
আর সমরূপতা মানে একই রকম হওয়া।

উদাহরণস্বরূপ, একজন পিতা তাঁর সম্পদ স্বীয় সন্তানদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দিতে চান, কিন্তু সমরূপ করে প্রদান করতে চান না। যেমন, পিতার হয়ত কয়েকটি সম্পদ আছে, তার যেমন ব্যবসা আছে, তেমনি তার চাষাবাদের জমি আছে এবং ভাড়ায় লাগানো সম্পদ আছে, আর মূল্যে বিচারে তিনটি সম্পদই সমান, কোনটির তুলনায় কোনটির মূল্য কমবেশী নয়। কিন্তু যেহেতু তিনি আগেই তার সন্তানদের প্রত্যেকের মেধা-প্রতিভা ও ঝোঁকপ্রবণতা পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং একজনের মধ্যে ব্যবসায়িক প্রতিভা ও ব্যবসায়ের প্রতি আগ্রহ লক্ষ করেছেন, একজনের মধ্যে কৃষিকাজের আগ্রহ লক্ষ্য করেছেন এবং আরেকজনের মধ্যে সম্পদ ভাড়া খাঁটানো সংক্রান্ত মেধা-প্রতিভা ও ঝোঁক লক্ষ্য করেছেন, সেহেতু তিনি যখন তার জীবদ্দশায়ই স্বীয় সম্পদ সন্তানদের মধ্যে বন্টন করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন তখন তিনি প্রত্যেক সন্তানকে সেই সম্পদটি দিলেন পূর্ববর্তী পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অভিজ্ঞতায় তিনি যার মধ্যে যে সম্পদ ব্যবহারের যোগ্যতা সর্বাধিক দেখতে পেয়েছিলেন।[৭]

---

[৭] শহিদ আয়াতুল্লাহ ড. মুর্তাজা মোতাহ্হারি , *ইসলামে নারীর অধিকার,* আলহুদা আন্তর্জাতিক প্রকাশনা সংস্থা,ঢাকা: ২০০৭, পৃ. ১১৯

Dhaka University Institutional Repository

পরিমাণ ও ধরণ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বিষয়। তেমনি সাম্য সমরূপতা থেকে স্বতন্ত্র। এখানে যে বিষয়টি নিশ্চিত তা হচ্ছে ইসলাম নারী ও পুরুষের জন্য এক ধরণের ও সমরূপ অধিকারের প্রবক্তা নয়। কিন্তু ইসলাম কখনোই অধিকারের ক্ষেত্রে নারীর তুলনায় পুরুষকে অগ্রাধিকার প্রদান করেনি। ইসলাম মানুষে মানুষে সাম্যের নীতি নারী-পুরুষের বেলায়ও অনুসরণ করেছে। ইসলাম নারী ও পুরুষের অধিকারের সাম্যের বিরোধী নয়; তাঁদের অধিকারের সমরূপতার বিরোধী।

যেহেতু 'সাম্য' কথাটির মধ্যে 'সমান-সমান অবস্থা' ও 'বিশেষ সুবিধার অনুপস্থিতি'র তাৎপর্য অন্তর্ভূক্ত হয়েছে সেহেতু এ শব্দটি একটি অলঙ্ঘনীয় 'পবিত্রতা'র বৈশিষ্ট পরিগ্রহ করেছে। সেহেতু এ শব্দটি একটি আকর্ষণীয় শব্দে পরিণত হয়েছে এবং শ্রোতাদের সম্মানবোধ আকর্ষণ করেছে, বিশেষ করে এটি যখন 'অধিকার' শব্দের সাথে যুক্ত হয়।[৮]

'সমান অধিকার' কতই না সুন্দর ও পবিত্র যৌগ! পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র বিবেক ও প্রকৃতির অধিকারী এমন কোনো ব্যক্তি আছে যে, এই শব্দ দু'টির সামনে বিনয়াবনত না হবে?

কিন্তু আমি জানি না, আমরা যারা এক সময় সারা দুনিয়ার বুকে বিজ্ঞান, দর্শন ও যুক্তিবিজ্ঞানের পতাকাবাহী ছিলাম সেই আমাদের অবস্থা কেন এমন এক পর্যায়ে উপনীত হবে যে, অন্যরা এসে পবিত্র পরিভাষা 'সমানাধিকারের' নামে আমাদের ওপর নারী ও পুরুষের অধিকারের সমরূপতা চাপিয়ে দেবে?

এখানে একটি বিষয় সন্দেহাতীত যে, ইসলাম সকল ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের জন্য সমরূপ অধিকার প্রদান করেনি, ঠিক যেভাবে তাদের জন্য সকল ক্ষেত্রে সমরূপ দায়িত্ব-কর্তব্য ও শাস্তি প্রদান করেনি। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ইসলামের গোটা আইন ব্যবস্থা সামগ্রীক ভাবে নারীর জন্য যেসব অধিকার প্রদান করেছে তার মূল্য কি পুরুষকে প্রদত্ত সকল অধিকারের তুলনায় কম?

অবশ্যই নয়; অচিরেই তা প্রমাণ করা হবে।

এখানে দ্বিতীয় আরেকটি প্রশ্ন জাগ্রত হয়,

[৮] শহিদ আয়াতুল্লাহ ড. মুর্তাজা মোতাহ্হারিবহ , *ইসলামে নারীর অধিকার,* আলহুদা আন্তর্জাতিক প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা: ২০০৭, পৃ. ১১৯

ইসলাম যে সকল ক্ষেত্রে নারীর অধিকারকে অসমরূপ করেছে তার কারণ কি?
কেন এসব ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের অধিকারকে সমরূপ করে দেয় নি?

নারী ও পুরুষের অধিকার যদি সমান হয় এবং একই সাথে সমরূপ হয় তাহলে উত্তম, নাকি শুধু সমান হওয়া ও সমরূপ না হওয়া উত্তম?

এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করতে হলে তিন ভাগে ভাগ করে আলোচনা করতে হবে

০১. সৃষ্টি ও প্রকৃতির দৃষ্টিতে নারীর মানবিক মর্যাদা সম্বন্ধে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কি?

০২. নারী ও পুরুষের প্রকৃতির মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তার পিছনে নিহিত উদ্দেশ্য কি? এ পার্থক্যের কারণে স্বাভাবিক ও সৃষ্টিপ্রকৃতিগত দিক থেকে নারী ও পুরুষের অবস্থা কি অসমরূপ হওয়া উচিত?

০৩. ইসলামি বিধি-বিধানে নারী ও পুরুষের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে যা তাদেরকে কতক ক্ষেত্রে অসমরূপ করেছে তা কোন দর্শনের ভিত্তিতে করা হয়েছে? সে দর্শন কি আজও পূর্ণমাত্রায় প্রযোজ্য?

উপরোক্ত প্রথম প্রশ্নের জবাবে বলতে হয়, কুরআন মজীদ কেবল একটি আইন সংকলন নয়। কুরআন মজিদের বক্তব্য ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বিহীন কতগুলো শুষ্ক আইন-কানুন ও বিধি-বিধান নয়। কুরআন মজিদের যেমন আইন-কানুন রয়েছে, তেমনি ইতিহাস, উপদেশ, আদেশ, নিষেধ, সৃষ্টিপ্রকৃতির ব্যাখ্যাসহ হাজারো বিষয় রয়েছে। কুরআন মজিদ একদিকে যেমন অনেক বিষয়ে কর্মসম্পাদন সংক্রান্ত আইন-কানুন প্রদান করেছে, অন্যদিকে এর অন্য স্থানে সৃষ্টিলোকের অস্তিত্বকে ব্যাখ্যা করেছে। যমিন, আসমানসমূহ, উদ্ভিদরাজি, প্রাণীকুল ও মানুষের সৃষ্টিপ্রকৃতির রহস্য এবং বিভিন্ন ধরণের জীবন, বিভিন্ন ধরণের মৃত্যু, সম্মান, লাঞ্চনা, উন্নতি-অগ্রগতি, অধঃপতন, সম্পদ ও প্রাচুর্য এবং দারিদ্র্যের রহস্য বর্ণনা করেছে।

কুরআন মজিদ কোন দর্শন গ্রন্থ নয়, কিন্তু এ গ্রন্থ বিশ্বজগত, মানুষ ও সমাজ এ তিনটি বিষয়ে স্পষ্ট বক্তব্য প্রদান করেছে। পবিত্র কুরআন স্বীয় অনুসারীদেরকে শুধু আইন শিক্ষা দেয় না এবং শুধু কতগুলো উপদেশ ও নসীহত প্রদান করে না, বরং সৃষ্টি প্রকৃতির ব্যাখ্যা পেশ করে স্বীয় অনুসারীদেরকে বিশেষ   চিন্তাপদ্ধতি

Dhaka University Institutional Repository

ও বিশ্বদর্শন শিক্ষা দেয়। সম্পদের মালিকানায়, রাষ্ট্র ও শাসন ব্যবস্থা, পারিবারিক অধিকার ইত্যাদি সম্পর্কে ইসলামী বিধি-বিধানের ভিত্তি হচ্ছে মূলত এই সৃষ্টিপ্রকৃতি ও বস্তুজগতেরই ব্যাখ্যা মাত্র।

কুরআন মজিদে যেসব বিষয় ব্যাখ্যা করা হয়েছে তার মধ্যে নারী ও পুরুষের সৃষ্টিপ্রকৃতির অন্যতম। পবিত্র কুরআন এ ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করেনি এবং অর্থহীন কথার ফুলঝুরি ছুটানো যাদের অভ্যাস তাদের জন্য নারী ও পুরুষ সম্পর্কে মনগড়া দর্শন রচনা এবং ইসলামের নারী-পুরুষ সংক্রান্ত বিধি-বিধানের উৎস নারীর প্রতি অবজ্ঞাসূচক দৃষ্টিভঙ্গি বলে দাবী করার জন্য ময়দান ছেড়ে দেয়নি। ইসলাম বিভিন্নভাবে নারী সম্পর্কে স্বীয় মতামত ব্যক্ত করেছে।

আমরা যদি দেখতে চাই যে, কুরআন মজিদের দৃষ্টিতে নারী ও পুরুষের সৃষ্টিপ্রকৃতি কি?

তাহলে আমাদের জন্য অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থে নারী ও পুরুষের প্রকৃতি সংক্রান্ত বিষয়গুলোকে কিভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে তার প্রতি দৃষ্টি দেয়ারও প্রয়োজন রয়েছে। কুরআন মজিদও এ বিষয়ে নীরবতা অবলম্বন করেনি। আমাদেরকে দেখতে হবে, কুরআন মজীদ নারী ও পুরুষকে এক অভিন্ন সৃষ্টিপ্রকৃতির অধিকারী গণ্য করেছে, নাকি দু'টি ভিন্ন সৃষ্টিপ্রকৃতির অধিকারী মনে করেছে? পবিত্র কুরআন বিভিন্ন আয়াতে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে বলেছে যে, নারীকে পুরুষের অভিন্ন উৎস থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং পুরুষদের প্রকৃতির অভিন্ন প্রকৃতি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا

অর্থ: হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রভুকে ভয় কর যিনি তোমাদের সকলকে এক অভিন্ন আত্মা থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার জুটিকে তার থেকেই সৃষ্টি করেছেন।[১]

কতক ধর্মীয় গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, নারীকে পুরুষের সৃষ্টি-উপাদানের তুলনায় নিম্নমানের সৃষ্টি উপাদান থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে, অথবা নারীকে যে পরজীবি ও পুরুষের ওপর নির্ভরশীল হওয়ার বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন গণ্য করা হয়েছে, পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে কোন বর্ণনা নেই। কিন্তু এ সত্বেও উৎস ও প্রকৃতি প্রসঙ্গে নারী সম্পর্কে ইসলামে কোনরূপ অবজ্ঞাসূচক মতামত নেই।

[১] আল-কুরআন ৪ ঃ ১

Dhaka University Institutional Repository

নারী সম্পর্কিত অবজ্ঞাসূচক মতামতসমূহের অন্যতম যা অতীতে ছিল এবং বিশ্ব সাহিত্যে যা অবাঞ্ছিত প্রভাব রেখেছে, তা হচ্ছে এই যে, নারী পাপের হাতিয়ার। নারীর অস্তিত্ব থেকেই পাপ ও কুমন্ত্রণার উৎপত্তি হয়। নারী হচ্ছে ছোট শয়তান। এ মত অনুযায়ী, পুরুষ লোকেরা এ পর্যন্ত যত পাপেই লিপ্ত হয়েছে তাতে নারীর ভূমিকা ছিল। এ মতে বলা হয়, পুরুষ সত্ত্বাগতভাবে পাপ থেকে মুক্ত; এই নারীই পুরুষকে পাপের দিকে টেনে নিয়ে যায়। এ মতে আরো বলে, শয়তান সরাসরি পুরুষের সত্ত্বায় প্রবেশ করতে পারে না, শয়তান নারীকে কুমন্ত্রণা দেয় এবং নারী পুরুষকে কুমন্ত্রণা দেয়। এ মতের ধারকরা বলে, আদম যে প্রথমে শয়তানের ধোঁকায় পড়েছিলেন এবং সে কারণে সৌভাগ্যের বেহেশত থেকে বহিস্কৃত হয়েছিলেন, তা নারীর মাধ্যমেই সংঘটিত হয়েছিল, শয়তান হাওয়াকে ধোঁকা দেয় আর হাওয়া আদমকে ধোঁকা দেন।

পবিত্র কুরআন হযরত আদম (আ.) এর ঘটনা বর্ণনা করেছে, কিন্তু কোথাও বলেনি যে, শয়তান বা সাপ হাওয়াকে ধোঁকা দিয়েছিল এবং হাওয়া আদমকে ধোঁকা দিয়েছিলেন। পবিত্র কুরআন না হাওয়াকে মূল দায়ী হিসেবে উল্লেখ করেছে, না তাঁকে হিসাব থেকেই বাদ দিয়েছে।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন:

وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا

অর্থ: হে আদম! তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং সেখান থেকে যা ইচ্ছা খাও।[১০]

এরপর মহান আল্লাহ শয়তানের কুমন্ত্রনার কথা উল্লেখ্য করতে গিয়ে দ্বিবচনের সর্বনাম ব্যবহার করে বলেছেন

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ

অর্থ: শয়তান তাঁদের উভয়কে কুমন্ত্রণা দিল।[১১]

মহান আল্লাহ দ্বিবচনের সর্বনাম উল্লেখ করে আরো বলেন :

فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ

অর্থ: শয়তান তাঁদের উভয়ের নিকট প্রতারণামূলক যুক্তি উপস্থাপন করল।[১২]

---

[১০] আল-কুরআন ৭ ঃ ১৯

[১১] আল-কুরআন ৭ ঃ ২০

[১২] আল-কুরআন ৭ ঃ ২২

Dhaka University Institutional Repository

শয়তান তাঁদের উভয়ের নিকট কসম খেয়ে বলল

إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ

অর্থ: অবশ্যই আমি তোমাদের উভয়ের জন্য কল্যাণকামী।[১৩]

তৎকালীন বিশ্বের প্রতিটি প্রত্যন্ত প্রান্তে এ ঘটনা প্রসঙ্গে তখনো যে চিন্তা প্রচলিত ছিল এভাবে পবিত্র কুরআন তার বিরুদ্ধে কঠোরভাবে সংগ্রাম করেছে এবং নারীকে পাপের হাতিয়ার ও কুমন্ত্রনাদাতা হওয়া ও ছোট শয়তান হওয়ার অপবাদ থেকে নির্ধোষ প্রমাণ করেছে।

নারীর প্রতি অবমাননাকর অপর যে একটি অভিমত প্রচলিত ছিল তা তার আত্মিক ও মানসিক সম্ভাবনার সাথে সম্পর্কিত। এ মতের ধারকরা বলত, নারী বেহেশতে যাবে না। নারী খোদা অভিমুখী পথপরিক্রমার এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির স্তরসমূহ অতিক্রম করতে সক্ষম নয়। একজন পুরুষ ঈশ্বরের যতখানি নৈকট্য অর্জন করতে সক্ষম একজন নারীর পক্ষে তা সম্ভব নয়। কিন্তু পবিত্র কুরআন তার প্রচুর সংখ্যক আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছে যে, পরকালীন পুরস্কার ও আল্লাহ তা'য়ালার নৈকট্য নারী বা পুরুষ হওয়ার সাথে সম্পর্কিত নয়, বরং ঈমান ও আমলের সাথে সম্পর্কিত, তা সে ঈমান ও আমল পুরুষেরই হোক বা নারীরই হোক। পবিত্র কুরআন পুরুষের পাশাপাশি নারীদের কথাও উল্লেখ করেছে। হযরত আদম (আ.) ও হযরত ঈসা (আ.) এর স্ত্রী এবং হযরত মূসা (আ.) ও হযরত ঈসা (আ.) এর মাতাকে সুপ্রশংসাভাবে উল্লেখ করেছে। অন্যদিকে হযরত নূহ (আ.) ও হযরত লূত (আ.) এর স্ত্রীকে যেমন তাদের স্বামীদের অনুপযোগী স্ত্রী বলে উল্লেখ করেছে, তার পাশাপাশি ফিরআউনের স্ত্রী আছিয়াকে একজন ঘৃণ্য ব্যক্তির কবলে থাকা একজন মহীয়সী মহিলা হিসেবে উল্লেখ করেছে। এ থেকে মনে হয় যেন পবিত্র কুরআন তার বর্ণিত ঘটনাবলীতে নারী ও পুরুষের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে চেয়েছে এবং চেয়েছে যে, কাহিনীর মহান ব্যক্তিত্ব বা কেন্দ্রীয় চরিত্র যেন কেবল পুরুষদের মধ্যে সীমিত না থাকে।

পবিত্র কুরআন হযরত মূসা (আ.) সম্পর্কে বলেছে:

وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ

[১৩] আল-কুরআন ৭ ঃ ২১

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ: আমি মূসার (আ.) মাকে এ মর্মে অহি করলাম যে, তুমি তোমার শিশুকে দুধ পান করাও এবং যখন তার প্রাণ সম্পর্কে আশঙ্কা করবে তখন তাঁকে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিবে, আর তার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হবে না, কারণ আমি তাকে ফিরিয়ে আনব।[১৪]

পবিত্র কুরআন হযরত ঈসা (আ.) এর মাতা হযরত মারইয়াম (আ.) সম্পর্কে বলে:

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

অর্থ: অতঃপর তাঁর পালনকর্তা তাঁকে উত্তমভাবে গ্রহণ করে নিলেন এবং তাঁকে প্রবৃদ্ধি দান করলেন অত্যন্ত সুন্দর প্রবৃদ্ধি। আর তাঁকে যাকারিয়ার (আ.) তত্ত্বাবধানে সমর্পন করলেন। যখনই যাকারিয়া মেহরাবের মধ্যে তাঁর কাছে আসতেন তখনই কিছু খাবার দেখতে পেতেন।

তিনি জিজ্ঞেস করতেন, হে মারইয়াম! কোথা থেকে এসব তোমার কাছে এলো?
তিনি বলতেন, এসব আল্লাহর নিকট থেকে আসে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযিক দান করেন।[১৫]

স্বয়ং ইসলামের ইতিহাসেও পবিত্র মর্যাদার বিচারে খুবই উঁচুস্তরে উপনীত হয়েছিলেন এমন নারীর সংখ্যা অনেক। এমন পুরুষের সংখ্যা খুবই কম যারা মর্যাদার বিচারে হযরত খাদিজাতু কুবরা (র.) এর স্তরে উপনীত হতে পেরেছিলেন। ইসলাম 'সৃষ্টি থেকে মহাসত্য (আল্লাহ) পানে পথপরিক্রমা'র ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্যের প্রবক্তা নয়। ইসলাম যেক্ষেত্রে পার্থক্যের প্রবক্তা তা হচ্ছে 'মহাসত্য (আল্লাহ) থেকে সৃষ্টি পানে পথপরিক্রমা' এবং নবুওয়াতের দায়িত্ব বহন, যে জন্য ইসলাম পুরুষকে অধিকতর সুবিধাজনক অবস্থানের অধিকারী গণ্য করেছে।[১৬]

---

[১৪] আল-কুরআন ৩০ ঃ ৭

[১৫] আল-কুরআন ৩ ঃ ৩৭

[১৬] নবুওয়াতের বিষয়টি ইসলামের বিধিবিধানের আওতাভুক্ত কোন বিষয় নয় যে, নারী নবী না হওয়ায় এ বিষয়টিকে নারীর প্রতি ইসলামের বৈষম্য বলা যাবে। বরং নবুওয়াত হচ্ছে স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে প্রত্যক্ষ নির্ধারণ। যে

Dhaka University Institutional Repository

নারীর প্রতি অবমাননাকর অপর যে একটি অভিমতের অস্তিত্ব ছিল তা হচ্ছে নারীর সাথে যৌন সংসর্গকে ঘৃণ্য গণ্য করা এবং কৌমার্য ব্রত পালন ও যৌনতা বর্জনকে পবিত্র মনে করা। আমরা যেমন জানি, কোন কোন ধর্ম ও আদর্শ যৌন সম্পর্ককে মূলগতভাবেই নোংরা ও ঘৃণ্য কাজ মনে করে। এসব ধর্ম ও মতাদর্শের অনুসারীদের বিশ্বাস হচ্ছে, কেবল সেই লোকদের পক্ষেই নৈতিক, আত্মিক ও আধ্যাত্মিকতার দিক থেকে উঁচুস্তরে উন্নীত হওয়া সম্ভবপর যারা সারা জীবন কৌমার্যব্রত পালন করবে। বিশ্বের একজন ধর্মনেতা বলেন, "কৌমার্যের কুঠার দ্বারা বিবাহ রূপ বৃক্ষকে নিধন করো"[১৭] এসব ধর্মীয়নেতারা কেবল 'পাপীদেরকে' অধিকতর পাপাচারী হওয়া থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে বিবাহ করার অনুমতি দেন। অর্থাৎ তাদের দাবী হচ্ছে এই যে, যেহেতু অধিকাংশ লোকের পক্ষেই কৌমার্যব্রত অবলম্বনের জন্য প্রয়োজনীয় ধৈর্য ধারণ করা সম্ভব নয় এবং তারা নিজেদের নিয়ন্ত্রন করতে সক্ষম নয় বিধায় অশ্লীলতায় লিপ্ত হবে ও বহু নারীর সাথে যৌন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করবে সেহেতু তাদের জন্য বিবাহ করা অপেক্ষাকৃত ভালো যাতে তাঁরা একাধিক নারীর সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা না করে। অর্থাৎ কৌমার্যব্রত পালন এবং একাকিত্ব ও কৌমার্যের সমর্থনের চিন্তাধারার মুল হচ্ছে নারী সম্পর্কে ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি যাতে নারীর প্রতি আকর্ষণ বড় ধরণের পাপ ও চারিত্রিক অধঃপতন গণ্য করা হয়।

ইসলাম এ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোরভাবে সংগ্রাম করেছে এবং বিবাহকে পবিত্র ও কৌমার্যকে নোংরামী হিসেবে গণ্য করেছে। ইসলাম নারীর প্রতি ভালবাসাকে নবী-রসূলগণের বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ করেছে। সাহাবি হযরত আবু আইয়ুব আনসারি (র.) বর্ণনা করেন:

من أخلاق الأنبياء الحياء والنساء والطيب

অর্থ: নবিগণের চারিত্রিক বৈশিষ্ঠের অন্যতম হচ্ছে লজ্জা, নারী প্রতি ভালবাসা এবং সুগন্ধি।[১৮]

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

নির্ধারণের পিছনে নিহিত কারণ কেবল পরম জ্ঞানী আল্লাহ তা'য়ালাই অবগত। তবে বাস্তবতার আলোকে বলা চলে যে, একজন নবীর জন্য তাঁর দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে যে ধরণের তৎপরতা চালানো অপরিহার্য, তা নারীর পক্ষে সম্ভব নয়, অন্তত অতীতে সম্ভব ছিল না। গবেষক

[১৭] ড. মুর্তাজা মুতাহ্হারি, *ইসলামে নারীর অধিকার*, আল-হুদা আর্ন্তজাতিক প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা:২০০৭, পৃ. ১২৩

[১৮] আবু বকর মুহাম্মদ বিন জা'ফার বিন মুহাম্মদ খারাইতি, *মাকারিমুল আখলাক*, মাউকাউল জামেউল হাদিস, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ. ১, পৃ. ৩০৬

حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ الدُّنْيَاثَلاثَ النِّسَاءُ وَالطِّيبُ وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ

অর্থ: দুনিয়াতে আমার কাছে তিনটি বস্তু প্রিয় করা হয়েছে, নারী, সুগন্ধি এবং নামাযের মাধ্যমে আমার চক্ষু শীতল করা হয়েছে।[১৯]

বার্ট্রাণ্ড রাসেল বলেন, সকল আদর্শেই যৌনসম্পর্ককে খারাপ গণ্য করতে দেখা যায়, কেবল ইসলামই এর ব্যতিক্রম। ইসলাম সমাজের স্বার্থ ও কল্যাণের দৃষ্টিকোন থেকে এ সম্পর্কের জন্য সীমারেখা ও আইন-কানুন তৈরী করে দিয়েছে, কিন্তু কখনোই একে নোংরা কাজ বলে গণ্য করে নি।[২০]

নারী সম্পর্কে ঘৃনাবাচক অপর যে একটি অভিমত বিরাজমান ছিল তা হচ্ছে, নারী হল পুরুষের জন্য ভূমিকাস্বরূপ তথা পুরুষের দুনিয়ায় আগমনের মাধ্যম এবং তাকে পুরুষের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে।

কিন্তু ইসলামে কোথাও এ ধরণের কোন কথা নেই। ইসলাম চুড়ান্ত লক্ষ্যের মূলনীতি অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করেছে। ইসলাম সুস্পষ্ট ভাষায় বলে, যমীন ও আসমান, মেঘ ও বায়ূ, উদ্ভিদ ও প্রাণীকুল তথা সব কিছুই মানুষের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু ইসলাম কখনো এ কথা বলে না যে, নারীকে পুরুষের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। ইসলাম বলেঃ

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

অর্থঃ তাঁরা (নারীরা) তোমাদের জন্য পোষাক স্বরূপ এবং তোমরা তাঁদের জন্য পোষাক স্বরূপ।[২১]

---

[১৯] আবু আব্দুর রহমান আহমদ বিন সুয়াইব ইবনে আলি আননাসায়ি. *সুনানে নাসায়ি*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরবঃ তা.বি, , খ.১২ , পৃ. ২৮৮; আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ বিন হাম্বল, *মুসনাদে আহমাদ বিন হাম্বল*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা সৌদিআরবঃ১৪১২, খ.২৪ , পৃ. ৩৯১; আহমদ বিন হুসাইন বিন আলী আলবায়হাকী, সুনানে কুবরা, মাউকাউ ইয়াসুব, মদিনা, সৌদিআরবঃ তা.বি, খ.৭, পৃ. ৭৮; আবু আব্দুর রহমান আহমদ বিন সুয়াইব ইবনে আলি আননাসায়ি. *সুনানে নাসায়ি*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরবঃ তা.বি, , খ.৫ , পৃ. ২৮০;
আবুল ফজল যাইনুদ্দীন ইব্রাহিম বিন ইরাকি, *আল-মুসতাখরাজ*, মাউকাউ ইয়াকুব, মদিনা, সৌদিআরবঃ তা.বি, খ.৮, পৃ. ২৯৪

[২০] ড. মুর্তাজা মুতাহ্হারি, ইসলামে নারীর অধিকার, আল-হুদা আর্ন্তজাতিক প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকাঃ ২০০৭, পৃ. ১২৩

[২১] আল-কুরআন ২ ঃ ১৮৭

Dhaka University Institutional Repository

পবিত্র কুরআন যদি নারীকে পুরুষের জন্য ভূমিকাস্বরূপ ও পুরুষের জন্য সৃষ্ট বলে গণ্য করত তাহলে অবশ্যই তার আইন-কানুনে এ বিষয়টি প্রতিফলিত হত। কিন্তু যেহেতু সৃষ্টি প্রকৃতির ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ইসলাম এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে না এবং নারীকে পুরুষের অস্তিত্বের সাথে পরগাছাস্বরূপ মনে করে না সেহেতু ইসলাম নারী ও পুরুষ সংক্রান্ত স্বীয় বিশেষ আইন-কানুনসমূহে এ বিষয়টিকে বিবেচনায় আনে নি।

অতীতে নারী সম্পর্কে ঘৃণা ও অবমাননাসূচক অপর যে একটি ধারণা বিরাজমান ছিল তা হচ্ছে এই যে, পুরুষের জন্য নারীকে এক অপরিহার্য বিপদ ও মুসিবত বলে গণ্য করা হত। নারীর অস্তিত্ব থেকে বহুভাবে উপকৃত হওয়া ও কল্যাণ হাসিল করা সত্বেও অনেক পুরুষ লোকই নারীকে ঘৃণা করত এবং তাকে নিজের জন্য দুর্ভাগ্য ও দুঃখ-র্দুদশার কারণ বলে গণ্য করত। কিন্তু পবিত্র কুরআন বিশেষভাবে এ বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে, নারীর অস্তিত্ব পুরুষের জন্য কল্যাণ স্বরূপ এবং তার জন্য নিশ্চিন্ততা ও হৃদয় শান্ত হওয়ার উৎস।

নারীর প্রতি ঘৃণাবাচক ঐ সব ধারণার মধ্যে আরেকটি ধারণা ছিল সন্তান জন্মদানের সাথে সম্পর্কিত। এ মতের ধারকরা সন্তান জন্মদানে নারীর ভূমিকাকে খুবই গুরুত্বহীন মনে করত। জাহেলিয়াত যুগের আরবরা এবং আরো কতক জাতি সন্তান জন্মদানের ক্ষেত্রে মায়ের ভূমিকাকে শুধু একটি পাত্রের অনুরূপ গণ্য করত যা সন্তানের মূল বীজ পুরুষের বীর্যকে নিজের অভ্যন্তরে ধারণ করে বিকশিত হওয়ার সুযোগ দেয়।

কিন্তু আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে বলেছেন যেঃ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى

অর্থ: হে লোক সকল! আমি তোমাদেরকে পুরুষ ও নারী থেকে সৃষ্টি করেছি।[২২]

এভাবে ইসলাম এ ভ্রান্ত চিন্তাধারার পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছে।

[২২] আল-কুরআন ৫১ ঃ ১৩

Dhaka University Institutional Repository

উপরে যা বলা হলো তা থেকে এটা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ইসলাম তার দার্শনিক চিন্তার দৃষ্টিতে এবং সৃষ্টিপ্রকৃতির ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেও নারীর প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞার দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেনি, বরং এ ধরণের সকল মত ও দৃষ্টিভঙ্গিকে বাতিল ও প্রত্যাখ্যাত গণ্য করেছে।

এবার দেখা যাক, অধিকারের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমরূপ না হওয়ার পিছনে কোন দর্শন নিহিত রয়েছে।

সমরূপ নয়, সাম্য

ইত:পূর্বে যেমন বলা হয়েছে, নারী ও পুরুষের পারিবারিক সম্পর্কের ব্যাপারে ইসলামের নিজস্ব বিশেষ দর্শন রয়েছে এবং এ ক্ষেত্রে আজকের দুনিয়ায় যা কিছু ঘটছে এর দর্শনের সাথে তা খাপ খায় না।
আগেই উল্লেখ্য করা হয়েছে যে

ইসলামের দৃষ্টিতে কখনোই এ মর্মে প্রশ্ন ওঠার কোন সুযোগ নেই যে, মানুষ হিসেবে নারী ও পুরুষ দু'জন সমান কিনা?

অথবা তাঁদের পারিবারিক অধিকারের মূল্য পরস্পর সমান হওয়া উচিৎ কিনা?
কারণ, যেহেতু ইসলামের দৃষ্টিতে নারী ও পুরুষ উভয়ই মানুষ সেহেতু তাদের উভয়ই সমান মানবিক মর্যাদা ও অধিকারের অধিকারী।

ইসলামের নিকট যা বিবেচ্য তা হচ্ছে এই যে, যেহেতু একজন হচ্ছে নারী ও অপরজন পুরুষ এবং অনেক দিক থেকেই তাঁরা পরস্পরের সমরূপ নয়, এ জগত তাদের দু'জনের জন্য হুবহু এক নয় এবং তাদের স্বভাব ও সৃষ্টিপ্রকৃতি তাঁদের একই ধরণের হওয়ার দাবি করে না, সেহেতু তাঁদের মধ্যকার এ পার্থক্যে দাবি হচ্ছে এই যে, অনেক অধিকার, কর্তব্য ও শাস্তির ক্ষেত্রেই তাঁদের অবস্থা সমরূপ হওয়া উচিত নয়। আজকের পাশ্চাত্য জগতে আইন-কানুন, বিধি-বিধান, অধিকার ও কর্তব্যের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের জন্য অভিন্ন ও সমরূপ অবস্থা তৈরীর চেষ্টা চলছে এবং নারী ও পুরুষের মধ্যে সহজাত প্রবণতা ও প্রকৃতির ক্ষেত্রে যে পার্থক্য রয়েছে তাকে উপেক্ষা করা হচ্ছে। ইসলাম ও পাশ্চাত্য ব্যবস্থার দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে

এখানেই পার্থক্য। এতদসত্ত্বেও বর্তমানে আমাদের দেশে ইসলামী অধিকারের সমর্থক ও পাশ্চাত্য ব্যবস্থার সমর্থকদের মধ্যে যে বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক চলছে তা হচ্ছে নারী ও পুরুষের অধিকারের অভিন্নতা ও সমরূপতা, সমতা নয়। কিন্তু পাশ্চাত্য ব্যবস্থার অন্ধ অনুসারীরা কৃত্রিমতার আশ্রয় নিয়ে 'অধিকারের সমরূপতা'র উপর 'অধিকারের সাম্য' লেবেল এঁটে দিচ্ছে।

নারীর অধিকার প্রসঙ্গে অন্যান্য ধর্ম

এখন আলোচনা করা হবে ইসলাম ব্যতীত অন্যান্য ধর্মে নারীর অবস্থা বা অধিকার সম্পর্কে। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি ধর্ম ও জাতির আলোচনা উপস্থাপন করা হলঃ

ইউরোপে নারী অধিকারের ইতিহাস

ইউরোপে সপ্তদশ শতাব্দী থেকে মানবাধিকারের নামে গুঞ্জন শুরু হয় এবং পরবর্তীতে তা অব্যাহত থাকে। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় লেখক ও চিন্তাবিদগণ বিস্ময়কর দৃঢ়তার সাথে মানুষের স্বাভাবিক, প্রাকৃতিক ও অলঙ্ঘনীয় অধিকার সম্পর্কে কথা বলেন ও মানুষের মাঝে তা প্রচার করেন। এ ধরণের লেখক ও চিন্তাবিদগণের মধ্যে জাঁ জ্যাক রুশো, ভলতেয়ার ও মতেস্কু [২৩] অন্যতম। মানুষের স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক অধিকারের প্রবক্তাদের চিন্তাধারা প্রচারের প্রথম কার্যত প্রতিক্রিয়া হচ্ছে এই যে, বৃটেনে ক্ষমতাসীন সরকার ও জনগণের মধ্যে এক দীর্ঘস্থায়ী সংঘাতের সৃষ্টি হলো। বৃটিশ জনগণ ১৬৮৮ সালে একটি ঘোষণাপত্রের আকারে তাঁদের কতক সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারকে প্রস্তাব আকারে উপস্থাপনে সফল হয় এবং তা তাদেরকে প্রত্যার্পন করা হয়। [২৪]

এ চিন্তাধারা প্রচারিত হবার আরেকটি সুস্পষ্ট কার্যত প্রতিক্রিয়া বৃটেনের বিরুদ্ধে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধসমূহে প্রকাশ পায়। বৃটিশ সরকারের সৃষ্ট চাপ ও তার চাপিয়ে দেয়া নীতির কারণে উত্তর আমেরিকার তেরটি বৃটিশ উপনিবেশ বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা অর্জন করে।

---

[২৩] এ চারজন ইউরোপীয় গবেষক, তারা নারীর অধিকার নিয়ে কথা বলত বেশী, প্রত্যেকের ব্যক্তিগত পরিচয় পাওয়া যায়নি।

[২৪] শহিদ আয়াতুল্লাহ ড. মুর্তাজা মোতাহ্হারি, *নারীর অধিকার*, আলহুদা আন্তর্জাতিক প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা: ২০০৭, পৃ. ১১৭

Dhaka University Institutional Repository

১৭৭৬ সালে ফিলাডেলফিয়ায় একটি কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় যাতে স্বাধীণতা ঘোষণা করা হয় এবং এ সংক্রান্ত ঘোষণাপত্র প্রকাশ করা হয়। এ ঘোষণাপত্রের ভূমিকায় বলা হয়, "সৃষ্টিপ্রকৃতির দিক থেকে সমস্ত মানুষ অভিন্ন ধরণের এবং সৃষ্টিকর্তা প্রতিটি ব্যক্তিকে স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় অধিকার প্রদান করেছে যেমন, জীবনের অধিকার ও স্বাধীনতার অধিকার। আর রাষ্ট্র গঠনের চুড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে উপরোক্ত অধিকারসমূহ রক্ষা করা এবং রাষ্ট্রীয় শক্তি ও তার কথার কার্যকারিতা জাতির সন্তুষ্টির ওপর নির্ভরশীল"[২৫]

কিন্তু বর্তমানে যা মানবাধিকারের ঘোষণা নামে সুপরিচিত তা হচ্ছে ফ্রান্সের মহাবিপ্লবের পরে 'অধিকারের ঘোষণা' নামে প্রকাশিত ঘোষণা। এ ঘোষণা মূলত কতগুলো সাধারণ মূলনীতি যা ফ্রান্সের সংবিধানের শুরুতে লেখা হয়েছে এবং উক্ত সংবিধানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে পরিগণিত।

এ ঘোষণার প্রথম ধারায় বলা হয়েছে, "মানব জাতির সদস্যরা স্বাধীন হিসেবে জন্মগ্রহণ করেছে ও সারা জীবন স্বাধীন থাকবে এবং অধিকারের ক্ষেত্রে তারা পরস্পরে সমান"।

বিংশ শতাব্দির শুরুর দিক পর্যন্ত মানবাধিকার সম্বন্ধে যা কিছু আলোচনা হয়েছে তার কেন্দ্রবিন্দু ছিল সরকারগুলোর মোকাবিলায় জাতিসমূহের অধিকার এবং মালিক ও কর্মে নিয়োগকারীদের মোকাবিলায় মেহনতি শ্রেনীসমূহের অধিকার।

বিংশ শতাব্দিতে প্রথম বারের মত পুরুষের অধিকার মোকাবেলায় 'নারীর অধিকার' এর বিষয়টি আলোচনায় আসে। বিশ্বের প্রাচীনতম গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে পরিগণিত বৃটেনে কেবল বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে নারী ও পুরুষকে সমান অধিকার দেয়া হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদিও অষ্টাদশ শতাব্দীতে তার স্বাধীণতার ঘোষণায় সার্বজনিন অধিকারের স্বীকৃতি প্রদান করে তথাপি কেবল ১৯২০ খৃষ্টাব্দে এসে রাজনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমানাধিকারের আইন পাশ করে। একই ভাবে ফ্রান্সও কেবল বিংশ শতাব্দিতে এসেই এ বিষয়টি মেনে নেয়।

সে যাই হোক, বিংশ শতাব্দিতে সারা বিশ্বে আইন ও দায়িত্ব-কর্তব্যের দৃষ্টিকোন থেকে নারী ও পুরুষের সম্পর্কে গভীর পরিবর্তন সমর্থক অনেকগুলো গোষ্ঠী দাঁড়িয়ে যায়। তাদের বক্তব্য হচ্ছে এই যে, যতক্ষন

[২৫] শহিদ আয়াতুল্লাহ ড. মুর্তাজা মোতাহ্হারি, প্রাগুক্ত পৃ. ১২১

Dhaka University Institutional Repository

পর্যন্ত না নারী ও পুরুষের সম্পর্কের সংশোধন করা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত জাতিসমূহ ও সরকারগুলোর মধ্যকার সম্পর্কে, আর মেহনতি শ্রেণীসমূহ এবং মালিক ও পুঁজিপতিদের মধ্যকার সম্পর্কে যে কোন ধরণের পরিবর্তন ও উলট-পালটই করা হোক না কেন, তার ফলে সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হবে না। এ হলো ইউরোপে মানবাধিকার আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। আমরা যেমন জানি, যে মানবাধিকারের ঘোষণার সকল বিষয়বস্তুই ইউরোপীয়দের জন্য নতুনত্বের অধিকারী ছিল, চৌদ্দশ বছর পূর্বে ইসলাম তার সবই পেশ করে গেছে।

হামুরাবি[২৬]র আইনে নারী

হামুরাবির আইনে নারীকে গৃহ পালিত জীবজন্তুর পর্যায়ে ফেলা হতো। এ কারণে কেউ কারো মেয়েকে হত্যা করলে তার ক্ষতিপূরণ হিসেবে ঐ মেয়ের বাবার কাছে হত্যা কারীর নিজের মেয়েকে চিরতরে হস্তান্তর করতে হত। সে ঐ মেয়েকে হত্যা করুক বা দাসী হিসেবে রেখে দিক সেটা তার ব্যাপার।

প্রাচিন রোমান সমাজে নারী

প্রাচিন রোমান সমাজে এমন প্রথা ছিল যে, সন্তান ছেলে হোক বা মেয়ে হোক তার বাবার কাছে রাখা হত। বাবা যদি সন্তানকে তুলে নিত তখন বুঝত বাবা তাকে গ্রহণ করেছে। আর যদি তুলে না নিত তবে ধরে নেয়া হত যে পিতা তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তাকে উম্মোক্ত কোন স্থানে রাখা হত অথবা উপসানলয়ে বেদীতে রাখা হত সেখানে অনাহারে, অর্ধাহারে, শীতে, গরমে ধুকে ধুকে মারা যেত। অথবা ছেলে হলে কেউ ইচেছ করলে তাঁকে নিয়ে নিত।

পরিবার প্রধান ইচ্ছে করলে কাউকে বাহির থেকে এনে পরিবার ভুক্ত করতে পারত আবার নিজের সন্তানকে দাসের মত বিক্রিও করে দিতে পারত। নিজের সন্তান বধু, পুত্রবধু, নাতী, নাতনী ও তাদেও বধুদের উপর তার কর্তৃত্ব চলত। পরিবারের সদস্যরা কেবল পরিবার প্রধানের সম্পত্তি বৃদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হত। পরবর্তীতে সম্রাট কনস্টাইনের শাসনামলে স্থির হয় যে, মেয়েরা কেবল মায়ের সম্পদ হিসেবে

[২৬] হযরত ইব্রাহিম (আ.) এর সমসাময়িক রাজা নমরুদ ধ্বংসের পর ইরাকের সবচেয়ে নামজাদা রাজা ছিল হামুরাবি। এটাই ছিল হামুরাবি রাজার সর্বোচ্চ সহানুভুতি।

Dhaka University Institutional Repository

বিবেচিত হবে। পিতার সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হবে না। পরিবার প্রধান মারা গেলে বয়োঃপ্রাপ্ত পুত্রসন্ত ানরা স্বাধীন হয়ে যেত । কিন্তু যুবতী কন্যা স্বাধীন হতো না। কন্যা যতদিন জীবিত অন্য একজন তার অভিভাবক হিসেবে থাকত। সে কোন দিন স্বাধীনতা পেত না। অভিভাবকগণ ইচ্ছেমত তাকে বিক্রি করে দিত। আর যদি কন্যা যুবতী হয়ে বিয়ে করত তবে তার স্বামীর সাথে "সার্বভৌমত্ব চুক্তি" নামে একটা চুক্তি সম্পাদিত হত তিনটি উপায়ে যথা :

ক. পুরোহিতদের পরিচালনাধীন একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে

খ.প্রতীকি ক্রয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে । অর্থ্যাৎ স্বামী স্ত্রীকে যথারীতি মূল্য দিয়ে তাকে ক্রয় করে নিত।

গ. বিয়ের পর স্বামীর সাথে পুরো একবছর বসবাসের মাধ্যমে।

এভাবে মেয়েরা পিতৃত্বের কর্তৃত্ব হতে মুক্তি পেয়ে স্বামীর কর্তৃত্বে আবদ্ধ হত, মুক্তিমিলত না।

আইনগত যোগ্যতার অভাব হেতু তিন শ্রেনীর নাগরিক চুক্তি সম্পাদনের তথা স্বাভাবিক নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত বলে চিহ্নিত হয় যথা :

ক. দাসদাসী

খ. বিদেশী

গ. পরিবার প্রধানের একচ্ছত্র কর্তৃত্বাধীন স্ত্রী ও মেয়েরা।

আর বাস্তব যোগ্যতার অভাব হেতু যে চার শ্রেনীর নাগরিক চুক্তি সম্পাদনের অযোগ্য বিবেচিত হয়, তারা হচ্ছে :

ক. অপ্রাপ্ত শিশু বা বালক বালিকা

খ. বুদ্ধিতে অপরিপক্ক ও ঋণগস্থ

গ. ঋণগ্রস্থ প্রাপ্ত বয়স্কা কন্যা স্ত্রীগণ

ঘ. অভিভাবকের বিনা অনুমতিতে ঋণগ্রস্থ ও অভিভাবকের আশ্রিত স্বাধীন প্রাপ্ত বয়স্কা নারীগণ।[২৭]

---

[২৭] রোমান আইনের ইতিহাস, ড. মারফ দাওয়ালিবি, গ্রীসের নারী, রোমান সমাজে নারী, ড. মাহমুদ সালাম জান্নাটি দ্রস্টব্য, ড. মুসতাফা আস সিবায়ি, (অনুবাদ–আকরাম ফারুক) *ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী* ,বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা: তৃতীয় প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০০৪, পৃ.১২

Dhaka University Institutional Repository

এতক্ষন নারীর ব্যাপারে অন্যান্য ধর্মে ভ্রান্ত ধারণা, ইসলামে নারী-পুরুষের সাম্যতা মানবাধিকারের ইতিহাসের উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। এখন নারীর অর্থনৈতিক, চিকিৎসা, শিক্ষাসহ তার সকল মৌলিক অধিকার নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

গ্রীসে নারীর অবস্থা

প্রাচিন গ্রীক সমাজের নারীকেই প্রথম সভ্য নারী বলা চলে। তারা সতীসাধ্বী ছিল এবং গৃহের বাইরে বেরুত না। যাবতীয় কাজ তারা বাড়ীর ভেতরেই সমাধা করতো। কিন্তু শিক্ষা ও সাংস্কৃতির অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত ছিল, ফলে সাধারণ সমাজ জীবনে তারা কোন অবদান রাখতে পারতো না। সমাজে তারা এত ঘৃনিত ছিল যে, তাদেরকে শয়তানের নোংরা চেলাচামুন্ডা মনে করা হত। শুধুমাত্র অভিজাত পরিবারগুলোতে পর্দার প্রচলন ছিল। তবে আইনগতভাবে নারী ছিল সংসারের অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তিরমত। বাজারে তাঁর বেচাকেনা চলত। যেসব ব্যাপারে নারীর নাগরিক অধিকারের প্রশ্ন উঠত, সেসবে তাঁর কোনই স্বাধীনতা ও মর্যাদা ছিলনা। গ্রীকরা নারীকে উত্তারাধিকার থেকেও বঞ্চিত করেছিল। সারা জীবন তাঁরা পুরুষের দাসদাসীর ন্যায় আজীবন কাঁটাতে বাধ্য হত। তাঁদের বিয়ের ব্যাপারটা পুরোপুরিভাবে পুরুষদের এখতিয়ারাধীন ছিল। পুরুষরা নারীদের জন্য যে স্বামী পছন্দ করত সে স্বামীই তাদের বরণ করে নিতে হত। পুরুষরাই স্বামীর সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করত। পুরুষের অনুমতি ছাড়া নারী নিজের সম্পত্তি ভোগদখল ও হস্তান্তর করতে পারত না। সেই সমাজে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করার অধিকার ছিল পুরুষের একচেটিয়া। বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতি ছাড়া স্বামীর কাছ থেকে তালাক চাওয়ার অধিকার নারীকে দেয়া হত না। বরং এ অধিকার অর্জনের পথে বাধা সৃষ্টি করা হত। যেমন কোন নারী যখন তালাক চাইবার জন্য আদালতে যেত, তখন স্বামী পথিমধ্যে ওতপেতে থাকতো এবং তাকে পাওয়ামাত্র পাকরাও করে বাড়ী ফিরে নিয়ে যেত। আস্তে আস্তে গ্রীকরা সভ্যতা উচ্চশিখরে আরোহণ করল। তখন নারীরা উসৃঙ্খল হয়ে উঠল এবং পুরুষদের সাথে প্রকাশ্যে অবাধে সভা-সমিতিতে মেলামেশা করতে লাগল। ফলে নিলর্জ্জতা এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ল যে, ব্যভিচার আর দুষণীয় মনে হত না। এমনকি এক পর্যায়ে বেশ্যালয়গুলো হয়ে উঠল সাহিত্য ও রাজনীতির কেন্দ্রস্থল। তারপর সাহিত্য ও শিল্পের নামে উলংগ মূর্তি স্থাপন করা হতে লাগল। এরপর তাঁদের ধর্ম নারী ও পুরুষের অবৈধ সম্পর্ককে স্বীকৃতি দিয়ে বসল। অবশেষে তারা পুরুষে পুরুষেও অস্বাভাবিক যৌন সম্পর্ক গড়ে তোলে। এর নিদর্শন স্বরুপ "হারমোডিস ও

আরাসতোজেন"[২৮] নামক অবৈধ সম্পর্ক স্থাপনকারী দুই পুরুষের মূর্তি স্থাপন করে। এ পর্যায়ে এসেই প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার পতন ও বিলুপ্তি ঘটে।[২৯]

ইহুদি সমাজে নারী

ইহুদি জাতির কোন কোন গোষ্ঠীকে দাসীর পর্যায়ে রাখা হয়। তাঁর পিতা তাঁকে বিক্রি করে দিলেও দিতে পারে। কেবলমাত্র পুত্র সন্তান না থাকলেই মেয়ে সন্তান পিতামাতার সম্পত্তি উত্তরাধিকার পায়। আর জীবদ্দশায় পিতা কর্তৃক কোন সম্পত্তি প্রদত্ত হয়ে থাকলে তাঁকে তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। তাওরাতে আছে : আইয়ুবের স্ত্রীদের ন্যায় সুন্দরী নারী পৃথিবীতে আর কোথাও ছিলনা। তাঁদের পিতা তাঁদের ভাইদের সাথে তাঁদেরকে উত্তরাধিকারের অংশ দিয়েছে। অর্থ্যাৎ একাধিক ভাই থাকলে শুধু সেই উত্তরাধিকার পেত। একজন ভাই থাকলে বোন পিতার উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হত। এ ক্ষেত্রে বিয়ের সময় বোন ঐ ভাই এর কাছ থেকে খোরপোষ ও মোহরানা সমপরিমাণ এককালীন সম্পত্তি লাভ করত। পিতা যদি ভুসম্পত্তি রেখে যেত,তাহলে সে যত সম্পত্তি রেখে যাক , বোন ভাই এর কাছ থেকে তাঁর কানাকড়িও পেতনা। আর পুত্র সন্তান মোটেই না থাকার কারণে যখন কন্যা পিতার উত্তরাধিকার পেত, তখন তাঁর উপর এই কড়াকড়ি আরোপিত থাকতো যে, সে নিজ গোত্র ছাড়া অন্য কোন গোত্রে বিয়ে করতে ও উক্ত সম্পত্তি হস্ত ান্তর করতে পারবে না।

এ ছাড়া ইহুদিদের সচরাচর নারীকে অভিশাপ মনে করে থাকে। কারণ নারীই আদমকে বিপথগামী করেছিল। তাওরাতে রলা হয়েছে " স্ত্রীলোক মৃত্যুর চেয়ে মারাত্নক। আল্লাহর কাছে যে ব্যক্তি সৎ, সে স্ত্রীলোকের কবল থেকে আত্নরক্ষা করে থাকে। এক হাজারজনের মধ্যে এ রকম পুরুষ মাত্র একজন পাওয়া যাবে। কিন্তু হাজার জনের মধ্যে একজন স্ত্রীলোকও সৎ পাওয়া যাবে না।[৩০]

---

[২৮] "হারমোডিস ও আরাসতোজেন" দুইজন ব্যক্তিছিলেন খুব সুদর্শন যাদের সমকামীর অবস্থা উল্লেখপূর্বক মুর্তিটি স্থাপন করা হয়েছিল। তখন তারা নারীদের প্রতি তেমন আসক্ত ছিল না। বৈবাহিক সম্পর্কতো তারা এক পর্যায়ে ভুলেই গিয়েছিল।

[২৯] রোমান আইনের ইতিহাস, ড. মারফ দাওয়ালিবী, গ্রীসের নারী, রোমান সমাজে নারী, ড. মাহমুদ সালাম জান্নাটি দ্রস্টব্য, ড. মুসতাফা আস সিবায়ি, (অনুবাদ-আকরাম ফারুক) *ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী* ,বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা: তৃতীয় প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০০৪, পৃ.৯

[৩০] রোমান আইনের ইতিহাস, ড. মারফ দাওয়ালিবী, গ্রীসের নারী, রোমান সমাজে নারী, ড. মাহমুদ সালাম জান্নাটি দ্রস্টব্য, ড. মুসতাফা আস সিবায়ী, (অনুবাদ-আকরাম ফারুক) *ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী* ,বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা: তৃতীয় প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০০৪, পৃ.১৪

Dhaka University Institutional Repository

হিন্দু মতে নারী

প্রাচিন হিন্দু মনীষিরা এ মত পোষণ করত যে, মানুষ যাবতীয় সাংসারিক ও পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন না করা পর্যন্ত তাঁর পক্ষে জ্ঞান ও আধ্যাতিক পরিপক্কতা অর্জন করা সম্ভব না। মনু সংহিতায় পিতা, স্বামী অথবা নিজ পুত্রের কর্তৃত্ব থেকে নারীর স্বাধীন হবার কোন অধিকার নেই। এই তিনজন মারা গেলে তাঁকে তাঁর স্বামীর কোন এক পুরুষ নিকটাত্নীয়ের তত্ত্বাবধানে থাকতে হত। সারা জীবন তাঁকে তাঁর স্বামীর কোন এক পুরুষ নিকটাত্নীয়ের তত্ত্বাবধানে থাকতে হয়। সারা জীবন তাঁকে অধিকারহীনা অবস্থায় কাঁটাতে হয়। এমনকি এক সময়ে স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীর বেঁচে থাকার অধিকারও ছিল না। তাঁকে স্বামীর সাথে একই চিতায় জীবন্ত পুড়ে মরতে হত। ১৭শ শতাব্দি পর্যন্ত এ সতিদাহ প্রথা চালু ছিল। কোথাও কোথাও নারীকে দেবতার তুষ্টি সাধন অথবা কৃষি ও ভাল ফসল ফলানোর উদ্দেশ্যে বলি দেয়া হত। ভারতের কোন কোন অঞ্চলে একটি বিশেষ গাছের গোড়ায় প্রতি বছর একটি করে যুবতী মেয়েকে বলি দেয়ার রেওয়াজ চালু আছে।

কোন কোন হিন্দু ধর্মগ্রন্থে বলা হয়েছেঃ বিষ, সাপ, আগুন, মৃত্যু, নরক ও ঝড় বন্যা এসব কোন কিছুই নারীর চেয়ে খারাপ নয়।[৩১]

খৃষ্ট সমাজে নারী

প্রথম যুগের খৃষ্ট অধঃপতন দেখে আতঙ্কিকত হয়ে পড়েন এবং এ সব কিছুর জন্য নারীকেই এককভাবে দায়ী করেন। কেননা নারীরা সমাজে অবাধ চলাফেরা, খেলাধুলা ও পুরুষদের সাথে অবাধ মেলামেশা করত। সে সমাজে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তনিল যে, নারী হল শয়তানের প্রবেশদ্বার এবং নিজের সৌন্দর্য নিয়ে তাঁর লজ্জিত থাকা উচিত। কেননা নারীর সৌন্দর্য হল বিপথগামী ও প্রলুব্ধ করার কাজে শয়তানের অস্ত্র। নিম্নে প্রসিদ্ধ কয়েকজন খৃষ্টানের উক্তি তুলে ধরা হলঃ

তারতোলিয়ান নামক জনৈক যাজক বলেন : "নারী হচ্ছে মানুষের হৃদয়ে শয়তানের প্রবেশের সিংহদ্বার। নারী হচ্ছে আল্লাহর বিধান ভঙ্গকারী এবং আল্লাহর চেহারা বিস্মৃতকারী"।

---

[৩১] ড. মারফ দাওয়ালিবী, গ্রীসের নারী, রোমান সমাজে নারী, ড. মাহমুদ সালাম জান্নাটি দ্রস্টব্য, ড. মুসতাফা আস সিবায়ি, (অনুবাদ–আকরাম ফারুক) *ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী* ,বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকাঃ তৃতীয় প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০০৪, পৃ.১৩

Dhaka University Institutional Repository

মোস্তাম নামক অপর এক ধর্ম যাজক বলেন: "নারী এক অপরিহার্য বিপদ, এক লোভনীয় আপদ, পরিবার ও সংসারের জন্য হুমকি, মোহনীয় মোড়কে আবৃত বিভীষিকা"।

পঞ্চম শতাব্দীতে "মাকোন" একাডেমি এ বিষয়ে গবেষণা চালায় যে, নারী কি আত্মাহীন দেহ না কি তার আত্মাও আছে। গবেষণা শেষে একাডেমি সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, একমাত্র মসিহের মাতা মরিয়াম (আ.) ব্যতীত আর কোন নারীই দোযখ থেকে মুক্তির নিশ্চয়তা প্রাপ্ত আত্মার অধিকারী নয়।

১৮০৫ সাল পর্যন্ত বৃটিশ আইনে স্ত্রীকে বিক্রি করে দেয়ার অধিকার স্বামীর জন্য সংরক্ষিত ছিল। এ সময় স্ত্রীর মূল্য বেঁধে দেয়া হয়েছিল ছয় পেনস। ঘটনাক্রমে জনৈক ইংরেজ ১৯৩১ সনে তাঁর স্ত্রীকে পাঁচশো পাউন্ডে বিক্রি করে দেয়।[৩২]

প্রাগৈসলামিক আরবে নারীর অবস্থা

ইসলামের আভির্ভাবের পূর্বে আরবের ইতিহাস যদি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, আরব নারীও বহু সংখ্যক অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। নারীর না ছিল উত্তরাধিকার, না ছিল স্বামীর কাছে কোন অধিকার, না ছিল বিয়ে ও তালাকের সংখ্যা কোন সীমা। স্বামীকে স্ত্রীর ক্ষতি সাধনে বাঁধা দিতে পারে এমন কোন বিধিব্যবস্থা সেখানে ছিলনা। কেবল কিছু কিছু ঐতিহাসিক ঘটনা থেকে জানা যায় যে, অভিজাত শ্রেনীর আরব সরদারগণ বিয়ের ব্যাপারে তাঁদের মেয়েদের মতামত গ্রহণ করতনা। কোন পুরুষ যখন কোন স্ত্রী রেখে মারা যান এবং অন্য স্ত্রী উদরজাত কিছু পুত্র সন্তান থাকলে তখন পিতার রেখে যাওয়া স্ত্রীকে অর্থ্যাৎ নিজের সৎ মাকে বিয়ে করা ঐ পুত্র সন্তানেরই অগ্রাধিকার বিবেচনা করা হত। পিতার অন্যান্য সম্পত্তির মতই তা নিছক তাঁর উত্তরাধিকার বলে গণ্য হত।

মেয়ে সন্তান ভূমিষ্ট হওয়াকে তাঁরা ভীষণ অশুভ ঘটনা বিবেচনা করত। কোন কোন গোত্র নবজাত মেয়েকেআভিজাত্যের কলংক ভেবে এবং কেউবা খাদ্য যোগাতে পারবেনা এই আশংকায় জ্যান্ত মাটিতে

---

[৩২] ড. মুসতাফা আস সিবায়ি, (অনুবাদ–আকরাম ফারুক) *ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী* ,বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা: তৃতীয় প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০০৪, পৃ.১৪-১৫

Dhaka University Institutional Repository

পুতে ফেলতো। এটা অবশ্য সমগ্র আরবে ব্যাপকভাবে প্রচলিত কোন প্রথা ছিলনা। এবং কুরাইশ গোত্রেও এ প্রচলন ছিলনা।

সে যুগের নারীর একটি মাত্র গর্বের বিষয় ছিল এই যে, পুরুষেরা সর্বশক্তি দিয়ে নারীর জীবন ও সম্ভ্রম রক্ষা করত এবং তাঁর অবমাননার প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়তনা। এই দিক দিয়ে আরব নারী তৎকালীন সারা দুনিয়ার নারীদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব অধিকারী ছিল।

প্রাচিন জাতি সমূহের প্রবাদে নারী[৩৩]

একটি চিনা প্রবাদ : তোমরা স্ত্রীদের কথা শোন, তবে বিশ্বাস করনা।

একটি রুশ প্রবাদ : দশটি নারীর মধ্যেও একটির বেশী আত্মা থাকেনা।

একটি স্পেনিয় প্রবাদ : দুষ্টা নারীকে এড়িয়ে চল। তবে বিদুষী নারীর প্রতিও ঝুকে পড়ো না।

একটি ইতালিয় প্রবাদ : ঘোড়া চটপটে বা অলস যাই হোক , তাঁকে চালাতে চাবুক ব্যবহার কর। আর নারী সতীই হোক আর অসতীই হোক তাকে ডান্ডা দিয়ে ঠান্ডা কর।[৩৪]

নারীর অধিকার প্রসঙ্গে ইসলাম

এতক্ষন ইসলাম ব্যতীত কয়েকটি ধর্মে নারীর যে অবস্থা, অবস্থান ও অধিকার দেয়া আছে তা নিয়ে আলোচনা করা হল। এখন ইসলাম নারীর যে অধিকার প্রদান করেছে তা আলোচনা করা হচ্ছে:

---

[৩৩] ড. মুসতাফা আস সিবায়ি, (অনুবাদ–আকরাম ফারুক) *ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী* ,বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা: তৃতীয় প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০০৪, পৃ.১২

[৩৪] ড. মুসতাফা আস সিবায়ি, (অনুবাদ–আকরাম ফারুক) *ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী* ,বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা: তৃতীয় প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০০৪, পৃ.১৩

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামে নারীর মৌলিক অধিকার

অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা এ পাঁচটি মানুষের মৌলিক মানবিক অধিকার । ক্ষুধায় অন্ন, পরিধানের বস্ত্র, বসবাসের জন্য বাসস্থান, সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠার জন্য শিক্ষা, রোগ-ব্যাধির চিকিৎসা মানুষের জন্য অপরিহার্য। ইসলামি সমাজব্যবস্থায় নারী-পুরুষ সকলের জন্য এ পাঁচটি মৌলিক মানবিক অধিকার নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করা হয়।

শুধু পুরুষকে মানুষ হিসেবে বিবেচনা করে পুরুষের জন্য এসব অধিকার নিশ্চিত করে না, সে সাথে নারীকে এক বিশেষ দৃষ্টিতে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে থাকে। ইসলামী সমাজব্যবস্থায় নারী অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এসব পেয়ে থাকে।

জীবন ধারণের অধিকার, ইজ্জত ও সম্মানের সাথে বসবাসের অধিকার, পারিবারিক জীবন গড়ার অধিকার, সম্পত্তি অর্জনের অধিকার, অর্জিত সম্পত্তি ভোগ করার অধিকার, পারিবারিক জীবনের গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার, ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশের অধিকার প্রভৃতি ইসলামি সমাজ ব্যবস্থায় ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সংরক্ষণ করা হয়।

নারীর অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ব্যবস্থা বিয়ের পূর্ব পর্যন্ত পিতার দায়িত্বে নিয়োজিত। পিতা এসব দায়িত্ব পালন করেন এবং সন্তান হিসেবে কনের সব খরচ বহন করেন। বিবাহের পর এসব দায়-দায়িত্ব স্বামীর উপর বর্তায়। স্বামী এসব দায়িত্ব বহন করেন। ইসলামি বিধান মতেই নারীর এ দায়িত্ব পুরুষের উপর অর্পিত হয়। ইসলামি সমাজের সকল পুরুষকেই নারীর এসব দায়িত্ব বাধ্যতামূলকভাবে পালন করতে হয়।

নারী জাতির ইজ্জত ও সম্মান রক্ষার জন্য ইসলামি জীবন ব্যবস্থায় পর্দাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। নারী ও পুরুষের সতর (পর্দা) নির্ধারিত করা হয়েছে। উলঙ্গ, নগ্ন, অর্ধনগ্ন অবস্থায় রাস্তায় বের হওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

নারীদেরকে তাঁদের সম্পদ ও সম্পত্তি সংরক্ষণ ও ভোগের অধিকার দিয়েছে ইসলামি সমাজ ব্যবস্থা। বিয়ের সময় মোহর ধার্য করা বাধ্যতামূলক। এ মোহর স্বামীর নিকট থেকে স্ত্রীগণ পেয়ে থাকেন। মোহরের

Dhaka University Institutional Repository

মালিকানা স্ত্রীর। এ মোহরের প্রাপ্ত অর্থ-সম্পত্তি নারী নিজের অধিকারে রাখতে পারে; নিজের ইচ্ছেমত ভোগ করতে পারে, ব্যয় করতে পারে, ব্যবহার করতে পারে। এতে কারো কিছু বলার অধিকার নেই, বাঁধা দেয়ার অধিকার নেই। তাঁদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দানের ক্ষেত্রে মোহর এক অনন্য দৃষ্টান্ত।
নারী জাতি তাঁদের পিতৃ সম্পত্তি ও মাতৃ সম্পত্তির অংশীদার হয় আবার স্বামীর সম্পত্তির অংশীদার হয়। ইসলামি সমাজব্যবস্থা তার এসব অধিকার ভোগ করার নিশ্চয়তা দিয়ে থাকে।

ইসলাম নারীকে মৌলিক অধিকার ভোগ ও ব্যবহার করার ক্ষেত্রে পুরুষের সমানই মর্যাদা দিয়েছে। শুধু উপদেশ দিয়েই নয়, আইন, সমাজ ও রাষ্ট্রে তা প্রতিষ্ঠিত করেছে।

মহান আল্লাহ বলেন:

يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا

অর্থ: হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করতে থাক এবং সেখান থেকে তোমরা দু'জনে প্রাণভরে পানাহার করতে থাক।[৩৫]

মহান আল্লাহ আরো ঘোষণা করেন:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

অর্থ: কোন মু'মিন পুরুষ ও মু'মিনা স্ত্রীলোকের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যখন কোন বিষয়ে চূড়ান্তভাবে ফয়সালা করে দেন তখন সেই ব্যাপারে তাঁর বিপরীত কিছুর এখতিয়ার বা স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগ করার কোন অধিকার নেই।[৩৬]

মহান আল্লাহ আরো বলেন:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

[৩৫] আল-কুরআন ২ ঃ ৩৫

[৩৬] আল-কুরআন ৩৩ ঃ ৩৬

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ: পুরুষ বা স্ত্রী যে লোকই নেক আমল করবে ঈমানদার হয়ে, সেই জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং এদের কারও উপর একবিন্দু পরিমাণ অবিচার করা হবে না।[৩৭]

বস্তুত ইসলামি শরিয়ত নারী-পুরুষ উভয়কেই সামাজিক মর্যাদা এবং মৌলিক অধিকারে সমতা দিয়েছে।

নারীর মানবিক মর্যাদা

আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত[৩৮] হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। সমগ্র মাখলুকাতের মধ্যে মানুষ আল্লাহ তা'য়ালার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। পৃথিবীতে, আকাশে, বাতাসে, পাহাড়-পর্বতে, নদ,নদী,সাগরে সর্বত্রই মানুষের কর্তৃত্ব ও আধিপত্য। মানুষ চাঁদের দেশে তাঁর পদচিহ্ন একে দিয়েছে, হিমালয় পর্বতের চূড়ায় তার বিজয় পতাকা উড়িয়েছে। মহাসমুদ্র পাড়ি দিয়ে মুক্তা-মানিক কুড়িয়েছে, বিশালদেহী হাতিকে বশ করেছে, বশ্যতা স্বীকার করেছে বনের হিংস্র প্রাণীরাও। এর মূলে রয়েছে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব। তাই পৃথিবীর সব সৃষ্টি বাধ্য হয়েই মানুষের বশ্যতা স্বীকার করে।

যে মানুষ সৃষ্টির সেরা, সে মানুষ হচ্ছে নারী ও পুরুষের সমন্বিত রূপ। নর ও নারীর সমন্বিত রূপই হচ্ছে মানুষ। মানুষ বলতে নারী পুরুষ উভয়কেই বুঝানো হয়ে থাকে। সমাজে মানুষ বলতে একমাত্র পুরুষকে বুঝায় না আবার শুধুমাত্র নারীকেও বুঝায় না। নারী ও পুরুষকে নিয়েই সমাজে মানুষের উদ্ভব ও বিকাশ। পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলা যেদিন মানুষকে পাঠান সেদিন নর ও নারী দু'জনকে এক সাথেই পাঠিয়েছেন। হযরত আদম (আ.) ও হওয়া (আ.) কে পৃথিবীতে পাঠিয়ে আল্লাহ তা'আলা মানব বংশের সূচনা করেন। একজন নর ও একজন নারী নিয়েই প্রথমে পৃথিবীতে মানব জাতির পদচারণা শুরু হয়। দু'জন নর-নারীর পদচারণায় জেগে ওঠে ঘুমন্ত পৃথিবী। সেদিনই প্রকৃতির নীরবতা ভাঙ্গে উভয়ে মিলেমিশে।[৩৯]

---

৩৭ আল-কুরআন ৪ ঃ ১২৪

৩৮ আশরাফ শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ আর মাখলুকাত শব্দটি মাখলুখ শব্দের বহুবচন, অর্থ হচ্ছে সৃষ্টি জগত। আল্লাহ তা'য়ালা ১৮ হাজার প্রজাতির মাখলুক সৃষ্টি করেছেন এ মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত হচ্ছে মানুষ। কুরআনে পাকে আল্লাহ তা''য়ালা বলেছেন "মানুষের সেবার জন্য আমি সব কিছু সৃষ্টি করেছি"। গবেষক

৩৯ মাওলানা মুহাম্মদ জসীম উদ্দীন জিহাদি, *ইসলামী সমাজে নারীর মর্যাদা*, ইসলামিয়া কুতুবখানা, ৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা: তা.বি, পৃ. ৫৫

Dhaka University Institutional Repository

পৃথিবীতে আসার পূর্বে হযরত আদম (আ.) ও হওয়া (আ.) জান্নাতে বাস করতেন। সে জান্নাতেও ছিলেন এ দু'জন নর-নারী। একাকীত্বের নীরবতায় কেঁদে উঠেছিল হযরত আদম (আ.) এর হৃদয়-মন। জান্নাতের এত সুখ, এত আনন্দ তাঁর কাছে তুচ্ছ মনে হয়। নিঃসঙ্গতাই তাঁর সব সুখকে কুরে কুরে খায়। তাই সুখ-শান্তি এবং আনন্দ-আহলাদ এবং জান্নাতের সব নিয়ামতের পূর্ণতা আনতে আল্লাহ তা'য়ালা হাওয়া (আ.) কে সৃষ্টি করে দেন। সুতরাং মানব সভ্যতার পূর্ণতার জন্যই নারী। নারী ছাড়া পুরুষের জীবন, সংসার অপূর্ণতায় খাঁ খাঁ করে। আবার পুরুষ ছাড়া নারীর জীবন নিরর্থক।

আজকের পৃথিবীর এ বিশাল মানব সভ্যতার মূলে রয়েছে নারী ও পুরুষের সম্মিলিত অবস্থান। পৃথিবী জুড়ে কোটি কোটি বনি আদম শুধুমাত্র আদমেরই সন্তান নয় হাওয়ারও সন্তান। আবার শুধুমাত্র হাওয়ার সন্তান নয়; আদমেরও সন্তান। এক আদম ও এক হাওয়া থেকে সবাই জন্ম লাভ করেন; বংশ
বিস্তার করেন। বর্তমানেও নর ও নারীর সম্মিলিত অবস্থানেই মানব সভ্যতার বিকাশ ও বিস্তার ঘটছে। এ পৃথিবীর যা কিছু কল্যাণকর, যা কিছু অস্তিত্বশীল তার সবই নর ও নারীর সম্মিলিত চেষ্টার ফসল। এতে নারী-পুরুষ দু'জনেরই সমান কৃতিত্ব রয়েছে, কারো অবদান কোনো অংশেই কম নয়।

"এ বিশ্বে যা কিছু সুন্দর কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর"।[৪০]

নর ও নারী মানব সমাজের এক অখণ্ড সত্ত্বা। খণ্ডিত কোনো অংশ হিসেবে দু'টোর কোনোটিকে দেখা যায় না। একটি অপরটির পরিপূরক এবং পূর্ণতা বিধায়ক। আল্লাহ তা'য়ালা মানবজাতিকে উদ্দেশ্য করেই তাঁর বক্তব্য পবিত্র কুরআনে উপস্থাপন করেছেন। সমগ্র মানবজাতিকে আহ্বান করেছেন ইসলামের দিকে, কুরআনের দিকে। নিম্নোক্ত আয়াত ও উদ্ধৃতি দ্বারা বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠে।
আল-কুরআনে উল্লেখ রয়েছে:

فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ

[৪০] কবি কাজি নজরুল ইসলাম, এ কবিতাটি ইসলামি সমাজে নারীর মর্যাদা গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে, সেখানে শুধু এতটুকু উল্লেখ আছে যে, বাংলাদেশের জাতীয় কবি নজরুল ইসলামের লেখা। পৃ.৫৬

অর্থ: মানুষের লক্ষ্য করা উচিত যে, সে কোন জিনিস থেকে সৃষ্টি হয়েছে? সে সৃষ্টি হয়েছে সবেগে নির্গত এক ফোঁটা পানি থেকে, যা পিঠ ও বক্ষ অস্থির মাঝখান থেকে বেরিয়ে আসে।[৪১]

কালামে হাকিমে ঘোষণা করেন:

وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ

অর্থ: মহান আল্লাহ মানুষের সৃষ্টির সূচনা করেছেন মাটি থেকে, অতঃপর মাটির নির্যাস থেকে, যা এক অপবিত্র পানি তার বংশধারা চালিয়েছে, অতঃপর তার কঠিন কার্য ঠিক করেছেন এবং তার ভিতরে আপন রূহ ফুঁকে দিয়েছেন।[৪২]

কুরআনে পাকে ঘোষণা হচেছ:

أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ

অর্থ: মানুষ কি লক্ষ্য করে না যে, আমি তাঁকে এক বিন্দু পানি থেকে সৃষ্টি করেছি? এখন সে খোলাখুলি দুশমনে পরিণত হয়েছে।[৪৩]

কুরআনে কারিমে ঘোষণা করেন:

فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لكيلا يعلم من بعد علم شيئا

অর্থ: আমি তোমাদেরকে মাটি থেকে, তারপর পানিবিন্দু থেকে, তারপর জমাটবদ্ধ রক্ত থেকে, তারপর পূর্ণ বা অপূর্ণ মাংসপিণ্ড থেকে সৃষ্টি করেছি। যেন তোমাদেরকে আপন কুদরত দেখাতে পারি। আর আমি যে শুক্রবিন্দু ইচ্ছা করি একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মাতৃগর্ভে রেখে দেই। অতপর তোমাদের শিশু বানিয়ে বের করি। অতঃপর তোমাদেরকে বাড়িয়ে যৌবন পর্যন্ত পৌছে দিই। তোমাদের মধ্য হতে কেউ মৃত্যুবরণ করে আর কেউ নিষ্কর্মা বয়স পর্যন্ত পৌছে যে, বোধশক্তি লাভ করার পর আবার অবুঝ হয়ে যায়।[৪৪]

---

[৪১] আল-কুরআন ৮৬ ঃ ৫-৭

[৪২] আল-কুরআন ৩২ ঃ ৭-৮

[৪৩] আল-কুরআন ৩৬ ঃ ৭৭

[৪৪] আল-কুরআন ২২ ঃ ৫

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

অর্থ: আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের পেট থেকে বের করেন। যখন তোমরা বের হলে তখন এমন অবস্থায় ছিলে যে, তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদের শ্রবণ শক্তি দিয়েছেন, দর্শন শক্তি দিয়েছেন, বোধশক্তি দিয়েছেন, যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।[৪৫]

আল্লাহ পাক ঘোষণা করেন:

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ

অর্থ: হে মানবজাতি! তোমার সেই দয়াল প্রভু সম্পর্কে কোন জিনিস তোমাকে প্রতারিত করে রেখেছে? যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঠিক করেছেন, তোমার শক্তি ও ক্ষমতার মধ্যে ভারসাম্য স্থাপন করেছেন এবং তিনি যে আকৃতিতে ইচ্ছা করেছেন তোমাদের উপাদানসমূহ সংযোজিত করেছেন।[৪৬]

আল্লাহ তা'য়ালা ঘোষণা করেন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى

অর্থ: হে লোক সকল! আমি তোমাদেরকে পুরুষ ও নারী থেকে সৃষ্টি করেছি।[৪৭]

আল্লাহ তা'য়ালা ঘোষণা করেন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

অর্থ: হে মানুষ! তোমরা সেই আল্লাহকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একটি মাত্র মানুষ থেকে সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি তা থেকে জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে অনেক নারী ও পুরুষ ছড়িয়ে দিয়েছেন।[৪৮] আল্লাহ তা'য়ালা ঘোষণা করেন:

---

[৪৫] আল-কুরআন ১৬ ঃ ৭৮

[৪৬] আল-কুরআন ৮২ ঃ ৬-৭

[৪৭] আল-কুরআন ৫১ ঃ ১৩

[৪৮] আল-কুরআন ৪ ঃ ১

Dhaka University Institutional Repository

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً

অর্থ: তোমরা কি দেখ না, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার সবকিছুই আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন এবং তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সব নিয়ামত তোমাদের জন্য পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন।[৪৯]

আল্লাহ তা'য়ালা ঘোষণা করেন:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

অর্থ: তিনি সেই আল্লাহ যিনি পৃথিবীর সবকিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন।[৫০]

আল্লাহ তা'য়ালা ঘোষণা করেন:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

অর্থ: আসমান ও জমিনের সার্বভৌম রাজত্ব একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার। তিনি যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন। যাকে ইচ্ছা তাঁকে তিনি কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা তাকে পুত্র সন্তান দান করেন, আবার যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান ও কন্যা সন্তান উভয়টি দান করেন, আবার যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করেন। তিনি মহাজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান।[৫১]

আল্লাহ তা'য়ালা ঘোষণা করেন:

أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ

অর্থ: নিশ্চয়ই আমি নষ্ট করে দেই না তোমাদের আমলকারীর আমল , সে পুরুষ হউক বা নারী হউক। তোমরা পরস্পর থেকে পরস্পর জন্মগ্রহণ করেছ।[৫২]

আল্লাহ তা'য়ালা ঘোষণা করেন:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

[৪৯] আল-কুরআন ৩১ ঃ ২০

[৫০] আল-কুরআন ২ ঃ ২৯

[৫১] আল-কুরআন ৪২ ঃ ৪৯-৫০

[৫২] আল-কুরআন ৩ ঃ ১৯৫

অর্থ: আমি বনি আদমকে অতীব সম্মান দান করেছি এবং স্থলে ও জলে সওয়ারির ব্যবস্থা করে দিয়েছে এবং তাঁকে পবিত্র জিনিস দ্বারা রিজিক দান করেছি। আর বহু জিনিসের উপর তাঁকে আমি শ্রেষ্ঠত্ব ও কর্তৃত্ব দান করেছি, যা আমি সৃষ্টি করেছি।[৫৩] আল্লাহ তা'য়ালা ঘোষণা করেন :

لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم

অর্থ: আমি মানবজাতিকে সুন্দর আকৃতিতে সৃষ্টি করেছি।[৫৪]

আল্লাহ তা'য়ালা মানবজাতিকে গঠন কাঠামো , খাদ্য, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, বুদ্ধিমত্তা, জ্ঞান, বিবেক ইত্যাদি দিয়ে মর্যাদাবান করেছেন। তাঁকে সুন্দর দেহাবয়ব দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। অঙ্গ-প্রসঙ্গ, হাত-পা, চোখ, কান, নাক, মুখ সব কিছুকে যথোপযুক্ত করে সৃষ্টি করে যথাস্থানে সংযোজন করেছেন।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন :

الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ

অর্থ: তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতপর তোমাকে সুঠাম দেহের অধিকারী করেছেন, এবং সুবিন্যস্ত করেছেন।[৫৫]

উপরোক্ত আয়াতসমূহে একটি সত্যই প্রতিভাত হয়ে উঠেছে যে, দুনিয়ায় যা কিছু আছে, তার সবই আশরাফুল মাখলুকাত মানবের জন্য সৃজিত। এভাবে মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন চুড়ান্ত সাফল্যের জন্য অসীম সম্ভাবনাময় উৎকৃষ্ট মেধা, চিন্তা-কল্পনা, স্বভাব-চরিত্র, আচার-ব্যবহার, সভ্যতা-সামাজিকতা ও মানবিয় সংস্কৃতি দিয়ে, আর বিশ্ব ব্যাপী এক উদার জাতীয়তা গঠন করেন সীমাহীনতা ও বিশ্বজনীনতার মানসিকতা সৃষ্টি করে, যার মধ্যে বর্ণ-গোত্র-ভাষা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মানুষই যেন অর্ন্তভুক্ত হতে পারে। এ মর্যাদাবান মানব যেন এক নির্ভুল সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করতে পারে এবং এক সত্য ও পবিত্র জন সমাজ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। সমাজের লোকদের মধ্যে সততা, বিশ্বস্ততা, সচ্চরিত্রতা, সত্যপ্রীতি, আত্মসংযম সংগঠন, বদান্যতা, উদারতা, আত্মসম্ভ্রম, বিনয়-নম্রতা, উচ্চাভিলাষ সৎসাহস, আত্মত্যাগ, কর্তব্যবোধ, ধৈর্যশীলতা, দৃঢ়তা, বীর্যতা, আত্মতৃপ্তি, নেতানুগত্য, আইনানুবর্তিতা, আত্মসচেতনতা ইত্যাকার

---

[৫৩] আল কুরআন ১৭ ঃ ৭০

[৫৪] আল কুরআন ৯৫ ঃ ৪

[৫৫] আল কুরআন ৮৩ ঃ ৭-৮

Dhaka University Institutional Repository

উৎকৃষ্ট গুণাবলী তাঁর মধ্যে দেয়া হয়েছে। মানুষের মধ্যে তাঁদের কর্মশক্তিকে সুসংহত করার এবং তাঁকে সুপরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করার মতো প্রচণ্ড শক্তিও বর্তমান রয়েছে।[৫৬]

খিলাফত প্রতিষ্ঠার সঠিক দায়িত্ব পালন এবং কর্তব্য সম্পাদনের মাধ্যমে খলিফা হিসেবে যে মর্যাদাবোধ, তা মানুষেরই। খলিফার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে উল্লেখিত গুণাবলি অর্জন ও লালন কেবলমাত্র মানুষের জন্যই যথার্থ ও যথোপযুক্ত। এসব ক্ষেত্রে মানুষ বলতে যা বুঝায় তা মূলত নর-নারী উভয়েরই সমন্বিত রূপ। এককভাবে পুরুষকে নয় আবার নারীকেও নয় উভয়কেই বুঝানো হয়েছে।[৫৭]

ইসলামে নারীর ব্যক্তিস্বাধীনতা

ব্যক্তিস্বাধীনতা বলতে ব্যক্তির নিজস্ব ইচ্ছা-অনিচ্ছা ও মতামত প্রকাশের অধিকারকে বুঝায়। ব্যক্তির রুচি, মন-মানসিকতা, চিন্তা-চেতনা প্রকাশের ইচ্ছা কোন প্রকার বাধাগ্রস্থ না হওয়াই ব্যক্তি স্বাধীনতা। কোন সমাজে নারী তার মতামত, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, চিন্তা-চেতনা দ্বিধাহীনচিত্তে প্রকাশ করতে পারলে এবং এক্ষেত্রে কোন প্রকার বাঁধার সম্মুখীন না হলে বুঝা যাবে সে সমাজে নারীর ব্যক্তি স্বাধীনতা আছে।[৫৮]

বিভিন্ন সমাজ-সভ্যতা, সংস্কৃতি, ধর্মে নারীর অবস্থান ছিল, যুগে যুগে দেশে দেশে নারী ছিল পরাধীন। বিভিন্ন সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ধর্ম নারীর ব্যক্তি স্বাধীনতা ক্ষুন্ন করেছে। নারীর কোন ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে তোয়াক্কা করা হয়নি। তাঁর মতামতের কোন মূল্য ছিল না। তাঁর চিন্তা-ভাবনাকে শুধুমাত্র অবমূল্যায়নই করা হয়নি সে সাথে চরমভাবে দলিত-মথিত করা হয়েছে। তাঁর ইচ্ছা-অনিচ্ছা প্রকাশের স্বপ্ন-সাধনাকে মূহুর্তেই ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। তাঁর আশা-আকঙ্খার গুড়ে বালি দিয়ে পুরুষরা তাঁদের স্বার্থ চরিতার্থ করেছে। তাঁর ব্যক্তি স্বাধীনতাকে খর্ব করা হয়েছে।

---

[৫৬] মাওলানা মুহাম্মদ জসীম উদ্দীন জিহাদী, *ইসলামী সমাজে নারীর মর্যাদা*, ইসলামিয়া কুতুবখানা, ৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা: পৃ.৬৬

[৫৭] মানব বলতে যা বুঝায় তা সবই । উল্লেখিত আলোচনা দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয়েছে। নারী পুরুষ হিসেবে আলাদা কোন মর্যাদা দেয়া হয়নি। মানুষের যার তাকওয়া বেশী তার মর্যাদা বেশী। তাকওয়াই হচ্ছে মর্যাদার মাপকাঠি। গবেষক

[৫৮]মাওলানা মুহাম্মদ জসীম উদ্দীন জিহাদি, *ইসলামি সমাজে নারীর মর্যাদা*, প্রাগুক্ত পৃ.৬৬

Dhaka University Institutional Repository

নারী শত নির্যাতন ভোগ করেছে কিন্তু প্রতিবাদ তো দূরের কথা, উহ্ শব্দ টুকু করার সাহসও পায়নি। কোন নারী প্রতিবাদ জানাবার দুঃসাহস কখনো দেখাতে পারেনি। কোন কালে কোন নারী মাথা তুলে দাঁড়াতে চাইলে তাঁর মাথা ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে পুরুষের বজ্রকঠোর হস্ত। পুরুষের বজ্রমুষ্ঠির আঘাতে নারীর কত সুখ-স্বপ্ন ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেছে। আল্লাহ তা'য়ালার এ অমূল্য সৃষ্টি নারী সবসময়ই মূল্যহীন দ্রব্য-সামগ্রীর মতো পরিগনিত হয়েছে। পুরুষের সুখ-সম্ভোগের বলি হতে হয়েছে নারীর ব্যক্তি স্বাধীনতা।

ইসলাম নারীর ব্যক্তি স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছে। তাঁর এ স্বাধীনতা কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠি, জাতি, সম্প্রদায় বা রাষ্ট্রশক্তি খর্ব করতে পারবে না। বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে নারী তাঁর নিজস্ব মতামতের অধিকারী। পূর্ণ বয়স্কা নারীর অনুমতি ও সম্মতি ব্যতীত তাঁকে বিবাহ দেয়া সম্পূর্ণ বে-আইনি। এক্ষেত্রে কারো জোর জবরদস্তি চলবে না। নারীর নিজস্ব মতামত, ইচ্ছা শক্তি প্রকাশ করার ক্ষেত্রে নারী সম্পূর্ণ স্বাধীন। তাঁর স্বাধীন সত্ত্বাকে ইসলাম স্বীকৃতি দিয়েছে। নারীর ব্যক্তি স্বাধীনতা সংরক্ষণে ইসলামি আইন, রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সমাজ ব্যবস্থা একান্ত বদ্ধপরিকর। ইসলামের কাছেই রয়েছে নারীর প্রকৃত ব্যক্তি স্বাধীনতা। ইসলামে রয়েছে নারীর ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষার জন্য পর্যাপ্ত আইন-কানুন ও নিয়ম-পদ্ধতি। ইসলামে রয়েছে এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট পরিকল্পনা। সুতরাং ইসলামই পারে নারীর ব্যক্তি স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে।

নারীর ধর্মীয় অধিকার ও মর্যাদা[৫৯]

নারীর ধর্মীয় অধিকার নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে বিভিন্ন ধর্ম,বিভিন্ন সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতি। প্রশ্ন তুলেছে নারী ধর্ম-কর্ম করতে পারবে কিনা ? নারীর উপাসনার প্রয়োজন আছে কিনা ? নারীর স্বর্গে গমন কতটা সম্ভব? নারীর পবিত্রতা আদৌ সম্ভব? নারী যদি জাহান্নামের কীট হয় তবে তার ইবাদত উপাসনার প্রয়োজন কি? নারী যদি হয় পাপের দ্বার, স্বর্গের দ্বার পেরিয়ে স্বর্গবাসী কিভাবে হবে?

---

[৫৯] ধর্মীয় অধিকার বলতে ধর্মীয় আচার-আচরণে নারীর সম্পৃক্ততাকে বুঝানো হয়েছে। মর্যাদা বলতে ইবাদাতের সাওয়াবে কোন কমবেশী আছে কিনা সে কথা বুঝানো হয়েছে। ধর্মের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের মধ্যে কোন ভেদাভেদ আছে কি নাই সেটাই আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়। গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

আবার কোন কোন ধর্ম ও মতবাদে নারী অবলা, অসহায়। নারী শুধুমাত্র পুরুষের সেবার জন্য, সে সেবিকা, দাসী। তাঁর নিজস্ব কোন ইচ্ছা শক্তি, কামনা-বাসনা নেই; থাকতে পারে না। তাঁর প্রতিবাদ করার কোন অধিকার নেই।

ইসলাম নারীকে ধর্ম-কর্মের পূর্ণ অধিকার দিয়েছে। ইমান আনার জন্য যেমন পুরুষকে আহ্বান করা হয়েছে তেমনি নারীর প্রতিও উদাত্ত আহ্বান জানানো হয়েছে। পাপ ও অন্যায় অপরাধের জন্য নারী যতটা দায়ী পুরুষও ঠিক ততটা দায়ী। যে কোন অপরাধের জন্য নারী-পুরুষ সমান শাস্তির উপযোগী। নারী ও পরুষের শাস্তির মাত্রা হ্রাস-বৃদ্ধি করা যাবে না। ইসলামি রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার দণ্ডদানের ক্ষেত্রে সাম্যের বিধান রাখা হয়েছে। ন্যায় বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষভেদে তারতম্য করা হয়নি। নারী-পুরুষের সৎকর্মের গুরুত্ব সমান। কারো ব্যাপারে গুরুত্বহীন বা অবমূল্যায়ণ আবার কারো ব্যাপারে অতি গুরুত্বপূর্ণ ও মহামূল্যবান বলে তারতম্য করা হয়নি। জান্নাতের জন্য নারী-পুরুষ উভয়েই সুসংবাদ প্রাপ্ত। জাহান্নামের জন্য নারী-পুরুষ উভয়কেই ভীতিপ্রদর্শন করা হয়েছে। উভয়ের পরকালের ঠিকানা এক ও অভিন্ন। আর তা হলো জান্নাত বা জাহান্নাম। জান্নাতের সুখ-শান্তি, আরাম-আয়েশ, নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই নির্ধারিত। পক্ষান্তরে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি উভয়ের জন্য নির্ধারিত। ইবাদতের প্রতিদান, উপাসনার আহ্বান ইসলামের বিভিন্ন বিধি-বিধান নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য সমান। নারী পুরুষভেদে দায়িত্ব এড়াবার সুযোগ নেই। কাউকে খাটো করা হয়নি আবার কাউকে অতিমাত্রায় সুউচ্চে তুলে ধরা হয়নি।[৬০]

পুরুষের প্রকৃতি ও শারীরিক গঠন হিসেবে পুরুষের জন্য তাঁরই প্রকৃতি সুলভ ইবাদত-উপাসনার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে পুরুষের উপর তাঁর ক্ষমতার অতিরিক্ত কোন বোঝা চাপানো হয়নি। পক্ষান্তরে নারীর প্রকৃতি ও শারীরিক গঠনের সাথে সামঞ্জস্যশীল ইবাদত উপাসনার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। নারী বলে তাঁর উপর এমন কোন দুর্বহ বোঝা চাপানো হয়নি, যা বহন করতে নারী অক্ষম।[৬১]

ধর্ম-কর্ম পালনের ক্ষেত্রে ইসলাম নারীর যে অধিকার দিয়েছে পৃথিবীর কোন ধর্ম, দর্শন ও মতবাদ তা দেয়নি, দিতে পারেনি বরং নারীকে বঞ্চিত করেছে।

---

[৬০] মাওলানা মুহাম্মদ জসীম উদ্দীন জিহাদি, *ইসলামী সমাজে নারীর মর্যাদা*, প্রাগুক্ত পৃ.৮৬

[৬১] গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রেও নারীকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। ইসলাম গ্রহন করা না করার ব্যাপারে তাঁর নিজস্ব স্বাধীনতা ও ইচ্ছাশক্তি রয়েছে। নারী স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহন না করলে কেউ তাঁকে জবরদস্তি করতে পারবে না। আবার কোন নারীর স্বামী কিংবা পিতা-মাতা ইসলাম গ্রহণ করলে সেই বয়ঃপ্রাপ্ত নারী যদি স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ না করে সে ক্ষেত্রে তাঁদের সবার ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমেও সেই নারী মুসলমান বলে গন্য হবে না। যদিও তাঁর পিতা-মাতা, দাদা-দাদী, নানা-নানী এবং অধঃস্তনের ছেলে-সন্তান মুসলমান হয়। জন্ম, বংশ এবং স্থানভেদে মুসলমান হতে পারে না; যদি সে স্বেচ্ছায় কালিমা পড়ে ইসলাম গ্রহণ না করে। তাই একজন কাফির মুশরিকের ঘরে জন্ম নিয়েও একজন নারী কালিমা পড়ে মুসলমান হতে পারে আবার একটি সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম নিয়েও একজন নারী ইসলামের আকিদা ও মূলনীতিকে অস্বীকার করে মুরতাদ, মুশরিক বা কাফির হয়ে যেতে পারে। এখানেই মূলত নারীর ধর্মীয় মর্যাদার মূল কথা লুকিয়ে আছে।

ইসলাম পুরুষের ন্যায় নারীকেও সমানভাবে ধর্মীয় কার্যাবলি সম্পাদন ও আধ্যাত্মিক উন্নতি-উৎকর্ষতা সাধনের পূর্ণ অধিকার দিয়েছে। ধর্মীয় বিধি-বিধান পালন করা যেমন পুরুষের কর্তব্য, তেমনি নারীরও কর্তব্য। এ কর্তব্য পালনের ফল লাভের অধিকারও উভয়ের সম্পূর্ণ সমান। ইসলাম এ ব্যাপারে নারী-পুরুষের মধ্যে কোনোরূপ পার্থক্য করেনি। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন:

أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ

অর্থ: নিশ্চয় আমি নষ্ট করে দেই না তোমাদের মধ্য থেকে কোন আমলকারীর আমলকে, সে পুরুষই হোক আর নারীই হোক, তোমরা পরস্পর পরস্পর থেকে আসলে এক ও অভিন্ন।[৬২]

এ আয়াতের তাফসির করতে গিয়ে ইমাম ইবনে কাছির (র.) বলেন:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أي: فأجابهم ربهم، كما قال الشاعر : وداع دعا: يَا مَن يجيب إلى النّدى قالت أم سلمة: يا رسول الله، لا نَسْمَعَ اللهَ ذَكَر النساء في الهجرة بشيء؟ فأنزل اللهعز وجل فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى ومعنى الآية: أن المؤمنين ذوي الألباب لما سألوا ـمما تقدم ذكره ـفاستجاب لهم ربهم كما قال تعالى: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ .

[৬২] আল-কুরআন ৩ ঃ ১৯৫

Dhaka University Institutional Repository

هذا تفسير للإجابة، أي قال لهم مُجِيبًا لهم: أنه لا يضيع عمل عامل لديه، بل يُوَفي كل عامل بقسط عمله، من ذكر أو أنثى.جميعكم في ثوابي سَواء فَالَّذِينَ هَاجَرُوا أي: تركوا دار الشِّرْك وأتَوا إلى دار الإيمان وفارقوا الأحباب والخلان والإخوان والجيران،

অর্থ: অতপর তাঁদের প্রতিপালক তাঁদের ডাকে সাড়া দিবেন অর্থ্যাৎ তাঁদের রব তাঁদের দাবি পূরণ করবেন, যেমনটি কবি বলেন "এমন কোন বান্দা আছে যার ডাকে আল্লাহ সারা দেন না যখন সে ডাকে"। হযরত উম্মে সালমা (র.) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! হিজরতকারী মহিলাদের ডাকে কি আল্লাহ সারা দিবেন না? এ কথা বলার পর আল্লাহ তা'য়ালা অত্র আয়াত নাযিল করেন " অতপর আল্লাহ তা'য়ালা তাঁদের ডাকে সারা দিবেন যখন বান্দা ডাকে। নিশ্চয়ই আমি নারী এবং পুরুষ কারো আমল বরবাদ করে দেইনা। আর এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে নিশ্চয়ই মুমেনগণ হচ্ছে জ্ঞানী তাঁদেরকে কোন আদেশ করলে তাঁরা শুনে। তাঁরা আল্লাহর কাছে যা চায় আল্লাহ তাঁদের ডাকে সারা দেন চাই পুরুষ হউক বা মহিলা। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন " যখন আমার বান্দা আমার কাছে চায় আমি তাঁদের ডাকে সারা দেই যখন সে ডাকে তখনই সারা দেই, অতএব সে আমাকে ডাকে এবং আমার উপর পূর্ণ আস্থা রাখে সম্ভবত তাঁরা সঠিক পথ পাবে"।
(সুরা আল বাকারা, আয়াত ১৮৬)।

এটা হচ্ছে তাফসিরে ইজাবাহ অর্থ্যাৎ তিনি বলেন তাঁদের জবাবে নিশ্চয়ই তিনি তোমাদের আমলকে নষ্ট করেন না বরং নারী এবং পুরুষের প্রত্যেকের আমল অনুযায়ী পূর্ণ সাওয়াব দান করেন। সাওয়াবের দিক থেকে নারী পুরুষ উভয়েই সমান। অতএব যারা হিজরত করেছে অর্থ্যাৎ পুরুষ হউক বা নারী যারা মুশরিকদের বস্তি ছেড়ে মোমেনের বস্তিতে আগমন করেছে, নিজেদের মহব্বতের লোকদেরকে ছেড়েছে, বাচ্ছাদের ছেড়েছে, ভাইবোনদের ছেড়েছে প্রতিবেশীকে ছেড়েছে তাঁদের প্রত্যেককে উপযুক্ত প্রতিদান দেয়া হবে। নারী হউক বা পুরুষ।[৬৩]

মহান আল্লাহ আরো বলেন:

---

[৬৩] আবুল ফেদা ইসমাইল বিন উমর বিন কাছির, *তাফসিরুল কুরআনুল আযিম,* দারুততাইয়্যিবা লিননাশরি তাওযি, মক্কা, সৌদিআরব: ১৪২০ খ. ২, পৃ. ১৯০

Dhaka University Institutional Repository

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

অর্থ: পুরুষ বা স্ত্রী যে লোকই নেক আমল করবে ইমানদার হয়ে, সেই জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং এদের কারও উপর একবিন্দুও অবিচার করা হবে না।[৬৪]

মহান আল্লাহ আরো বলেন:

وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ

অর্থ: মুনাফিক পুরুষ ও নারী এবং কাফিরদের জন্য আল্লাহ জাহান্নামের আগুনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যাতে তাঁর চিরদিন অবস্থান করবে। তাঁদের জন্য সেটাই উপযুক্ত স্থান, তাঁদের উপর আল্লাহর লানত রয়েছে এবং তাঁদের জন্য রয়েছে স্থায়ী শাস্তি।[৬৫]

ধর্ম-কর্মের ব্যাপারে নারীর পূর্ণ অধিকার ইসলামে স্বীকৃত। ধর্ম গ্রহণ, ধর্মের বিধি-বিধান পালনের পূর্ণ অধিকার রয়েছে নারীর। ধর্ম গ্রহণের ব্যাপারে তাঁর পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। ধর্ম বর্জনের ব্যাপারেও তাঁর অধিকার রয়েছে। সে ধর্মকে বর্জন করলে যে কোন সময় মুরতাদ, কাফির, মুশরিক বলে গন্য হবে। এক্ষেত্রে তাঁর ইচ্ছা, মতামত, চিন্তা-চেতনা ও বিশ্বাসই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

ইসলামের এই অধিকার বলে হযরত মারইয়াম (আ.) হযরত আসিয়া, হযরত খাদিজাতু কুবরা (র.) হযরত রাবেয়া বসরি প্রমুখ মুসলিম মহিলাগণ বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেন।

স্বামী নির্বাচনে নারীর অধিকার

বিবাহ বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ব্যাপারে পুরুষকে একচ্ছত্র কর্তৃত্ব বা অধিকার দেয়া হয়নি। এক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকার দেয়া হয়েছে। পুরুষ যেমন তাঁর পছন্দমত বিয়ে করার অধিকার রাখে, অনুরুপভাবে নারীরাও নিজেদের পছন্দমত বিয়ে করার অধিকার রাখে। এক্ষেত্রে বয়ঃপ্রাপ্ত কোন পুরুষের

---

[৬৪] আল-কুরআন ৪ ঃ ১২৪

[৬৫] আল-কুরআন ৯ ঃ ৬৮

অমতে অসম্মতিতে তাঁর অপছন্দের কোন নারীকে বিবাহে বাধ্য করা যাবে না। আবার বয়ঃপ্রাপ্তা কোন নারীকেও তাঁর অমতে ও অসম্মতিতে তাঁর অপছন্দের কোন পুরুষকে বিবাহ করতে বাধ্য করা যাবে না। এটিই ইসলামের বৈবাহিক সম্পর্কের অন্যতম মূলনীতি।

স্বামী নির্বাচনের অধিকার নারীরই। ইসলাম নারীকে এ অধিকার দিয়েছে। নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে দেয়াকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবৈধ ও অন্যায় বলে ঘোষণা করেছেন। ইসলামি শরিয়তে বিবাহের উপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্তা নারীকে তাঁর স্বামী নির্বাচনের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে নারী সম্পূর্ণ স্বাধীন। কোন অভিভাবক-অভিভাবিকা, মাতা-পিতা, ভাই-বোন তাঁর এ স্বাধীনতা এবং অধিকারকে ক্ষুণ্ন করতে পারবে না। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا كَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ

অর্থ: স্বামী দর্শনকারী নারীকে তাঁর অনুমতি ছাড়া বিয়ে করা যাবে না। আর কুমারি মেয়েকে তাঁর সম্মতি ছাড়া বিয়ে করা যাবে না। সাহাবায়ে কিরামগন জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাঁর সম্মতি কিরূপ? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, জিজ্ঞাসান্তে তাঁর নিশ্চুপ হয়ে যাওয়া তার সম্মতি বুঝা যাবে।[৬৬]

এ হাদিসের উপর ভিত্তি করে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেন :

إن الولي لا يجبر الثيب ولا البكر على النكاح فالثيب تستأمر والبكر تستأذن

---

[৬৬] মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল বুখারী, *সহিহুল বুখারি*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরবঃ তা.বি, খ.১৬ , পৃ.১০০; আবুল হোসাইন আসাকিরুদ্দীন মুসলিম বিন হাজ্জাজ, *সহিহ্ মুসলিম*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরবঃ তা.বি, খ.৭, পৃ. ২৩৯; আবু আব্দুর রহমান আহমদ বিন সুয়াইব ইবনে আলী আননাসায়ি. *সুনানে নাসায়ী*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরবঃ তা.বি, , খ.১০ , পৃ. ৩৮৯; আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ বিন হাম্বল, *মুসনাদে আহমাদ বিন হাম্বল*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা সৌদিআরবঃ১৪১২, খ.১৯ , পৃ. ২৭৫ ; আহমদ বিন হুসাইন বিন আলী আলবায়হাকী, সুনানে কুবরা, মাউকাউ ইয়াসুব, মদিনা, সৌদিআরবঃ তা.বি, খ.৭ , পৃ.১২২

অর্থ: অভিভাবক পূর্ব বিবাহিতা ও অবিবাহিতা মেয়েকে কোন নির্দিষ্ট ছেলেকে বিয়ে করতে বাধ্য করতে পারবে না। এতএব পূর্বে বিবাহিতা মেয়ের কাছ থেকে বিয়ের জন্য রীতিমত আদেশ পেতে হবে এবং অবিবাহিতা বালেগা মেয়ের কাছ থেকে যথারীতি অনুমতি নিতে হবে।[৬৭]

হাদিস শরিফে এসেছে :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا

অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (র.) হতে বর্ণিত রাসুল (স.) বলেছেন, বালেগা নারী তাঁর বিবাহের ব্যাপারে তাঁর অভিভাবকের চেয়ে নিজের পছন্দে বেশী হকদার, আর বাকেরা বা নাবালেগা নারীর কাছ থেকে অনুমোদনক্রমে তাঁর বিবাহ হবে। জিজ্ঞাসার জবাবে যদি সে চুপ থাকে তবে এটাই তাঁর অনুমতি।[৬৮]

হাদিস শরিফে এসছে :

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعٍ ابْنَيْ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّيْنِ عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَرَدَّ نِكَاحَهَا

অর্থ: হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ এবং মুজাম্মা ইবনে আনসারি হতে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা খানসা বিনতে খেযাম আল-আনসারীর প্রসঙ্গে বলেন, খানসা একজন বালেগা নারী (সাইয়্যেবা) তাঁর বাবা তাঁকে একজনের সাথে বিবাহ দিল। খানসা সে বিবাহ পছন্দ করল না। খানসা সে ব্যাপারটি নিয়ে রাসুল (স.) এর দরবারে এসে ঘটনাটি বললেন, রাসুল (স.) সে বিবাহ ভঙ্গ করে দিলেন।[৬৯]

---

[৬৭] আবু মুহাম্মদ মাহমুদ বিন আহমদ বিন মুসা আল আইনি, উমদাতুল কারি শরহে সহিহুল বুখারি, (আইনী) মুলতাফা উরুদে মান মুলতাকা আহলে হাদীস, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: ২০০৬, খ. ২৯, পৃ.৩১৪

[৬৮] আবু দাউদ সুলাইমান ইবনে আসয়াস বিন ইসহাক, *সুনানে আবু দাউদ* মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদি আরব: খ. ৫, পৃ. ৪৯৪

[৬৯] আবু দাউদ সুলাইমান ইবনে আসয়াস বিন ইসহাক, *সুনানে আবু দাউদ* মাউকাউল ইসলাম,প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৬

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম পূর্ব যুগে নারীর এ অধিকার স্বীকৃত ছিল না। নারীর কোন ইচ্ছা ও সম্মতির গুরুত্ব ছিল না। নারীকে মনে করা হত ভোগ্য পণ্য-সামগ্রী। পুরুষের মনোরঞ্জণ ও কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হত। তাঁদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার কোন মূল্য ছিল না। ইসলামই সর্বপ্রথম নারীর এ অধিকার নিশ্চিত করেছে। নারী তাঁর স্বামী নির্বাচনে পূর্ণ স্বাধীন ও কর্তৃত্বশীল। এ ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করার কারো কোন অধিকার নেই। [৭০]

হাদিস শরিফে এসেছে :

كان الرسول (ص) يرسل بعض النسوة ليتعرفن علي بعض مايخفي من العيوب فيقول لها شمي فمها، شمي أبطيها، انظري ألي عرقوبيها

অর্থ: একদিন হুজুর (স.) কিছু সংখ্যক মহিলাদেরকে পাঠালেন ঐ লোকদের সাথে তোমাদের বিবাহের কথা চলছে তোমরা ওদের সম্পর্কে দেখে আস যে, তাঁদের মুখের লাবণ্যতা কিরকম, বোগলগুলো কিরকম, ভালভাবে দেখবে তাঁদের স্মার্টনেস কি রকম? এ সব কিছু দেখে তাঁরা আল্লাহর নবীর কাছে রিপোর্ট করলেন। [৭১]

আব্দুল আযিয বিন নাসের বলেন :

فعلي الخاطب أن يسأل عن صفات المرأة وعن عيوبها و اخلاقها وصفاتها ومميزاتها كذالك المرأة عليها أن تسأل عن صفات الرجل و أخلاقه و عيوبه أن رضي كلمنهم صاحبه بمافيه وألا عليها الابعاد

অর্থ: বিবাহের জন্য প্রত্যেক প্রস্তাবকের দায়িত্ব হচ্ছে প্রস্তাবিতা মহিলার গুনাবলী সম্পর্কে জেনে নেয়া। কনের কোন দোষক্রটি আছে কিনা? তাঁর চরিত্র কেমন, তাঁর গুনাবলী কি কি এবং তাঁর বৈশিষ্ঠাবলী কিকি? অনুরুপভাবে কনেরও বর সম্পর্কে জেনে নেয়া আবশ্যক যে, তাঁর গুনাবলী কেমন, চরিত্র কেমন, দোষক্রটি

[৭০] মাওলানা মুহাম্মদ জসীম উদ্দিন জিহাদি, *ইসলামি সমাজে নারীর মর্যাদা*, ইসলামিয়া কুতুবখানা,৩২, বাংলাবাজার, ঢাকা: পৃ.৯২

[৭১] আব্দুল আজিজ বিন নাসের বিন সাউদ আল আব্দুল্লাহ, *স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য*, মাতবায়ায়ে নরজিস আততুজ্জারি, রিয়াদ, সৌদিআরব: ১৪২৫ পৃ.২০

Dhaka University Institutional Repository

আছে কিনা? ঐদিন বরের গুনাবলীতে সে সন্তুষ্ট হয় তবে বিবাহ করবে অন্যথায় বিবাহ করবে না। বর নির্বাচনে কনের পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে।[৭২]

এক্ষেত্রে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, অন্যান্য ধর্মে নারীর কোন স্বাধীনতাই ছিল না। মনমত বিয়ে করাত দুরের কথা। এ ক্ষেত্রে মুহাম্মদ (স.) এর বিধান কত সুন্দর কত কল্যানকর লক্ষ্য করলেই বুঝা যাবে।

পুনরায় বিবাহের ক্ষেত্রে নারীর অধিকার

মানুষের জীবন অতি মূল্যবান। তাঁর সময়, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, কাজ-কর্ম, কোনটি মূল্যহীন নয়। মানুষ শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে তাঁর এসব কিছুর মূল্যায়ন করা আবশ্যক। মানুষের জৈবিক চাহিদা যৌন প্রবৃত্তি। এ প্রবৃত্তিকে লালন এবং পরিতৃপ্তি দান একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। এর জন্য প্রয়োজন স্বাভাবিক প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি। একে নানা বিধি-বিধান, প্রথা-পদ্ধতি, লোকাচার, সামাজিকতা প্রভৃতি দ্বারা কঠিন করা যাবে না। এটি বাধাগ্রস্থ হলে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হবে। যৌন অবক্ষয় ও সামাজিক দুর্যোগ নেমে আসতে পারে। আবার একে অবাধ ও নির্লজ্জরূপে প্রকাশ করা যাবে না, যাতে তাঁর পবিত্রতা ক্ষুণ্ন হয়ে লম্পট্যের রূপ নেয়। এরূপ হলে তখন সমাজের জন্য তা আরও অধিক বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে।[৭৩]

আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতসহ বহু দেশের সমাজ ব্যবস্থায় নারীর পুনবিবাহ স্বীকার করা হয় না। হিন্দু ধর্মে বিধবা নারীর বিবাহ নিষিদ্ধ।

পৃথিবীর কোন কিছুই স্বাধীন ও সুনিশ্চিত নয়। সবই আল্লাহর ইচ্ছার অধীন, জীবন-মৃত্যু, রোগ-ব্যাধি, ভাঙ্গা-গড়া আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে। যেকোন সময় একজন লোক নারী হোক বা পুরুষ হোক সে পুরুষত্ব কিংবা নারীত্ব হারাতে পারে। রোগ-ব্যধির কারণে সে যৌন ক্ষমতায় অক্ষম হতে পারে। বিবাহের পূর্বে বা পরে এ শক্তি লোপ পেতে পারে। যে কোন সময় তার মৃত্যু হতে পারে। এসব ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের পুনবিবাহ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। পুনবিবাহের অনুমতি না দিয়ে এক্ষেত্রে বাঁধার সৃষ্টি করলে সমাজে অনৈতিকতার প্রসার ঘটবে। স্বাভাবিক পথ ও পন্থায় যৌন প্রবৃত্তি মিটাতে না পারলে অস্বাভাবিক পন্থার আশ্রয় নিবে। দাম্পত্য জীবনে কলহ দেখা দিতে পারে, অবিশ্বাস ও ছাড়াছাড়ির নৈরাজ্য ও

---

[৭২] আব্দুল আজিজ বিন নাসের বিন সাউদ আল আব্দুল্লাহ, আয*যাওযু অয়াযযাওযাতু মালাহুমা অমাআলাইহিমা*, মাতবায়ায়ে নরজিস আততুজ্জারি, রিয়াদ, সৌদিআরব: ১৪২৫, পৃ. ২০

[৭৩] মাওলানা মুহাম্মদ জসীম উদ্দিন জিহাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪

Dhaka University Institutional Repository

নৈরাশ্যজনক অবস্থা দেখা দিতে পারে। এসব অবস্থায় পুনর্বিবাহ নারী-পুরুষের উভয়ের জন্যই বৈধ থাকা অপরিহার্য।

এছাড়া যুক্তিমতে বিবাহ বন্ধনের পদ্ধতি যখন থাকবে, প্রয়োজনে বিবাহ বিচ্ছেদ এবং তারপর পুনর্বিবাহের পদ্ধতি থাকাও আবশ্যক। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় পুনর্বিবাহের অধিকার নারী ও পুরুষের সমান। নারী প্রয়োজনে পুনর্বিবাহ করতে পারবে। নারীর এ অধিকার কেউ খর্ব করতে পারবে না, কোনরূপ বাঁধার সৃষ্টি করতে পারবে না।

হিন্দুধর্মে নারীর পুনর্বিবাহের কোন অধিকার নেই। প্রথমবার বিবাহ হলে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় সেই সংসার করতে নারী একান্ত বাধ্য। পুরুষ সেই নারীকে প্রয়োজন হলেও কোনভাবে বিচ্ছেদ ঘটাতে পারবে না। স্বামীর কোন প্রকার অযোগ্যতা ও অসামর্থ্যতার পরেও নারী বাধ্যগতভাবে সেই স্বামীর সংসার করতে হবে। কোন অবস্থাতে কোনভাবেই স্বামী ত্যাগ করতে পারবে না, বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারবে না। এমনটি স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী অন্যত্র বৈবাহিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না। হিন্দু ধর্ম মতে নারীরা নিরামিষ ভোজী। তাঁরা আমিষ ভোজন, সুগন্ধি ব্যবহার, পুরুষ সংস্রব সবসময় বর্জন করবে। দাম্পত্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার পর মূহুর্তে যদি স্বামীর মৃত্যু হয় অথবা কোনভাবে স্বামী অক্ষম হয়ে পড়ে তখন সেই সদ্য বিবাহিতা যুবতী নারী তাঁর যৌন প্রবৃত্তি নির্বারণ ও পরিতৃপ্তি থেকে বঞ্চিত হতে হয়। এমন এক সময় ছিল, হিন্দুদের সতীদাহ প্রথার মত জঘন্য কাজে প্রাণ বির্সজন দিতে হত।

স্বামীর মৃত্যুর পর সেই বিধবা স্ত্রী জীবিত থাকলে তাঁর উপর পর পুরুষের নজর পড়বে, তাঁর চারিত্রিক পবিত্রতা নষ্ট হবে অথবা ক্ষুণ্ন হবে, এ কারণে স্বামীর চিতায় স্ত্রীকে জলন্ত আগুনে আত্মহুতি দিতে হতো। মৃত স্বামীকে পোড়ানোর সাথে সাথে স্ত্রীও সেই আগুনে ঝাঁপ দিয়ে জীবন্ত পুড়ে মরতে হত। সেই অবলা নারীকে জীবন্ত পোড়ানোর করুন দৃশ্য দেখেও হিন্দু সমাজের কোন লোকের অন্তরে সামান্য করুনার উদ্রেক হত না।[৭৪] ধর্মের নামে ঢাকঢোল পেটান হত। আর তাতেই হারিয়ে যেত সেই অবলা নারীর আর্ত-চিৎকার ধ্বনী। এটি ছিল হিন্দু ধর্মের ধর্মীয় রীতি, ধর্মীয় বিশ্বাসের অঙ্গ। এছাড়া কুমারি বলি, দেবীর বেদীমূলে কুমারির গর্দান উড়িয়ে দিত। সাগর মাতার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সাগরে কুমারি বলি দিত।

[৭৪] মাওলানা মুহাম্মদ জসীম উদ্দিন জিহাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫

Dhaka University Institutional Repository

অবলা অসহায় নারীরা এসব ঘৃণিত, কুসংস্কার ও লোমহর্ষক কার্যাবলির শিকার ছিল। কত সহস্র নারী, লক্ষ লক্ষ কুমারির এভাবে জীবন দিতে হয়েছে তার কোন হিসেব নেই।[৭৫]

যে নারী তাঁর যৌবনে স্বামী হারাল, তাঁর পুনর্বিবাহের অনুমতি না থাকলে তাঁর জীবন বেঁচে থেকেও কেন তাকে দুর্বিষহ জীবন যাপন করতে হবে?

সে জীবন থেকে তাঁর মৃত্যুই শ্রেয়। তাই কত নারী স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছে তাঁর কোন সীমা সংখ্যা নেই। কারণ, সে জানে ইহজীবনে তার বিবাহ আর হবার নয়।

স্বামীর চিতায় ক্রন্দনরতা স্ত্রীকে সাজিয়ে আনা হত সহমরণের জন্য। একজন মৃতব্যক্তিকে পোড়ান হচ্ছে আবার তাঁর সাথে বেদনা দগ্ধ এক অবলা নারীকে ধরে নিয়ে আসা হয় জীবন্ত পুড়িয়ে মারার জন্য। সেই অবলা নারীর আর্ত-চীৎকার আর পাশে দাঁড়ান আপনজন, আত্মীয়-স্বজন, মাতা-পিতা, ভাই-বোন, পুত্র-কন্যার চীৎকার ও কাঁন্নায় আকাশ বাতাস ভারী হয়ে উঠত। অথচ একটু হৃদয় ব্যথিত হত না ধর্মীয় পুরোহিত ঠাকুরদের।

ভারতবর্ষে ইসলামের আগমন ঘটে। পির-দরবেশ, অলি-আওলিয়া, মুসলিম শাসকবৃন্দ এদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকে। তাঁরা ভারতবর্ষে এসে এ অদ্ভুত সমাজ ব্যবস্থার সাথে পরিচিত হন। তাঁরা দেখতে পেলেন নারীর অবমূল্যায়নের এ করুন অবস্থা। তাঁরা অবস্থার পরিবর্তনের উদ্যোগ নিলেন। আলেম-উলামা, পির-আওলিয়াগন, ফকির-দরবেশগন সামাজিকভাবে সংস্কার কাজ চালালেন। তাঁরা এ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে জোর প্রচারনা চালান। মুসলিম শাসকবৃন্দ কঠোর আইন প্রণয়ন করেন। সম্রাট আকবর, সেলিম জাহাঙ্গির, আওরঙ্গজেব প্রমূখ মুসলিম রাজা-বাদশাহগন এ কুসংস্কারের মূলোৎপাটনের জন্য আইন করলেন। সতীদাহ প্রথা, কুমারি বলিদান, স্বামীর চিতায় সহমরণ ইত্যাদি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। বিধবা বিবাহ প্রচলন করেন। এসবের বিরুদ্ধে প্রণীত আইন কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করতে লাগলেন। এ

[৭৫] ড. মারফ দাওয়ালিবী, গ্রীসের নারী, রোমান সমাজে নারী, ড. মাহমুদ সালাম জান্নাটি দ্রষ্টব্য, ড. মুসতাফা আস সিবায়ী, (অনুবাদ–আকরাম ফারুক) *ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী* ,বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকাঃ তৃতীয় প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০০৪, পৃ.৯-১৪

Dhaka University Institutional Repository

আন্দোলনের সাথে প্রগতিশীল শিক্ষিত হিন্দু যুবকগনও সমর্থন জানালেন। এক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ইসলাম একটি প্রগতিশীল জীবন ব্যবস্থা। যুগধর্ম বিবেচনায় ইসলামই একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান, যা মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন সব সমস্যার সমাধান দিতে পারে। ইসলামি সমাজ ব্যবস্থার সব বিধি-বিধান সর্বকালের, সর্বজনের, সর্বক্ষেত্রের জন্য সামগ্রিক কল্যাণকর ব্যবস্থা। তাই ইসলাম সর্বজনীন ও বিশ্বজনীন আদর্শ। নারীর পুনবিবাহ এবং বিধবাদের পুনঃবিবাহ ইসলামেরই স্বীকৃত ব্যবস্থা। বিশ্বব্যাপী এ ব্যবস্থা প্রচলিত হচ্ছে। নারীর অধিকার ও কল্যাণে ইসলামের পুনঃবিবাহ এবং বিধবা বিবাহের ব্যবস্থা মানবজাতির জন্য অপরিহার্য অবদান। বিশেষত নারীর এ অধিকার বিশ্বব্যাপী অস্বীকৃত ছিল।

আর এ ক্ষেত্রে জনাবে মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত সুন্দর দিক নির্দেশনা দিয়েছেন :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا

অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (র.) হতে বর্ণিত রাসুল (স.) বলেছেন, বালেগা (আল আইস্মু)[৭৬] নারী তার বিবাহের ব্যাপারে তার অভিভাবকের চেয়ে নিজের পছন্দে বেশী হকদার, আর বাকেরা বা

---

[৭৬] **(الأيم) العزب رجلا كان أو امرأة تزوج من قبل أو لم يتزوج وهي أيمة أيضا يقال تركوا النساء أيامى والأولاد يتامى**

আইয়েম অর্থ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ নয় এমন লোক, চাই তা পুরুষ হতে পারে আবার নারীও হতে পারে। ইতিপূর্বে বিবাহ হতেও পারে আবার বিবাহ নাও হতে পারে। সেখান থেকে আইয়িম্মা বলা হয়, যে নারী মেয়ে ও ছেলেদেরকে ইয়াতিম অবস্থায় রেখে চলে গেল।

ইব্রাহিম মোস্তফা আহমদ যিয়াত হামেদ আব্দুল কাদের, আলমুজামুল অছিত, দারুদ দা'ওয়াহ, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ৩৫, মা'উকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব:খ. ১, পৃ.৩৫

آمَ الرجلُ يَئِيمُ أَيْمَةً وإِيمةً، إذا ماتت امرأته. وتَأَيَّمَتِ المرأةُ، إذا لم تتزوج بعد موت زوجها.

যখন কোন পুরুষের স্ত্রী মারা যায় তখন তাকে আইয়িম্মু বলা হয় আর যখন কোন মহিলার স্বামী মারা যায় তখন তাকে আইয়িম্মু বলা হয় । যতক্ষন পর্যন্ত দ্বিতীয় বিবাহে আবদ্ধ না হয়।

আবু বকর মুহাম্মদ বিন হাসান, জামহারাল লুগাত, মাউকাউল অরাক্ব,মদিনা, সৌদিআরব:তা.বি, খ. ১, পৃ. ৯২

Dhaka University Institutional Repository

নাবালেগা নারীর কাছ থেকে অনুমোদনক্রমে তাঁর বিবাহ হবে। জিজ্ঞাসার জবাবে যদি সে চুপ থাকে তবে এটাই তাঁর অনুমতি।[৭৭]

রাসূল (স.) বলেন :

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعٍ ابْنَيْ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّيْنِ عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَرَدَّ نِكَاحَهَا

অর্থ: হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ এবং মুজাম্মা ইবনে আনসারি হতে বর্ণিত আছে যে, তারা খানসা বিনতে খেযাম আল-আনসারির প্রসঙ্গে বলেন, খানসা একজন বালেগা নারী (সাইয়্যেবা) তাঁর বাবা তাঁকে একজনের সাথে বিবাহ দিল। খানসা সে বিবাহ পছন্দ করল না। খানসা সে ব্যাপারটি নিয়ে রাসুল (স.) এর দরবারে এসে ঘটনাটি বললেন, রাসুল (স.) সে বিবাহ ভঙ্গ করে দিলেন।[৭৮]

এখানে দেখা যায় যে, নারীর বৈবাহিক স্বাধীনতার ক্ষেত্রেও ইসলাম অগ্রসর কোন সন্দেহ নাই।

নারী মুক্তির নামে পাশ্চাত্য বিশ্ব নারীকে নির্লজ্জ ও উলঙ্গ করে রাস্তায় বের করেছে। এতে এক শ্রেনীর যুব সমাজ পরিতৃপ্ত হলেও সমাজের বিশাল জনগোষ্ঠীকে বঞ্চনার অনুভূতি নিয়ে জীবন কাঁটাতে হয়। জীবনে একটি অতি ক্ষুদ্র অংশ যৌবন এবং জনসংখ্যার একটি অতি ক্ষুদ্র অংশ যুব সমাজ। যৌবনের তাড়নায় এ যুব সমাজ যৌন লাম্পট্য প্রর্দশন করলেও তাঁরাও সুখী নয়, পরিতৃপ্ত নয়। কারণ সামাজিক অনাচার, ব্যভিচার, অপরাধ, দুর্নীতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে নারীর উলঙ্গপনার সুবাদে। তাই সেসব সমাজে বার্ধক্য এবং রূপ-লাবণ্যহীনতা যেমন এক শ্রেনীর মাঝে বঞ্চনার অনুভূতি সৃষ্টি করে তাঁদের অসুখী এবং অতৃপ্ত রেখেছে ঠিক অন্যদিকে রূপলাবণ্যময়ী সুন্দরী নারী ধর্ষণ, অপহরণ, নির্যাতন, খুনের শিকার হয়ে দুর্বিষহ

[৭৭] আবু দাউদ সুলাইমান ইবনে আসয়াস বিন ইসহাক, *সুনানে আবু দাউদ* মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদি আরবঃ তা.বি, খ. ৫, পৃ. ৪৯৪

[৭৮] আবু দাউদ সুলাইমান ইবনে আসয়াস বিন ইসহাক, *সুনানে আবু দাউদ* মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদি আরবঃ তা.বি, খ. ৫, পৃ. ৪৯৬

Dhaka University Institutional Repository

জীবন যাপন করছে। এক্ষেত্রে তাঁদের রূপ আর যৌবনটা তাঁদের জন্য আর্শীবাদ না হয়ে অভিশাপ হয়ে দেখা দিয়েছে। কি নিদারুন আত্ম-প্রবঞ্চনা, সভ্যতার কি নির্মম পরিহাস।

এখানে একটি কথা বলা দরকার, যেসব সমাজ ও ধর্মে নারীর একাধিক বিবাহ, পুনঃবিবাহ, এবং বিধবা বিবাহ অনুমোদন করে না, সেসব ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষের পুনঃবিবাহ একাধিক বিবাহ অনুমোদন করে।[৭৯]

বিষয়টি একপেশে এবং পক্ষপাত দোষে দুষ্ট। এ নির্লজ্জ পক্ষপাতিত্বের মাধ্যমে নারীর অধিকার চরমভাবে খর্ব করা হয়েছে। নারীকে আরও বেশি নিরাপত্তাহীন করে তুলেছে। পুরুষের যদি পুনঃবিবাহের অধিকার থাকে, নারীর পুনবিবাহের অধিকার থাকবেনা কেন?

এ সত্য কথাটি তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা একবারও সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখেনি। স্বামীর চিতায় যদি স্ত্রীকে সহমরণ বরণ করে নিতে হয়, স্ত্রীর চিতায় কেন স্বামী সহমরণ বরণ করে নিবে না?

কেন এমন স্বার্থপরতা? যেসব অল্প বয়স্কা যুবতীর স্বামী মারা যায় তাঁরা অসহায় হয়ে পড়ে। কারণ :

প্রথমত তাঁরা পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বলে গণ্য হয় না। পিতা-মাতা সব সম্পত্তি পুত্র সন্তানরাই পায়। বিবাহিতা নারী তার পিতা-মাতার সম্পত্তির মালিক হয় না।

দ্বিতীয়ত স্বামী মারা যাওয়ার কারণে এ হতভাগ্যা নারী অসহায়ত্বের গ্লানি নিয়ে একাকিত্ব বরণ করে থাকতে হয়। এতে তাঁর আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তাহীনতার সৃষ্টি হয়। যৌনক্ষুধা নিবারণে বাঁধার সম্মুখীন হতে হয়। ফলে আর্থিক নিরাপত্তা, সামাজিক নিরাপত্তা ও যৌন ক্ষুধার তাড়নায় আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। ভারতে সতিদাহ প্রথা বিলুপ্ত হবার পর এসব নারীরা আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। যার কারণে ভারতে নারীর আত্মহত্যার সংখ্যা অনেক গুন

---

[৭৯] ড. মারফ দাওয়ালিবী, গ্রীসের নারী, রোমান সমাজে নারী, ড. মাহমুদ সালাম জান্নাটি দ্রস্টব্য, ড. মুসতাফা আস সিবায়ি, (অনুবাদ–আকরাম ফারুক) *ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী* ,বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা: তৃতীয় প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০০৪, পৃ.১৪

Dhaka University Institutional Repository

বেশি। অনেক সময় নারী স্বামী কর্তৃক নির্যাতিতা হয়েও আত্মহত্যা করে থাকে। কারণ, সে সমাজে বিবাহ বিচ্ছেদের সুসংবদ্ধ কোনো নিয়ম নেই।

তথা কথিত বুদ্ধিজীবীরা এসব অবলা-অসহায়া নারীদের জন্য কখনও অশ্রুপাত করেন নি। তাঁরা কখনও বিকল্প পথের চিন্তা করেছেন বলে মনে হয় না। কোন পথে নারী জাতি দুঃসহ এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে পারে সে পথ অদ্যাবধি তাঁরা দেখাতে পারেন নি। অথচ ইসলামের বিরুদ্ধেই তাঁরা সদা প্রস্তুত, সদাজাগ্রত। সময় আর সুযোগ পেলেই ইসলাম ও মুসলমানদেরকে একহাতে নিয়ে ছাড়েন। একমাত্র ইসলামই নারীর এসব সমস্যার সুষ্ঠ সমাধান দিয়েছে। বিধবা নারীর পুনর্বিবাহের বিধান ইসলামেরই সোনালী বিধান। কোন সংসারে বিবাহ বিচ্ছেদের প্রয়োজন হয়ে পড়লে স্বামী বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারবে। স্ত্রীর নির্যাতিত অবস্থায় চোখ বুজে সব সহ্য করার প্রয়োজন নেই, সেও বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার রাখে। কোনক্রমে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে গেলে কিংবা স্বামী মারা গেলে, আর্থিক, সামাজিক ও জৈবিক সমস্যার সমাধান দেয়া হয়েছে। আর্থিক নিরাপত্তার জন্য তাঁর স্বামী প্রদত্ত দেনমোহরের সম্পদ, স্বামীর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত উত্তরাধিকার সম্পদ, পিতা-মাতার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত উত্তরাধিকার সম্পদ তাঁর জন্য সুনির্দিষ্ট আছে। যৌন চাহিদার জন্য তাঁর পছন্দমতো যে কোন স্বামী গ্রহণ করার অধিকার আছে। ইসলামি রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করে নারীর এসব অধিকার সংরক্ষণ ও সুনিশ্চিত করবে।

নারীর সদাচরণ পাবার অধিকার

ইসলাম নারীকে স্বামীর পক্ষ থেকে সদাচরণ পাবার আইনগত অধিকার দান করেছে। সদাচরণ সাধারণভাবে মহৎ গুণাবলির অন্যতম বলে পরিগনিত হলেও এক্ষেত্রে শুধুমাত্র মহৎগুণ নয় সে সাথে এটি নারীর আইনগত অধিকার। স্বামী তাঁর স্ত্রীর সাথে সদাচরণ করতে আইনগতভাবে বাধ্য। স্বেচ্ছাচারী কোন স্বামীর অধীনে আজীবন নিগৃহীত ও নির্যাতিত হতে বলেনি ইসলাম। স্ত্রীর সঙ্গে স্বেচ্ছাচারিতা, যথেচ্ছা ব্যবহার, অন্যায় আচরণ, কথায় কথায় জুলুম-অত্যাচার করা সম্পূর্ণ শরিয়ত পরিপন্থি কাজ।

স্ত্রীদের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর নির্দেশ হল :

إنَّ اللَّهَ يَأمُرُكُمْ أنْ تُؤَدُّوا الْأمَانَاتِ إلَى أهْلِهَا وَإذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاس أنْ تَحْكُمُوا بالْعَدْل إنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদেরকে এ আদেশ দিচ্ছেন যে, আমানাতকে যথাস্থানে রাখ। আর যখন তোমাদেরকে মানুষের মাঝে (পুরুষ ও নারী) কোন ফায়সালা করতে বলা হয় ন্যায়পরায়নতার সাথে ফায়সালা কর। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ারা কত সুন্দর ফায়সালা দিচ্ছেন।

নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়ালা সবকিছু শুনেন।[৮০] আল্লাহ তা'য়ালা বলেন :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

অর্থ: তোমরা স্ত্রীদের সাথে সদ্ব্যবহার কর।[৮১]

বুঝা গেল, স্ত্রীদের সাথে সদ্ব্যবহার করা আল্লাহ তা'য়ালার বিধান। আর আল্লাহ তা'য়ালার বিধান লংঘন করার ব্যাপারে বলা হয়েছে :

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

অর্থ: যে আল্লাহর বিধান লংঘন করে সে নিজেরই অনিষ্ট করে।[৮২]

স্ত্রীদের সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেন :

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

অর্থ: তাঁরা তোমাদের ভূষণ স্বরূপ এবং তোমরাও তাঁদের ভূষণ স্বরূপ।[৮৩]

স্ত্রী যেমন স্বামীর মুখাপেক্ষী ঠিক স্বামীও স্ত্রীর মুখাপেক্ষী। এ জন্য সদাচরণ পাবার ক্ষেত্রে উভয়েই সমান। স্বামী যদি অসদাচরণ করে তাহলে ইসলামের বিধান হল স্ত্রী তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে আদালতে বিচার প্রার্থী হতে পারবে। আদালত স্বামীকে সে বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

স্ত্রীদের প্রতি সদাচরণের অত্যুজ্জ্বল নমুনা বা আদর্শ হলেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি একজন আদর্শ স্বামী ছিলেন। স্ত্রীদের সাথে কখনো তিনি দূর্ব্যবহার করেন নি। তাঁদেরকে প্রহার করেন নি। কোন স্ত্রী কখনো তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি যা খেতেন স্ত্রীদেরও তা খাওয়াতেন। তিনি যে মানের বস্ত্র পরিধান করতেন স্ত্রীদেরকেও সে মানের বস্ত্র পরিধান করাতেন, যে যুগে নারীদের কোন সম্মান ছিলনা, সে জাহেলিয়াতের যুগে স্ত্রীদের মর্যাদা ও নারী জাতির অধিকার প্রতিষ্ঠার যে ঘোষণা তিনি দিয়েছেন, তা

---

[৮০] আল-কুরআন, ৪ ঃ ৫৮

[৮১] আল-কুরআন ৪ ঃ ১৯

[৮২] আল-কুরআন ৬৫ ঃ ১

[৮৩] আল-কুরআন ২ ঃ ১৮৭

Dhaka University Institutional Repository

মানব সভ্যতার ইতিহাসে বিরল দৃষ্টান্ত। বর্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার দ্বারপ্রান্তে এসে আধুনিক সমাজবিজ্ঞানী ও দার্শনিকগণ অদ্যাবধি যা চিন্তাও করতে পারেননি, শত সহস্র বছর পূর্বে তা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করে দিয়েছেন। নারী জাতির সকল সমস্যাকে চিহ্নিত করে তাঁর সমাধানের পথ বাতলিয়ে দিয়েছেন।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

خيركم خيركم لنسائه

অর্থ: তোমাদের মধ্যে তাঁরাই উত্তম ব্যক্তি যারা তাঁদের স্ত্রীর নিকট উত্তম।[৮৪]

হযরত মুহাম্মদ (স.) বলেন :

عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة

অর্থ: হযরত আনাস (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (স.) বলেছেন, আমার কাছে দুনিয়ার তিনটি জিনিস প্রিয়, নারী, সুগন্ধি ও নামাজে আমার চুখের শীতলতা। [৮৫] হযরত আয়েশা (র.) বলেন:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ وَكَانَتْ تَأْتِينِي صَوَاحِبِي فَكُنَّ يَنْقَمِعْنَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَرِّبُهُنَّ إِلَيَّ وَقَالَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ فِي بَيْتِهِ وَهُنَّ اللُّعَبُ

অর্থ: হযরত আয়শা (র.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, তিনি মেয়েদের সাথে রাসূল (স.) এর সামনে খেলাধুলা করতেন, হযরত আয়শা (র.) বলেন, আমার সঙ্গীনিগণ যখন আমার কাছে আসতেন তাঁরা রাসুল (স.) কে দেখে আতংকিত হতেন, হুজুর (স.) আমার সঙ্গীনিদেরকে আমার সাথে খেলতে উৎসাহিত করতেন।

---

[৮৪] আহমদ বিন হুসাইন বিন আলী আলবায়হাকি, সুনানে কুবরা, মাউকাউ ইয়াসুব, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ.১৮ , পৃ.২৩২; তাবারী, *তাহযীবুল আছার,* মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ. ২, পৃ. ১৬৭

[85] আব্দুর রহমান আহমদ ইবনে আশয়াস, *নাসায়ী,*প্রাগুক্ত, খ.৫, পৃ২৮৫

Dhaka University Institutional Repository

হযরত জারির (র.) বলেন, হযরত আয়শা (র.) বলেন, আমি মেয়েদের সাথে খেলাধুলা করতাম আর আল্লাহর রাসুল (স.) সে খেলা উপভোগ করতেন।[৮৬]

হাদিস শরিফে এসেছে :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ قَالَتْ فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقْتُهُ عَلَى رِجْلَيَّ فَلَمَّا حَمَلْتُ اللَّحْمَ سَابَقْتُهُ فَسَبَقَنِي فَقَالَ هَذِهِ بِتِلْكَ السَّبْقَةِ

অর্থ: হযরত আয়শা (র.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি কোন এক সফরে রাসুল (স.) এর সাথী হলাম, রাসূল (স.) বললেন হে আয়শা ! এসো তোমার সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করি। প্রতিযোগিতায় আমি ফার্স্ট হলাম। বেশ কিছু দিন পর আল্লাহর রাসূল বললেন হে আয়শা ! আস তোমার সাথে আমি প্রতিযোগিতা করি তিনি ফার্স্ট হলেন, তখন আমার শরীর বেশ মোটা হয়েছিল । যার কারণে আমি হেরে গেলাম। তিনি বললেন কেমন হল এবারের প্রতিযোগিতা ?[৮৭]

স্ত্রীদের সাথে সদাচরণ করা স্বামীর জন্য বাধ্যতামূলক। অন্যথায় একজন অমনপূত, অত্যাচারী এবং অকর্মণ্য স্বামী থেকে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়ে স্ত্রী বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার পূর্ণ অধিকার রাখে। ইসলাম তাঁকে এ অধিকার দিয়েছে।

বিধবা অথবা তালাকপ্রাপ্তা নারী অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চাইলে তাঁর পূর্বোক্ত স্বামী কিংবা তাঁর আত্মীয়-স্বজন তাঁর জীবন পথের বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। তাঁকে কোনরূপ বাঁধা দিতে পারবে না। স্বামী থেকে পৃথক হয়ে যাবার পর পূর্ব স্বামী তাঁর পূর্ব সম্পর্কের জের ধরে স্ত্রীকে দ্বিতীয় বিবাহে বাঁধা দিতে পারবে না।

ইসলামের প্রথম যুগে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদের গায়ে হাত তোলা কিংবা প্রহার করতে নিষেধ করেন। পরে হযরত ওমর (র.) একদিন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বললেন, নারীরা

---

[৮৬] আবুল হোসাইন মুসলিম বিন হাজ্জাজ বিন কোসায আল কুসাইরি, *সহিহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ.১২, পৃ.১৮৮

[৮৭] আবু দাউদ সুলাইমান বিন আশয়াস, *সুনানে আবু দাউদ*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদি আরব: ১৪১৫ খন্ড-৭, পৃ-১৪০

Dhaka University Institutional Repository

বড়ই উদ্ধত হয়ে পড়েছে, তাঁদের প্রহার করার অনুমতি থাকা প্রয়োজন। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃদু প্রহারের অনুমতি দেন। অনুমতি পাওয়ার পর দিনই সত্তর জন নারী স্বামী কর্তৃক প্রহৃত হল। পুরুষগণ যেন এতদিন এ বিষয়টির জন্যই অপেক্ষায় ছিলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরদিন সকলকে ডেকে বললেন :

لَقَدْ طَافَ اللَّيْلَةَ بِآلِ مُحَمَّدٍ سَبْعُونَ امْرَأَةً كُلُّ امْرَأَةٍ تَشْتَكِي زَوْجَهَا فَلَا تَجِدُونَ أُولَئِكَ خِيَارَكُمْ

অর্থ: আজ রাতে সত্তরজন নারী নবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরিবার-পরিজনকে ঘিরে ধরেছে। তাঁরা প্রত্যেকে স্ব স্ব স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করছিল। যারা এ ধরণের কাজ করেছে তাঁরা তোমাদের মধ্যে ভাল লোক নয়।[৮৮] আল্লাহ তা'য়ালা কালামে হাকিমে ঘোষণা করেন :

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

অর্থ: তোমরা যে সকল স্ত্রীদের অবাধ্যতার ব্যাপারে ভয় কর তাঁদেরকে প্রাথমিকভাবে নসিহত করবে, তাতে যদি কোন কাজ না হয় তবে বিছানা আলগ করে দিবে, তাতেও যদি কাজ না হয় তবে তাঁদেরকে মৃদু প্রহার করবে। যদি এতে করে তাঁদের মধ্যে আনুগত্যের লক্ষণ দেখা যায় তাহলে তাঁদের ব্যাপারে কোন কঠিন ব্যবস্থা নিবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ হচ্ছেন সর্ববৃহৎ সর্বজ্ঞা।[৮৯]

আল্লাহ পাক আরো ঘোষণা করেন :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

অর্থ: তোমরা নারীদের সাথে সদ্ব্যবহার কর। যদি তাঁদেরকে অপছন্দ কর, তবে হয়তো তোমরা এমন এক জিনিসকে অপছন্দ করছ, যাতে আল্লাহ অনেক কল্যাণ রেখেছেন।[৯০]

---

[৮৮] আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াযিদ ইবনু মাজাহ, *সুনানে ইবনে মাজাহ*, প্রাগুক্ত, খ.৬ , পৃ.১২৮;আবু দাউদ সুলাইমান বিন আসয়াস, *সুনানে আবি দাউদ*, প্রাগুক্ত, খ.৬ , পৃ. ৫০; আহমদ বিন হুসাইন বিন আলী আলবায়হাকী, প্রাগুক্ত, খ.৭ , পৃ.৩০৪

[৮৯] আল-কুরআন ৪ ঃ ৩৪

[৯০] আল কুরআন ৪ ঃ ১৯

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, স্ত্রীদের সাথে সদ্ব্যবহার করা কতটুকু জরুরী। যেহেতু আল্লাহ তা'য়ালা নির্দেশ দিয়েছেন, নবী মুহাম্মদ (স.) অনুপ্রানিত করেছেন এবং সাহাবায়ে কেরাম, তাবিয়িনদের দিকে তাকালেও দেখা যাবে নারীর সাথে সুন্দর আচরণের কত উৎসাহ পাওয়া যায়। তাছাড়া যদি দুনিয়ার দৃষ্টিভঙ্গিতে তাকালেও দেখা যাবে, এ পৃথিবীর অর্ধেক পুরুষ আর অর্ধেক নারী। এ নারীকে অবজ্ঞা করে কোন কিছুই সম্ভব নয়। এরা মায়ের জাত, এ মা ব্যতীত কোন বংশ বৃদ্ধি পাওয়া সম্ভব নয়। তাই নারীর সাথে সদ্ব্যবহার তাঁদের প্রতি করুনা নয় এটা নারীর পাওনা। যদি পুরুষ তা আদায় করে শান্তি পাবে আর যদি আদায় না করে তবে অশান্তির আগুনে জ্বলতে হবে।[৯১]

শিক্ষা ও জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চায় নারীর অধিকার

নারী শিক্ষাকে ইসলাম গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছে। নারী জাতির শিক্ষাকে উপেক্ষা করা হয়নি। শিক্ষার অধিকার নারী-পুরুষ সকলের জন্য সমান। এক্ষেত্রে ইসলাম ভেদ-বৈষম্যের প্রাচীর দাড় করায়নি। শিক্ষার প্রতি নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে উৎসাহিত করা হয়েছে। শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে ইসলাম। ইমানের পূর্বশর্তই হল জ্ঞান ও শিক্ষা। আল্লাহ তা'য়ালা এবং তাঁর সৃষ্ট জগতকে জানা, বুঝার নামই শিক্ষা। আর এ জানা বুঝার মাধ্যমেই মানুষের মনে আল্লাহর অস্তিত্ব, তাঁর একত্ব, অংশীদারহীনতা, তাঁর শক্তি, ক্ষমতা ও কুদরত ইত্যাদি বিষয়ে সম্যক উপলব্ধি হবে। অতঃপর সেই উপলব্ধির মাধ্যমেই ইমানের প্রতি মানুষের বিবেক তাড়িত হবে। এ উপলব্দি জ্ঞান এবং শিক্ষা ছাড়া সম্ভব নয়। সুতরাং ঈমান আকিদার মূলেই রয়েছে শিক্ষা। তাই ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিধি ব্যবস্থার মধ্যে একটি অপরিহার্য ব্যবস্থা হল শিক্ষা।

পৃথিবীর অর্ধেক জনশক্তি হল নারী। নারী হল মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের একটি অপরিহার্য উপাদান। শুধু তাই নয়, নারী ও পুরুষ মিলে মানব সভ্যতা এবং জগত সংসার রচিত হয়েছে। অতএব মানব সভ্যতার নির্মাণ কার্যের অর্ধেক নারী। তাই নারীকে উপেক্ষা করার মানে হবে অর্ধেক জনশক্তিকে উপেক্ষা ও অকেজো করে দেয়া।

---

[৯১] গবেষক

নারী শিক্ষার গুরুত্ব সর্বাধিক। নারীর কোল জুড়ে আসে মানব বংশের উত্তরাধিকারীগণ। শিশু মাতৃগর্ভে আসে, মাতৃকোলে লালিত-পালিত হয়। শিশুর প্রথম শিক্ষা শুরু হয় মায়ের কাছে। তাই নারী শিক্ষার গুরুত্ব সর্বাধিক।

ইসলাম বিরোধী শক্তি অন্যান্য অপপ্রচারের মত এক্ষেত্রেও একটি অপপ্রচার চালিয়ে থাকে। তাঁরা বলে থাকে, ইসলাম নারী শিক্ষাকে নিরুৎসাহিত করেছে, নারীদেরকে ইসলাম চার দেয়ালের মাঝে বন্দী করে রেখে শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞানে পিছিয়ে রেখেছে। প্রকৃতপক্ষে এসব তাঁদের অপপ্রচার এবং মিথ্যাচার। ইসলাম কখনো নারী শিক্ষাকে নিরুৎসাহিত করেনি; বরং নারী শিক্ষার ব্যাপারে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে ইসলাম।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

অর্থ: প্রত্যেক মুসলমানের উপর জ্ঞান অর্জন করা ফরজ।[৯২]

আল্লামা সিন্দি (রহ.) 'মুসলিম' শব্দের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন :

فَيَشْمَلُ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى

অর্থ: উপরোক্ত হাদিসে মুসলমান শব্দে নারী-পুরুষ উভয়েই শামিল।[৯৩]

নারী জাতির শিক্ষাকে শুধু ইসলাম অনুমতি দেয়নি বরং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে ঘোষণা দিয়েছে। সম্ভ্রান্ত নারীদের শিক্ষা-দীক্ষার কথা তো পরের বিষয় যারা দাসী তাঁদের শিক্ষার ব্যাপারেও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

---

[৯২] আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াযিদ ইবনু মাজাহ, *সুনানে ইবনে মাজাহ*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ.২৬০; সুলাইমান বিন আহমদ বিন আইয়ূব আততাবরানী, *মুজামুল কাবীর*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ.৪২; আহমদ বিন হুসাইন বিন আলী আলবায়হাকী, প্রাগুক্ত, খ.৪ , পৃ.১৭৪

[৯৩] আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াযিদ ইবনু মাজাহ, হাশিয়াতুস সিন্দি, *সুনানে ইবনে মাজাহ*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ.১, পৃ.২০৮

Dhaka University Institutional Repository

أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ وَلِيدَةٌ فَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا وَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ

অর্থ: যার নিকট কোন দাসী আছে এবং সে তাঁকে ভালভাবে বিদ্যা শিক্ষা দান করে, ভদ্রতা ও শালীনতা শিক্ষা দেয়, অতঃপর তাঁকে স্বাধীন করে দিয়ে বিবাহ করে, তবে তাঁর জন্য দ্বিগুন প্রতিদান রয়েছে।[৯৪]

উপরোক্ত হাদিসে দাসীকে শিক্ষা-দীক্ষা দেয়ার কথা বলা হয়েছে। যে সমাজে দাসীর শিক্ষার ব্যবস্থা থাকে, সে সমাজে সম্ভ্রান্ত নারীদের শিক্ষার কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। আধুনিক পাশ্চাত্য জগতে এরূপ চিন্তা-চেতনা অদ্যাবধি জাগ্রত হয়নি। আধুনিকতার ধৈয্যধারীরা আজও এতটা উদার চিন্তার অধিকারী হতে পারেনি। উদার ও মুক্ত চিন্তার দাবীদারগণ বর্ণ, আভিজাত্য, গর্ব, মান-মর্যাদা ইত্যাদি ভেদ-বৈষম্য ভুলে গিয়ে এমন একটি দৃষ্টান্ত অদ্যাবধি পেশ করতে পারবে না। তথাকথিত আধুনিক ও অভিজাতদেরকে এখনও তাঁদের চাকর-চাকরানীদের সাথে যে অমানবিক ব্যবহার করতে দেখা যায় তা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না।

বর্তমানে যে সব চাকর চাকরানী বাসা-বাড়িতে কাজ করে তাঁর প্রকৃত অর্থে দাস-দাসী নয়। তাঁরা স্বাধীন ও আযাদের অন্তর্ভুক্ত। তাঁদেরকে কেনাবেচা করা যায় না। তাঁদের সাথে দাসী সুলভ আচার-ব্যবহার করা শরিয়ত সম্মত নয়। তাঁদের স্বাধীন চিন্তা ও সত্তা আছে। এই স্বাধীন চিন্তা-চেতনা ও সত্তার অধিকারী চাকর-চাকরানীরা বর্তমানে বাসা-বাড়িতে সাহেবদের অধীনস্থ বলেই তাঁদের অকাতরে নির্যাতন সইতে হয়। সবক্ষেত্রে তাঁদের প্রতি ভাল ব্যবহার করা হয় না। সাহেব এবং বেগম যে ধরণের কক্ষে থাকে তাঁর তাতে ঘুমানোর অধিকার পায় না। যে খাবার পরিবারের অন্যরা খায় সে খাবার তাঁকে দেয়া হয় না। এ চাকর-চাকরানীদেরকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়ে অথবা গৃহশিক্ষক রেখে শিক্ষা দেয়া বর্তমান সমাজে এখনও অকল্পনীয়।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধুমাত্র মুখে বলেননি, তিনি বাস্তব জীবনে তা প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন। তাঁর একাধিক দাসী স্ত্রী ছিল, যাদেরকে তিনি দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে স্ত্রীর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেন।

---

[৯৪] মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ.১৬ , পৃ.২৩

Dhaka University Institutional Repository

এখানে উল্লেখ্য যে, নারীর শিক্ষা সম্পর্কে ইসলাম গুরুত্ব দিয়েছে। তবে সেই শিক্ষা হবে তাঁদের নিজস্ব পরিমণ্ডলে। শিক্ষার নামে নারী-পুরুষের অবাধ বিচরণ ও মেলামেশা এবং সহশিক্ষা ও বালক-বালিকা, যুবক-যুবতীদের নির্লজ্জবাদকে উৎসাহিত করা হয়নি। নারী-পুরুষ আলাদা পরিমণ্ডলে থেকে লেখা-পড়া করবে। যখন এ সত্য কথা বলা হয়, তখন এক শ্রেণীর লোকেরা এর অপব্যাখ্যা করে। তাঁরা এটাকে নারী শিক্ষার প্রতিবন্ধকতা মনে করে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, সহশিক্ষার বিরোধিতা মানে নারী শিক্ষার বিরোধিতা নয়।

চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও বহির্জগতে নারী

নারী চাকরির ক্ষেত্রে কতটা বিচরণ করতে পারবে সে বিষয়টা এখন পর্যন্তও পরিপূর্ণ রূপে নির্ধারিত হয়নি। পৃথিবীর কোথাও এ ব্যাপারে মীমাংসাত্মক কোন সিদ্ধান্ত হয়নি। এ যাবত যতটুকু হয়েছে তা কেবল নারীর অধিকার নিয়ে হৈ চৈ ছাড়া আর কিছুই নয়। কিছু মুখরোচক শ্লোগান, কিছু বক্তৃতা-বিবৃতি, ভাষণ আর গরম গরম উপদেশের মাঝেই সীমাবদ্ধ থেকেছে।

চাকরি হল শ্রমবিক্রি। একটা নির্দিষ্ট সময়ের শ্রম নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে বিক্রয় করার নাম চাকরি। চাকরি করতে গেলে চাকরিজীবি দিবে সময় ও শ্রম আর তার বিনিময়ে পাবে অর্থ। মালিক বা কর্তৃপক্ষের মর্জি এবং সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রেখেই শ্রমিক তাঁর কাজ করে থাকে। নারী তাঁর সময়, শ্রম, চিন্তা ও মেধা দিয়ে কাজ করতে কতটা সক্ষম সেটি বিবেচ্য বিষয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এ বিষয়ে মতান্তর ও মতপার্থক্য রয়েছে। নারীর দৈহিক, মানসিক, আত্মিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা আছে। ফলে নারীর চাকরি ক্ষেত্রে বেতন, সুযোগ-সুবিধা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে মতভেদের সৃষ্টি হয়েছে।[৯৫]

পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ এখন স্বীকার করেন যে, নারী পুরুষের সমপরিমাণ শ্রমদানে সক্ষম নয়। এজন্য পুরুষের সমপরিমাণ বেতন, ভাতা ও সুযোগ-সুবিধা দিতে তাঁরা অস্বীকৃতি জানিয়েছে। সন্তান গর্ভে থাকাকালে, সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর, সন্তান স্তন্যপান কালীন সময়, সন্তান লালন-পালন কালে এবং মাসিক ঋতুস্রাব কালে নারী যথাযথ কার্য সম্পাদনে সক্ষম নয়। তাঁরা এ সময় মানসিকভাবে বিপর্যস্ত থাকে,

[৯৫] মাওলানা মুহাম্মদ জসীম উদ্দীন জিহাদি, *ইসলামি সমাজে নারীর মর্যাদা*, প্রাগুক্ত পৃ.১১৯

Dhaka University Institutional Repository

কাজে কর্মে প্রায়ই ভুল করতে থাকে, শ্রমদানে অনিহা প্রকাশ করে এবং বিশ্রামের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। এ সময়ে তাঁরা পুরুষের সাথে প্রতিযোগীতামূলক কাজ করতে সক্ষম নয়।

উপরোক্ত সীমাবদ্ধতাকে উপেক্ষা করে পাশ্চাত্য জগতে নারীকে পুরুষের পাশাপাশি এনে দাঁড় করাবার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছে। নারীকে বাধ্য করেছে পুরুষের সাথে পূর্ণ প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে। ফলে এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সেখানে নানা কুফল ও অশুভ প্রভাব প্রতিফলিত হচ্ছে। অপরাধ প্রবণতা মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। নারী হয়েছে বহির্মুখী। খুন, সন্ত্রাস, হত্যা, লুণ্ঠন, অপহরণের শিকার হচ্ছে নারী। দীর্ঘ ঐতিহ্যে লালিত পরিবার প্রথা ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেছে। নীতি-নৈতিকতা সমাজ থেকে বিলুপ্ত হয়েছে। গৃহকর্ম লোপ পেয়েছে। যৌনবৃত্তি পরিবারের বাইরে চরিতার্থ হচ্ছে। ফলে নারী হারিয়েছে মাতৃত্বের মর্যাদা, সন্তান হারিয়েছে পিতৃপরিচয়, লুপ্ত হয়েছে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, ছিন্ন হয়েছে আত্মীয়তার সম্পর্ক ও রক্তের বন্ধন।[৯৬]

নারীদের চাকরির ব্যাপারে ইসলাম উদার দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে। নারীর সঠিক কর্মস্থল গৃহ এবং গৃহাভ্যন্তর। প্রয়োজনে নারী চাকরি করতে পারে, ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারে, কিন্তু সব সময় তাঁকে তাঁর গৃহাভ্যন্তরীণ দায়িত্ব পালনে সতর্ক থাকতে হবে এবং ঘরের বাইরে পর্দা মেনে চলতে হবে। কোন অবস্থাতেই নির্দিষ্ট সীমালংঘন করা যাবে না। সীমালংঘন করলে তাঁকে বিপর্যস্ত হতে হবে। সারা বিশ্বের সমাজবিজ্ঞানী, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানীসহ সকল চিন্তাশীল মহল একমত পোষণ করেছেন যে, নারীর জন্য সেসব কাজই নির্দিষ্ট করা হবে, যেসব কাজ তাঁর স্বভাবসুলভ এবং তাঁর মন-মানসিকতা ও শারীরিক গঠনের জন্য অনুকূল। পক্ষান্তরে যেসব কাজ তাঁর স্বভাব সুলভ নয়, তাঁর মন-মানসিকতা ও শারীরিক গঠনের অনুকূল নয় সেসব কাজের জন্য তাঁকে বাধ্য করা যাবে না। এরূপ করা হলে তাঁর উপর তা জুলুম ও অমানবিক আচরণ বলে বিবেচিত হবে। শুধু তাই নয় সমাজ কাঠামোতে তাঁর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে থাকবে। সামাজিক ভারসাম্য নষ্ট হবে। ফলে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার উদ্ভব ও বিস্তার লাভ করবে, নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি হবে। গোটা সমাজব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়বে।[৯৭]

---

[৯৬] গবেষক

[৯৭] শহিদ আয়াতুল্লাহ ড. মুর্তাজা মোতাহ্হারি, ইসলামে নারীর অধিকার, প্রাগুক্ত পৃ. ১৪৯

Dhaka University Institutional Repository

পাশ্চাত্য সমাজবিজ্ঞানীদের কেউ কেউ একথা বলে থাকেন যে, নারীর অর্থনৈতিক পরনির্ভরশীলতাই নারী নির্যাতনের কারণ। তাঁদের মতে নারী আর্থিক আনুকূল্য পায় না। সে স্বামী, পিতা, ভ্রাতা বা অন্য কোন পুরুষের অর্থের উপর কিংবা পুরুষের আয়-ব্যয়ের উপর নির্ভরশীল। এ নির্ভরশীলতার কারণেই পুরুষের সকল নির্যানত চোখ বুজে অকাতরে সইতে হয়। অর্থনৈতিক পরনির্ভশীলতার কারণেই সে অবলা, অসহায়, প্রতিবাদহীনভাবে নির্বিবাদে পুরুষের নির্যাতন সহ্য করে যায়। সামান্য দানা-পানির বিনিময়ে নারীর সারা জীবনের স্বাধীনতা হরণ করে নেয় পুরুষ। তাঁরা আরও মনে করে যে, নারীরা আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী, স্বনির্ভর ও স্বচ্ছল হলে তাঁরা পুরুষের নির্যাতন সইতে হবে না; নিজেই নিজের স্বাধীন ইচ্ছার ভিত্তিতে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে। এ যুক্তির উপর ভিত্তি করেই তাঁরা চাকরি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রসহ সর্বক্ষেত্রে নারীকে জোরপূর্বক টেনে আনতে চাইছে এবং পুরুষের পাশাপাশি সর্বক্ষেত্রে নারীকে প্রতিযোগীতায় অবতীর্ণ হতে বাধ্য করছে।

তাঁরা আরও অগ্রসর হয়ে এর জন্য ধর্মকে দায়ী করছে। ইসলাম তথা ধর্মকর্মকে তাঁরা এমনভাবে কটাক্ষ করে যে, মনে হয় যেন নারী নির্যাতনের জন্য ধর্মকর্মই যেন সর্বাংশে দায়ী ও দোষী। ধর্মের কারণেই যেন নারীরা পিছিয়ে আছে। ধর্মই যেন নারীদেরকে চার দেয়ালের মাঝে বন্দী করে রেখেছে।[৯৮]

অর্থনৈতিক পরনির্ভশীলতা নারী নির্যাতনের অনেকগুলো কারণের মধ্যে একটি কারণ হতে পারে; তবে এটি নারী নির্যাতনের একমাত্র একক কারণ নয়, কিংবা প্রধান কারণও নয়। যদি অর্থনৈতিক পরনির্ভশীলতা নারী নির্যাতনের একমাত্র কারণ হত তাহলে পাশ্চাত্য জগতে স্বর্গীয় সুবাতাস প্রবাহিত হতে পারত। গোটা পাশ্চাত্য জগতে নারীর পরনির্ভশীলতা ঘুচাবার জন্য নারীকে ঘর থেকে বের করে আনা হয়েছে।

রাস্তা-ঘাটে, মাঠে-ময়দানে নামানো হয়েছে। চাকরি ও ব্যবসায় সমঅংশীদারীত্ব সৃষ্টির চেষ্টা চালানো হয়েছে। এসব দেশে কি নারী নির্যাতন বন্ধ হয়েছে? পূর্বাপেক্ষা নারী নির্যাতনের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে? এ প্রশ্নের উত্তর যদি নেতিবাচক অর্থাৎ না হয়ে থাকে তাহলে সত্য সিদ্ধান্ত ও নির্ভূল তত্ত্বরূপে মেনে নেওয়া যাবে না যে, নারী নির্যাতনের একমাত্র একক কারণ নারীর অর্থনৈতিক পরনির্ভশীলতা। নারী নির্যাতনের

[৯৮]মাওলানা মুহাম্মদ জসীম উদ্দীন জিহাদি, *ইসলামি সমাজে নারীর মর্যাদা*, প্রাগুক্ত পৃ.১২১

Dhaka University Institutional Repository

একমাত্র একক কারণ অর্থনৈতিক পরর্নিভশীলতা নয়, একথা প্রমাণিত হবার পর আমরা বিশ্লেষণ করে দেখতে চাই এটি নারী নির্যাতনের প্রধান কারণ কিনা?

নারী নির্যাতনের একমাত্র একক কারণ কিংবা প্রধান কারণ নারীর অর্থনৈতিক পরনির্ভশীলতা- একথা সত্য হলে যেসব দেশে নারীর অর্থনৈতিক পরনির্ভশীলতা দূর করা হয়েছে সেসব দেশে নারী নির্যাতনের মত ঘৃণ্য ঘটনা সর্বাংশে বিলুপ্ত হওয়াই যুক্তিসঙ্গত ছিল। বাস্তবে তা সম্ভব হয়নি। যখন তা সম্ভব হয়নি, বরং নারীদেরকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী ও স্বনির্ভর করার জন্য পুরুষের পাশাপাশি এদের দাঁড় করানোর কারণে সংকট তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে এবং নারী নির্যাতনের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে, ফলে এটি একমাত্র কারণ নয় বলে প্রমাণিত হল। এটি নারী নির্যাতনের প্রধান কারণও নয়। নারী নির্যাতনের প্রধান কারণ বলে আমরা মেনে নিতাম যদি পাশ্চাত্য জগতে নারী নির্যাতন হ্রাস পেত। যেহেতু হ্রাস পায়নি বরং বৃদ্ধি পেয়েছে সেহেতু আমরা একে প্রধান কারণ হিসেবেও মেনে নিতে পারি না।

অর্থনৈতিক পরনির্ভরশীলতা নারী নির্যাতনের একমাত্র কারণ নয় এবং প্রধান কারণও নয় বলে প্রমাণিত হবার পর আমরা একে অনেক কারণের একটি অন্যতম কারণ বলে ধরে নিতে পারি। নারীর পরনির্ভশীলতা নারী নির্যাতনের একটি কারণ বলে মেনে নিলেও এজন্য ইসলামকে দায়ী করা মূলত ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতার পরিচায়ক। ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ধারণা যার নেই সে যা ইচ্ছা বলতে পারে; তবে ইসলাম সম্পর্কে যার যথাযথ ধারণা ও জ্ঞান আছে সে কখনও এরূপ কথা মেনে নিতে পারে না। অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করার যথাযথ উদ্যোগ ও পরিকল্পনা রয়েছে ইসলামি জীবন ব্যবস্থায়। নারীর যেসব অধিকার প্রাপ্য বলে ইসলামি জীবন ব্যবস্থায় স্বীকৃত তার কিয়দাংশও বর্তমানে আদায় করা হয়না। অমুসলিম রাষ্ট্র ব্যবস্থায় তো নয়ই, ইসলামি রাষ্ট্র ও দেশসমূহেও ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থা না থাকায় ইসলামে স্বীকৃত নারীর প্রাপ্য অধিকারসমূহের কিয়দাংশও আদায় করা হয় না। দেনমোহরের অর্থ ও সম্পদ ইসলামি জীনব ব্যবস্থায় নারীর প্রাপ্য অধিকার। এ অধিকার তাঁদেরকে আদায় করে দেয়া হয় না। পিতা ও স্বামীর সম্পত্তিতে নারীর অধিকার রয়েছে। অথচ এ অধিকারও আদায় করা হয় না। উপরন্তু নারীপক্ষ থেকে বিবাহের সময় মোটা অংকে যৌতুক আদায় করা হয়, অথচ ইসলামি জীবন ব্যবস্থায় যৌতুক প্রথা হারাম ও নিষিদ্ধ।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামি জীবন ব্যবস্থায় নারীর প্রাপ্য অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। ইসলামি জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত না থাকায় এসব অধিকার আদায়ের ব্যবস্থা নেই। কোন রাষ্ট্রে বা সমাজে ইসলামি জীবন ব্যবস্থা চালু থাকলে আর তথায় নারীর অধিকার সংরক্ষিত না হলে এবং তাঁর প্রতিক্রিয়া হিসেবে নারী নির্যাতিত হলে কেবল তখনই ইসলামি জীবন ব্যবস্থা সমালোচিত হতে পারে। ইসলামি জীবন ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করে ইসলামি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করলে নারীর অর্থনৈতিক পরনির্ভশীলতাও থাকবে না নারী নির্যাতনের সম্ভাব্য সব কারণ তিরোহিত হবে। কেবল মাত্র ইসলামি জীবন ব্যবস্থাই তা নিশ্চিত করতে পারে, অন্য কোন ব্যবস্থায় নয়।

নারী নির্যাতনের প্রধান কারণ নারীর অর্থনৈতিক পরনির্ভরশীলতা নয়। নারী নির্যাতনের প্রধান কারণ হল ইসলামের বিধি-বিধান লংঘন। ইসলামের বিধি-বিধান লংঘন করার কারণে নৈতিক অধঃপতন নেমে আসে। নৈতিক অধঃপতনের কারণে সামাজিক কাঠামো ভেঙ্গে যায়। ফলে সমাজে নানা অপরাধ, বিশৃঙ্খলা এবং আইন লংঘনের মতো নানা অপকর্ম ঘটতে থাকে।

নারী নির্যাতনের প্রধান কারণ ও একমাত্র কারণ নারীর অর্থনৈতিক পরনির্ভশীলতা নয় একথা প্রমাণিত হবার পর নারী নির্যাতন বন্ধের উপায় হিসেবে নারীর আর্থিক সচ্ছলতা নামে 'চাকরি ও ব্যবসা-বাণিজ্যে নারীর সম অংশীদারিত্ব জরুরী' সে কথা অসার ও অমূলক প্রমাণিত হল। চাকরি ও ব্যবসা-বাণিজ্যে নারীরা নেমে আসলে নারী নির্যাতন বন্ধ হবে এবং নারী তাঁর প্রকৃত অধিকার ফিরে পাবে এ কথা নিশ্চিত বলা যাবে না বরং সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও নৈতিক অধঃপতন ত্বরান্বিত হবে সে কথার নিশ্চয়তা অনেকাংশে বেশি।

নারী প্রয়োজনে চাকরি করতে পারবে, ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারবে, বিদেশ ভ্রমনে বের হতে পারবে সে বিষয়ে আমাদের মতৈক্য নেই, কোন দ্বিমতও নেই। দ্বিমত শুধু এখানে যে, এটি নারী নির্যাতন রোধ এবং নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার গ্যারান্টি নয়। পাশ্চাত্য জগতে যেখানে এ বিষয়টিকে একান্ত জরুরী বলে মনে করছে এবং নারীদের উপরই জোরপূর্বক এ দুর্বহ বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে আমরা কেবল তারই বিরোধিতা করছি এবং ভিন্ন মত পোষণ করছি। তাঁরা যাকে একমাত্র কারণরূপে চিহ্নিত করছে আমরা তাকে নিতান্ত সাধারণ একটি কারণ হিসেবে দেখছি। তাঁরা প্রতিকারের উপায় হিসেবে নারীর ঘাড়ে দুর্বহ বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে এবং নারীকে পুরুষের সাথে প্রতিযোগীতার মুখোমুখি করে দিচ্ছে। আমরা তাঁর সাথে ভিন্নমত

Dhaka University Institutional Repository

পোষণ করে বলছি যে, প্রয়োজনে নারী ওসব কাজ করতে পারবে। তবে সর্বাবস্থায় তাকে বাধ্য করা যাবে না। যদি তাঁকে সেসব কর্ম সম্পাদনে বাধ্য করা হয় তবে তাঁর উপর অমানবিক আচরণ করা হবে। তাঁর প্রতি নিষ্ঠুরতা প্রদর্শণ করা হবে এবং তাঁর উপর অবিচার করা হবে।

নারীর প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যাবার এবং চাকরি ও ব্যবসা-বাণিজ্য করার অনুমতি ইসলামে রয়েছে সে কথার প্রমাণ হিসেবে নিম্নোক্ত আয়াত ও হাদীস পেশ করা হল। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন ;

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ

অর্থ: পুরুষ যা অর্জন করে সেটা তার অংশ এবং নারী যা অর্জন করে সেটা তার অংশ।[৯৯]

একবার হযরত সাওদা (র.) কোন প্রয়োজনে বাইরে যেতে চাইলে হযরত ওমর (র.) তাঁকে বাঁধা প্রদান করেন। পরে হযরত সাওদা (র.) এ বিষয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে অভিযোগ পেশ করলে তিনি বললেন :

قَدْ أَذِنَ اللَّهُ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَوَائِجِكُنَّ

অর্থ: আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদেরকে প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যাবার অনুমতি দিয়েছেন।[১০০]

এ হাদিসের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনে বাত্তাল বলেন :

فى هذا الحديث دليل على جواز خروج النساء لكل ما أبيح لهن الخروج فيه من زيارة الآباء والأمهات وذوى المحارم والقرابات، وغير ذلك مما بهن الحاجة إليه

অর্থ: এ হাদিস দ্বারা মহিলাদের পিতা-মাতা, আত্নীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশি সহ সকল প্রয়োজনীয় বৈধকাজে ঘর থেকে বের হবার অনুমতিকে প্রমাণিত করে।[১০১]

---

৯৯ আল-কুরআন ৪ ঃ ৩২

১০০ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল বুখারি, *সহীহুল বুখারি*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি, খ.১৬ , পৃ.২৬৬; আহমদ বিন হুসাইন বিন আলী আলবায়হাকী, সুনানে কুবরা, মাউকাউ ইয়াসুব, মদিনা, সৌদিআরবঃ তা.বি, খ.৭ , পৃ.৮৮

১০১ আবু মুহাম্মদ মাহমুদ বিন আহমদ বিন মুসা আল আইনি, উমদাতুল কারী শরহে সহীহুল বুখারী, (আইনী) মুলতাফা উরুদে মান মুলতাকা আহলে হাদীস, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরবঃ ২০০৬, খ.২৫ , পৃ. ২৮

ইসলামের সোনালী যুগ ছিল খিলাফতকাল। খিলাফতের ২৭ বছর এবং তৎপরবর্তী আরও সাতশত বছর ইসলামের দীর্ঘ ইতিহাস ও ঐতিহ্য রয়েছে। সে সময়ে নারীদের যে ইজ্জত ও সম্মান ছিল, তাঁরা যে মর্যাদার আসনে সমাসীন ছিলেন আধুনিক বিশ্বের কোথাও সেই মর্যাদা অদ্যাবধি প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। সে সময়ের নারীরা জগতের সর্বক্ষেত্রে ব্যাপক অবদান রেখেছিলেন। হযরত আয়েশা (র.) হাদিসে অসামান্য জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তাঁর নিকট থেকে অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে। ইমাম বুখারি, মুসলিম, তিরমিযি, ইবনেমাজাহ, নাসাঈ, আবুদাউদসহ বিখ্যাত মুহাদ্দিসিন তাঁদের গ্রন্থাবলীতে হযরত আয়েশা (র.), আসমা (র.), উম্মে সালমা (র.) প্রমুখের বর্ণিত হাদিস সংকলন করেন। হযরত আয়েশা (র.) তাফসির শাস্ত্রের বিজ্ঞ ছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (র.) এর স্ত্রী শিল্প ও কারিগরী বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি দক্ষতার সাথে কারিগরী বিদ্যা কাজে লাগিয়ে সন্তান-সন্ততি ও পরিবারের ব্যয় নির্বাহ করতেন। বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রী তৈরি করতেন এবং সেগুলো বাজারে বিক্রয় করে উপার্জিত অর্থে সংসার চালাতেন। হযরত আবূ বকর (র.) এর কন্যা এবং হযরত জুবায়ের (র.) এর স্ত্রী হযরত আসমা (র.) বাড়ি থেকে দু'মাইল দূরের খেজুর বাগান থেকে খেজুরের আঁটি বহন করে আনতেন।

নারীর ব্যক্তিগত সম্পদ রক্ষার অধিকার

নারীর ব্যক্তিগত সম্পদ ও স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি সংরক্ষণের পূর্ণ অধিকার রয়েছে। নারীর ব্যক্তিগত সম্পদ যেমন ব্যবসা-বানিজ্যে নিয়োগকৃত অর্থ অথবা নিজ পরিশ্রমের অর্থ ও উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত যাবতীয় অর্থে তাঁরই একান্ত মালিকানা। স্ত্রী যদি তাঁর ধন-সম্পদ আইনগত ভাবে ব্যয় করতে চায় কেউ বাঁধা দিতে পারবে না।

এ মর্মে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে :

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ

অর্থ: পুরুষগণ যা উপার্জন করে তা তাঁদের প্রাপ্য আর নারীরাও যা উপার্জন করে তা তাদেরই প্রাপ্য।[১০২]

তাফসিরে ইবনে কাছিরে এ আয়াতের ব্যাখ্যা করেন এভাবে :

[১০২] আল-কুরআন ৪ ঃ ৩৩

Dhaka University Institutional Repository

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ أي: كل له جزاء على عمله خيرا فخير، وإن شرا فشر. وهو قول ابن جرير.وقيل: المراد بذلك في الميراث، أي: كل يرث بحسبه، إن بحسبه.

অর্থ: পুরুষগণ যা উপার্জন করে তা তাঁদের প্রাপ্য আর নারীরাও যা উপার্জন করে তা তাঁদেরই প্রাপ্য। অর্থ্যাৎ প্রত্যেকেই তাঁর কাজ অনুপাতে প্রতিদান পাবে। যদি ভালকরে থাকেন ভালপাবেন আর যদি খারাপ করে থাকেন তবে খারাপ পাবেন। আর তা হচ্ছেন ইবনে জারিরের মতামত। আর বলা হয় এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে উত্তরাধিকার অর্থ্যাৎ তাদের বংশের নির্ধারিত মিরাছ পাবে।[১০৩]

আল্লামা কুরতুবি (রহ.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন :

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا يريد من الثواب والعقاب (وَلِلنِّسَاءِ) كذلك، قاله قتادة. فللمرأة الجزاء على الحسنة بعشر أمثالها كما للرجال. وقال ابن عباس: المراد بذلك الميراث.

অর্থ: (পুরুষগণ যা অর্জন করবে তাই পাবে) ভালকাজের জন্য সাওয়াব আর মন্দ কাজের জন্য শাস্তি (এবং নারীদের জন্যও) অনুরুপভাবে নারীগণও ভালকাজের জন্য সাওয়াব এবং মন্দ কাজের জন্য শাস্তি পাবে। হযরত কাতাদাহ (র.) বলেন, পুরুষগণ যেমনিভাবে একটি ভালকাজের জন্য দশটি সাওয়াব পাবে নারীগণও একটি ভালকাজের জন্য দশটি সাওয়াব পাবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (র.) বলেন, এ আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে উত্তরাধিকার প্রসঙ্গ।[১০৪]

[১০৩] আবুল ফেদা ইসমাইল বিন উমর বিন কাছির, *তাফসিরুল কুরআনুল আযীম* দারুততাইয়্যিবা লিননাশরি তাওযী, মক্কা, সৌদিআরব: ১৪২০ খ.২, পৃ. ২৮৭

[১০৪] আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন আবু বকর আল কুরতুবি, *আল জামেউলি আহকামিল কুরআন বা তাফসিরে কুরতুবি*, দারুল কুতুব আল মিসরিয়্যা, মিশর : ১৯৬৪, খ. ৫, পৃ ১৬৪

Dhaka University Institutional Repository

নারীর নিজস্ব সম্পদ ও সম্পত্তি বলতে সাধারণত নিম্নলিখিত বিষয়াবলিকে বুঝায়[১০৫]

০১.স্বামী কর্তৃক প্রদত্ত দেনমোহরের অর্থ-সম্পদের সম্পূর্ন অংশ

০২.স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁর পরিত্যক্ত সম্পদের

০৩.পিতার মৃত্যুর পর পৈতৃক সম্পত্তির অংশ

০৪. নারীর নিত্য পরিশ্রমে প্রাপ্ত অর্থ-সম্পদ

০৫. নারী কর্তৃক ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োগকৃত অর্থ-সম্পদ

০৬. ব্যবসা-বাণিজ্যে বিনিয়োগকৃত অর্থ হতে প্রাপ্ত মুনাফা

০৭.সরকার কর্তৃক প্রদত্ত যে কোন পুরুস্কার, উপহার, কৃতিত্বমূলক পদক, অনুদান, ভাতা, সাহায্য ইত্যাদি

০৮.যে কোন সংস্থা, ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত পুরস্কার, অনুদান সাহায্য, উপহার ইত্যাদি

উপরোক্ত উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ-সম্পদের একান্ত মালিকানা সংশ্লিষ্ট নারীরই। এটি নারীর নিজস্ব তহবিল। স্বেচ্ছাপ্রনোদিত ভাবে নারী এসব ভোগ-ব্যবহারের অধিকার রাখে। ইসলাম তাকে এ অধিকার দিয়েছে। এ ক্ষেত্রে নারী কারও অনুমতি নিতে বাধ্য নয়। পিতা-মাতা, ভাই-বোন, স্বামী কিংবা অন্য কোন ব্যক্তির এক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই। নারীর এ সম্পদ তাঁরই মর্জিমত ব্যয়ীত হবে। তাঁর ইচ্ছামত দান করতে পারবে, খরচ করতে পারবে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নারীর এ অধিকার পদদলিত করা হয়েছে। বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইসলামের অনুশাসন ও ইসলামি সমাজ ব্যবস্থা না থাকায় নারী তাঁর এ ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। প্রচলিত বিধি-ব্যবস্থায় মনে করা হয়, নারী নিজেই নিজের নয়; তাই নারীর নিজস্ব বলতে কিছু থাকতে পারে বলে তাঁরা বিশ্বাস করে না। তাঁদের মতে নারীর জন্ম ও জীবন পুরুষের ভোগ-বিলাস, সেবা-যত্ন, তৃপ্তি ও আনন্দ দানের জন্য। নারীর নিজস্ব ইচ্ছাশক্তি, কর্মশক্তি, অর্থ-সম্পদ, পুঁজি থাকতে পারবে না। আর যদি কিছু থাকেও তাঁর উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব যেন পুরুষেরই। নারীকে প্রদত্ত দেনমোহর ও দেনমোহর হিসেবে প্রদত্ত স্বর্ণালংকার ও বিভিন্ন সামগ্রী আমাদের দেশে নারীরা কি তাঁদের নিজস্ব ইচ্ছেমত ব্যয় করতে পারে?

---

[১০৫] মাওলানা মুহাম্মদ জসীম উদ্দিন জিহাদী, *ইসলামী সমাজে নারীর মর্যাদা,* ইসলামিয়া কুতুবখানা,৩২, বাংলাবাজার, ঢাকা: পৃ. ৮৩

Dhaka University Institutional Repository

না ! পারে না। সাধারণত স্বামী কিংবা স্বামী পক্ষ বিভিন্নভাবে ছলে বলে কৌশলে অবশেষে চাপ প্রয়োগ করে বিক্রয় করে দেয়। কোন কোন ক্ষেত্রে অবলা নারী অবলাই থেকে যায়। টু শব্দটিও করতে পারে না। এমনকি নারী তাঁর পৈত্রিক সম্পত্তি হতে প্রাপ্ত অর্থ ও সম্পত্তি স্বামী কিংবা স্বামী পক্ষ নির্বিবাদে ভোগ করে যায়। স্ত্রীর তাতে কিছুই করার থাকে না। এসব নারী জাতির প্রতি অবমাননা, অসম্মান, অমর্যাদা। নারীকে উপেক্ষা ও বঞ্চিত করারই নামান্তর। আর নারীকে বঞ্চিত ও অবহেলিত রেখে সমাজের উন্নয়ন কোনক্রমেই সম্ভব নয়। এগুলো ইসলামি সমাজ ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ অবৈধ, অনধিকার চর্চা এবং আত্মসাৎ। ইসলামি সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা কঠোর হস্তে আইন প্রয়োগ করে এসব অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নারী জাতির উন্নয়ন ও কল্যাণ সাধন করবে, নারীর সর্বপ্রকার অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করবে।[১০৬]

নারীর অর্থনৈতিক মর্যাদা

নারী ও পুরুষ দুয়ে মিলে সংসার। আর এ দুয়ের মাধ্যমেই গোটা মানব সমাজের আগমন। পুরুষের যেমন অর্থনৈতিক স্বাধীনতা রয়েছে নারীরও তেমন অর্থনৈতিক স্বাধীনতা রয়েছে। পুরুষের সম্পদের একচ্ছত্র মালিকানা যেমন পুরুষের, নারীর সম্পদের একচ্ছত্র মালিকানাও তেমন নারীর, কোন পার্থক্য নাই। পুরুষ তাঁর সম্পদের যেসব উৎস হতে পারে তেমনি নারীরও সেসব উৎস হতে পারে। অতিরিক্তি নারীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের এমন কিছু উৎস আছে যা পুরুষের নেই। এক্ষেত্রে পুরুষের চেয়ে নারী অর্থনৈতিক সমৃদ্ধশালী। যেমন পুরুষের ভরণ-পোষণ, চিকিৎসা, বাসস্থান, নিরাপত্তা ইত্যাদিও দায়িত্ব পুরুষের অপরদিকে নারী ভরণ-পোষণ, চিকিৎসা, বাসস্থান ও নিরাপত্তার যাবতীয় দায়িত্বও পুরুষ বা স্বামীর উপর। নারী যখন বাবার ঘরে থাকে তখন দায়িত্ব বাবার আবার যখন স্বামীর ঘরে থাকে তখন দায়িত্ব স্বামীর। বিবাহের ক্ষেত্রে বিবাহ পারপাস স্বামী স্ত্রীকে দেনমোহর প্রদান করে যার মালিকানা কেবল স্ত্রীরই। কিন্তু স্ত্রী স্বামীকে কোন কিছুই প্রদান করে না। এটা নারীর অর্থনৈতিক অবস্থাকে আরো সমৃদ্ধশালী করেছে। উপরে নারীর অর্থনৈতিক অধিকার প্রসঙ্গে কিছুটা আলোচনা করা হয়েছে নিম্নে আরো কিছু অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।

নারীর উত্তরাধিকার প্রসঙ্গে

[১০৬] মাওলানা মুহাম্মদ জসীম উদ্দিন জিহাদি, *ইসলামি সমাজে নারীর মর্যাদা*, ইসলামিয়া কুতুবখানা,৩২, বাংলাবাজার, ঢাকা: পৃ. ৮৪

বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতা নারীকে পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেছে। কন্যা বিয়ে দেয়ার পর তাঁর পিতা-মাতার সম্পত্তিতে কন্যার আর কোন অধিকার থাকে না। পুত্রেরা যেমন পিতা-মাতার সন্তান, অনুরূপভাবে কন্যারাও পিতা-মাতার সন্তান। একই পিতা-মাতার সন্তান হয়েও পুত্রেরা সব সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় অথচ কন্যারা উত্তরাধিকারী হয় না। এ বৈষম্যের ভিত্তি কি? পুত্র সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মাল, ফলে সে পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়ে কোটিপতি হল আর কন্যা বঞ্চনার অনুভূতি নিয়ে জন্ম নিল অথচ পিতা কোটিপতি হওয়ার পরও তাঁর কন্যা বিত্তহীন দরিদ্র হয়ে রইল। তাহলে দেখা যাচ্ছে, পুত্রজন্ম সার্থক আর কন্যাজন্ম নিরর্থক।[১০৭]

পিতা-মাতার স্নেহ-মমতা, ভালবাসা, বিত্ত-বৈভব, অর্থ-সম্পত্তি সবকিছু থেকে বঞ্চিত করা হল কন্যাকে। এটি নারীর প্রতি চরম অবহেলা ও অমর্যাদার পরিচায়ক। শুধু তাই নয়, একে সামাজিক বঞ্চনা এবং নারীর প্রতি অমানবিক আচরণও বলা যায়। পৃথিবীর দেশে দেশে ভিন্ন ভিন্ন সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতি নারীকে এভাবে বঞ্চিত করেছে, অবহেলিত করে রেখেছে, তাঁকে মারত্মকভাবে ঠকিয়েছে।

পুত্রেরা থাকে বাপ-দাদার ভিটেমাটির উপর। কন্যাদেরকে পরের ঘরে যেতে হয়, পরকে আপন করে নেয়ার বিরাট দায়িত্ব তাঁদেরকে বহন করতে হয়। নিজের মাতা-পিতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, আপনজন সবাইকে ছেড়ে সম্পূর্ণ অপরিচিত একটি নতুন পরিবেশ তাঁকে বরণ করে নিতে হয়। এটি কম বেদনাদায়ক নয়। এ বেদনাদায়ক অনুভূতি নিয়ে কন্যা চলে যায় পরের ঘরে অথচ তাঁর পৈতৃক সম্পত্তির কানাকড়িরও সে মালিক থাকে না, উত্তরাধিকার বলে বিবেচিত হয় না। এটি যেন মরার উপর খাড়ার ঘা হয়ে দেখা দেয়।

অনেক দার্শনিক মতবাদ, সভ্যতা, সংস্কৃতি নারীর উত্তরাধিকারী হওয়ার প্রশ্নে নীরব। কেন এ নীরবতা? কেন নারীর উত্তরাধিকার প্রশ্নে তাঁদের কোন দর্শন নেই, সমাধান নেই? কেন এ সম্পর্কে তাঁদের থেকে কোন সুস্পষ্ট বিধি বিধান নেই?

তাঁদের মতে, নারী কেন উত্তরাধিকারী হবে? নারী কি মানুষ? মানুষ হলেও হতে পারে, তবে এক বিশেষ ধরণের মানুষ। নারী নিজেও এক ধরণের সম্পদ।

---

[১০৭] মুহাম্মদ জসীম উদ্দীন জিহাদি, *ইসলামি সমাজে নারীর মর্যাদা*, ইসলামিয়া কুতুবখানা, ৩২, বাংলাবাজার, ঢাকা: পৃ.৭৪

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম নারীর প্রতি এসব অমানবিক আচরণ তিরোহিত করে দিয়েছে। নারীর মানবিক মূল্যবোধ, সামাজিক মর্যাদা, উত্তরাধিকার স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছে। নারী তাঁর পিতা-মাতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারিনী বলে ইসলামই সর্বপ্রথম ঘোষণা দিয়েছে। নারী জাতির উত্তরাধিকার প্রশ্নে ইসলামের সুস্পষ্ট বিধি-বিধান রয়েছে। ইসলামই নারীকে সর্বপ্রথম অর্থনৈতিক মর্যাদা ও অধিকার দিয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেন

نَصِيبًا مَفْرُوضًا

অর্থ: অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারীদের রয়েছে নির্ধারিত অংশ।[১০৮]

ইসলামি বিধান মতে, নারী তাঁর পিতা-মাতা, নিকটাত্মীয় ও স্বামীর পক্ষ থেকে উত্তরাধিকার পেয়ে থাকে।

মহান আল্লাহ বলেন :

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ

অর্থ: পুরুষের জন্য অংশ রয়েছে যা তাঁর পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়রা রেখে গেছে এবং নারীর জন্যও অংশ রয়েছে যা তাঁর পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়রা রেখে গেছে, কম হোক বা বেশি।[১০৯]

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বজনীন নবি, ইসলাম সর্বজনীন জীবন ব্যবস্থা। ইসলামের বিধি-বিধানও সর্বজনীন। এতে কাউকে বঞ্চিত করা হয়নি, কাউকে পাওনার অতিরিক্ত কিছু দেয়া হয়নি। যার যা পাওনা তাঁকে তা যথাযথ ভাবে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। ইসলামি রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থায় নারীর পৈত্রিক সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার আইন কার্যকর করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনের সূরা নিসায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে । মহান আল্লাহ বলেন :

---

[১০৮] আল-কুরআন ৪ ঃ ৭

[১০৯] আল-কুরআন ৪ ঃ ৭

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

অর্থ: আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে আদেশ করেন ঃ একজন পুরুষের অংশ দু'জন নারীর অংশের সমান। অতঃপর যদি শুধু নারীই হয় দু'এর অধিক, তবে তাঁদের জন্য ঐ মালের তিন ভাগের দুই ভাগ যা ত্যাগ করে মারা যান এবং যদি একজনই হয়, তবে তাঁর জন্য অর্ধেক। মৃতের পিতা-মাতার মধ্য থেকে প্রত্যেকের জন্য ত্যাজ্য সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ, যদি মৃতের পুত্র থাকে। যদি পুত্র না থাকে এবং পিতা-মাতাই ওয়ারিস হয়, তবে মাতা পাবে তিন ভাগের এক ভাগ। অতঃপর যদি মৃতের কয়েকজন ভাই থাকে, তবে তাঁর মাতা পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ অসিয়তের পর, যা করে ইন্তেকাল করেছে কিংবা ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের পিতা ও পুত্রের মধ্যে কে তোমাদের জন্য অধিক উপকারী তোমরা তা জান না। এটা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত অংশ নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, রহস্যবিদ।

আর তোমাদের হবে অর্ধেক সম্পত্তি, যা ছেড়ে যায় তোমাদের স্ত্রীরা যদি তাঁদের কোন সন্তান না থাকে। যদি তাঁদের সন্তান থাকে, তবে তোমাদের একচতুর্থাংশ ঐ সম্পত্তির, যা তাঁরা ছেড়ে যায় অসিয়তের পর, যা তাঁরা করে এবং ঋণ পরিশোধের পর। স্ত্রীদের জন্য একচতুর্থাংশ হবে ঐ সম্পত্তির, যা তোমরা ছেড়ে যাও যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে। আর যদি তোমাদের সন্তান থাকে, তবে তাঁদের জন্য হবে ঐ সম্পত্তির আট ভাগের এক ভাগ, যা তোমরা ছেড়ে যাও অসিয়তের পর, যা তোমরা কর এবং ঋণ পরিশোধের পর। যে পুরুষের ত্যাজ্য সম্পত্তি, তাঁর যদি পিতা-পুত্র কিংবা স্ত্রী না থাকে এবং এই মৃতের

Dhaka University Institutional Repository

এক ভাই কিংবা এক বোন থাকে, তবে উভয়ের প্রত্যেকে ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে। আর যদি ততোধিক থাকে, তবে তাঁরা এক তৃতীয়াংশ অংশীদার হবে অসিয়তের পর, যা করা হয় অথবা ঋণের পর এমতাবস্থায় যে, অপরের ক্ষতি না করে। এ বিধান আল্লাহর। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সহনশীল।[১১০]

উপরোক্ত আলোচনার দিকে যদি আমরা তাকাই তবে দেখব যে, যেখানে পুরুষের কথা বলা হয়েছে সেখানেই নারীর কথা বলা হয়েছে। নারী অংশিদারিত্বের ক্ষেত্রে কোন কমতি করা হয়নি। একজন নারীকে সম্পদ দেয়া হয়েছে কন্যা হিসেবে, মা হিসেবে, স্ত্রী হিসেবে, বোন হিসেবে অছিয়তের দরজাতো সবসময়ই খোলা থাকছে। অতএব উত্তারাধিকারের ক্ষেত্রে নারীর কোন অবহেলা হয়নি।

'নারী পায় পুরুষের অর্ধেক' একটি প্রশ্ন ও তার জবাব[১১১]

ইসলামের উত্তরাধিকার ব্যবস্থায় নারী সম্পত্তি পায় পুরুষের অর্ধেক। পুরুষ যা পায় নারী পায় তাঁর অর্ধেক। এ বিষয়টি নিয়ে ইসলাম বিরোধীরা সমালোচনার ঝড় তোলে। তাঁদের ভাষ্য, ইসলাম নারীদের অধিকার কেড়ে নিয়েছে, তাঁদেরকে ঠকিয়েছে। তথাকথিত প্রগতিবাদী নারীরা এ বিষয় নিয়ে ইসলামকে কটাক্ষ করে। পকৃতপক্ষে এটি ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতারই পরিচায়ক। ইসলামি ব্যবস্থা সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে কোন জ্ঞান না থাকার কারণে এরূপ মন্তব্য করে থাকে। মুলত ইসলাম সম্পর্কে তাঁদের কোন জ্ঞান নেই। ইসলামের দর্শন, সমাজ ব্যবস্থা, অর্থ ব্যবস্থা, রাজনৈতিক ব্যবস্থা, মৌলিক বিধি-বিধান সম্পর্কে অজ্ঞতাই এজন্য দায়ী। আর এ অজ্ঞতা নিয়ে না জেনে না বুঝে এসব মন্তব্য করার কারণে তারাও কম দায়ী নয়।

এক শ্রেণীর লোক ধর্ম-কর্ম সম্পর্কে কিছুই জানে না। কুরআন, হাদিস ও ফিক্হ শাস্ত্রের কোন জ্ঞান রাখে না। ইসলামি নিয়ম-নীতি ও বিধি ব্যবস্থা নিজেরা মেনে চলে না, অন্যরা মেনে চলুক তাও সহ্য করতে পারে না। এহেন লোক যদি একটি উদ্ভট মন্তব্য করে বসে তা পাগলের প্রলাপের মতই বেমানান ও বেসুর শুনায়। নিজেকে তাঁরা যত বড় বুদ্ধিজীবি বলে প্রকাশ করুন না কেন প্রকৃতপক্ষে তাঁরা বুদ্ধির ঢেঁকি। এসব জ্ঞানপাপী অজ্ঞান মূর্খরা চটকদার বিবৃতি বক্তব্য উপস্থাপন করতে পারে কিন্তু সত্য বলতে জানে না। আর সত্য বলে জানলেও তাঁরা তা স্বার্থের পূজারী হওয়ার কারণে বলে না।

---

[১১০] আল-কুরআন ৪ ঃ ১১-১২

[১১১] মাওলানা মুহাম্মদ জসীম উদ্দীন জিহাদি, *ইসলামিয়া কুতুবখানা* , ৩২, বাংলাবাজার, ঢাকা: পৃ.৭৭

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের উত্তরাধিকার আইন বিজ্ঞানসম্মত এবং ন্যায়-নীতিভিত্তিক। মানুষের স্বাভাবিক বিবেক-বুদ্ধি ও যুক্তি নারীর অর্ধাংশ পাওয়াই মেনে নেয়। নারী অর্ধাংশ সম্পত্তি পাওয়ার কারণ নিম্নে আলোচনা করা হল।

এক

সংসার সমরাঙ্গনে পুরুষকেই প্রতিনিয়ত লড়াই করতে হয়। সংসারের গুরুভার পুরুষের উপর অর্পিত হয়েছে। মাতা-পিতা, ভাই-বোন, স্ত্রী, পুত্র-কন্যা সবার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পুরুষের। পুত্র-কন্যাদের খাওয়া, লেখা-পড়া, সবকিছুর দায়িত্ব পিতার উপর। এমনকি স্বয়ং স্ত্রীর ভরণ-পোষণ, বাসস্থান, চিকিৎসা সবই স্বামীর দায়িত্বে। যাবতীয় খরচের খাত এবং ব্যয় ভার পুরুষের দায়িত্বে। নারীর কোন ব্যয়ের খাত নেই। বিবাহের পূর্বে নারী থাকে পিতার দায়িত্বে। পিতাই তাঁর কন্যার খাওয়া, লেখা-পড়া, চিকিৎসা, বাসস্থান ইত্যাদির ব্যবস্থা করেন। বিবাহের পর এসব দায়িত্ব স্বামীর উপর চলে যায়। নারীকে তাঁর নিজের সন্তানের ব্যয়ভারও বহন করতে হয় না। এভাবে সর্বপ্রকার দায়-দায়িত্ব, খরচ ও ব্যয়ভার পুরুষের উপর, নারীর উপর কোন দায়িত্ব নেই। তাই পুরুষ উত্তরাধিকার হিসেবে যা পায়, নারী পায় তার অর্ধেক।

দুই

পুরুষের ব্যয়ের খাত অনেক কিন্তু পাওয়ার উৎস একটিই। নারী ব্যয়ের খাত নেই অথচ পাওয়ার উৎস একাধিক। পুরুষ শুধুমাত্র পিতার দিক থেকে সম্পত্তি পায় আর নারী পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়, মাতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়, আবার স্বামীর সম্পত্তিরও উত্তরাধিকারী হয়। এভাবে বিভিন্ন দিক থেকে উত্তরাধিকার সম্পত্তি পাওয়ার কারণে নারী পুরুষের চেয়ে কম পায় না বরং তাঁর অর্থনৈতিক নিরাপত্তা পুরুষের চেয়ে অধিক।

তিন

নারী বিয়ের সময় পুরুষের দিক থেকে মোহর হিসেবে অর্থ-সম্পদ লাভ করে কিন্তু পুরুষের এ ধরণের কোন অর্থ-সম্পদ লাভ করার বিধান ইসলামে নেই। মোটা অংকের প্রাপ্ত এসব মোহরের মালিক নারী নিজেই। এ অর্থ-সম্পদ নারী নিজেই তাঁর ইচ্ছামত ব্যয় করতে পারে, সংরক্ষণ করতে পারে। এ বিষয়ে তাঁকে ইসলাম পূর্ণ কর্তৃত্ব দিয়েছে। তাঁর অনুমতি ও সম্মতি ব্যতীত কেউ এ সম্পত্তি ভোগ করতে পারবে না, দখলও করতে পাবে না।

চার

কোন স্ত্রীর অর্থনৈতিক নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হলে, তাঁর ভরণ-পোষণ এবং চিকিৎসা ও বাসস্থান সমস্যার সৃষ্টি হলে ইসলামি রাষ্ট্রে স্ত্রী তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে যথাযথ ক্ষতিপূরণ ও সমস্যার সমাধান দাবী করতে পারে। কেননা স্বামী তাঁর স্ত্রীর ভরণ-পোষণ, চিকিৎসা ও বাসস্থানের নিশ্চয়তা দিতে বাধ্য। এটি শরিয়ত সিদ্ধ। পক্ষান্তরে স্বামী তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে এরূপ কোন দাবী উত্থাপন করতে পারে না। কেননা, ইসলামি বিধান মতে স্ত্রী তার স্বামীর এ ধরণের কোন দায়-দায়িত্ব বহনে বাধ্য নয়।

পাঁচ

এমনকি স্ত্রী তাঁর সন্তান লালন-পালনের ব্যয়ভার, লেখা-পড়ার খরচ প্রভৃতি দাবি করতে পারে স্বামীর কাছে। অথচ স্বামীর এসবের কোন সুযোগ নেই।

উপরোক্ত বিষয়গুলো সামনে রেখে চিন্তা-গবেষণা করলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হবে যে, নারী সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হিসেবে পুরুষের অর্ধেক পাওয়াই যুক্তিযুক্ত এবং ন্যায়সঙ্গত।

নারী বিয়ের পূর্বে অভিভাবক ও বিয়ের পরে স্বামীর নিকট থেকে নিশ্চিতভাবে ভরণ-পোষণের অধিকার পায়। নবী করিম (স.) বলেন :

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبْ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

অর্থ: হযরত হাকিম বিন মুয়াবিয়া আল কুশাইরি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল (স.)! আমাদের স্ত্রীদের উপর আমাদের কি দায়িত্ব রয়েছে? জবাবে রাসূল (স.) বললেন, তোমরা যা খাবে তাঁদেরকেও তাই খাওয়াবে, তোমরা যা পরবে তাঁদেরকে তাই পরাবে, তবে সাবধান! তাঁদের চেহারায় কখনো মারবে না, বকাবকি করবে না, তাঁদেরকে ঘরের মধ্যে রাখবে।[১১২]

তাছাড়া সম্পদের সংরক্ষণ, ব্যবসা বানিজ্য পরিচালনা, বিনিয়োগ ইত্যাদি কাজে নারীগণ অপেক্ষাকৃত পুরুষের চেয়ে দুর্বল। তাই আল্লাহ তা'য়ালা উত্তরাধীকার আইন যথার্থভাবে নির্ধারণ করেন। আল্লাহ তা'য়ালা এ বিধান বাস্তবানুগ, ন্যায়সঙ্গত ও ইনসাফভিত্তিক।

[১১২] আবু দাউদ সুলাইমান বিন আশআস বিন ইসহাক, *সুনানে আবু দাউদ*, মাউকাউল ইসলাম,প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৪৫

Dhaka University Institutional Repository

নারীর প্রকৃত কর্মক্ষেত্র

বিশ্বব্যাপী প্রশ্ন উঠেছে নারীর প্রকৃত কর্মক্ষেত্র কি? ঘর না বাহির? নাকি ঘর ও বাহির উভয়টি? মানব জীবনের সার্বিক ও সামগ্রিক কার্যাবলিতে নারীর ভূমিকা কি? এসব প্রশ্নের সুষ্ঠ সমাধান প্রয়োজন।

মানব সভ্যতার নির্মাতা মানুষই। আর মানুষ বলতে শুধুমাত্র পুরুষকে বুঝায় না। মানুষ বলতে পুরুষকে যতখানি বুঝায় ঠিক ততখানি বুঝায় নারীকে। সুতরাং মানব সভ্যতা বিনির্মানে পুরুষ ও নারীর অবদান সমগুরুত্বের দাবিদার। কোনটিকে খাঁটো করে দেখার অবকাশ নেই। পুরুষের পদচারণা পৃথিবীর যতখানি এলাকায় ঠিক ততখানি এলাকায় পড়েছে নারীর পদচারণা। চাঁদের পিঠে প্রথম পদ চিহ্ন পুরুষের হলেও তাকে বাসোপযোগী করতে নারীর আবশ্যক। নারীর পদচারণা ভিন্ন চাঁদ কিংবা গ্রহ বাসোপযোগী হতে পারে না। পুরুষের কঠোর পদভারে ওটা কেবল পাথর খণ্ড হয়েই পড়ে থাকবে। তাঁকে মনোরম, মোলায়েম ও কোমল করতে হলে নারীর কোমল হাতের পরশ অত্যাবশ্যক। যেমন আদম (আ.) বেহেস্তের মধ্যে থেকেও একাকিত্বে তাঁর জীবন নিরস হয়ে উঠেছিল।

নারীর অবস্থানকে যেভাবে বিশ্লেষন করাই হোক তাঁর প্রকৃত অবস্থান ও কর্মক্ষেত্র গৃহ এবং অন্দরমহল সে কথা দিবালোকের মতো স্পষ্ট। নারী জীবনের এমন কিছু সময় আছে যা তাকে অন্তর্মুখী ও গৃহাভ্যন্তরীণ হতে বাধ্য করে। এক্ষেত্রে ঋতু বা মাসিক, গর্ভাবস্থা, সন্তান ভুমিষ্ঠকরণ, স্তন্যদান ও প্রতিপালন বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এসব মুহূর্তে নারী নিজেকে নিজেই দুর্বল মনে করতে বাধ্য। এ দুর্বলতা তাঁকে অন্দর মহলে এবং গৃহাভ্যন্তরে যেতে বাধ্য করে।

নারীর প্রকৃত কর্মক্ষেত্র ঘর এবং সংসার কেন্দ্রিক। সন্তান গর্ভধারণ, ভূমিষ্ঠকরণ, স্তণ্যদান এবং প্রতিপালনে যেমন নারী তাঁর দায়িত্ব নয় বলে অস্বীকার করতে পারে না ঠিক তেমনিভাবে নারীর কর্মক্ষেত্র যে গৃহ এবং গৃহাভ্যন্তর তা বিন্দুমাত্রও অস্বীকার করতে পারে না। যদি কেউ অস্বীকার করে তবে তা হবে অযৌক্তিক এবং সত্যের অপলাপ। নারীর স্বাভাবিক কর্মক্ষেত্র যদি গৃহকে মেনে নেয়া না হয় তাহলে কি বলতে হবে নারীর কর্মক্ষেত্র গিরি-গুহা, সাগর, মহাসাগর, পাহাড়-পর্বত ? তা অবশ্যই নয়। কোন নারী তা মেনে নিতে পারে না। পক্ষান্তরে এসব ক্ষেত্রে পুরুষের ব্যাপক পদচারণা নিত্যদিনকার ব্যাপার।

নারীর প্রকৃত কর্মক্ষেত্র কি সে সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন :

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ: তোমরা নিজেদের ঘরে অবস্থান কর, আর তোমরা মূর্খতা যুগের মেয়েদের মত নিজেদের রূপ সৌন্দর্য প্রদর্শণ করে বেড়াবে না।[১১৩]

উপরোক্ত আয়াত দ্বারা স্পষ্ট হল যে, নারীর স্বাভাবিক কর্মক্ষেত্র ঘর। আরও একটি বিষয় প্রমাণিত হয় যে, নারী প্রয়োজনে গৃহের বাইরে যেতে পারবে। তবে সে সময় শর্ত হল, মূর্খতার যুগের মত নগ্নভাবে কিংবা অশ্লীলতা, দেহ-প্রদর্শণী সহকারে নারী ঘরের বাইরে যাবে না। একান্ত পর্দা সহকারে প্রয়োজনে নারীরাও গৃহের বাইরে যেতে পারবে।

পবিত্র কুরআনে আরো বর্ণিত হয়েছে :

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا

অর্থ: হে নবি পত্নীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত নও। যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তবে পর পুরুষের সাথে কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথাবার্তা বল না। ফলে সে ব্যক্তি কু-বাসনা, যার অন্তরে ব্যধি রয়েছে। তোমরা সঙ্গত কথাবার্তা বলবে।[১১৪]

আল্লাহ পাক বলেন :

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ

অর্থ: তাঁরা যেন মাটির উপর এমনভাবে পদক্ষেপ না করে যাতে তাঁদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়ে পড়ে।[১১৫]

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

مَثَلُ الرَّافِلَةِ فِي الزِّينَةِ فِي غَيْرِ أَهْلِهَا كَمَثَلِ ظُلْمَةِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا نُورَ لَهَا

---

[১১৩] আল-কুরআন ৩৩ ঃ ৩৩

[১১৪] আল-কুরআন ৩৩ ঃ ৩২

[১১৫] আল-কুরআন ২৪ ঃ ৩১

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ: পর পুরুষের সামনে সাজ-সজ্জা সহকারে বিচরণকারী নারী আলোকবিহীন কিয়ামতের অন্ধকারের মতো।[১১৬]

আল্লাহ পাক বলেন:

الْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ

অর্থ: নারী তাঁর স্বামীগৃহের পরিচারিকা এবং এর দায়িত্ব সম্পর্কে তাঁকে জবাবদিহি করতে হবে।[১১৭]
নারী গৃহের কাজকর্ম যেন যথাযথভাবে সমাধান করতে পারে এবং সন্তানদের প্রতিপালন, ভরণ-পোষণ, শিক্ষা-ধিক্ষা, আদব-কায়দা ও শিষ্টাচার ইত্যাদি ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন করতে পারে তাই তাঁর জন্য বহির্মুখী কার্যাবলি বাধ্যতামূলক করা হয়নি। নারীকে তা থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে যেন এসব বিষয়ে ভালভাবে লক্ষ্য রাখতে পারে এবং বহির্গমনের কারণে পরিবারে যেন কোন সমস্যা সৃষ্টি না হয়। এজন্য নারীর যাবতীয় খরচ তাঁর স্বামীর উপর বর্তায়। স্ত্রী শুধুমাত্র ঘর-সংসার দেখা-শুনা করবে, ঘরের বাইরের কাজ স্বামী দেখা-শুনা করবে।

স্ত্রী গৃহে থেকে যে গৃহকর্ম সম্পাদন ও পরিচালনা করে তাঁর আর্থিক মূল্য এবং অর্থনৈতিক গুরুত্বও কম নয়। তাঁকে কোন অবস্থাতেই খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। স্বামী সারা দিনের পরিশ্রম শেষে ঘরে ফিরে। তাঁর এ শ্রমের ক্লান্তি মোছন করে আগামী দিনের পরিশ্রমের জন্য পূর্ণ প্রস্তুত করে স্ত্রী। সুতরাং স্বামীর আয়ের অর্ধেকের অধিকারী তাঁর স্ত্রী। স্বামী তাঁর কর্মক্ষেত্রে পূর্ণ শক্তিতে কাজ করতে পারার পিছনে স্ত্রীর কর্তৃত্ব কোন অংশে কম নয়। সুতরাং সেবা ও গৃহকর্মের অর্থনৈতিক মূল্য অবশ্যই আছে।

[১১৬] মুহাম্মদ বিন ইসা বিন দেহাক বিন তিরমিযি, *সুনানুততিরমিযি*, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ. ৩৭৯; সুলাইমান বিন আহমদ বিন আইয়ূব আততাবরানী, *মুজামুল কাবীর*, প্রাগুক্ত, খ.১৮ , পৃ.২১৫; আবু নুআইম ইস্পাহানী, মা'রিফাতুস সাহাবা, প্রাগুক্ত, খ. ২৩, পৃ. ৫০০

[১১৭] মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল বুখারি, *সহিহুল বুখারি*, প্রাগুক্ত, খ.১৬ , পৃ.১৮৭; আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ বিন হাম্বল, *মুসনাদে আহমাদ বিন হাম্বল*, প্রাগুক্ত, খ.৯, পৃ. ৩০২; আহমদ বিন হুসাইন বিন আলী আলবায়হাকী, প্রাগুক্ত, খ.৭ , পৃ.২৯১; সুলাইমান বিন আহমদ বিন আইয়ূব আততাবরানী, *মুজামুল কাবীর*, প্রাগুক্ত, খ.৪ , পৃ.৪০৮; সুলাইমান বিন আহমদ বিন আইয়ূব আততাবরানী, *মুজামুল সগীর*, প্রাগুক্ত, খ.৯ , পৃ.৯০; আহমদ বিন হুসাইন বিন আলী আলবায়হাকী সুয়াবে ইমান, প্রাগুক্ত,খ.১৫,পৃ.৪১১; আবুল ফজল যাইনুদ্দীন ইবরাহীম বিন ইরাকী,*আল-মুসতাখরাজ*, প্রাগুক্ত,খ.১৪,পৃ. ৪৫

Dhaka University Institutional Repository

আবার স্ত্রী গৃহে থেকে যেসব কাজ সম্পাদন করে তা একাধিক কর্মচারী রেখেও সম্পাদন করা সম্ভব নয়। স্বামীর সংসারকে পূত-পবিত্রতার ছোঁয়াচে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখে তাঁর স্ত্রী। এটা একমাত্র স্ত্রী ছাড়া অন্য কাউকে দিয়ে সম্ভব নয়, স্ত্রী এসকল কাজ অত্যন্ত যত্নের সাথে করে থাকে।

স্ত্রী সন্তানের প্রতি যেরূপ যত্নশীল হয় তা কোন গৃহপরিচারিকা বা কর্মচারী দিয়ে সম্ভব নয়। মা হিসেবে নারী তাঁর সন্তানকে যে মাতৃস্নেহ, ভালবাসা, আদর-যত্ন দিয়ে গড়ে তোলেন পৃথিবীর কোন সম্পদ দ্বারা তাঁর বিনিময় হয় না। মায়ের স্নেহ-মমতা সন্তানের কাছে সমগ্র পৃথিবীর সকল সম্পদের চেয়েও উত্তম। মা যদি সন্তানদের সঠিকভাবে শিক্ষা-দীক্ষা না দেয় এবং খোঁজ-খবর না রাখে সন্তানের ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এতে সন্তান এবং জাতির ভবিষ্যৎ হবে অযোগ্য, অর্থহীন। ফলে জাতির সমগ্র পরিকল্পনাই ভেস্তে যাবে।

মা গৃহে থেকে সন্তানদের লেখাপড়া শিখান। একজন সার্বক্ষণিক উত্তম গৃহশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। এ শিক্ষার কাজটি একাধিক শিক্ষক রেখেও সম্ভব নয়। নারী এসব দায়িত্ব পালন করে বলে পুরুষ এসব ব্যাপারে চিন্তা করে না এবং এ সময়টা বাইরে আয়-রোজ গারের কাজে লাগান। এতে করে একদিকে স্বামীর আয়-রোজগার বৃদ্ধি পায় এবং অন্যদিকে গৃহশিক্ষকের বাড়তি ব্যয়ভার থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। সুতরাং নারী গৃহে যেসব কাজ সম্পাদন করে থাকে সে সবের অর্থনৈতিক গুরুত্ব অনেক। নারীর বহির্মুখী আয় থেকে অন্তর্মূখী আয় কোন অংশে কম নয়। স্বামীর আয় এবং গৃহে স্ত্রীর আয়ের মধ্যে পার্থক্য হল, স্বামীর আয় দৃষ্টিগোচর হয় এবং স্ত্রীর আয় দৃষ্টির অগোচরে থেকে যায়। একটি সরাসরি আয় এবং পরিদৃষ্ট হয় আর অপরটি সরাসরি আয় নয় বরং ব্যয় সংকোচক। সংসারে গুরুত্বের দিক থেকে উভয়টি সমপর্যায়ের। পুরুষের আয় না হলে যেমন সংসার অচল আবার পুরুষের আয় যদি যথাযথভাবে সঠিক খাতে ব্যয় না হয়ে অপচয় ও অপব্যয় হয় তাহলে সংসারে আয়-রুজির বরকত হয় না, জীবনে সাফল্য আসে না।

স্ত্রীকে বহির্মূখী যেন না হতে হয় এবং স্ত্রী যেন অন্তর্মুখী কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে সম্পাদন করতে পারে সে জন্য মহান আল্লাহ বহির্মূখী সকল কার্যকলাপ এবং ইবাদত অনুষ্ঠান নারীদের উপর ওয়াজিব করেন নি। যেমন, জুমার নামায, ঈদের নামায, জানাযার নামায পুরুষদের জন্য ফরজ করা হয়েছে, নারীদের উপর এগুলো

Dhaka University Institutional Repository

ফরজ করা হয়নি। জামাতের সাথে মসজিদে গিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা পুরুষের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, কিন্তু নারীর জন্য বাধ্য-বাধকতা নেই। এজন্য খিলাফত ও ইমামতের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে পুরুষের ঘাড়ে, নারীকে তা থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে। সম্ভবত নারীকে তাঁর গৃহকর্ম সম্পাদনের সুযোগ দানের জন্য এবং তাঁকে যেন বর্হিমূখী হতে না হয় সেজন্যই এ বিধি-ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এ কারণেই নারীর বর্হিগমণের ব্যাপারে কড়াকড়ি আরোপিত হয়েছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ

অর্থ: নারী ঘরে থাকার বস্তু। যদি সে অকারণে ঘর থেকে বের হয় তাহলে শয়তান তাঁর কু'দৃষ্টির মাধ্যমে তাঁকে ঘিরে রাখে।[১১৮]

উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে প্রমাণিত হল যে, নারীর প্রকৃত কর্মক্ষেত্র হল গৃহ। নারী কেবল প্রয়োজনের মূহুর্তেই বহির্জগতে বের হতে পারবে। তবে সে ক্ষেত্রে পর্দা সহকারে এবং মুহরিম সফরসঙ্গী নিয়ে তাকে বের হতে হবে। প্রকৃতপক্ষে নারী অন্তর্মূখী ও গৃহাভিমূখী। গৃহই তাঁর আবাসস্থল।

আর্থিক ব্যাপারে নারীর পক্ষকে বিবেচনায় রাখা

ইসলাম অর্থ-সম্পদের ব্যাপারে অভূতপূর্বভাবে নারীর পক্ষকে বিবেচনায় এনেছে। এক দিকে নারীকে পরিপূর্ণ অর্থনৈতিক মুক্তি, সম্পদ ও কাজের স্বাধীনতা প্রদান করেছে। লেনদেনের ক্ষেত্রে নারীর ওপর অভিভবকত্বের অধিকার যা প্রাচীন বিশ্বে সুদীর্ঘকাল ধরে বলবৎ ছিল আর ইউরোপে বিংশ শতাব্দির প্রথমভাগ পর্যন্ত চালু ছিল, সেটাকে পুরুষের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে। অপরদিকে, পরিবারের ব্যয়ভার বহন করার দায়িত্ব নারীর কাঁধ থেকে নামিয়ে দিয়ে তাঁকে অর্থের পিছনে দৌড়ানোর সর্বপ্রকার আবশ্যকতা ও বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত করে দিয়েছে।

[১১৮] মুহাম্মদ বিন ইসা বিন দেহাক বিন তিরমিযি, *সুনানুততিরমিযি*, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ. ৪০৬; সুলাইমান বিন আহমদ বিন আইয়ূব আততাবরানি, *মুজামুল কাবির*, প্রাগুক্ত, খ.৮ , পৃ.২৩৩; সুলাইমান বিন আহমদ বিন আইয়ূব আততাবরানি, *মুজামুল আওসাদ*, প্রাগুক্ত, খ.৬ , পৃ.৪৫৬; আবুবকর মুহাম্মদ বিন ইসহাক বিন খুযায়মা বিন মুগিরা আননিসাপুরী, *সহীহ ইবনে খুযায়মা*, মাকতাবুল ইসলামি, বইরুত: ১৯৯৬, খ. ৬, পৃ. ২৫৬

Dhaka University Institutional Repository

পাশ্চাত্যপূজারীরা যখন নারীর প্রতি সমর্থনের নামে এই আইনের সমালোচনা করতে চায় তখন তাঁদের একটা ডালপালাসমৃদ্ধ মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করা ছাড়া উপায় থাকে না। এরা বলে, ভরণ-পোষণের পিছনে দর্শন হল পুরুষ নিজেকে স্ত্রীর মালিক বলে জানে এবং তাঁকে নিজের সেবায় নিয়োজিত করে থাকে। যেমনভাবে পশুর মালিক স্বীয় মালিকানাধীন পশুগুলোর খাদ্য খোরাক আবশ্যকভাবে প্রদান করে থাকে। যাতে পশুরা তাঁকে সওয়ার করে চলতে এবং তাঁর মালামাল বহন করতে সক্ষম হয়। ভরণ-পোষণের আইনও এই উদ্দেশ্যে ন্যূনতম খোরপোষকে নারীর জন্য ওয়াজিব করেছে।

কোন ব্যক্তি যদি এ বিষয়ে ইসলামের আইনকে এদিক থেকে আক্রমন করতে চায় যে, ইসলাম প্রয়োজনের অতিরিক্ত নারীর প্রতি দরদ প্রর্দশন করেছে এবং পুরুষকে দায়িত্বের বোঝার নিচে চাঁপা দিয়েছে, আর তাঁকে নারীর একজন বিনা পারিশ্রমিক ও প্রতিদানহীন এক খাদেমে পরিণত করেছে তাহলেই সে বরং তাঁর অভিযোগকে রং তেল মাখিয়ে মোক্ষম করে তুলতে সক্ষম হবে। নারীর নামে কিংবা নারী সমর্থনের নামে এই আইনের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলার ক্ষেত্রে নয়।[১১৯]

বাস্তবতা হচ্ছে ঃ ইসলাম নারীর অনুকূলে এবং পুরুষের বিরুদ্ধে যেমন নয়, তেমনি পুরুষের অনুকূলে এবং নারীর বিরুদ্ধেও কোন আইন প্রবর্তন করেনি। ইসলাম নারীর পক্ষেও নয়, পুরুষের পক্ষেও নয়। ইসলাম তার বিধি-বিধানে পুরুষ, নারী ও সন্তানরা যারা তাঁদের আঁচলে প্রতিপালিত হবে তাঁদের কল্যাণকে এবং তাঁর সূত্র ধরে গোটা মানবজাতির কল্যাণকে বিবেচনায় রেখেছে। ইসলাম নারী, পুরুষ, তাঁদের সন্তানাদি এবং মানব জাতির জন্য কল্যাণে পৌছতে হলে সৃষ্টিকর্তার ক্ষমতাশালী দক্ষ হাতে যে প্রাকৃতিক নিয়ম ও বিধাণের অধীনে তাঁদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে সেগুলো উপেক্ষা করা যাবে না বলে মনে করে। সেই আইন বিধানগুলো নারী পুরুষ সবাইকে মেনে চলার নির্দেশ প্রদান করেছেন। কারণ নারী পুরুষের কল্যান অকল্যান সব ক্ষেত্রে আল্লাহর চেয়ে কেউ ভাল জানে না । এখন যদি বলা হয় ইসলামের এ আইন নারীর জন্য ক্ষতিকর ঐ আইন ক্ষতিকর নয়। বাস্তবে যারা ইসলামের বিধান মেনে চলার চেষ্টা করে তাঁদের কার কার কাছে তাৎক্ষনিক কোন জবাব কোন কোন ক্ষেত্রে না পাওয়া গেলেও আগে পরে তাঁর বাস্তবতা পাওয়া

[১১৯] শহিদ আয়াতুল্লাহ ড. মুর্তাজা মোতাহ্হারি, *ইসলামে নারীর অধিকার*, আলহুদা আর্ন্তজাতিক প্রকাশনা সংস্থা, ইসলামি প্রজতন্ত্র ইরান দুতাবাস ঢাকা বাংলাদেশ: ২০০৭, পৃ.২১৪

Dhaka University Institutional Repository

যায় দিবালোকের মত। কারণ কেবলমাত্র ইসলামের বিধানই পূর্বাপর সর্বাবস্থা বিবেচনা করে আল্লাহ তা'য়ালা প্রদান করেছেন।[১২০]

পুরুষের ওপর স্ত্রীর ভরণ-পোষণ বহন করার আবশ্যকতা অর্পন করার পিছনে আরেকটি কারণ হল এটা যে, সন্তান জন্ম দানের প্রাণান্তকর কষ্ট, পরিশ্রম এবং দায়িত্ব প্রকৃতির দৃষ্টিতে স্ত্রীর ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। এ কাজের প্রকৃতির দিক থেকে পুরুষের ওপর যতটুকু ভার দেয়া হয়েছে সেটা হল একটি ক্ষণিকের সুখ ও উপভোগ। তাঁর বেশি কিছু নয়। নারীকেই এ মাসিক রোগের শিকার হতে হয়, গর্ভকালীন ভারকে বয়ে বেড়াতে হয় এবং এ সময়কার বিশেষ অসুস্থতায় আক্রান্ত হতে হয়। প্রসবকালীন কঠিন যন্ত্রনা এবং তদসংশ্লিষ্ট নানা ঝামেলা পোহাতে হয়, শিশুকে দুধ পান করানো এবং সেবাযত্ন করতে হয়।
এসব কাজই নারীর দৈহিক ও মনস্তাত্ত্বিক শক্তিকে লোপ করে দেয়। কাজে-কর্মে তাঁর সক্ষমতা হ্রাস ঘটে। এ সবের জন্য যদি এরূপ ধার্য থাকে যে, আইন পুরুষ ও নারীকে জীবন নির্বাহের খরচ যোগাতে সমান দায়িত্ব অর্পণ করবে এবং নারীকে সমর্থনে পদক্ষেপ নিবে না, তাহলে নারী করুণ অবস্থায় নিপতিত হবে। এজন্য দেখা যায় প্রকৃতি জগতে যেসব প্রাণী জুটিবদ্ধভাবে জীবনযাপন করে, পুরুষ প্রাণীটি সর্বদা স্ত্রী প্রাণীটির সাহায্যে এগিয়ে আসে। তাঁকে গর্ভকালীন সময়ে খাদ্য খোরাক ও অন্যান্য সহায়তা যোগান দিয়ে সাহায্য করে।[১২১]

তাছাড়া পুরুষ ও স্ত্রী কর্মক্ষমতা এবং প্রজনন ও অর্থনৈতিক কর্মতৎপরতার ক্ষেত্রে এক রকম ও এক সমান সৃষ্টি হয়নি। যদি পরস্পরকে আলাদা করা হয় আর পুরুষ নারীর বিপরীতে স্ব-পথে চলার নীতি অনুসরণ করে এবং নারীকে বলে আমার উপার্জন থেকে একটি পয়সাও তোমার পিছনে খরচ করব না তাহলে কখনো নারী পুরুষের সমান তালে চলতে সক্ষম হবে না।

এসব কথা বাদ দিলেও বড় কথাটি হল, অর্থ ও সম্পদের প্রতি নারীর প্রয়োজনটা পুরুষের চেয়ে বেশি। সাজ-সজ্জা ও রূপচর্চা নারীর জীবনের অংশ। এটা তাঁদের মূল চাহিদার অন্তর্ভুক্ত। একজন নারী তাঁর সাধারণ জীবনে রূপচর্চা ও সাজসজ্জার পিছনে যে অর্থ ব্যয় করে তা কয়েকজন পুরুষের চেয়েও বেশি। নারীর ভিতরকার এই সাজসজ্জা প্রীতি নিজেই বিভিন্ন রুচি ও শিল্পের জন্ম দিয়েছে। একজন পুরুষের জন্য

---

120 গবেষক

১২১ শহিদ আয়াতুল্লাহ ড. মুর্তাজা মোতাহ্হারি, *নেযামে হুকুকেযন দও ইসলাম*, আলহুদা আর্ন্তজাতিক প্রকাশনা সংস্থা, ইসলামি প্রজতন্ত্র ইরান দুতাবাস ঢাকা বাংলাদেশ: ২০০৭, পৃ.২১৫

এক সেট পোশাক ততদিন পর্যন্ত পরার উপযুক্ত গণ্য হয় যতদিন তা ছিঁড়ে ছুটে না যায়। কিন্তু নারীর বেলায় কেমন?

একজন নারীর জন্য ততক্ষন পরার উপযুক্ত থাকে যতক্ষন কাপড়টি নতুন ফ্যাশন হিসেবে গণ্য হবে। এমনও হয় যে, একসেট কাপড় কিংবা একসেট অলঙ্কার একজন নারীর জন্য একবারের বেশি পরার যোগ্যতা রাখে না। সম্পদ অর্জনের জন্য কাজ ও পরিশ্রম করার সক্ষমতাও নারীর মধ্যে পুরুষের চেয়ে কম রয়েছে। কিন্তু নারীর সম্পদ ব্যয় করার সক্ষমতা পুরুষের চেয়ে বহুগুণে বেশি।

উপরন্ত নারীর নারী থাকা অর্থাৎ নারীর রূপ, আকর্ষণ, অহঙ্কার ইত্যাদি বজায় থাকার জন্য প্রয়োজন বেশি বেশি আরাম আয়েশ। কম কষ্ট আর বেশি সুখ। নারী যদি পুরুষের ন্যায় সর্বক্ষণ কষ্ট ও পরিশ্রমের মধ্যে নিয়োজিত থাকতে বাধ্য হয়, টাকা আয় করার পিছনে দৌড়াতে থাকে তাহলে তাঁর অহঙ্কার চূর্ণ হয়ে যাবে। আর্থিক সংকটের যে কষ্ট ও ক্লেশের ছাপ পুরুষের মুখে কালিমা লেপন করে দিয়েছে নারীর মুখেও সে কালিমার ছাপ পড়বে। বহুবার শোনা গেছে যে, বেচারা পাশ্চাত্য নারীরা যারা বাধ্য হয়ে অফিস-আদালতে এবং কল-কারখানায় রুটি-রোজগারের কাজে ব্যস্ত তাঁরা প্রাচ্যের নারীর জীবনকে কামনা করে থাকে। বলা বাহুল্য যে, একজন নারী যার মানসিক শান্তি নেই নিজের প্রতি খেয়াল রাখার অবসরটুকু তাঁর হয় না, ফলে সে পুরুষের দৃষ্টিনন্দনীয় ও খুশির কারণ হতে পারে না। এ জন্য শুধু নারীর জন্যই নয় বরং পুরুষের ও পারিবারিক আবহের জন্যেও কল্যাণকর এটাই যে, নারী আত্মহননমূলক বাধ্যবাধক প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম থেকে মুক্তিলাভ করবে। পুরুষও চায় তাঁর পারিবারিক আবহ হোক তাঁর জন্য সুখ-শান্তির আশ্রয় এবং কষ্ট-ক্লেশ আর বাইরের যত ঝুট ঝামেলা ও বিপত্তি ভুলে থাকার জায়গা। আর সেই স্ত্রীই সক্ষম হয় পরিবারকে এরূপ শান্তির আলয় এবং দুঃখ-কষ্ট ভুলে থাকার আবাস করে গড়ে তুলতে যে নিজেও পুরুষের মত বাইরের কাজকর্ম ও ঝুট-ঝামেলায় তিক্ত বিরক্ত থাকবে না। সেই পুরুষের ভাগ্যের উপর ধিক, যে ক্লান্তি আর শ্রান্তি নিয়ে ঘরে ফিরে এসে তাঁর চেয়েও বেশি শ্রান্ত ও ক্লান্ত স্ত্রীর মুখোমুখি হয়। এ কারণে নারীর শান্তি, নিরাপত্তা, সুখ এবং মানসিক উৎফুল্লতা পুরুষের জন্যেও অনেক মূল্যবান। এই যে পুরুষেরা প্রাণান্তকর পরিশ্রম করে আয়-রোজগার করে এবং দুই হাতে তাঁর অর্জিত টাকা নারীর হাতে তুলে দেয় যাতে সে হাত খুলে খরচ করতে পারে এর পিছনে রহস্য হল পুরুষ তাঁর আত্মিক চাহিদাকে নারীর কাছে

Dhaka University Institutional Repository

পেয়েছে। সে অনুধাবণ করেছে যে, আল্লাহ তা'য়ালা নারীকে তাঁর আত্মার প্রশান্তি ও সুখের জন্য সৃষ্টি করেছেন।[১২২]

নারীর অর্থনৈতিক নিরাপত্তায় দেনমোহর

বিয়ের পূর্বে নারী থাকে পিতার জিম্মায়। সে সময়ে তাঁর ভরণ-পোষণ, বাসস্থান, চিকিৎসা, লেখা-পড়া সবকিছুর দায়িত্ব থাকে পিতার উপর। বিয়ের পর পিতৃগৃহ ছাড়ার সাথে সাথে এসব দায়িত্ব স্বামীর উপর বর্তায়। সে সাথে তাঁর একটি রিজার্ভ ফাণ্ড সৃষ্টি হয়, যাকে ইসলামের পরিভাষায় দেনমোহর বলা হয়। এ দেনমোহর স্বামী বাধ্যতামূলকভাবে স্ত্রীকে দিতে হয়। নারী জাতির আর্থিক নিরাপত্তা বিধানে ইসলামের এটি অনণ্য দৃষ্টান্ত। নারী জাতি এ ফাণ্ড দিয়েই তাঁর জীবনের আর্থিক নিরাপত্তার ভিত্তিভূমি প্রতিষ্ঠা করে। দেনমোহর নারীর নিজস্ব অধিকার। এর মালিকানা একান্তই তার। পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি, স্বামী, ভাই-বোন কেউই এ সম্পদে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। এ সম্পদ তাঁর ব্যক্তিগত পুঁজি এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা জনিত নিশ্চয়তা প্রদান। একজন নারী যখন তাঁর বাবার বাড়ী ছেড়ে স্বামীর বাড়ীতে যায় তখন তাঁর বেশ কিছু সম্পদের প্রয়োজন হয় কারণ সে একটি নতুন জীবন লাভ করেছে। আর সে নতুন জীবনের যাত্রা হচ্ছে স্বামীর সাথে অতএব এ খরচও যোগান দিবেন স্বামী এটাই স্বাভাবিক ।

এ প্রসঙ্গে আল্লামা আহমাদ রাবী বলেন :

إن المرأة إذا انتقلت من بيت أبيها الي بيت زوجها تستقبل حياة جديدة وهي تحتاج في سبيل ذالك إلي ثياب وزينة و عطر يليق بهاوبجمالها فكان من اللازم أن يقدم الزوج بعض ما يعينها علي ذالك، لذا أوجب الله لها المهر وأوجب العرف بتقديم بعضه علي الزفاف

অর্থ : একজন মহিলা যখন বাবার ঘর ছেড়ে স্বামীর ঘরে যায় তখন থেকে তাঁর একটি নবজীবনের যাত্রা শুরু হয়। আর এ নবজীবনে অনেক কিছু প্রয়োজন হয় যেমন, কাপড় চোপর, জিনিসপত্র, সুগন্ধি ও তৎসংশ্লিষ্ট বস্তু এবং নারী সাজসজ্জার আরো যা যা প্রয়োজন সবকিছুর দায়িত্ব স্বামীর উপর । আর সে

[১২২] শহিদ আয়াতুল্লাহ ড. মুর্তাজা মোতাহ্হারি, *ইসলামে নারীরঅধিকার*, আলহুদা আর্ন্তজাতিক প্রকাশনা সংস্থা, ইসলামি প্রজতন্ত্র ইরান দুতাবাস ঢাকা বাংলাদেশ: ২০০৭, পৃ.২১৫

Dhaka University Institutional Repository

জন্যই আল্লাহর তা'য়ালা দেনমোহর ফরজ করেছেন। আর সেখানে পরিভাষা সে মোহরের অংশ বিশেষ বাসর রাত্রীতেই দেয়াটা উত্তম মনে করেন। [১২৩]

নারী তাঁর স্বামীর নিকট থেকে নির্ধারিত ও সম্মানিসূচক অতিরিক্ত আর্থিক নিশ্চয়তা স্বরূপ মোহরানার অধিকার পায়। এ মোহর অবশ্যই স্ত্রীকে প্রদান করতে হবে।

এ মর্মে মহান আল্লাহ পাকের নির্দেশ :

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

অর্থ: তোমরা স্ত্রীদেরকে খুশি মনে তাঁদের মোহর দিয়ে দাও।[১২৪]

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

أَيُّمَا رَجُلٍ أَصْدَقَ امْرَأَةً صَدَاقًا وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُرِيدُ أَدَاءَهُ إِلَيْهَا فَغَرَّهَا بِاللَّهِ وَاسْتَحَلَّ فَرْجَهَا بِالْبَاطِلِ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَهُوَ زَانٍ

অর্থ: যদি কোন ব্যক্তি মোহর নির্ধারণের মাধ্যমে কোন নারীকে বিয়ে করে, অথচ আল্লাহ তা'য়ালা ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জানেন যে, তাঁর অন্তরে স্ত্রীর মোহর আদায়ের বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই, তাহলে সে আল্লাহর নামে ঐ মহিলার সাথে প্রতারণা করল এবং অবৈধ ভাবে তাঁর লজ্জাস্থানের মালিক হল, এ কারণে সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে ব্যভিচারীরূপে উপস্থিত হবে।[১২৫]

তিনি আরো বলেন :

أيما رجل تزوج امرأة بما قل من المهر أو كثر ليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها ، خدعها ، فمات ولم يؤد إليها حقها ، لقي الله يوم القيامة وهو زان

---

[১২৩] আহমদ রাবি জাবের আররোহাইলি, *গালাউল মুহুর অয়াল ইহতিসাব আলাইহি*,মাকতাবায়ে উলুম অল হিকাম, মদিনা মুনাওয়ারা, সৌদিআরব:১৪১৬, পৃ.২৪

[১২৪] আল-কুরআন ৪ ঃ ৪

[১২৫] আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ বিন হাম্বল, *মুসনাদে আহমাদ বিন হাম্বল*, প্রাগুক্ত, খ.৩৮ , পৃ.৩৫৯ ; আহমদ বিন হুসাইন বিন আলী আলবায়হাকী, প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ.২৪২; সুলাইমান বিন আহমদ বিন আইয়ুব আততাবরানী, *মুজামুল কাবীর*, প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ.২৫; আহমদ বিন হুসাইন বিন আলী আলবায়হাকী শুয়াবে ইমান, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ.১১৪

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ: যে ব্যক্তি কোন নারীকে কম অথবা বেশি মোহরে বিয়ে করল অথচ তাঁর অন্তরে স্ত্রীর মোহরের হক আদায়ের ইচ্ছা নেই, তাহলে সে তাঁর সাথে প্রতারণা করল। এখন যদি সে স্ত্রীর হক অনাদায়ী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তাহলে কিয়ামতের দিন সে ব্যভিচারীরূপে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে।[১২৬]

তিনি আরো বলেন :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

অর্থ: হে যুবক সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যার বিবাহের সামর্থ্য আছে সে যেন অবশ্যই বিবাহ করে। কারণ বিবাহ দৃষ্টি অবনত রাখার এবং লজ্জাস্থান সংরক্ষণের পক্ষে অধিকতর সহায়ক। আর যে সামর্থ্যের অধিকারী নয় সে যেন রোজা রাখে। কেননা রোজা তাঁর জন্য নিবীর্যকরণ স্বরূপ।[১২৭]

উপরোক্ত হাদীস দ্বারা স্পষ্ট হল যে, মোহর আদায় করা অত্যাবশ্যক। মোহর নির্ধারণের ক্ষেত্রে ন্যায়-নীতি এবং উত্তম ও সহজ পন্থা অবলম্বন করতে হবে। এটি আদায়যোগ্য এবং সহজ সাধ্য হওয়া উচিত। মোহরের পরিমাণ এমন হওয়া উচিত নয় যা আদায় করা যায় না এবং আদায় করতে গেলে অতি কঠিন মনে হয়। এক্ষেত্রে কঠোরতা ও কড়াকড়ি উভয় পক্ষের জন্যই বিপজ্জনক। সম্পর্ক যদি টিকে থাকার হয়, তবে মোহরের পরিমাণ যত কমই হোক সে সম্পর্ক ভেঙ্গে যাবে না। সবচেয়ে বড় কথা হল, দুজনার ভালবাসার সম্পর্ক এবং অন্তরঙ্গ দিন যাপন, মোহরের অর্থের চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান। দু'টি পরিবারের আত্মীয়তার বন্ধন, ভালবাসার সম্পর্ক, সন্তানের অবস্থিতি এসব কিছু মোহরের অর্থের চেয়ে কম মূল্যবান নয়। এসব তুচ্ছ করে সম্পর্ক যদি ভেঙ্গে যাবার মত অবস্থায় এসে যায় তাহলে শুধু লক্ষ টাকার বন্ধন তা ধরে রাখতে পারে না। আবার বিবাহ ভেঙ্গে গেলে মোহরের পরিমান বেশি হওয়ার কারণে আদায় করতে

---

[১২৬] সুলাইমান বিন আহমদ বিন আইয়ূব আততাবরানী, *মুজামুল কাবীর*, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ.৩৮০; সুলাইমান বিন আহমদ বিন আইয়ূব আততাবরানী, *মুজামুল আওসাত*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ.১১৪; আবু নুআইম ইস্পাহানী, মা'রিফাতুস সাহাবা, প্রাগুক্ত, খ.২১, পৃ. ২৫৪

[১২৭]মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল বুখারি, *সহিহুল বুখারি*, প্রাগুক্ত, খ.১৫, পৃ. ৪৯৬; আবুল হোসাইন আসাকিরুদ্দীন মুসলিম বিন হাজ্জাজ, *সহীহু মুসলিম*,প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ.১৭৪; মুহাম্মদ বিন ইসা বিন দেহাক বিন তিরমিযি, *সুনানুততিরমিযি*, প্রাগুক্ত, খ.৪ , পৃ.২৫৫; আবু আব্দুর রহমান আহমদ বিন সুয়াইব ইবনে আলী আননাসায়ী. *সুনানে নাসায়ী*, প্রাগুক্ত, খ.৭ , পৃ.৪২২ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াযিদ ইবনু মাজাহ, *সুনানে ইবনে মাজাহ*, প্রাগুক্ত, খ.৫, পৃ.৪৩৮ আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ বিন হাম্বল, *মুসনাদে আহমাদ বিন হাম্বল*, প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ.৪৪৬

Dhaka University Institutional Repository

না পারলে ঝগড়া বিবাদ হওয়ার আশংকা থাকে। এজন্য মোহরের পরিমাণ হতে হবে আদায়যোগ্য এবং সহজসাধ্য।

মোহর আদায় সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন :

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

অর্থ: তাঁদের মধ্য থেকে যাকে তোমরা ভোগ করবে, তাঁকে তাঁর নির্ধারিত হক দিয়ে দাও।[১২৮] আল্লাহ পাক বলেন :

فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ

অর্থ: তোমরা ক্রীতদাসীদেরকে তাঁদের মালিকের অনুমতিক্রমে বিয়ে কর এবং নিয়ম অনুযায়ী তাঁদেরকে মোহরানা প্রদান কর এমতাবস্থায় যে, তাঁরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে-ব্যভিচারিণী কিংবা উপ-পতী গ্রহণকারী হবে না।[১২৯]

স্ত্রীদের মোহরের ব্যাপারে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন প্রকার অবিচার ও কুসংস্কার পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে এর কতিপয় দিক আলোচনা পূর্বক মোহরের কতিপয় বিধান আলোচনা করা হল :

এক

স্ত্রীর প্রাপ্য মোহর তাঁর হাতে পৌছানো হত না, মেয়ের অভিভাবকগণ আদায় করে আত্মসাৎ করত। এটি নারীদের অধিকার হরণের একটি অনন্য দৃষ্টান্ত। মহান আল্লাহ এ পদ্ধতিকে রহিত করে বলেন :

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

অর্থ: তোমরা খুশি মনে স্ত্রীদেরকে তাঁদের মোহর দিয়ে দাও।[১৩০]

এ আয়াতে স্বামীর প্রতি নির্দেশ হচ্ছে স্ত্রীর মোহর তাকেই দিতে হবে, অন্য কাউকে নয়। এটি তাঁর হক এবং ন্যায্য পাওনা।

দুই

---

[১২৮] আল-কুরআন ৪ ঃ ২৪

[১২৯] আল-কুরআন ৪ ঃ ২৫

[১৩০] প্রাগুক্ত ঃ ৪

Dhaka University Institutional Repository

স্ত্রীর মোহর আদায়কে জরিমানা মনে করা হত। এতে নানারকম তিক্ততার সৃষ্টি হত। মহান আল্লাহ এ আয়াতে (نِحْلَةً) "নিহলা" শব্দ উল্লেখ করে মোহর খুশি মনে সানন্দ চিত্তে আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন।

তিন

মোহর দেয়ার কথা উল্লেখ্য করে বিবাহ করা হয় সত্য, কিন্তু পরে কোন কোন স্বামী স্ত্রীর উপর চাপ প্রয়োগ করে মোহর ক্ষমা করিয়ে নেয়। বিভিন্ন প্রকার চাপ প্রয়োগ করে স্ত্রীকে বাধ্য করা হয় যেন সে মোহর দাবি না করে। অনেক ক্ষেত্রে স্ত্রীর উপর নির্যাতন চালাতেও দেখা যায়। এরূপ নির্যানতমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ কিংবা চাপ প্রয়োগ শরীয়ত সম্মত নয়। এভাবে চাপ প্রয়োগ করে মোহর ফিরিয়ে নেয়াকে নিষিদ্ধ করে মহান আল্লাহ বলেন :

وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ

অর্থ: নারীদের আটক রেখ না যাতে তোমরা তাঁদের যা মোহর হিসেবে দিয়েছ তাঁর কিছু অংশ ফিরিয়ে নিতে পার।[১৩১] আল্লাহ তা'য়ালা বলেন :

وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا

অর্থ: যদি তোমরা এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী পরিবর্তণ করতে চাও এবং তাঁদের একজনকে প্রচুর ধন-সম্পদ প্রদান করে থাক, তবে তা থেকে কিছুই ফেরত গ্রহণ কর না। তোমরা কি তা অন্যায়ভাবে ও প্রকাশ্য গুনাহর মাধ্যমে গ্রহণ করবে?।[১৩২]

মোহর ফেরত নেয়ার জন্য স্ত্রীর উপর নির্যাতন করা যাবে না, কোন প্রকার চাপ প্রয়োগ করা যাবে না, জবরদস্তি করা যাবে না। এ পদ্ধতি ও পন্থা মূর্খতার যুগে যেমন প্রচলিত ছিল বর্তমান যুগেও তেমনি প্রচলিত আছে। এসব পরিহার করা কর্তব্য।

---

[১৩১] প্রাগুক্ত ঃ ১৯

[১৩২] প্রাগুক্ত ঃ ২০

Dhaka University Institutional Repository

তবে যদি কোন নারী স্বেচ্ছায় তাঁর স্বামীকে ক্ষমা করে দেয় তা স্বতন্ত্র কথা। কোন নারী স্বেচ্ছায়, সানন্দে যদি তাঁর মোহরের অর্থ ও সম্পদ স্বামীকে প্রদান করে তাহলে তা স্বামীর জন্য বৈধ হবে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন :

فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

অর্থ: যদি স্ত্রী নিজের পক্ষ থেকে স্বেচ্ছায় মোহরের কোন অংশ ক্ষমা করে দেয় তবেই তোমরা তা সন্তুষ্টচিত্তে ভোগ করতে পার।[১৩৩]

চার

মোহর নির্ধারণের ক্ষেত্রে লোক দেখানো প্রবণতা, বংশ মর্যাদা ও আভিজাত্য প্রদর্শনের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা মোহর নির্ধারণ করা হয়। এ মোহর বাধ্যতামূলকভাবে আদায় করা আবশ্যক মনে করে না। ফলে সারা জীবন মোহরের অর্থ অনাদায় থেকে যায় এবং স্ত্রীর এ ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে স্বামী ইন্তেকাল করে। যা আদায় হয়না কোন দিন। অথচ এটা ঋণ কোন সন্দেহ নেই এ ঋণ কেবল বান্দার সাথেই সম্পৃক্ত। আখেরাতে মুক্তি পাওয়ার কোন সুযোগ নেই। তাই দেনমোহর নির্ধারণের জন্য সর্বোচ্চ সতর্ক থাকতে হবে নয়তো পস্তাতে হবে অনন্তকাল।

পাঁচ

অনেক সময় যৌতুকের দেন দরবারের কারণে মোটা অংকের মোহর নির্ধারিত হয়। এক লক্ষ টাকা স্বামীকে যৌতুক দেয়া হলে তিন লক্ষ টাকা স্বামীর উপর মোহর নির্ধারণ করে দেয়া হয়। স্বামী যেন এ অর্থ তাঁর জীবন ও সম্পদ দিয়েও যেন স্ত্রীর মোহর আদায় করতে না পারে সে ব্যবস্থা করা হয়। এরূপ মোহর নির্ধারণকে দাম্পত্য জীবনের রক্ষাকবচ মনে করা হয়। মনে করা হয় যে, অধিক মোহর নির্ধারণ করা হলে মোহর দিতে অপারগ হয়ে স্ত্রীকে তালাক দিতে পারবে না। এ ধরণের চিন্তার কোন ভিত্তি নেই। এটি দাম্পত্য জীবনের রক্ষাকবচ হতে পারে না। স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ অনিবার্য হয়ে পড়লে শুধু মোহরের চাপ সে বিচ্ছেদ ঠেকাতে পারে না। আবার স্বল্প মোহর একটি সুখময় মধুর সম্পর্ক ভেঙ্গে চুরমার করে দিতে পারে না।

---

[১৩৩] প্রাগুক্ত ঃ ৪

Dhaka University Institutional Repository

মোহর সম্পর্কে উপরোক্ত কুসংস্কার প্রায় সব সমাজেই লক্ষ্য করা যায়। ইসলাম মানুষকে যে সুন্দর ব্যবস্থাপনা উপহার দিয়েছে মানুষ তাঁকে পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংকোচন, সংযোজন করে কঠিন থেকে কঠিনতর করে তুলেছে। ইসলামের সামাজিক, সাংস্কৃতিক এসব বিধান মানব কল্যাণে অনন্য ভূমিকা পালন করতে পারে। মানুষের জীবনকে সুখ-শান্তিতে ভরে দেয়ার জন্যই এসব বিধান কার্যকর করা এবং সমাজে প্রচলন করা অপরিহার্য।

ইসলামে মোহরানার ব্যবস্থা তার নিজস্ব ও স্বতন্ত্র

দ্বীন ইসলামের একটি সর্বসম্মত বিষয় হল পুরুষ স্ত্রীর সম্পদে কোন অধিকার রাখে না, আর না পুরুষের অধিকার রয়েছে যদি স্ত্রী কোন কাজ করে কোন সম্পদের মালিক হয় তাহলে তাঁর সম্মতি ছাড়া ঐ সম্পদ খরচ করার। এদিক থেকে পুরুষ ও স্ত্রীর অবস্থা এক সমান। এটা হল খ্রিষ্টিয় ইউরোপের প্রচলিত রীতির বিরোধী যা বিংশ শতকের প্রথমভাগ অবধি প্রচলিত ছিল। ইসলামের দৃষ্টিতে স্বধবা স্ত্রী স্বীয় আইনগত লেনদেন ও অধিকারীক সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্বামীর অভিভাবকত্বেও অধীন নয়। তাঁর লেনদেন সম্পাদনের ক্ষেত্রে সে পূর্ণ স্বাধীনতার অধিকারী। ইসলাম একদিকে যেমন স্বামীর বিপরীতে স্ত্রীকে এরূপ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা প্রদান করে এবং স্বামীর জন্য স্ত্রীর সম্পদে, কাজে এবং লেনদেনে কোন অধিকার ধার্য করে না কিন্তু তা সত্ত্বেও মোহরানার রীতিকে রহিত করে না। আর এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামের দৃষ্টিতে মোহরানা এজন্য নয় যে, পুরুষ পরবর্তীতে স্ত্রী থেকে আর্থিক সুবিধা লাভ করতে পারবে এবং তাঁর দৈহিক শক্তিকে শোষণ করতে পারবে। কাজেই প্রতিপন্ন হয় যে, ইসলামে মোহরানা ব্যবস্থা তাঁর নিজস্ব ও স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। মোহরানার এই ব্যবস্থা ও দর্শনকে অন্যান্য মোহরানা ব্যবস্থার সাথে গুলিয়ে ফেললে চলবে না। তদ্রূপ অন্যান্য ব্যবস্থার উপর আরোপিত দোষ-ত্রুটিগুলো এই ব্যবস্থার উপর আরোপ করলেও চলবে না।

আজকের নারী কি দেনমোহর চায় না?

ইসলামের দৃষ্টিতে পরিবারের খরচাদি মেটানোর দায়িত্ব পুরুষের উপর ন্যস্ত, যার মধ্যে স্ত্রীর ব্যক্তিগত খরচাদিও পড়ে। এদিক থেকে স্ত্রীর কোন দায়-দায়িত্ব নেই। স্ত্রীর এমনকি যদি বিপুল সম্পদের মালিকও হয় এবং স্বামীর চেয়ে কয়েকগুণ বেশি সম্পদও তাঁর থাকে তবুও এই খরচাদিতে অংশগ্রহণ করতে সে বাধ্য নয়। এসব খরচাদি চাই সেটা আর্থিক দিক থেকে হোক যা ব্যয় করবে অথবা কাজের দিক থেকে হোক যা সে সম্পাদন করবে এটা পুরোপুরি তাঁর স্ব-ইচ্ছা ও আগ্রহের ওপর নির্ভরশীল। স্ত্রীর সম্পদের

Dhaka University Institutional Repository

মালিকানায় সে শরীয়ত ও আইনগত উভয়দিকে থেকেই স্বাধীন এ ব্যাপারে তাঁর সম্পদে কারো কোন অধিকার নেই।[১৩৪]

ইসলামের দৃষ্টিতে যদিও স্ত্রীর খরচাদি পারিবারিক খরচাদির অংশ যা মেটানোর দায়িত্ব পুরুষের ওপর থাকে, কিন্তু পুরুষের স্ত্রীর ওপর অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব করার এবং স্ত্রীর শক্তি ও কাজ থেকে ফায়দা গ্রহণ করার কোনরূপ অধিকার নেই। সে তাঁকে শোষণ করতে পারে না। এদিক থেকে স্ত্রীর ভরণ-পোষণ, পিতা-মাতার ভরণ-পোষণের ন্যায় যা ক্ষেত্রবিশেষে সন্তানের ওপর ন্যস্ত হয়। কিন্তু এই কতর্ব্য পালনের বিপরীতে সন্তান পিতা-মাতাকে কোনরূপ কাজে খাটানোর অধিকার লাভ করে না।[১৩৫] হ্যা স্ত্রী যদি স্বামীর সংসারকে নিজের সংসার মনে করে যে কোন সহযোগিতা করতে চায় তাতে কোন বাধা নেই। সংসার বলতে স্বামী–স্ত্রী মিলে হয়। এককভাবে কোন সংসারের জন্ম হয় না। বিবাহের আগে বাবার সংসার, বিবাহের পর হয় নিজের সংসার। তাই লক্ষ্য রাখতে হবে এ সংসারে উভয়েরই আলাদা দায় দায়িত্ব রয়েছে। স্বামীর দায়িত্ব সকল খরচ আঞ্জাম দেয়া আর স্ত্রীর দায়িত্ব সংসার সামাল দেয়া। কোন স্ত্রী যদি স্বামীর সংসারে শেয়ার করতে চায় তাতে কোন আপত্তি নেই বরং স্বামীকে সহযোগিতার সওয়াব সে পাবে।[১৩৬]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মুসলিম পারিবারিক আইনে দেনমোহর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মুসলিম পারিবারিক আইনে ১৯৯৬ সালের ৮ নং অধ্যাদেশে দেনমোহর সম্পর্কে যে বিধান বর্ণিত হয়েছে তা এখানে হুবহু তুলে ধরা হল।

দেনমোহর *(Dower)*

যেই ক্ষেত্রে দেনমোহর পরিশোধের পদ্ধতি সম্পর্কে বিবরণ নিকাহনামায় বা বিবাহের চুক্তিতে নির্দিষ্ট না থাকে, সেই ক্ষেত্রে দেনমোহরের সম্পূর্ণ টাকা চাহিবামাত্র পরিশোধযোগ্য বলিয়া ধরিয়া নেওয়া হইবে।

মন্তব্য/টিকা

---

[১৩৪] সাপ্তাহিক আড়াইহাজার, বর্ষ ২য়, সংখ্যা ২২, প্রকাশ ২৬.০৩.২০০৭

[১৩৫] শহিদ আয়াতুল্লাহ ড. মুর্তাজা মোতাহ্হারি, *নেযামে হুকুকে যন দও ইসলাম*, আলহুদা আর্ন্তজাতিক প্রকাশনা সংস্থা, ইসলামি প্রজতন্ত্র ইরান দুতাবাস ঢাকা বাংলাদেশ: ২০০৭, পৃ.২১৩

[১৩৬] গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামি আইনে মোহরানা বা দেনমোহর বিবাহের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। এই অপরিহার্যতা এইরূপ পর্যায়ের যে, বিবাহের সময় মোহর নির্ধারিত না হইয়া থাকিলেও সুনির্দিষ্ট নীতির[১৩৭] ভিত্তিতে তাহা নির্ধারণ করিতে হইবে বলিয়া আইনে ঘোষণা করা হইয়াছে।
স্বামী তাঁর স্ত্রীর জন্য যে কোন পরিমাণ মোহর নির্ধারণ করিতে পারে। কিন্তু নির্ধারিত মোহরের পরিমাণ কোন ক্রমেই ১০ দিরহামের কম হইবে না। বাস্তব কথা হইল এই যে, দেনমোহর ব্যতীত কোন বিবাহ অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। স্ত্রীর প্রতি মর্যাদার চিহ্ন স্বরূপ স্বামীর উপর আইন এই দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছে।

দেনমোহরকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়-তলবী মোহর *(prompt dower)* এবং স্থগিত বা বিলম্বিত মোহর *(deferred dower)*। তলবী মোহর স্ত্রী চাহিবা মাত্র দিতে হয়। বিলম্বিত মোহর প্রদানের ক্ষেত্রে কোন সময় নির্দিষ্ট করা থাকিলে সেই সময়, কিন্তু সময় নির্দিষ্ট করা না থাকিলে স্বামীর মৃত্যু বা বিবাহ বিচ্ছেদের পর প্রদান করিতে হয়। যদি তলবী বা বিলম্বিত দেনমোহর বলিয়া কাবিননামায় উল্লেখ না থাকে তাহা হইলে দেনমোহরের সম্পূর্ণটাই তলবী বলিয়া গণ্য হইবে।

দেনমোহর যদি পরিশোধ **না** করা হয়, তাহা হইলে স্ত্রী স্বামীর বিরুদ্ধে মামলা করিতে পারে। দেনমোহর স্ত্রীর প্রতি স্বামীর একটি ঋণ। তাই স্ত্রী বা তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ওয়ারিশগণও স্বামীর সম্পত্তি হইতে তাহা আদায় করিতে পারিবে।

তলবী মোহর আদায়ের জন্য মামলা করার মেয়াদ যে তারিখে মোহর দাবী করা হয় ও দাবী অগ্রাহ্য হয়, সেই তারিখ হইতে ৩ বৎসর বিবাহ বহাল থাকা কালে যদি মোহর দাবি করা **না** হইয়া থাকে তাহা হইলে মেয়াদ মৃত্যু বা তালাকের ফলে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিবার তারিখ হইতে ৩ বৎসর।

"বিলম্বিত" মোহর আদায়ের জন্য মোকদ্দমা করার মেয়াদ মৃত্যু বা তালাকের দরুন বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটার তারিখ হইতে ৩ বৎসর। তালাক যদি মৌখিক হয় তাহা হইলে মৌখিক ভাবে তালাক প্রদানের দিন হইতে

[১৩৭] সুনির্দিষ্ট নীতি বলতে এখানে মোহরে মিসালকে বুঝানো হয়েছে। কারণ ইসলামী শরীয়তে বিবাহের সময় যদি দেনমোহার নির্ধারণ করা না হয় বা দেনমোহর না দেয়ার শর্তে বিবাহ হয় তবুও মোহরে মিসাল বাধ্যতামূলক। গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

এবং যদি লিখিত হয় তাহা হইলে লিখিত তালাক স্ত্রীর হাতে পৌঁছার তারিখ হইতে মোকদ্দমার সময়সীমা গণনা করিতে হইবে।[১৩৮]

খোরপোষ বা ভরণ-পোষণ

স্ত্রীর খোরপোষের দায়িত্ব স্বামীর উপর । স্বামী সে খোরপোষ মানসম্মত ভাবে নিয়মিত প্রদান করবে। স্ত্রী যেন নির্লিপ্তভাবে স্বামীর ঘর সংসার পরিচালনা ও সংরক্ষন করতে এবং সন্তান প্রসব লালনপালন করতে পারে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন :

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا

অর্থ: যাকে অর্থসম্পদে সাচ্ছন্দ্য দান করা হয়েছে , তাঁর কর্তব্য সে হিসেবেই তাঁর স্ত্রী পরিজনের জন্যে ব্যয় করা। আর যার আয় উৎপাদন স্বল্প পরিসর ও পরিমিত, তাঁর সেভাবেই আল্লাহর দান থেকে খরচ করা কর্তব্য । আল্লাহ তা'য়ালা প্রত্যেকের উপর তাঁর সামর্থ অনুসারেই দায়িত্ব অর্পন করে থাকেন।[১৩৯] আল্লামা ইবনে কাছীর (রহ.) বলেন :

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ أي: لينفق على المولود والده، أو وليه، بحسب قدرته، وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلا مَا آتَاهَا كقوله: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلا وُسْعَهَا .

سأل عمر بن الخطاب عن أبي عبيدة، فقيل: إنه يلبس الغليظ من الثياب، ويأكل أخشن الطعام، فبعث إليه بألف دينار، وقال للرسول: انظر ما يصنع بها إذا هو أخذها: فما لبث أن لبس اللين من الثياب، وأكل أطيب الطعام، فجاءه الرسول فأخبره، فقال: رحمه الله، تأول هذه الآية لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

অর্থ: প্রত্যেকে যেন তাঁর সাধ্যমত ব্যয় করে অর্থ্যাৎ অভিভাবক তাঁর সন্তান সন্ততি ও অধিনস্তদের প্রতি তাঁর সাধ্যানুসারে ব্যয় করে। কারো উপর যদি অন্যকারো ব্যয়ভারের দায়িত্ব প্রদান করেন আল্লাহ তাঁকে

---

[১৩৮] এস. এ. হাসান, *পারিবারিক আদালত আইন ও বিধিমালা এবং মুসলিম পারিবারিক আইন ও বিধিমাল*, বাংলাদেশ ল' বুক কোম্পানী, বাংলাবাজার, ঢাকা: ২০০২ : পৃ. ৯১-৯২

[১৩৯] আল-কুরআন ৬৫ ঃ ৭

Dhaka University Institutional Repository

যতটুকু সাচ্ছন্দ দান করেছেন সে যেন সে অনুপাতে ব্যয় করেন। আল্লাহ বান্দাহকে যতটুকু দান করেছেন এর অতিরিক্ত কিছুই তিনি চান না। যেমন সুরা বাকারার ২৮৬ নং আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন "আল্লাহ বান্দার সাধ্যের বাইরে কিছুই চাপিয়ে দেন না"।

এ প্রসঙ্গে হযরত ওমর বিন খাত্তাব (র.) নিকট বলা হল হযরত আবী ওবায়দুল্লাহ প্রসঙ্গে যে , তিনি খুব কমদামী খারাপ পোষাক পরিধান করেন এবং খুব খারাপ খাবার খান, অতপর ওমর (র.) তার নিকট একহাজার দিনার পাঠালেন এবং এটা আল্লাহর রাসুলের নিকট বলা হল যে, দেখ সে এ টাকা দিয়ে কি করে। সে এ টাকা পেয়ে ভাল পোষাক পরিধান করল ভাল খাবার খেল এ খবর পেলে আল্লাহর রাসুল বলেন আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন, তাঁর পর অত্র আয়াতের ব্যাখ্যা করলেন যে " আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকে যতটুকু সমর্থ দিয়েছেন সে যেন ততটুকু ব্যয় করে ।[১৪০]

বিবাহের পরে স্ত্রী স্বামীর নিকট ভরণ-পোষণের দাবি করতে পারে। ভরণ-পোষণ বলতে খাদ্য , পোষাক এবং বাসস্থান বুঝায়। স্ত্রীর যদি বিত্তসম্পদ থাকে এবং স্বামীর যদি কিছুই না থাকে তবুও স্বামীর উপর স্ত্রীর ভরণ-পোষণের দাবী থেকে যায়। বাংলাদেশে স্ত্রী, এ অধিকার আদালতের মাধ্যমে আদায় করতে পারে। অবশ্য স্ত্রী যদি স্বামীকে তাঁর সহবাস থেকে বঞ্চিত করে তবে স্ত্রীর ভরণ-পোষণের দাবি আর করতে পারবে না। [১৪১]

স্বামীর উপর স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ও বাসস্থান ওয়াজিব। যদিও স্বামী নাবালেগ হয়। সহবাসের ক্ষমতা না রাখে। চাই স্ত্রী মুসলমান হউক বা কাফের, বেশি বয়সের হউক বা কম বয়সের হউক। তবে শর্ত হচ্ছে যেন তাঁর সাথে সহবাস করা যায়। অতএব, যদি স্ত্রী ছোট হওয়ার কারণে কিংবা কোন প্রতিবন্ধকতার দরুন সহবাস করা না যায়, তাহলে স্ত্রীর পক্ষ থেকে বাঁধা হিসেবে ধরা হবে। এবং তাতে যৌনাঙ্গ স্বামীর প্রতি অর্পণ করা সাব্যস্ত হবে না। এ জন্য স্বামীর উপর তাঁর ভরণ-পোষণ ওয়াজিব হবে না।[১৪২]

---

[১৪০] আবুল ফেদা ইসমাইল বিন উমর ইবনে কাছির, *তাফসীরুল কুরআনুল আজিম,* দারুততাইয়্যিবা লিননাশরে, মাউকাউল মালিক ফাহাদ, সৌদিআরবঃ ১৪২০, খ. ৮, পৃ. ১৫৩

[১৪১] গাজি শামছুর রহমান, *ইসলামে নারী ও শিশু প্রসঙ্গ,* ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৭, পৃ.১১৭

[১৪২] শাইখ বুরহানুশ শরিয়াহ মাহমুদ, (অনুবাদ মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম), *আনওয়ারুদদেরায়া শরহে বেকায়াহ,* ইসলামিয়া কুতুবখানা, ৩২, বাংলাবাজার, ঢাকাঃ ১৯৯৯, পৃ.৩২৯

Dhaka University Institutional Repository

সার্বিক আলোচনা থেকে বুঝা যায় ভরণ-পোষণ একটি নারীর অধিকার যা কেবল নারীরাই পেয়ে থাকে এ ক্ষেত্রে পুরুষদেরও পাওয়ার কিছুই থাকে না। ভরণ-পোষণের মাধ্যমে ইসলাম নারীর অর্থনৈতিক অবস্থাকে আরো সমৃদ্ধশালী করেছেন।

দুধ পানে পারিশ্রমিক

নারী স্বামীর যিম্মায় থাকা কালে সন্তানকে দুধপান করানো সন্তানের জননীর দায়িত্ব। আল্লাহর পক্ষ থেকেই নারীর উপর এ দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। এ দায়িত্ব নারীর বলেই সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পূর্বক্ষণে মায়ের স্তনে দুধের সঞ্চার করে আল্লাহ তা'য়ালা নবজাতকের রিজিকের ব্যবস্থা করেছেন। তাই এটি মায়ের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। ইদ্দতকালে যেহেতু স্ত্রী স্বামীরই নিয়ন্ত্রণাধীন ও বিবাহধীন বলে বিবেচিত হয়, সেহেতু ইদ্দতকালে সন্তানের দুধপান মায়েরই কর্তব্য। এ সময় এ কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনকালে কোন পারিশ্রমিকের দাবি করা যাবে না। তাই ইদ্দতকালে সন্তানকে দুধপানের জন্য স্ত্রীকে পারিশ্রমিক দানে স্বামী বাধ্য নয়। তবে যে নারী গর্ভাবস্থায় তালাকপ্রাপ্ত হয়েছে অতঃপর সন্তান প্রসব পর্যন্ত তাঁর ইদ্দত নির্ধারিত হয়েছে। সন্তান প্রসব করার পর তাঁর ইদ্দতকাল শেষ। তৎপরবর্তীতে সন্তানকে দুধপান করানোর পারিশ্রমিক নারী তাঁর স্বামীর কাছে অধিকার হিসেবে দাবি করতে পারবে। স্ত্রী দাবি করলে পূর্ব স্বামী পারিশ্রমিক দিতে বাধ্য থাকবে। ইসলামি আদালত তাঁর এ অধিকার বলবৎ করবে।[১৪৩]

পারিবারিক অধিকার প্রসঙ্গে ইসলামের বিশেষ দর্শন

নারী ও পুরুষের পারিবারিক অধিকার প্রসঙ্গে ইসলামের নিজস্ব বিশেষ দর্শন রয়েছে। বিগত পনেরশ বছরে যা ঘটেছে এবং আজকের বিশ্বে যা ঘটছে তাঁর সাথে এ দর্শনের অমিল রয়েছে। ইসলাম সকল ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের জন্য এক ধরণের অধিকার, এক ধরণের কর্তব্য এবং এক ধরণের শাস্তির প্রবক্তা নয়। ইসলাম কতগুলো অধিকার, কর্তব্য ও শাস্তিকে নারীর জন্য উপযোগী গণ্য করেছে। ফলে কতক ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের জন্য অভিন্ন ব্যবস্থা দিয়েছে এবং কতক ক্ষেত্রে ভিন্ন ব্যবস্থা দিয়েছে।

......কেন?

......কোন বিবেচনায়?

---

[১৪৩] মাওলানা মুহাম্মদ জসীম উদ্দীন জিহাদি, ইসলামি সমাজে নারীর মর্যাদা, ইসলামিয়া কুতুবখানা, ৩২,বাংলাবাজার,ঢাকা: পৃ.২০৩

Dhaka University Institutional Repository

......এটা কি এ কারণে যে, অন্য অনেক আদর্শের ন্যায় ইসলামও নারীকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখেছে এবং নারীকে পুরুষের তুলনায় নীচু স্তরে গন্য করেছে?

......নাকি এর পিছনে অন্য কোন কারণ ও দর্শন নিহিত আছে?

পাশ্চাত্য ব্যবস্থার অনুসারীদের বক্তৃতা-ভাষণ, আলোচনা ও লেখায় দেখা যায় যে, তাঁরা দেনমোহর, স্ত্রীর ভরণ-পোষন, তালাক, বহু বিবাহ ও এ জাতীয় বিষয়কে নারীর প্রতি অবজ্ঞা ও অবমাননা বলে উল্লেখ্য করে। তাঁরা দেখাবার চেষ্টা করে যে, এর পিছনে একমাত্র কারণ হচ্ছে পুরুষকে প্রাধান্য দেয়া বৈ অন্য কোন কারণই নিহিত নেই।

পাশ্চাত্যবাদীরা বলে যে, বিংশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী বিশ্বের সমস্ত আইন-কানুন ও বিধি-বিধানের ভিত্তি হচ্ছে এই যে, লৈঙ্গিক দিক থেকে পুরুষ নারীর তুলনায় শ্রেষ্ঠ এবং নারী পুরুষের দ্বারা ব্যবহৃত হওয়া ও পুরুষের ভোগের জন্য সৃষ্ট হয়েছে। ইসলামি আইন-কানুন ও পুরুষের কল্যাণ ও স্বার্থকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে।

পাশ্চাত্যবাদীগণের পক্ষথেকে বলা হয়, ইসলাম হচ্ছে পুরুষের ধর্ম, ইসলাম নারীকে পূর্ণাঙ্গ মানুষ গণ্য করেনি এবং একজন মানুষ হিসেবে তাঁর যে অধিকার পাওয়া উচিত তাঁকে সে অধিকার দেয়নি। ইসলাম যদি নারীকে পূর্ণাঙ্গ মানুষ গণ্য করত তাহলে বহু বিবাহ প্রবর্তন করতনা, তালাকের অধিকার পুরুষকে দিতনা, দুইজন নারীর সাক্ষ্যকে একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান গণ্য করতনা, পরিবারের কর্তৃত্ব পুরুষকে দিতনা, নারীকে পুরুষের উত্তরাধিকারের অর্ধেকের সমান উত্তরাধিকার দিত না, নারীর জন্য দেনমোহরের নামে মূল্য নির্ধারণ করত না, নারীকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতা দিত এবং তাঁকে বাধ্যতামূলকভাবে পুরুষের দেয়া ভরণ-পোষনের ভোগকারী বানাতনা। এসব থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম নারী সম্পর্কে অবজ্ঞাসূচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে এবং তাঁকে পুরুষের জন্য উপকরণ ও সামগ্রীতে পরিণত করেছে। তাঁরা বলে, যদিও ইসলাম সাম্যের ধর্ম এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে সাম্যের মূলনীতি মেনে চলেছে, কিন্তু নারী-পুরুষের প্রশ্নে সে মূলনীতি মেনে চলেনি।

তাঁরা বলে ঃ ইসলাম পুরুষদের জন্য আইনগত সুবিধা ও আইনগত অগ্রাধিকার প্রবক্তা; ইসলাম যদি পুরুষদের জন্য আইনগত সুবিধা ও আইনগত অগ্রাধিকারের প্রবক্তা না হত তাহলে উপরোক্ত আইন-কানুন ও বিধি-বিধান প্রনয়ণ করত না।

Dhaka University Institutional Repository

এসকল লোকদের যুক্তি উপস্থাপনকে যদি এরিস্টোটলের যুক্তিবিজ্ঞানের যুক্তিপ্রয়োগ পদ্ধতির কাঠামোতে ফেলি তাহলে তার রূপ দাঁড়াবে এ রকম, ইসলাম যদি নারীকে পূর্ণাঙ্গ মানুষ গণ্য করত তাহলে তাঁদের জন্য পুরুষের সমান ও অনুরূপ অধিকার প্রদান করত, কিন্তু ইসলাম তাঁদের জন্য পুরুষের সমান ও অনুরূপ অধিকার প্রদান করেনি। অতএব, ইসলাম নারীকে প্রকৃত মানুষ গণ্য করে না। পাশ্চাত্যবাদীদের বক্তব্যটি মোটামোটি ভাবে উল্লেখ্য করা হল।[১৪৪]

নারী প্রসঙ্গে ইসলামের নীতিমালা

সপ্তম শতাব্দির শুরুতে যখন সভ্য ও অসভ্য নির্বিশেষে বিশ্বের সকল অঞ্চলে ও সকল সমাজে নারীর জীবন ভয়াবহ বিপর্যয়ের সম্মুখীন। নারী তাঁর যথাযথ অধিকারতো দুরের কথা মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার অধিকারটুকু তাঁর কাছে ছিল সোনার হরিণ। মা মায়ের অধিকার পেত না, স্ত্রী তাঁর অধিকার পেত না, মেয়ে তাঁর অধিকার পেত না, মা বোনদের ইজ্জতের কোন নিশ্চয়তা ছিল না, ভাইয়ের কাছে বোনের নিরাপত্ত্বা ছিল না, বোনের ছেলের কাছে খালার নিরাপত্তা ছিল না। ফুফুর নিরাপত্তা ছিল না। সৎ মায়ের উপর চড়ে বসত। সর্বোপরী নারী যখন তাঁর অধিকারের কথা চিন্তাও করতে পারত না সে বিভিষিকাময় অবস্থায় একটি সুন্দর সুস্থ মানবিয় সমাজ উপহার দেন জনাবে মুহাম্মদ (স.)। যা নারীকে তাঁর পূর্ণাংগ মনুষ্য ও মানবসুলভ অধিকারের নিশ্চয়তা দিল, যা তাঁকে পাশবিক যৌন লালসার শিকার হওয়া থেকে চিরদিনের জন্য নিস্কৃতি দিল এবং সমাজের উন্নয়নে, নিরাপত্তা বিধানে ও ঐক্যসংহতি রক্ষায় তাঁকে সক্রিয় ভুমিকা রাখার সুযোগ দিল। সেই সময়ে মুহাম্মদ (স.) নারীর অধিকার সম্পর্কে বা সংস্কারমূলক নীতিমালা ঘোষণা করেছেন তা সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরা হল :

প্রথমত

মনুষত্বের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের পরিপূর্ণ সাম্যের ঘোষণা দেন । আল্লাহ পাক কালামে হাকিমে বলেনঃ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

---

১৪৪ শহিদ আযাতুল্লাহ ড. মুর্তাজা মোতাহ্হারি, *নারীর অধিকার*, আলহুদা আন্তর্জাতিক প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকাঃ ২০০৭, পৃ. ১১৭

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ: হে মানব সকল ! তোমরা তোমাদের ঐ রবকে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে একটি আত্মা থেকে সৃষ্টি করেছেন। এবং তা থেকে তাঁর সহধর্মিনীকে সৃষ্টি করেছেন, অতপর এ জোরা তথা আদম ও হাওয়া থেকে সৃষ্টি করেছেন অনেক অনেক পুরুষ এবং নারী।[১৪৫]

দ্বিতীয়ত

পূর্ববর্তী ধর্মে জান্নাত থেকে পৃথিবীতে আগমনের ব্যাপারে একক ভাবে নারীদেরকে দোষারুপ করা হয়েছে। আর এ ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'য়ালা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন :

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ

অর্থ: অতপর শয়তান বাবা আদম (আ.) ও মা হাওয়া (আ.) কে নিষিদ্ধ গাছের ব্যাপারে উদ্বোদ্ব করে পদস্খল ঘটিয়ে তাঁদেরকে বেহেস্ত থেকে বের করে দিলেন।[১৪৬]

আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন :

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا

অর্থ: শয়তান তাঁদের উভয়কে কুপ্ররোচনা দিল যাতে তাঁদের ঢেকে রাখা লজ্জাস্থান প্রকাশ করে দিতে পারে।[১৪৭]

তাঁদের তাওবার ব্যাপারে আল্লাহ সমান ভাবে উল্লেখ করলেন :

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

অর্থ: বাবা আদম (আ.) এবং মা হাওয়া (আ.) উভয়েই বললেন হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের উপর অত্যাচার করে ফেলেছি, আপনি যদি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন তবে আমাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে।[১৪৮]

---

[১৪৫] আল-কুরআন ৪ ঃ ১

[১৪৬] আল-কুরআন ২ ঃ ৩৬

[১৪৭] আল-কুরআন ৭ ঃ ২০

[১৪৮] আল-কুরআন ৭ ঃ ২৩

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখিত আয়াতে কারিমায় বেহেস্ত থেকে বের হওয়ার ব্যাপারে কাউকে এককভাবে দোষারোপ করা হয়নি। অন্যান্য ধর্মে যেমন কেবল মা হাওয়া (আ.) কে দোষারোপ করা হয়েছিল।

তৃতীয়ত

পুরুষের মত নারীও যদি সৎ কর্মশীলা হয় তবে সে জান্নাতে যেতে পারবে এবং ইবাদত বন্দেগীর ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন :

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى

অর্থ: আল্লাহ তোমাদের ডাকে সারা দিবে এবং আমি তোমাদের কোন কাজের ফলাফলকে বাতিল করব না চাই সে পুরষ হউক বা নারী হউক।[১৪৯]

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

অর্থ: যে ব্যক্তি সৎ কাজ করবে , চাই সে পুরুষ হউক আর নারী হউক সে যদি মুমেন হয় , তবে তাঁকে আমি অবশ্যই অবশ্যই পবিত্র ও নিরাপদ জীবন যাপন করাব এবং তাঁর কৃত সৎ কর্মের বিনিময়ে যথোচিত পুরস্কার প্রদান করব। [১৫০]

নিম্নোক্ত আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন :

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

[১৪৯] আল-কুরআন ৩ ঃ ১৯৫

[১৫০] আল-কুরআন ১৬ ঃ ৯৭

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ: "নিশ্চয়ই মুসলিম নারী ও পুরুষ, মুমিন নারী ও পুরুষ, প্রার্থনাকারী ও প্রার্থনাকারীনী, সত্যবাদী ও সত্যবাদীনী, ধৈর্যধারী ও ধৈর্যধারীনী, বিনয়ী পুরুষ ও বিনয়ীনারী, সদকা প্রদানকারী ও সদকাপ্রদানকারীনী, রোযাদার পুরুষ ও রোযাদার নারী, স্বচ্ছরিত্রবান ও স্বচ্চরিত্রবাননারী এবং আল্লাহকে স্বরণকারী পুরুষ ও আল্লাহকে স্বরণকারী নারী এদের সকলের জন্য আল্লাহ ক্ষমা ও বিরাট পুরস্কার নির্ধারণ করে রেখেছেন"। [১৫১]

চতুর্থত

ইসলাম নারীকে অপয়া ও অশুভ মনে করা ও মেয়ে সন্তান ভুমিষ্ট হলে উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত হওয়ার মানসিকতাকে প্রতিহত করেছে। এই মানসিকতা শুধু তৎকালীন আরব সমাজেই ছিল তা না, আজও কিছু কিছু ক্ষেত্রে এ মানসিকতা বিরাজমান। এ অভ্যাসকে নিন্দা করে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেন :

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

অর্থ: তাঁদের কেউ যখন মেয়ে সন্তান ভুমিষ্ট হওয়ার খবর শুনতে পায়, তখন তাঁর মুখমন্ডল কাল হয়ে যায় এবং সে নির্বাক ও হতভম্ব হয়ে যায়। প্রাপ্ত খবরের অশুভ প্রতিক্রিয়ায় সে জনগণের কাছ থেকে গা ঢাকা দিয়ে বেড়ায় আর ভাবে , অপমান সত্ত্বেও ঐ সন্তানকে কি সেরেখে দেবে, না মাটিতে পুতে ফেলবে ? জেনে রাখ , তাঁদের সিদ্ধান্ত অত্যন্ত নিকৃষ্ট"। [১৫২]

পঞ্চমত

ইসলাম মেয়ে সন্তানকে জীবন্ত মাটিতে পুতে ফেলার ঘৃণ্য প্রথাকে নিষিদ্ধ করে এবং এর বিরুদ্ধে চরম ধিক্কার ও নিন্দাবাদ উচ্চারণ করে আল্লাহ পাক বলেন :

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

অর্থ: স্বরণ কর সে সময়ের কথা যখন মাটিতে প্রোথিত মেয়ে শিশুকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, কি কারণে তাকে হত্যা করা হল।[১৫৩] আল্লাহ পাক বলেন :

---

[১৫১] আল-কুরআন ৩৩ ঃ ২৫

[১৫২] আল-কুরআন ১৬ ঃ ৫৯

[১৫৩] আল-কুলআন ৮১ ঃ ৯

Dhaka University Institutional Repository

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

অর্থ: যারা নিজেদের সন্তানকে নিবুদ্ধিতা ও অজ্ঞতাবশতঃ হত্যা করেছে তাঁরা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। [১৫৪]

ষষ্ঠত

ইসলাম নারীকে সম্মান ও মর্যাদা দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন, আল্লাহ তা'য়ালার অন্যতম নিদর্শন হচ্ছে :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

অর্থ: তিনি তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের জন্য স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন, যেন তাঁদের কাছে তোমরা বসবাস করতে পার এবং তোমাদের মধ্যে ভালবাসা ও দয়ার সৃষ্টি করেছেন" । [১৫৫]

নারী জাতিকে মায়ের মর্যাদা দিয়ে আল্লাহ বলেন :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

অর্থ: আমি তাঁকে তাঁর পিতা মাতার সাথে সদাচরণ করার নির্দেশ দিয়েছি। তাঁর মা তাঁকে কষ্টের সাথে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্টের সাথে প্রসব করেছে, এবং ত্রিশমাস পর্যন্ত দুধ পান করিয়েছে।[১৫৬]

সপ্তমত

নারী শিক্ষার প্রতি উৎসাহ দিয়ে আল্লাহর রাসূল বলেন :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- :« ثَلاَثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ وَرَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَغَذَّاهَا فَأَحْسَنَ غِذَاءَهَا وَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا فَأَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ »

---

[১৫৪] আল-কুরআন ৬ ঃ ১৪০

[১৫৫] আল-কুরআন ৩০ ঃ ২১

[১৫৬] আল-কুরআন ৪৬ ঃ ১৫

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ: রাসুল (স.) বলেছেন, তিন ধরণের ব্যক্তিকে ডাবল পুরস্কার প্রদান করা হবে। এক যে ব্যক্তির একটি দাসী থাকে আর সে যদি তাঁকে উত্তম খাবার দাবার দেয়, সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে, তাঁকে আযাদ করে দেয় এবং বিবাহ দেয় তবে আল্লাহ তাঁকে ডাবল পুরস্কার দান করবেন।[১৫৭] আল্লাহর রাসুল (স.) বলেন :

عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ أَوْ ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ أَوْ ابْنَتَانِ أَوْ أُخْتَانِ فَأَحْسَنَ صُحْبَتَهُنَّ وَاتَّقَى اللَّهَ فِيهِنَّ فَلَهُ الْجَنَّةُ

হযরত আবু সাইদ খুদরি (র.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুল (স.) বলেছেন, যার তিনটি কন্যা রয়েছে অথবা তিনটি বোন রয়েছে অথবা দুটি কন্যা অথবা দুটি বোন রয়েছে সে যদি তাঁদেরকে সুশিক্ষায় শিক্ষিতা করে তাঁদের ব্যাপারে আল্লাহ বিধান মেনে চলে তাহলে জান্নাত পাবে। [১৫৮]

অষ্টমত

ইসলাম নারীকে উত্তরাধিকারের অংশীদার করেছে, তা সে মাতা, স্ত্রী অথবা কন্যা যাই হোক না কেন। এমনকি মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায়ও সে উত্তরাধিকার পেয়ে থাকে।

অল্লাহ তা'য়ালা বলেন :

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

অর্থ: পিতামাতা এবং আত্মীয় স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পদের মধ্যে পুরুষের যেমন অংশ রয়েছে তেমন নারীরও অংশ রয়েছে ।[১৫৯]

নবমত

স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের জন্য সমান অধিকার বিধিবদ্ধ ও সুবিন্যস্ত করেছে এবং পুরুষকে পরিবারের প্রধান পদে অধিষ্ঠিত করলেও তাঁকে স্বেচ্ছাচারী বা অত্যাচারী হবার অনুমতি দেয়নি।

---

[১৫৭] আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান বিন ফাদল আদদারমি, *সুনানে দারেমি* ওযারাতুল আওকাফ আল মিসরি, মিসর: ২০০৫, খ.৭, পৃ.৩০

[১৫৮]আবু ইসা মুহাম্মদ বিন ইসা বিন সাওরা বিন মুসা , সুনানে তিরমিযী, মাউকাউল ইসলাম,প্রাগুক্ত, ক.৭, পৃ. ১৫০

[১৫৯] আল-কুরআন ৪ ঃ ৭

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন :

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

অর্থ: স্ত্রীদের যেমন দায়দায়িত্ব রয়েছে তেমনি ন্যায়সঙ্গত অধিকারও রয়েছে। তবে তাঁদের উপর পুরুষদের কিছু অগ্রাধিকর রয়েছে"।[১৬০]

উপরোক্ত ৯টি মূলনীতির দিকে তাকালে দেখা যাবে যে, ইসলাম জীবনের তিনটি প্রধান ক্ষেত্রে নারীকে ঠিক সেই মর্যাদা দান করেছে যা তাঁর জন্য সম্পূর্ণরুপে উপযুক্ত ও মানানসই। সেই ক্ষেত্র তিনটি হল :

মানবিকতায়

এ ক্ষেত্রে সে নারীকে পুরুষের ন্যায় পূর্ণ মানবিক মর্যাদা ও অধিকার এবং তাঁর স্বীকৃতি দান করেছে। অথচ অতীতের অধিকাংশ সভ্য জাতি হয় এ ব্যাপারে সন্দিগ্ধ ও দ্বিধাগ্রস্থ ছিল, নতুবা এটা সম্পূর্ণরুপে প্রত্যাখ্যান করেছিল।

সামাজিকতায়

ইসলাম নারীর সামনে শিক্ষার দ্বার খুলে দিয়েছে এবং তাঁর জন্য জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম্মানজনক অবস্থান নির্ধারণ করেছে । শৈশব থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে তাঁর সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। তাঁর বয়স যত বাড়ে তাঁর সম্মান ও তত বৃদ্ধি পায়। শিশু থেকে স্ত্রী এবং স্ত্রী থেকে মায়ে পরিণত হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক ধাপে বিশেষতঃ বার্ধক্যে তাঁর জন্য বাড়তি প্রীতি ভালোবাসা, ভক্তিশ্রদ্ধা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে।

আইনের দৃষ্টিতে

বয়োপ্রাপ্ত বা সাবালিকা হওয়ার সাথে সাথেই ইসলাম নারীকে তাঁর সকল কর্মকান্ডে পরিপূর্ণ আর্থিক ক্ষমতাও কর্তৃত্বদান করেছে । পিতা , স্বামী বা পরিবার প্রধান তাঁর উপর কোন কর্তৃত্ব চাপিয়ে দেতে পারে না। সম্পূর্ণ স্বাধীনতা তাঁকে দেয়া হয়েছে।

---

[১৬০] আল-কুরআন ৪ ঃ ৭

Dhaka University Institutional Repository

দশম অধ্যায়

দেনমোহর বিষয়ে কতিপয় সুপারিশ

Dhaka University Institutional Repository

দশম অধ্যায় : দেনমোহর বিষয়ে কতিপয় সুপারিশ

দেনমোহর আল-কুরআন, আল-হাদিস, ইজমা, কিয়াস ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আইনানুযায়ী একটি গুরত্বপূর্ণ বিষয়। শরিয়তের বিধান মোতাবেক দেনমোহর অনাদায়ে শাস্তি ও বান্দারহক বিনষ্টের জন্য গুনাহগার এবং সরকারী আইনানুযায়ী মামলা করে আদায়যোগ্য এবং অনাদায়ে শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। অন্যদিকে দেনমোহর সমাজ ব্যবস্থা থেকে প্রায় বিদায় নেয়ায় যৌতুক এসে সে স্থান দখল করেছে। ইসলাম নারীকে দেনমোহরের অধিকার প্রদান করেছে অন্যদিকে অনৈসলামিক প্রথা যৌতুক এসে নারী সমাজকে ধব্বংস করে দিচ্ছে।

কুরআনে পাকে আল্লাহ তা'য়ালা ঘোষণা করেন :

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

অর্থ: তোমরা খুশি মনে স্ত্রীদেরকে তাঁদের দেনমোহর দিয়ে দাও।[১]

অর্থ্যাৎ বিবাহের বিনিময়ে স্ত্রী স্বামীকে কোন কিছুই প্রদান করবে না স্বামী স্ত্রীকে দেনমোহর প্রদান করবে এটাই শরিয়ত ও আইন সম্মত বিধান। কিন্তু সমাজ ব্যবস্থায় কোন কোন ক্ষেত্রে নারীকেতো দেনমোহর প্রদান করেই না বরং নারী পুরুষকে চাহিদামত সম্পদ বা যৌতুক দিতে হয়। যা আদৌ মানব সমাজের জন্য কাম্য না। দেনমোহর আদায় না করলে আখেরাতে শাস্তি পেতে হবে আল্লাহর দরবারে কিয়ামতের দিন ব্যভিচারী হিসেবে উপস্থিত হবে। সে ব্যাপারে কোন চিন্তা নেই।

পৃথিবী আগের মত মানুষের কাছে অজানা নয় বা বিশাল নয়। আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা বিশ্ব সমাজকে নিকটতম করেছে। বিশ্ব সমাজ ও সংস্থা গড়ে উঠেছে অনেক গুলো রাষ্ট্রের সমন্নয়ে। রাষ্ট্রের উৎপত্তি মানব সমাজ থেকে। আর সমাজের মূল উৎপত্তি হচেছ পরিবার। সভ্য পরিবারের সূচক স্বামী-স্ত্রী। পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্রের মূল ইউনিট। তাঁর সূচনা হয় বিয়ে শাদির মাধ্যমে। এ জন্যই বিয়ে শাদি ও পরিবারের ইতিহাস মানবেতিহাসের মতই প্রাচীন।

বাবা আদম ও মা হাওয়া (আ.) থেকেই এর যাত্রা। তাঁরাই প্রথম মানব-মানবী, স্বামী-স্ত্রী, তাঁরাই প্রথম পরিবার। তাঁরাই স্বামী স্ত্রীর সূচনা করেছেন দেনমোহর আদায়ের মাধ্যমে। বিয়েতে দেনমোহর অপরিহার্য

[১] আল-কুরআন ৪ ঃ ৪

শর্ত। এ গুরুত্বপূর্ণ ফরজ নিয়ে আমাদের সমাজ জীবনে নানা অজ্ঞতা বিরাজমান, আছে নানাহ কুসংস্কার। ফলে নারীরা হচেছ বঞ্চনার শিকার, যে নারী আমাদের সমাজের অর্ধেক কন্যা , জায়া, জননী সে তাঁদেরই বঞ্চনার পরিনতি বড় ভয়াবহ করুন ও নির্মম। একে অস্বীকার করার উপায় নেই।

নারী সমাজ বঞ্চিত হলে মানবতাই বঞ্চিত হয়। মানবাধিকার লংঘন হয়। মানবতা অপমানিত হয়, ফলে পরিবারে ভাংগন, সমাজে অশান্তি আর রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলা অনিবার্য হয়ে উঠে। আজকের সমাজ ব্যবস্থাই এর বাস্তব প্রতিচ্ছবি। এর নিরাময় হতে পারে অজ্ঞতা দুরীকরণ, সংস্কার সাধন, শরিয়া আইনের বাস্তব প্রয়োগ ও অনুশীলনের মাধ্যমে।

তাই নারী নির্যাতনরোধ কল্পে ও নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় মানবতার শান্তি ও মুক্তির লক্ষ্যে নিম্নোক্ত সুপারিশমালা পেশ করছি।

০১. ইসলামের প্রকৃত শিক্ষায় উদ্বদ্ধ করণের মাধ্যমে ইসলামের সুমহান আদর্শের প্রতি জনগণকে উৎসাহিত করে দেনমোহরের উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালার সঠিক নির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে
দেনমোহরের বাস্তব প্রতিফলন সম্ভব।

০২. বাংলাদেশে অধিক প্রচারিত ইলেকট্রিক মিডিয়া ও প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে মুসলিম অধ্যুসিত বাংলাদেশের জনসাধারণকে দেনমোহরের সার্বিক বিধি বিধান অবহিত করণ। বর্তমান বাংলাদেশে বিটিভি, বাংলাদেশ বেতার ছাড়াও আরো প্রায় ১০/১২টি বেসরকারী টিভি চ্যানেল রয়েছে। এসকল চ্যানেলের মাধ্যমে যদি নিয়মিত ভাবে দেনমোহরের ব্যাপারে ধর্মীয় ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যে গুরুত্ব রয়েছে তা প্রচার করা হয় তবে তা সহজে জনগণের কাছে পৌছে যাবে। এতে করে সর্বস্তরের নারীগণ তাঁদের অধিকার ও পুরুষগণ তাঁদের দায়িত্ব আদায়ে সচেষ্ট হবে। কারণ মিডিয়া সকলের জন্য আশির্বাদ অভিশাপ নয় তাই এ আশির্বাদকে কাজে লাগিয়ে দেনমোহর প্রসঙ্গে সবাইকে উপকৃত করা সম্ভব। এ ক্ষেত্রে চ্যানেলের মালিকদেরকেও নারীর অধিকার বাস্তবায়নের মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে দেনমোহরের গুরুত্ব এবং আদায় না করার ক্ষতিকর প্রভাব বিষয়ে প্রবন্ধ বা লেখা প্রচার করলে প্রভুত কল্যান সাধনের সম্ভবনা রয়েছে।

০৩. বাংলাদেশের শিক্ষিত লোকের সংখ্যা একেবারেই নগন্য। আর অশিক্ষিতের সংখ্যাই সিংহভাগ। আর এ স্বল্প সংখ্যক শিক্ষিত লোকের দায়িত্ব হচ্ছে সর্বস্তরের জনগণকে বাস্তব শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা। তাই বাংলাদেশের জনগণকে দেনমোহর সম্পর্কে অধিক পরিমাণে সচেতন করে নারীর প্রকৃত অধিকার সম্পর্কে জ্ঞান দান করার মাধ্যমেই সম্ভব দেনমোহর বাস্তবায়ন করা। এ ক্ষেত্রে বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রে দেনমোহর প্রসঙ্গে জ্ঞান দান বাধ্যতা মূলক করা আবশ্যক। কারণ সেখানে যারা শিক্ষা নিতে আসে প্রায় সকলেই দেনমোহর দেয়া ও নেয়ার উপযুক্ত।

০৪. মাননীয় সরকার বাহাদুর যেহেতু শিক্ষার ব্যাপারে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। নারী সমাজকে এগিয়ে আনার জন্য নারীদের জন্য অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থার পাশাপাশি আর্থিক সহযোগিতার ব্যবস্থা চালু করেছেন। সেহেতু নারীর অধিকার ও পুরুষের আখিরাতের মুক্তির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি পাঠ্য পুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করে সকলকে দেনমোহর প্রসঙ্গে সঠিক জ্ঞান দানের মাধ্যমে দেনমোহরের বাস্তবায়ন সম্ভব।

০৫. নব দম্পত্তি বা বর কনেকে ইসলামে দেনমোহরের অপরিহার্যতা সম্পর্কে জ্ঞানদান। প্রত্যেকটি কাজের ব্যাপারে যেহেতু পূর্ব জ্ঞান আবশ্যক তাই বিবাহের পূর্বে তৎসংশ্লিষ্ট যাবতীয় মাসয়ালা মাসায়েল সম্পর্কে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এ জন্য নব দম্পতিকে দেনমোহর সম্পর্কে জ্ঞান রাখতে হবে।

০৬. বাংলাদেশে মসজিদের সংখ্যা প্রায় তিনলক্ষ। প্রত্যেকটি মসজিদ থেকেই প্রতি জুম'য়ার দিন খুতবা দেয়া হয়। আর এ খুতবার জন্য মসজিদে বিশেষজ্ঞ আলেম নিয়োগ দেয়া হয়। আর খতিবদের সর্বপ্রধান কাজ হচ্ছে ইসলামের বিধি-বিধান সম্পর্কে জগগণকে সঠিক ধারণা দেয়া। কোন খতিব যদি জুম'য়ার খুতবায় ইসলামের দিক নির্দেশনা মূলক আলোচনা ব্যতীত অন্যকোন আলোচনা বা ইতিহাস, গল্পগুজব করে হাসি কাঁন্নার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তবে তিনি এ খুতবার ব্যাপারে আল্লাহর কাছে জিজ্ঞাসিত হবেন। আর যদি খুতবার মাধ্যমে জনগণকে সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয় তবে এর সাওয়াবও তিনি পাবেন। তাই মসজিদের ইমাম, খতিবদের মাধ্যমে জুম'য়ার আলোচনায় ইসলামের ফরজ গুলোর একটি বিশেষ ফরজ হিসেবে দেনমোহরকে বিবেচনার জন্য মুসলিম উম্মাহকে উদ্বোদ্ধ করণের মাধ্যমে নারীর অধিকার বাস্তবায়ন সম্ভব।

০৭. বিভিন্ন সময়ে সভা, সেমিনার ও সেম্পোজিয়ামের মাধ্যমে জনগণকে দেনমোহর সম্পর্কে উৎসাহিত করণের মাধ্যমে যৌতুক নিরুৎসাহিত করণ। বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সেমিনার ও সেম্পোজিয়ামের আয়োজন করা হয়ে থাকে পাশাপাশি যদি দেনমোহরের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে যদি জনসাধারণকে সচেতন করা যায় তবে নারীর অধিকার দেনমোহর বাস্তবায়নে সহায়ক হবে।

০৮. বাংলাদেশের মুসলিম সমাজকে দেনমোহরের গুরুত্ব ও প্রকৃতি যথাযথ ভাবে অনুধাবনের সহায়তা প্রদান। এ ক্ষেত্রে সর্বস্তরের জনগণকে সচেতন করার জন্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ব্যানার, সাইনবোর্ড, বিলবোড, দেয়ালিকা লেখনের মাধ্যমে জনগণকে এ ব্যাপারে উদ্বোদ্ব করণের মাধ্যমে আল্লাহর নির্দেশ দেনমোহর বাস্তবায়ন সম্ভব।

০৯. ইসলামের দাবী অনুযায়ী বিবাহে প্রকৃতদেনমোহর ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠায় সরকারের স্থানীয় সরকারের সকল সদস্যদেরকে উদ্বোদ্ব করণের মাধ্যমে দেনমোহরের বাস্তয়ন করা। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রতিটি ইউনিয়নে স্থানীয় সরকার মন্ত্রনালয়ের অধীনে ১ জন চেয়ারম্যান, ৯ জন মেম্বার ও ৩ জন মহিলা মেম্বার রয়েছে। তাঁরা প্রত্যেকেই জনপ্রতিনিধি। এ জনপ্রতিনিধিদেরকে সচেতন করার মাধ্যমে দেনমোহরের প্রকৃত বাস্তবায়ন সম্ভব। কারণ তাদের কোন না কোন একজন এলাকার প্রায় সকল বিয়েতেই উপস্থিত থাকেন। আর তাঁরা যদি সচেতনার সাথে দেনমোহরের বিষয়টি জনগণকে উৎসাহিত করেন তবে নারী পাবে তাঁর অধিকার, পুরুষ পরিচিত হবে আল্লাহর বিধানের সাথে, হবে দুনিয়াতে শান্তি আখেরাতে মুক্তি।

১০. যৌতুকের ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করণের পাশাপাশি দেনমোহর প্রদানের প্রতি জনগণকে উৎসাহিত করা। ইসলামের বিধান হচ্ছে নারীকে দেনমোহর দিতে হবে। যতটুকু পাবে নারী পুরুষ পাওয়ারমত কিছুই নেই। পিতার সম্পদে পুরুষের যেমন অধিকার রয়েছে নারীরও তেমন অধিকার রয়েছে। তাই

Dhaka University Institutional Repository

বিবাহের সময় নারী পুরুষকে দিবেন এমন বিধান ইসলামে নেই। পক্ষান্তরে অন্যান্য ধর্মে পিতার সম্পদে নারীর কোন অধিকার নেই বিধায় বিবাহের সময় কনেকে পিতার পক্ষ থেকে যৌতুক দেয়ার প্রথা চালু করেছে। এ যৌতুক মূলত নারীর অধিকারের পথে বাঁধা। ইসলাম যেহেতু পিতার সম্পদে কন্যাকে অধিকার দিয়েছে সেহেতু বিবাহের সময় যৌতুক দেয়াটা নিষিদ্ধ। পক্ষান্তরে নারীকে দেনমোহর দিতে হবে। তাই জনগণকে এ ব্যাপারটি বুঝাতে হবে যে, দেনমোহর ফরজ আর যৌতুক হারাম।

১১. আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে যৌতুকের অভিশাপ থেকে নারী সমাজকে মুক্ত করে নারীর প্রকৃত অধিকার দেনমোহর প্রতিষ্ঠায় কাজে লাগাতে হবে।

১২. যৌতুকের হাত থেকে নারী সমাজকে মুক্ত করে যৌতুক সংশ্লিষ্ট তালাক ও নারী নির্যাতন রোধ কল্পে দেনমোহরের ব্যাপারে অভিভাবকদেরকে যথাযথ জ্ঞানদান। একজন অভিভাবক যদি তাঁর কনেকে বিয়ে দেয়ার সময় দেনমোহর সম্পর্কে পাকা কথা বলে তখন যৌতুক প্রসঙ্গে আলাপ করতে বর পক্ষ সাহস পাবে না। কারণ দেনমোহরের আলোচনা বৈধ ব্যাপার আর যৌতুকের আলোচনা অবৈধ ব্যাপার। তাই বৈধ আলোচনার কাছে অবৈধ আলোচনা টিকতে পারেনা। যারা দেনমোহর আদায় করার নিয়ত করে আল্লাহ পাক তাঁদের কাজে বরকত দান করেন, স্বাস্থ্য সুস্থ রাখেন, অনেক দিক থেকে আল্লাহ তাঁদেরকে সাহায্য করেন।

১৩. দেনমোহর আদায় প্রথা চালু করার সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করলে পুরুষগণ একাধিক বিবাহে নিরোৎসাহিত হবে। বর্তমান ব্যবস্থায় দেখা যায় যে এমন প্রায় পঁচাশীভাগ বিবাহ আছে যাতে নারী কোন দেনমোহরই পায়না। আর পুরুষগণ থাকেন একেবারেই উদাসীন। তাই সামান্য কথা কাটাকাটিকে কেন্দ্র করে স্বামী আরেকটি বিয়ে করে ফেলে। কারণ তাঁরতো আরেকটি বিয়ে করতে কোন খরচ হচ্ছে না, কষ্ট হচ্ছে না তাই সে অনায়েশে দ্বিতীয় বিয়ে করে ফেলে। আর এ ঘটনা অধিকাংশ ক্ষেত্রে মধ্য ও নিম্নভিত্তদের মাঝে বেশী দেখা যায়। তাই দেনমোহর আদায়ে যদি স্বামীকে বাধ্য করা হয় সে ক্ষেত্রে স্বামী দ্বিতীয় বিবাহে সাহস পাবেনা। তাই দেনমোহর প্রথা চালু করণের মাধ্যমে পুরুষদেরকে একাধিক বিবাহে নিরোৎসাহিত করা সম্ভব।

১৪. দেনমোহর যে বান্দার হক ফরজ ইবাদাত সে সম্পর্কে সর্বস্তরের জনগণকে অবহিত করণ। একটা হচ্ছে আল্লাহর হক যা আল্লাহ ইচ্ছে করলে মাফ করে দিতে পারেন, কিন্তু বান্দার হক আল্লাহ মাফ করবেন না। বান্দার কাছ থেকেই মাফ নিতে হবে। কেউ যদি হজ্জ করার উদ্দেশ্যে ৯ জিলহজ্ব তারিখে আরাফাতের ময়দানে উপস্থিত হয় তবে আল্লাহ তাঁর জীবনের সকল গুনাহ মাফ করে দিবেন। কিন্তু বান্দার হক দেনমোহর ক্ষমা করবেন না তা আদায় করতেই হবে। তাই দেনমোহর বান্দার হক ফরজ ইবাদত তা জনগণকে সচেতন করার মাধ্যমেই বাস্তবায়ন করা সম্ভব।

১৫. দেনমোহর এমন একটি ঋণ যা অনাদায়ে স্বামীর ইন্তেকাল হলে স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পদ হতে আদায় যোগ্য সে বিষয়টি জনগণকে অবহিত করণ। দেনমোহরের বিনিময়ে স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তি দখলে রাখতে পারবে। স্ত্রীর দেনমোহর আদায় হওয়ার পর সে স্বামীর সম্পদ ফেরত দিতে পারবে। স্ত্রীর দেনমোহর আদায় করার পূর্ব পর্যন্ত স্বামীর সম্পদ বন্টন করারও বৈধতা নেই। তাই সর্তকতার সাথে দেনমোহর পরিশোধ করতে হবে।

১৬. ইসলামের বিধান দেনমোহরের মধ্যে নারী পুরুষ উভয়েরই দুনিয়াতে শান্তি ও আখেরাতে মুক্তির বিষয়টি সকলকে অবহিত করার জন্য অজ্ঞতা দুরীকরণ, সংস্কার সাধন, শরিয়া আইনের বাস্তব প্রয়োগ ও অনুশীলনের মাধ্যমেই সম্ভব।

১৭. দেনমোহর যেহেতু সবার জন্য প্রযোজ্য সেহেতু সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমেই সম্ভব দেনমোহরের মত গুরুত্বপূর্ণ বিধান বাস্তবায়ন ও নারীর অধিকার নিশ্চিত করণ। তাই সামাজিক আন্দোলনের জন্য সর্বস্তরের জনগণকে এগিয়ে আসতে হবে কারো একারদ্বারা বা কোন সংস্থার দ্বারা তা সম্ভব নয়। প্রত্যেককেই দেনমোহরের ব্যাপারে আল্লাহর দরবারে জিজ্ঞাসিত হতে হবে। অতএব সকলকেই সাবধান হতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

"ইসলাম ও বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে দেনমোহর : একটি পর্যালোচনা" শিরোনামের গবেষণাটি সুসম্পন্ন করতে পেরে মহান আল্লাহ তা'য়ালার শুকরিয়া আদায় করছি। দেনমোহর নারীর অধিকার যা আল্লাহ তা'য়ালা আবশ্যক করে দিয়েছেন। দেনমোহর বিবাহের একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। যা ব্যতীত বিবাহ বিশুদ্ধ হবে না। কেউ যদি দেনমোহর না দেয়ার শর্তেও বিবাহ করে তবুও দেনমোহর ফরজ, সেক্ষেত্রে মোহরে মিসাল আবশ্যক। দেনমোহরের কোন সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারিত নেই তবে কোন ক্রমেই দশ দিরহামের কম দেনমোহর নির্ধারণ করা যাবে না।

দেনমোহর অনাদায় অবস্থায় যদি স্বামী মারা যায় তবে সে ক্ষেত্রে স্বামীর স্থাবর অস্থাবর সম্পদ হতে দেনমোহর আদায় করা হবে। দেনমোহর বান্দার হক যা আল্লাহ তা'য়ালা ক্ষমা করেন না। হজ্জের বিনিময়ে আল্লাহ পাক বান্দারহক ব্যতীত সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেন। ইচ্ছাকৃত যদি কেউ দেনমোহর আদায় না করে তবে কিয়ামতের দিন সে আল্লাহ পাকের দরবারে ব্যভিচারী হিসেবে উপস্থিত হবে। *সেক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃত দেনমোহর অনাদায়ের কারণে সন্তানাদী বৈধ-অবৈধের ব্যাপারে একটি বিরাট প্রশ্ন চলে আসে।*

অপরদিকে আল্লাহর রাসূল (স.) বলেছেন, বিবাহে দেনমোহর যত কম হবে দাম্পত্য জীবন ততই বরকতময় হবে। যে সমস্ত বস্তুর মূল্য রয়েছে সে সকল বস্তুদিয়ে দেনমোহর নির্ধারণ করা যাবে। হারাম কোন বস্তুর দ্বারা দেনমোহর নির্ধারণ করা যাবে না। অতএব অভিভাবকদের আবশ্যক হচ্ছে এমনভাবে দেনমোহর নির্ধারণ করা যাতে উভয় পক্ষের সামাজিক মর্যাদা অক্ষুন্ন থাকে এবং সেই সাথে তা যেন সহজে পরিশোধ করা যায়।

বিষয়টি ইসলামি শরিয়ত ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আইন অনুযায়ী খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিধায় এ গবেষণা। বিষয়টি যেহেতু বিবাহের সাথে সংশ্লিষ্ট সেহেতু গবেষণায় বিবাহের পরিচয়, রোকন, শর্তাবলী, হুকুম, বিবাহের ফযিলত সম্পর্কে হাদিসের বর্ণনা, বিবাহের প্রয়োজনীয় উপাদান, যাদের সাথে বৈবাহিক

Dhaka University Institutional Repository

সম্পর্ক বৈধ যাদের সাথে অবৈধ, বৈধ ও অবৈধ বিবাহের কারণ ও ফলাফল এবং তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়াদী সম্পর্কে একটি ধারণা দেয়া হয়েছে।

বিবাহকে কেন্দ্র করে যৌতুকের যে ভয়াল গ্রাস সমাজকে বিনষ্ট করছে তার আলোচনা করতে গিয়ে যৌতুকের পরিচয়, যৌতুকের প্রভাব, নমুনা এবং যৌতুক নিষিদ্ধকরণ আইনসহ প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি আলোচনা করা হয়েছে এ গবেষণায়।

মূল আলোচ্য বিষয় যেহেতু দেনমোহর সেহেতু দেনমোহরের পরিচয়, দেনমোহর প্রসঙ্গে আল-কুরআন ও আল-হাদিসের বক্তব্য, দেনমোহরের প্রকারভেদ, কোন অবস্থায় মোহরে মোসাম্মা, আবার কখন মোহরে মিসাল, কখন পূর্ণমোহর পাবে আবার কখন অর্ধেক মোহর পাবে, আবার কখন মোহর পাবেনা, মোহর আদায় করার নিয়ম, প্রকৃত নির্জনতায় দেনমোহরের হুকুম, মোহর ক্ষমা করার বিধান, বাসর রাত্রে মোহর ক্ষমা করণ, কোন কোন অবস্থায় দেনমোহর আংশিক বঞ্চিত হয় আবার কোন কোন অবস্থায় পূর্ণ মোহর হতে বঞ্চিত হয়, সহবাসের পূর্বে তালাক প্রদানের ক্ষেত্রে দেনমোহর আদায় করণপদ্ধতি, মোহরে ফাতেমির পরিচয়, পরিমাণ, হুজুর (স.) এর স্ত্রীদের দেনমোহরের পরিমাণসহ দেনমোহর সংক্রান্ত যাবতীয় মাসয়ালা-মাসায়িল নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে দেনমোহরের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সে জন্য ইসলাম ব্যতীত অন্যান্য ধর্মে নারীর অবস্থা উপস্থাপন করে প্রকৃত পক্ষে নারীর মানবিক, ব্যক্তিগত, আর্থিক, ধর্মীয়, উত্তরাধিকারসহ সর্বপ্রকার অধিকার ও স্বাধীনতার ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। দেনমোহর আদায়ের মাধ্যমে যে নারীর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনয়ন সম্ভব সে বিষয়টি আলোচিত হয়েছে।

এ গুরুত্বপূর্ণ ও মানবাধিকার সংশ্লিষ্ট বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করতে আমাকে কিছুটা প্রতিকুলতার মধ্য দিয়ে এগোতে হয়েছে। তাছাড়া সীমাবদ্ধতা তো আছেই। এছাড়াও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তথ্য ও উপাত্ত পাওয়াও সহজ সাধ্য নয়।

এরপরও গবেষণা সুসম্পন্ন করা যতটুকু সম্ভব হয়েছে তা আল্লাহ তা'য়ালার একান্তই মেহেরবানি।

এ গবেষণার মাধ্যমে যদি মুসলিম অধ্যুষিত বাংলাদেশের জনগণ উপকৃত হয় তবেই আমার এ শ্রম স্বার্থক হবে। স্ত্রী পাবে তাঁর অধিকার, স্বামী পাবে দায় মুক্তি, সমাজে আসবে শান্তি শৃঙ্খলা এবং আখেরাতে পাওয়া যাবে নাজাত।

আল্লাহ তা'য়ালা আমার এ গবেষণাকে তাঁর দ্বীনের জন্য কবুল করুন আমিন!

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

আল-কুরআন

আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ বিন হাম্মল — *মুসনাদে আহমাদ বিন হাম্বল*, মাউকাউল ই

আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আহমাদ বিন আবিবকর আল কুরতুবি — *আলজামে লিআহকামিল কুরআন*, দারুলকুতুব মিসরিয়া, মিশর: ১৯৬৪

আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াযিদ ইবনু মাজাহ — *সুনানে ইবনে মাজাহ*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব

আব্দুর রহমান ইবনে মুহাম্মাদ শায়েখ নিজাম উদ্দীন — *ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব:

আবু আব্দুর রহমান আহমদ বিন সুয়াইব ইবনে আলী আননাসায়ি — *সুনানে নাসায়ী*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব:

আ.ই. ম নেছার উদ্দীন — *ইসলামের পারিবারিক জীবন*, ইখওয়ান লাইব্রেরী, বাংলাবাজার, ঢাকা: নভেম্বর ২০০০

আ. ন. ম. মাঈন উদ্দীন সিরাজি — *আসমাউর রিজাল*, আল-বারাকা লাইব্রেরী, বাংলাবাজার, ঢাকা: তা.বি

আবু জাফর আহমাদ বিন মুহাম্মদ বিন সালামাহ আততাহাভি — *শরহেময়া'নিল আছার*, মুয়াস্‌সাসাতুর রিসালাহ, মিশর: ১৪১৪

আবু জাফর আহমাদ বিন মুহাম্মদ বিন সালামাহ আততাহাভি — *শরহে মাশকিলুল আছার*, মুয়াস্‌সাসাতুর রিসালাহ, মিশর: ১৪১৫

আবু দাউদ সুলাইমান বিন আসয়াস — *সুনানে আবি দাউদ*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি

আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান আসসামারকান্দি — *সুনানে দারিমি*, মাউকাউ ওযারাতুল আওকাফ আলমিসরিয়্যাহ, মিশর:

আবু মুহাম্মদ মাউফাকুদ্দীন অব্দুল্লাহ বিন আহমাদ বিন মুহাম্মদ ইবনে কুদামা — *আলমুগনী*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব:

Dhaka University Institutional Repository

আবু মুহাম্মদ মাউফাকুদ্দীন আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ বিন মুহাম্মদ বিন কুদামাহ মুকাদ্দিসী	*উমদাতুল ফিকহি*, মাউকাউল মদিনা আররাকমিয়া, মাকতাবায়ে আসরিয়্যা, মদিনা, সৌদিআরব: ১৪২৫
আবু বকর ইবনে আলী	*আল-জাওহারাতুন নায়্যিরাহ*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব:
আবু বকর জাবের আল জাযায়িরী	*মিনহাজুল মুসলিম*, দারুসসালাম, রিয়াদ সৌদিআরব: ১৯৯৭
আবু বকর বিন আবি শাইবা	*মুসান্নাফ ইবনে আবিশাইবা*, মাউকাউ জামেউল হাদিস, মদিনা, সৌদিআরব:
আবুবকর বিন আরাবী জাসসাস	*আহকামুল কুরআন*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব:
আবুবকর বিন মাসউদ বিন আহমাদ আলকাসানী আলাউদ্দীন	বাদায়ী উসসানায়ী ফি তারতীবিশ শরায়ী, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: ১৪১১
আবু বকর মুহাম্মদ বিন জা'ফার বিন মুহাম্মদ খারাইতি	*মাকারিমুল আখলাক*, মাউকাউল জামেউল হাদিস, মদিনা, সৌদিআরব:
আবু মুহাম্মদ আব্দুর রহমান বিন মুহাম্মদ বিন ইদরিস আবু হাতেম	*তাফসীরে ইবনে আবি হাতেম*, মাকতাবায়ে মসজিদে নববী, মদিনা সৌদিআরব:
আবু বকর বিন মাসউদ বিন আহমদ আলকাসানী আলাউদ্দীন	, *বাদায়িউসসানায়ি*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি
আবু মুহাম্মদ মাহমুদ বিন আহমদ বিন মুসা আল আইনী	উমদাতুল কারী শরহে সহীহুল বুখারী, মুলতাফা উরুদে মান মুলতাকা আহলে হাদীস, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: ২০০৬
আবুবকর মুহাম্মদ বিন ইব্রাহীম বিন মুনযির নিসাপুরী	*কিতাবু তাইসিরিল কুরআন*, দারুলমাছার আলমদিনা, সৌদিআরব: ১৪২৩
আবুবকর মুহাম্মদ বিন ইসহাক বিন খুযায়মা বিন মুগিরা আননিসাপুরী	*সহীহ ইবনে খুযায়মা*, মাকতাবুল ইসলামি, বৈরুত, কুয়েত: ১৯৯৬
আবুল হোসাইন আলী বিন উমর বিন আহমাদ বিন মাহদী আলবাগদাদী	*সুনানে দারি কুতনী*, মাউকায়ে ওযারাতুল আওকাফ আলমিসরিয়্যা, মিশর:
আবুল হোসাইন আসাকিরুদ্দীন মুসলিম বিন হাজ্জাজ	*সহীহু মুসলিম*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব:

Dhaka University Institutional Repository

আব্দুল আযিয বিন নাসের বিন সউদ — *আযযাওয়ু ওয়াযযাওযাতু মালাহুমা অমাআলাইহিমা*, মাকতাবায়ে নারজীস আল-ইসলামিয়া, রিয়াদ, সৌদিআরব: ২০০৫

আব্দুর রহমান বিন মুহাম্মদ জাযিরী — *আলফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবায়াহ (সপ্তমখন্ড)*, দারুল আফাক আল-আরাবিয়া, মদিনানসর কাহারাহ: ২০০৬

আব্দুর রহমান হান্নান — *বিষয়ভিত্তিক কোরআন ও হাদীস*, জনতা পাবলিকেশন্স, বাংলাবাজার, ঢাকা: মে ২০০২

আব্দুল খালেক — *নারী ও সমাজ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, এপ্রিল ২০০৪

আবুল ফজল শিহাবুদ্দীন আহমদ বিন হাজার আল-আসকালানী — *বুলুগুল মারাম*, দারুসসালাম, রিয়াদ, সৌদিআরব:১৯৯৭

আবুল ফযল আহমদ বিন আলী বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ আসকালানী — *আদদিরায়া ফি তাখরীজিল আহাদিছিল হিদায়া*, দারুল মারেফা, বৈরুত, কুয়েত:

আবুল ফজল যাইনুদ্দীন ইব্রাহীম বিন ইরাকী — *আল-মুসতাখরাজ*, মাউকাউ ইয়াকুব, মদিনা, সৌদিআরব:

আবুল ওয়ালীদ মুহাম্মদ বিন আহমদ ইবনে রুশদ আলকুরতুবী — *বিদায়াতুল মুজতাহেদ ও নিহায়াতুল মুকতাছেদ*, মাতবায়ায়ে মুস্তফা আলবানী, মিশর: ১৯৭৫

আহমদ বিন হুসাইন বিন আলী আলবায়হাকী — *সুনানে কুবরা*, মাউকাউ ইয়াসুব, মদিনা, সৌদিআরব:

ইবনু আবেদীন মুহাম্মদ আমীন বিন উমর — *দুরুল মুখতার*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা:

আহমাদ রাবী জাবের আল রুহাইলী — *গালাউল মুহুর ওয়াল ইহতিসাব আলাইহি*, মাকতাবায়ে উলুম ওয়াল হিকাম, মদিনা, সৌদিআরব: ১৯৯৬

ইমাদুদ্দীন আবুল ফেদা ইসমাইল বিন উমর ইবনে কাছির — *তাফসীরু ইবনি কাছির*, দারুসসালাম, রিয়াদ, সৌদিআরব: ২০০৪

ইমাম গাযযালী — *এহইয়াউ উলুমিদ্দীন*, মদিনা প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা: জুলাই ২০০৫

এস. এম হুমাউন কবীর মিলন — ইসলামি পারিবারিক আইন, খিলগাও, তিলপাপাড়া, ঢাকা:২০০৬

এস. এ হাসান — *পারিবারিক আদালত আইন ও বিধিমালা*, বাংলাদেশ ল বুক কোম্পানী, বাংলাবাজার,ঢাকা: ২০০২

এ.টি.এম কামরুল ইসলাম — *মুসলমানী আইন*, খোশরোজ কিতাব মহল, বাংলাবাজার, ঢাকা: ২০০৩

কামালুদ্দীন মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহিদ বিন হুমাম — *ফাতুহুল কাদীর*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব:

গাজী শামছুর রহমান — *ইসলামে নারী ও শিশু প্রসঙ্গ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, আগষ্ট ২০০৭

জালাল উদ্দীন আলমাহাল্লী — *তাফসিরুল জালালাইন*, মাউকাউত তাফসীর, মদিনা, সৌদিআরব:

জাবের বিন মুসা বিন আব্দুল কাদেও আলজাযায়িরী — *আইসারুততাফসীর*, মাইকাউত তাফসীর, মদিনা, সৌদিআরব:

জাসেম বিন মুহাম্মদ বিন মুহালহাল আল ইয়াসিন — *আযযিওয়াজ*, দারুদদাওয়াহ, কুয়েত:১৯৯০

ড. আমিনূল ইসলাম — *মূল্যবোধ ও মানবতা*, উত্তরণ, বাংলাবাজার, ঢাকা: মে ২০০৫

ড. আব্দুল আযিয বিন মুহাম্মদ — *উবুদিয়্যাতিশশাহওয়াত*, দারুলঅতান লিননাশর, রিয়াদ, সৌদিআরব: ২০০১

ড. আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুহসিন আসতুরকী — *তাফসীরুল মুয়াসসার*, মাউকাউল মাজমা মালিক ফাহাদ, ওযারাতুশ শুয়ুন আল ইসলামিয়া ওয়াল আওকাফ ওয়াদদা'ওয়া ওয়াল ইরশাদ, মদিনা, সৌদিআরব:

ডঃ মুসতাফা আসসিবায়ী — *ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী*, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, কাটাবন, ঢাকা: ডিসেম্বর ২০০৪

তৌহিদুর রহমান (সম্পাদিত) — *ফতোয়া বিবাহ তালাক*, আর.আই.এস পাবলিকেশন্স, কোনাবাড়ী, গাজীপুর: ২০০১

নঈম সিদ্দিকী — *নারী অধিকার বিভ্রান্তি ও ইসলাম*, শতাব্দী প্রকাশনী, মগবাজার, ঢাকা: ২০০৭

নাসিমা আখতার হোসেন — *দক্ষিন এশিয়ায় নারী ও সুশাসন*, আইন ও সালিশ কেন্দ্র, ঢাকা: ২০০৫

নাসিরুদ্দীন আবু সা'দ আব্দুল্লাহ বিন উমর বিন মুহাম্মদ আল বায়যাবী — *আনওয়ারুততানযীল অআসরারুততাভীল আল বায়যাবী*, মাউকাউত তাফসীর, মদিনা, সৌদিআরব:

ব্যারিস্টার ইসতিয়াক হোসেন ও শাহনাজ পারভীন — *ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স ও মুসলিম আইন*, ধানঁসিড়ি ল বুক সেন্টার, ঢাকা: ২০০৭

মাওলানা আশরাফ আলী থানভী — *বেহেস্তী জেওর*, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, চকবাজার, ঢাকা: ২০০৬

মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম — *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, খাইরুন প্রকাশনী, মধুবাগ, নয়াটোলা,ঢাকা: ২০০০

মাওলানা মুহাম্মদ আবুল বাশার আখন্দ — *মৌলিক মানবাধিকার*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ: ২০০৪

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা মুহাম্মদ জসীম উদ্দীন জিহাদী — *ইসলামি সমাজে নারীর মর্যাদা*, ইসলামিয়া কুতুবখানা, বাংলাবাজার, ঢাকা:

মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী — *ইসলামি উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার ও ফারায়েজ*, আর.আই.এস পাবলিকেশন্স, শাহজাদপুর, গুলশান, ঢাকা: ১৯৯৫

মাওলানা মুহাম্মদ মনযূর নূ'মানী — *মায়ারেফুল হাদিস (সপ্তমখন্ড)*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ:২০০৩

মাওলানা শাহ নজরুল ইসলাম — *মহর*, আলবালাগ কো অপারেটিভ পাবলিকেশন, আরামবাগ, মতিঝিল,ঢাকা ১৪২৮

মালেক ইবনে আনাস বিন মালেক বিন আমের ইমাম মালেক — *আলমুয়াত্তা*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব:

মুহাম্মদ বিন আলী বিন মুহাম্মদ আশশাওকানী — *নাইলূল আওতার*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি

মুহাম্মদ বিন আবি বকর বিন আইউব বিন সাদ ইবনে কাইউম আলযুযী — *যাদুল মা'য়াদ ফি হাদয়ী খাইরিল ইবাদ*, মুয়াসসাতুর রিসালাহ, মাকতাবাতুল মানার আল-ইসলামিয়্যাহ, বইরুত, কুয়েত: ১৯৮৬

মোহাম্মদ মজিবর রহমান, *বৈবাহক আইন পরিচিতি* — কামরুল বুক হাউস, ঢাকা –চট্রগ্রাম: ২০০২

মুফতি মুহাম্মদ শফী — *তাফসীরে মায়ারিফুল কুরআন*, খাদেমুল হারামাইন শরীফাইন বাদশা ফাহাদ কর্তৃক প্রকাশিত, সৌদিআরব: ১৪১৩

মুহাম্মদ আব্দুল মাবুদ — *আসহাবে রাসুলের জীবন কথা*, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা:২০০৩

মুহাম্মদ বিন ইসমাইল বুখারী — *সহীহুল বুখারী*, নাসেরানে কুরআন মজিদ ও ইসলামি কুতুব, দেওবন্দ, সাহারানপুর, ভারত: ১৯৮৫

মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল বুখারী — *সহীহুল মুসনাদ*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি

মুহাম্মদ বিন ইসা বিন দেহাক বিন তিরমিযি — *সুনানুততিরমিযি*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি

মুহাম্মদ বিন আহমাদ বিন আবি সাহল শামসুল আয়িম্মা সারখাসী — *আল মাবসুত*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: ১৯৯৯

মুহাম্মদ বিন ইসমাইল আমীর — *সুবুলুস সালাম*, মাকতাবায়ে মোস্তফা আলবানী, মনিদা, সৌদিআরব: ১৯৬০

মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন আবি আহমদ সামারকান্দী — *তুহফাতুল ফুকাহা*, মাউকাউ ইয়াসুব, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি

মুহাম্মদ বিন হিব্বান বিন আহমদ বিন মায়াজ — *সহীহ ইবনে হিব্বান*, মাউকায়ে ইউসুফ, মদিনা, সৌদিআরব: তা.বি

মুহাম্মদ বিন জারীর বিন ইয়াযিদ আবু জাফর — *জামেউল বায়ান ফি তাবিলিল কুরআন*

আততাবারী — *আততাবারী* , মুয়াসসাতুর রিসালাহ, মাজমাউ মালিক ফাহাদ মাসহাফুশশরীফ, মদিনা, সৌদিআরব: ২০০০

মুহাম্মদ রশীদ বিন আলী রেজা — *তাফসীরুল কুরআনিল হাকিম*, আলহাইয়াতুল মিসরিয়্যাহ আলআম্মাহলিল কুতুব, মিশর: ১৯৯০

যাইনুদ্দীন বিন ইব্রাহীম বিন নাজিম আল মিসরী — *আলবাহরুররায়েক শরহে কানযুদ্দাকায়েক*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা, সৌদিআরব: ১৯৯৩

শহীদ আয়াতুল্লাহ ড. মুর্তাজা মোতাহ্হারী — *ইসলামে নারীর অধিকার*, আলহুদা আর্ন্তজাতিক প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, বাংলাদেশ: ২০০৭

শায়েখ আব্দুর রাহমান বিন নাসের আসসা'দী — *তাইসিরিল কারিমির রাহমান*, মাকতাবায়ে রুশদ, রিয়াদ, সৌদিআরব: ২০০৯

সুলাইমান বিন আহমদ বিন আইয়ূব আততাবরানী — *মুজামুল কাবীর*, মুলফাতে উরুদে আলী মুলতাকা, মদিনা, সৌদিআরব:

শায়খুল ইসলাম বুরহান উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে আবু বকর আল-ফারগানী আল-মাগরীনানী — (অনুবাদ- মাওলানা আবু তাহের মেছবাহ) *আল হিদায়া*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ: ২০০০

শায়খুল ইসলাম বুরহান উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে আবু বকর আল-ফারগানী আল-মাগরীনানী — *আল হিদায়া*, মাউকাউল ইসলাম, মদিনা সৌদিআরব: তা.বি

শায়খ বুরহানুশ শরীয়াহ মাহমুদ — *আনওয়ারুদ দিরায়া শরহে বেকায়া*, ইসলামিয়া কুতুবখানা, বাংলাবাজার, ঢাকা: ১৯৯৯

শায়খ মাহমুদ মুহাম্মাদ আশশায়খ — *আলমাহরু ফিল ইসলাম বাইনাল মাজী ওয়াল হাজির*, আলমাকতাবায়ে আসরিয়া, সাইদা, বৈরুত, কুয়েত: ২০০৩

শেখ মুহাম্মদ আব্দুর রহীম — *যৌতুক একটি অপরাধ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ: ২০০৭

সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদুদী — *আধুনিক নারী ও ইসলমি শরীয়ত*, শতাব্দী প্রকাশনী, মগবাজার,ঢাকা: ২০০১

সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদুদী — *তাফহীমুল কুরআন*, আধুনিক প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা: ২০০০

সাইয়্যেদ সাবেক — *ফিকহুসসুন্নাহ*, মাউকায়ে ইউসুফ ও মাকতাবায়ে মসজিদে নববী আশশরীফ, মদিনা, সৌদিআরব: ১৪১৮

সা'দী আবু জায়েব — *আলকামুসুল ফিকহী*, ইদারাতুল কুরআন অউলুমিল ইসলামিয়া, করাচি, পাকিস্থান

Dhaka University Institutional Repository

সম্পাদনা পরিষদ	*বিবাহ ও পারিবারিক জীবন সংক্রান্ত মাসয়ালা মাসায়িল*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ: ২০০৫
হাফেজ সালাউদ্দীন ইউসুফ	*তাফসীরে আহসানুল বয়ান*,দারুসসালাম, রিয়াদ সৌদিআরব : ১৯৯৮
হাফেজ সালাউদ্দীন ইউসুফ	*রিয়াজুসসালেহীন*, দারুসসালাম, রিয়াদ, সৌদিআরব:১৯৯৭
Ayub Ali,Dr. A.k.M.	History of the Traditional Islamic Education in Bengal (Dhaka; Islamic Foundation Bangladesh, 1983)
Abdul Karim	Dr. Mohammadan Education in Bengal, withen in 1900 for Ulamma and Education Conference.
Fazlur Rahman	M. The Bengali Muslims and English Education (Dhaka; Bangla Academy, 1973)
Muin-Ud-din Ahmad Khan	Dr. History of the Faraidi Movement (Dhaka;_ Islamic foundation Bangladesh, 1984)
Rafiuddin Ahmed	The Bengal Muslim (Delhi; Oxfort University press, 1981).
Sayed Mohammad	History of English Education of India (Aligarh; M.A.O. College, 1895)
Shoba-E-Tamir-O-Taranqi darul uloom Nodwatul	luckno, India, March-1990
Sufi	G.M.D. Ai-Minhaj (Lahore; Ashraf printing press, 1981)
Sayed Azizul Haque	History and problem of Muslim Education in Bengal
Sekandar Ali Ibrahimy	Dr.Report on Islamic Education and Madrasha Education in Bengal, Voliom; 3 (Dhaka; IFB, 1985).

Dhaka University Institutional Repository

Sekander Ali ibrahimy — Dr. reports on Islamic Education and Madrasah Education in Bengal Volium 5, (Dhaka, IFB, 1986)

Sekander Ali Ibrahimy — Dr. Reports on Islamic Education and Madrasah Education in Bangladesh ,Volium 5 (Dhaka IFB,1987)

Revenue consultation Dt. 27-10-1812

Adward Adam — Second report on the state of Education in Bengali (Rajshahi), kalkata, 1836.

Nawab Abdul Latif's Report on Hoogly Madrasasah, 1861

Enamul Haque — Nowab Bahadur Abdul Latif ,His Writings And Related documents, (Dhaka Somudra Prokashani) 1968.

English National Education by H. Hol. 1914-15

Education Commission Report 1882

Journal of Asiatic Society of Bengal Calcantta, 1904

Moazammel Hoque — Principal sufi orders in India.

Nawab Abdul Latif's report on Hoogly Madrasah, 1861

Minute by Warren Hestings dated the 17th April, 1881

Major Basu — Education in India Under E I Company

N.N Law Promotion of Learning in India

A furguson — Architecture of Bijapur

Report Adham — Journal or the Asiatic Society of Bengal, 1904

Report of the proceedings of the second provincial Educational conference (held at pash gaon, Laksham on the 21st and 22nd April 1905)

The journal of Moslem Institute, vol I.N.4 April-June, 1906.

Proceedings the first provincial Mohomedan Educational conference of Eastern Bengal and Assam.1906

Report of Moslem Education Advisory committee 1934
Report of the Muslim Education Advisory Committee ,1946
Report of the Madrasah Syllabus Committee (Syed Muazzam uddin Hossain Committee). 1946-47
Report of sub-committee of the Advisory committee for Madrasah Education, East Bengal, 1956
Report of the Educational Reforms commission East Pakistan ,1957 (Ataur Rahman khan commission)
Report of the commission on National Education 1959 (S.M.Sharif commission Report).
Proceedings of the Meeting of East Pakistan Madrasah Education Board ,Memo no 7233-66(24) Aug-Sep.1962
Proceedings of the meeting of the East Pakistan Madrasah Education Board, Dhaka .Held on Sunday 15th July, 1962
Report of the commission on students problems and Welfare ,1966 .government of Pakistan Press Karachi ,1966
Report of the Sub-Committee of the Advisory committee for Madrasah Education, East Bengal, 1966
Report of the proposals for a new Education policy July ,1969
Report of the Bangladesh Shikhkha commission 1974
Bangladesh District Gazetteer, Rajshahi, 1976
The Bangladesh Gazette, Extra ordinary Thursday,March ,21 .1978.

অভিধান

আবু তাহের মেসবাহ — *আল-মানার,* মোহাম্মদী লাইব্রেরী, চকবাজার,ঢাকা: ১৯৯০

আবুল ফযল মাওলানা আব্দুল হাফিয বালয়াভী — *মিসবাহুল লুগাত*, থানভী লাইব্রেরী, বাংলাবাজা, ঢাকা:২০০৩

Dhaka University Institutional Repository

ড. ইব্রাহীম মাদকুর — *আলমুজামুল অছিত*, কুতুবখানায়ে হোসাইনিয়া, দেওবন্দ, ভারত:১৯৯৬

মুহাম্মদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী — *আলমুজামুল মাফাহরিস লিআলফাযিল কুরআন*, ইন্তেশারাতে ইসলাম, তেহরান, ইরান: ১৩৭৪

মাওলানা মুহিউদ্দীন খান — আল-কাউসার, মদীনা পাবলিকেশান্স, বাংলাবাজার, ঢাকা: ২০০৪

মুহাম্মদ আলাউদ্দীন আল আযহারী — *আরবী –বাংলা অভিধান*, বাংলা একাডেমী, ডিসেম্বর ১৯৯৩

শৈলেন্দ্র বিশ্বাস — *সংসদ বাংলা অভিধান*, সাহিত্য সংসদ, এপ্রিল ২০০৪

পত্র-পত্রিকা

দৈনিক প্রথম আলো, ৫.৫.২০০৪

দৈনিক ইনকিলাব, ১৬.০৬.১৯৯৮

দৈনিক নয়াদিগন্ত, ১৭.০১.২০০৫

সাপ্তাহিক আড়াইহাজার, বর্ষ ২য়, সংখ্যা ২২, প্রকাশ ২৬.০৩.২০০৭